শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দায়ী ইলাল্লাহ

মুহাম্মদ নূরুয্‌যামান

শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দায়ী ইলাল্লাহ

মুহাম্মদ নূরুয্যামান

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা—চট্টগ্রাম—খুলনা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ২০২

১ম সংস্করণ ঃ জুলাই ১৯৬৪
২য় সংস্করণ ঃ এপ্রিল ১৯৯৪

২য় প্রকাশ

রবিউল আউয়াল	১৪৩৪
ফাল্গুন	১৪১৮
ফেব্রুয়ারী	২০১২

বিনিময় ঃ ২৪০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

SHATABDIR SRESHTA DAEE ILALLAH–The best Preacher of the Century who Calls to the way of Allah–. by Mohammad Nuruzzaman. Published by Adhunik Prokashani, 25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 240.00 Only

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।

ইসলামী বিপ্লবের অগ্নিপুরুষ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী আমাদের মরজগতে আর নেই। তাঁর বলিষ্ঠ ও সুমহান চিন্তাধারা আমাদের কর্মজীবনের উজ্জ্বল পাথেয়।

তিনি ইসলামী বিপ্লবের যে রূপ-রেখা মুসলিম মিল্লাতকে উপহার দিয়েছেন তা কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামী বিপ্লবের বাণী বাহকদেরকে পথের সন্ধান দিবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

'শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দায়ী ইলাল্লাহ' গ্রন্থে তাঁর বলিষ্ঠ চিন্তাধারার কিঞ্চিত মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। ১৯৬৪ সনে প্রকাশিত মওদূদী সংক্রান্ত বাংলা ভাষার প্রথম গ্রন্থ 'মাওলানা মওদূদী' সংকলনের এটা বর্ধিত রূপ। ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণে প্রথম সংকলনের নিবন্ধসমূহ হুবহু বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রায় তিন যুগ পর পুনরায় পাঠকদের খেদমতে গ্রন্থটি পেশ করতে পেরে আল্লাহ তাআলার শোকরিয়া আদায় করছি। তিনি আমাদের সকলকে তা থেকে ফায়দা হাসিল করার তওফীক দান করুন। আমীন।

মুহাম্মদ নূরুযযামান
১৬ বি তল্লাবাগ
সুবহান বাগ, ঢাকা।

যিলহজ্জ-১৪১১ হিঃ
১৬ই জুন-১৯৯১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

মাওলানা যুগ স্রষ্টা। তাঁর প্রতিভা অনন্যসাধারণ, কর্মশক্তি বিপুল এবং প্রজ্ঞা প্রখর।

এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের সাহিত্যকর্ম এবং সাংগঠনিক শক্তি পাকিস্তানের ইতিহাসকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করবে। তাঁর লোকোত্তর প্রতিভার সফল স্বাক্ষর বহন করবে অনাগত দিনের পাকিস্তানের ধ্যান ধারণা ও মানস।

মওদূদীর প্রতিভা দেশোত্তর। পাকিস্তানের বাইরে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিদগ্ধ সমাজের কাছে বর্তমান পাকিস্তানের যে বেসরকারী ব্যক্তিটি সর্বাধিক পরিচিত তিনি হচ্ছেন সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। হাসানুল বান্না শহীদের পর আরব জাহানের যুবক শ্রেণীকে যে মনীষীর লেখা সর্বাধিক আকর্ষিত করেছে, তিনি হচ্ছেন 'আল উস্তাযুল মওদূদী'।

এই জগতজোড়া খ্যাতির জন্য মাওলানা কোন নতুন চিন্তাধারা বা মতাদর্শ পেশ করেননি। হেরার গুহায় মানবতার নবী যে সত্যবাণীর সন্ধান পেয়েছিলেন, মওদূদী সে পয়গামই মানবতার কল্যাণের জন্য মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দিতে চান। অন্যায়-অবিচারমুক্ত সুখী-সুন্দর পৃথিবী রচনার জন্য মওদূদী রব্বুল মখলূকাতের ইবাদাত—জগত প্রভূর আনুগত্য ও খালকে খোদার খেদমত—সৃষ্টির সেবাকে অপরিহার্য মনে করেন।

মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারা ও কর্মবহুল জিন্দেগী সম্পর্কে উর্দুভাষায় একাধিক পুস্তক রচিত হয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এরূপ প্রচেষ্টা এই প্রথম। তাঁর চিন্তাধারার বিভিন্ন দিক চিত্রণে আমরা কতটুকু সক্ষম হয়েছি তার বিচারের ভার পাঠকদের ওপর রইল।

আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মুদ্রণের ত্রুটি রয়ে গিয়েছে। আশা করি সহৃদয় পাঠক সমাজ তা মাফ করে দিবেন। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে বানানের নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

জুলাই, ১৯৬৪ ইং
৮৭ আরামবাগ, ঢাকা — মুহাম্মদ নূরুয্যামান

প্রকাশনা : প্রাচী প্রকাশনী
মুদ্রণ : দি রয়েল প্রিন্টিং ওয়ার্কস

www.pathagar.com

সূচীপত্র

এক নযরে মাওলানা মওদূদী	১১
পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার ক্ষেত্রে মওদূদী	১৬
–অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান	
নির্যাতিত নেতা –মুহাম্মদ নূরুয্যামান	২৫
এক অনন্য সাধারণ প্রতিভা –অধ্যাপক গোলাম আযম	৩৭
দ্বীনী চিন্তার পুনর্গঠন –মুহাম্মদ নূরুয্যামান	৭২
প্রাক আযাদী যুগে মওদূদীর কাজ –খুররম মুরাদ	৮৩
বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দায়ী ইলাল্লাহ –মুহাম্মদ নূরুয্যামান	৯০
মওদূদীর রাজনৈতিক চিন্তাধারা –হাফেয হাবীবুর রহমান	১৪৮
নতুন দ্বীনে এলাহির ফিতনার উৎসাদনে মওদূদী সাহিত্যের অবদান	১৬২
–মুহাম্মদ নূরুয্যামান	
কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলন ও মওদূদী	২০২
–সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী এম, এ,	
ঐতিহাসিক সংকট নিরসনে যুবক মওদূদী	২২৩
–মুহাম্মদ নূরুয্যামান	
মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারা ও যুব সমাজ	২৩৮
–আবদুল কাদির মোল্লা	
ইসলাম ও জাতীয়তাবাদের তুলনামূলক পর্যালোচনা	২৪৩
–মুহাম্মদ নূরুয্যামান	
কাশ্মীর সমস্যা ও মওদূদী –অধ্যাপক নূরুল আলম রইসী	২৫২

www.pathagar.com

জ্ঞানের বিশ্বকোষ –আব্বাস আলী খান ২৬৩

শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোধা –মুহাম্মদ নূরুযযামান ২৭৫

মওদূদীর জীবন ও চিন্তাধারার কিছু দিকের মূল্যায়ণ ২৯২
–মরিয়াম জামিলা

আমাদের অর্থ ব্যবস্থা ও মওদূদী –মুহাম্মদ নূরুযযামান ৩১১

মধ্যপ্রাচ্যে মওদূদী –আবদুল মান্নান তালিব ৩২৬

চিন্তার পুনর্গঠনে মওদূদী রচনাবলী –তমসুর হোসেন ৩৩৫

অন্ধকার থেকে আলোর দিকে –এম, জিয়াউর রহমান ৩৪৫

ইয়ে ত ইবনে তাইমিয়া কা রং হ্যায় ৩৪৯
– ডাঃ মুহাম্মাদ আতাউর রহমান

মান হুয়াল মওদূদী ৩৫৩
–আল্লামা শেখ আল বশীর আল ইবরাহীম আলজিরী

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

এক নজরে মাওলানা মওদূদী (র)

১৯০৩ ইং ২৫শে সেপ্টেম্বর–	স্বাধীন হায়দারাবাদের আওরঙ্গাবাদে জন্ম
১৯০৬–১৩ ইং	প্রাথমিক শিক্ষা
১৯১৪ ,,	আলিম পরীক্ষা পাস
১৯১৭ ,,	ভুপালে বসবাস
১৯১৮ ,,	বিজনুর থেকে প্রকাশিত 'আখবারে মদীনা' পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগে যোগদান
১৯১৯ ,,	খেলাফত আন্দোলনে যোগদান
১৯২০ ,,	পিতার মৃত্যু, জব্বলপুর থেকে প্রকাশিত দৈনিক তাজ পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ
১৯২১ ,,	ইংরেজী অধ্যয়ন
১৯২২ ,,	জমিয়াতে উলামায়ে হিন্দের মুখপাত্র 'মুসলিম'–এর সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ
১৯২৩ ,,	'মুসলিম' এর প্রকাশনা বন্ধের পর ভুপালে গমন গভীর অধ্যয়নে মনোনিবেশ।
১৯২৪ ,,	দিল্লী প্রত্যাবর্তন
১৯২৫ ,,	জমিয়াতে উলামায়ে হিন্দের মুখপাত্র দৈনিক 'আল–জমিয়াত'–এর সম্পাদক নিযুক্ত
১৯২৭ ,,	'আল জিহাদ ফিল ইসলাম' রচনা
১৯২৮ ,,	'আল জমিয়াত' থেকে ইস্তফা দান
১৯৩০ ,,	হায়দারাবাদ প্রত্যাবর্তন, 'দ্বীনিয়াত (ইসলাম পরিচিতি) প্রকাশ
১৯৩১ ,,	দাক্ষিনাত্যের হায়দারাবাদ থেকে মাসিক 'তরজমানুল কুরআন' প্রকাশ
১৯৩১–৩৫ ,,	ইসলামী দাওয়াতের রূপ রেখা সম্পর্কে গবেষণা এবং ইসলামী দাওয়াতের সূচনা

www.pathagar.com

১৯৩৬ ইং	আল্লামা ইকবালের সাথে পত্রালাপ, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধক্রমে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা প্রকল্প প্রণয়ন
১৯৩৭ ,,	আল্লামা ইকবালের সাথে মুলাকাত ও পাঞ্জাবে স্থায়ীভাবে আগমনের দাওয়াত ঃ মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমকাশ
১৯৩৮ –৮ মার্চ	পাঞ্জাবের পাঠানকোটে দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা, মাসয়ালায়ে কাওমিয়াত (জাতীয়তাবাদ) শিরোনামে ধারাবাহিক প্রবন্ধাদি প্রকাশ
১৯৩৯ ,,	তাজদীদ ও এহইয়ায়ে দ্বীন(ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন), 'ইসলামী ইবাদাত পর এক তাহকীকী নযর' প্রকাশ
১৯৪০ ,,	মুসলিম লীগের ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটির সদস্য মনোনীত, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্রাচী হলে 'ইসলামী হুকুমাত কিসতরাহ কায়েম হুতী হায়' সম্পর্কে ভাষণ
১৯৪১ ,,–২৬ আগস্ট	লাহোরে ৭৫ জন বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের বৈঠকে জামায়াতে ইসলামী গঠন ও তার আমীর নির্বাচিত
১৯৪২ ,,	জুন মাসে জামায়াতের কেন্দ্র পাঠানকোটে স্থানান্তর
১৯৪৩ ,,	তাফহীমুল কুরআন প্রণয়ন শুরু
১৯৪৪–৪৬ ,,	ইসলামী আন্দোলন সুদৃঢ় ও সম্প্রসারণ করার প্রচেষ্টা ও উপযোগী সাহিত্য রচনা
১৯৪৭ ,,	পাকিস্তানে হিজরত এবং লাহোরে জামায়াতের কেন্দ্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা
১৯৪৮–৬ জানুয়ারী	লাহোর আইন কলেজে ভাষণ দান এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবী উত্থাপন, ৬ মার্চ করাচীর জাহাঙ্গীর পার্কের জনসভায় ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবী পুনরায় উত্থাপন, ১৪ অক্টোবর দুজন সাথীসহ গ্রেফতার (ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন বানচাল করার লক্ষ্যে)

www.pathagar.com

১৯৪৯–১২ মার্চ	পাকিস্তান গণপরিষদ কর্তৃক জামায়াতের নেতৃত্বে পেশকৃত আদর্শ প্রস্তাব গ্রহণ
১৯৫০–২৮ মে	দীর্ঘ ১৯ মাস ২৫ দিন কারাগারে থাকার পর মুক্তি লাভ।
১৯৫১–৩১ জুন	উলামা সম্মেলন আহবান ও ২২ দফা প্রণয়ন ও মঞ্জুর
১৯৫২ ইং	পাকিস্তান গণপরিষদের নিকট ইসলামী সংবিধানের জন্য ৮ দফা দাবী পেশ
১৯৫৩–মার্চ মাসে	কাদিয়ানী সমস্যা শীর্ষক পুস্তক প্রকাশ, ২৮শে মার্চ সামরিক আইনের অধীন গ্রেফতার, ১১ই মে সামরিক আদালত কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডাদেশ
১৯৫৫–২৯ এপ্রিল	২৫ মাস কারাবাসের পর মুক্তিদান
১৯৫৬	ইসলামী সংবিধানের জন্য অভিযান ও গণপরিষদ কর্তৃক ইসলামী শাসনতন্ত্র বিল গৃহীত –দুই মাসব্যাপী পূর্ব পাকিস্তান সফর –হজ্জ পালন
১৯৫৮–৭ অক্টোবর	লাহোরের জনসভায় রাজনৈতিক স্থিতিহীনতা দূর করার আহবান
–৮ অক্টোবর	সামরিক শাসন জারি, জামায়াতে ইসলামী নিষিদ্ধ ঘোষণা
১৯৫৯–৩ নভেম্বর	আরদুল কুরআন বা কুরআনের দেশ পরিভ্রমণ করার জন্য যাত্রা–(কুরআনের বর্ণিত স্থানসমূহ দেখার জন্য)
১৯৬০ ইং	সফর শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন
১৯৬১ ,,	আয়ূব খানের কুখ্যাত পারিবারিক আইনের বিরুদ্ধে অভিযান
১৯৬২ ,,	মক্কায় অনুষ্ঠিত মুসলিম সম্মেলনে রাবেতায়ে আলমে ইসলামী গঠন ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য নির্বাচিত
১৯৬৩ ,,	সরকারের ইঙ্গিতে নিখিল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলনে মাওলানাকে লক্ষ্য করে গুণ্ডাদের গুলী বর্ষণ ও আল্লাহ বক্সের শাহাদত

www.pathagar.com

১৯৬৪–৭ জানুয়ারী	জামায়াতে ইসলামী বেআইনী ঘোষিত ও মজলিসে শুরার ৪৯ জন সদস্যসহ মাওলানা গ্রেফতার
২৫ সেপ্টেম্বর	সুপ্রিম কোর্টের রায়ে জামায়াত পুনর্বহাল ও জামায়াত নেতৃবৃন্দকে কারাগার থেকে মুক্তিদান
১৯৬৫ ইং	মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মেলনে যোগদানে সরকারের বাধা দান
৬ সেপ্টেম্বর	ভারত কর্তৃক পাকিস্তান আক্রান্ত হলে বেতার ভাষণ প্রদান
১৯৬৬ ইং	তাসখন্দ ঘোষণার বিরুদ্ধে জনমত গঠন
	–পূর্বপাকিস্তান সফর
১৯৬৭ ইং	নিখিল পাকিস্তান ভিত্তিতে Pakistan Democratic Movement (PDM) প্রতিষ্ঠা
	–রাবেতার বৈঠকে যোগদানে সরকারের বাধাদান
	–ঈদের চাঁদ সম্পর্কিত শরিয়াতী দৃষ্টিকোণ পেশ করার কারণে গ্রেফতার
১৯৬৮–১৫ সেপ্টেম্বর	চিকিৎসার জন্য লণ্ডন যাত্রা
	–মিল্টন হোটেলে প্রবাসী মুসলমানদের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা
১৯৬৯ ইং	গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান
	–মরোক্কোর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে যোগদান
১৯৭০–১৮ জানুয়ারী	ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভায় আওয়ামী লীগের লাঠিয়াল বাহিনীর হামলা
৩১ মে	শওকতে ইসলাম দিবস পালিত
২৬ আগস্ট	জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা দিবসে ভাষণ : আঞ্চলিক দলসমূহ নির্বাচনে জয়যুক্ত হলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী
১৯৭২ অক্টোবর	'তাফহীমুল কুরআন'–এর ৬ষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত

www.pathagar.com

নভেম্বর	–জামায়াতে ইসলামীর 'আমীরের' পদ থেকে অবসর গ্রহণ
১৯৭৯–২৬ মে	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসার জন্য লাহোর ত্যাগ, ৪ঠা সেপ্টেম্বর–বাফেলোর হাসপাতালে কিডনীতে অস্ত্রোপচার, ৮ই সেপ্টেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত, ২২শে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সময় বিকাল পৌনে সাতটার সময় যুক্তরাষ্ট্রের বাফেলো হাসপাতালে সংগ্রামী জীবনের অবসান (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

www.pathagar.com

পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার ক্ষেত্রে মওদূদী

—অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান

[অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান লিখিত 'পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার ক্ষেত্রে মওদূদী' শীর্ষক প্রবন্ধ আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দলীল। ১৯৬৪ সনে প্রকাশিত 'মাওলানা মওদূদী' গ্রন্থে তা সন্নিবেশিত হয়। ঐতিহাসিক গুরুত্বের প্রেক্ষাপটে তা বর্তমান সংস্করণেও সন্নিবেশিত করা হল।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ১৯৫৬ সনে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার পর্যালোচনা করে যে ১২ দফা কর্মসূচী পেশ করেন তা সরকার, জনগণ, শিল্পপতি এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করলে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান ঐক্যবদ্ধ ও সুদৃঢ় হত, অন্যায় ও বেইনসাফীর কুঠার আঘাতে পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হত না। তাই প্রবন্ধের প্রারম্ভে মাওলানা মুহতারমের ১২ দফার সার সংক্ষেপ প্রদত্ত হল।

এক : বাঙ্গালী এবং অবাঙ্গালী মুসলমানদেরকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করতে হবে। মুহাজিরদেরকে বাংলা ভাষা শিখতে হবে এবং স্থানীয় জনসাধারণের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ও সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।

দুই : অবাঙ্গালী অফিসারদেরকে প্রভুসুলভ মনোভাব পরিত্যাগ করতে হবে।

তিন : পূর্ব পাকিস্তানীদের অভিযোগ অনুসন্ধান করে তার প্রতিকার করতে হবে।

চার : ইসলাম ও পাকিস্তানের ধ্বংসসাধনকারী শক্তিকে সঠিকভাবে মোকাবিলা করার জন্য ইসলামী দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

পাঁচ : বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য প্রণয়ন ও প্রকাশের ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

ছয় : উর্দু সাহিত্যের ইসলামী ধনভাণ্ডারের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে আকৃষ্ট করতে হবে।

সাত : পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা একই ছাঁচে গড়ে তুলতে হবে। ইসলামী মূল্যবোধের শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন করতে হবে।

আট : স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-যুবকদেরকে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

www.pathagar.com

নয় ঃ জনগণের ধর্মীয় অজ্ঞতা দূর করার জন্য আলেম সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। এ প্রসঙ্গে মাওলানা আফসোস করে বলেনঃ "যে প্রদেশে আলেমদের সংখ্যা দুই লক্ষেরও অধিক, সেখানকার লোকদের এইরূপ ধর্মীয় অজ্ঞতা দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এই মহান ব্যক্তিরা নিজ নিজ কর্তব্য যথার্থরূপে পালন করছেন না।"

দশ ঃ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যোগাযোগ, যাতায়াত এবং ব্যবসা বাণিজ্য সহজতর করতে হবে।

এগার ঃ দুই অংশের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মাঝে মাঝে অপর অংশে সফর করে তাদের সমস্যা সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে।

বার ঃ 'পূর্ব পাকিস্তানকে দেশ রক্ষার ব্যাপারে অনতিবিলম্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে হবে। এই ব্যবস্থা ব্যতীত এই অংশের লোকদের মধ্যে নিজেদের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা এবং উহার স্থায়িত্বের উপর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিতে পারে না। পূর্ব পাকিস্তানের যুবকগণ সৈন্য বিভাগে ভর্তি হতে এগিয়ে আসেন না ইহা একটি ভিত্তিহীন অজুহাত। যদি এখানকার যুবক সম্প্রদায় সত্যসত্যই এগিয়ে না আসে, তবে যাদের উপর দেশ রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে, তাদের উচিত যুবকদিগকে দেশ সেবার কাজে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা। –সম্পাদক]

"এখানে আমি কেবল একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি হিসেবেই কথা বলছি না বরং এমন এক ব্যক্তির ন্যায় বিষয়টির আলোচনা করতে চাই, যার কাছে পাকিস্তান শরীর ও আত্মার সমতুল্য। যেভাবে আমি নিজের শরীরের দুটি হাতের মধ্যে তারতম্য করতে পারি না, ঠিক তেমনি পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যেও আমি কোন বৈষম্য করতে পারি না। আমার যে কোন এক হাতের ব্যথা স্বাভাবিকভাবেই সমস্ত শরীরের জন্য পীড়াদায়ক।"

পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা প্রসঙ্গে পাকিস্তানের মহান নেতা ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলেন। অধুনা জাতির ভাগ্যনিয়ামক তথাকথিত নেতৃবৃন্দ দায়িত্বহীনভাবে মন্তব্য করেছেন যে, পাকিস্তানের জন্ম একটি ক্ষণিক আবেগের মধ্য থেকে, তাদের কাছে হয়ত এ মন্তব্য কোনই গুরুত্ব বহন করবে না, কিন্তু পাক-ভারতের অধঃপতিত, নির্যাতিত দশ কোটি মুসলমান যারা এক মহান আদর্শিক অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিপুল সাধনা ও ত্যাগের বিনিময়ে এ দেশের আযাদী অর্জন করেছিলেন, তাদের কাছে এ দেশের প্রতি ইঞ্চি মাটিও অতি পবিত্র ও মূল্যবান। তারা

www.pathagar.com

এটাকে আল্লাহর দেয়া এক পবিত্র আমানত বলেই মনে করেন, এর উন্নতি ও প্রগতির জন্য চিন্তা করাও তাদের ধর্মবিশ্বাসেরই অপরিহার্য অংগ বলে বিবেচনা করেন। তাই এখানে মোনাফিকিরও স্থান থাকে না। কিন্তু যারা ব্যক্তিগত স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের উপরে স্থান দেন, দুনিয়ায় তারা নিজেদের জন্য বেহেশত রচনা করতে সক্ষম হলেও জাতির জন্য কল্যাণকর বলে বিবেচিত হন না। পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার কথা আলোচনা করতে গিয়ে তাই প্রথমেই মনে হয়, এ দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন, এ দেশের জন্য দরদ দেখান এমন লোকের অভাব নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও এ দেশের কোন সমস্যার সত্যিকারের কোন সমাধান হচ্ছে না কেন? তার একমাত্র উত্তর হল এই যে, আসলে তাদের দরদের পেছনে থাকে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের প্রচেষ্টা, তাই যা কিছুই বলা হয় তা সবই শ্লোগানের মত শোনায়, সত্যিকারের সমস্যা কি তা-ও যেমন তারা চিন্তা করেন না, সমস্যার সুষ্ঠু সুন্দর সমাধানও তেমনিভাবে তাদের কাছে থাকে অস্পষ্ট।

ভূমিকাটুকু এ জন্যই প্রয়োজন হল যে, মাওলানা মওদূদী এ প্রদেশের লোক না হয়েও তিনিই সর্বপ্রথম পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন সমস্যাবলী সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন এবং এর সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ সমাধানের বিষয় উল্লেখ করেছেন। তাঁর আলোচিত বিভিন্ন সমস্যাবলী ও তার সমাধানের মধ্য থেকে এখানে মাত্র কয়েকটি মৌলিক সমস্যার কথা এবং সে ব্যাপারে মাওলানা মওদূদীর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

পূর্ব পাকিস্তানের কোন সমস্যাই কোন একক ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর হতেই এ সমস্যাগুলো ধীরে ধীরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে উঠতে বর্তমানে এক বিরাট মহীরূহের রূপলাভ করার পথে। তাই জাতীয় স্বার্থেই আজ এ বিষয়ে সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করা এবং অবিলম্বে এর নিশ্চিত সমাধানের পথে এগিয়ে যাওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, আদর্শহীন ব্যক্তি ও আঞ্চলিক স্বার্থপরতা এবং পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি এই দুটোই পূর্ব পাকিস্তানের যাবতীয় সমস্যা সৃষ্টির মূল কারণ।

পাকিস্তান আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, পাক-ভারতের দশ কোটি নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য একটি স্বাধীন আবাসভূমি রচনা করাই ছিল এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। তাই পাকিস্তান আন্দোলন ছিল বিশ্ব মুসলমানের নবজাগরণের এক বলিষ্ঠ

www.pathagar.com

প্রতিশ্রুতি। আর সে জন্যই পাকিস্তানে আসতে পারবেন না, এ কথা জেনেও বর্তমান ভারতীয় মুসলমানরা পর্যন্ত এই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান হাসিলের পর এক শ্রেণীর আদর্শহীন লোকের হাতে দেশের কর্তৃত্বভার চলে যাবার ফলে জাতীয় ঐক্যের মূলভিত্তিই দুর্বল হয়ে পড়ল এবং তারা নিজেদের ব্যক্তিগত ও আঞ্চলিক স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের উপরে স্থান দিল। দেশ এবং জাতির প্রতি নৈতিক দায়িত্ববোধের পরিবর্তে ক্ষুদ্র স্বার্থ বুদ্ধি প্রাধান্য লাভ করল এবং এই স্বার্থ-বুদ্ধির তাগিদেই বিভিন্ন অঞ্চল ও জনমণ্ডলীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ও বিদ্বেষভাব সৃষ্টির চেষ্টা চলল।

মোহাজের সমস্যা

উপরতলার এই স্বার্থান্বেষী মহলের স্বার্থসিদ্ধির কাজে আর একটি জিনিস সহায়ক হয়েছিল। দেশ বিভাগের পর ভারত থেকে আগত উচ্চ সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং অধিকাংশ সাধারণ মোহাজিরগণ এদেশে এসে বসবাস করলেও এ দেশের মাটির সংগে তারা একাত্মতা অনুভব করতে পারেননি। মাওলানা মওদূদী এইসব সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে বলেছিলেন : "যারা এখানে সরকারী কর্মচারী হিসেবে এসেছিলেন, তাদের একটা বড় অংশ কোন প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করতে পারেননি। ইংরেজদের চেয়ারে বসে তারা নিজেদেরকে ইংরেজ মনে করে নিয়েছেন। অপর জাতির উপর শাসন চালাতে ইংরেজরা যে নীতি অনুসরণ করত, তারাও সেই পথ অবলম্বন করেছেন। তারা এ কথা চিন্তা করেন নি যে, নিজ দেশের নিজ জাতির শাসন তথা খেদমতের ভারই তারা গ্রহণ করেছেন। বস্তুত যেসব কারণে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ এই ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছে যে, তাদেরকে একটি কলোনীতে পরিণত করা হয়েছে, উপরোক্ত কারণটি তার অন্যতম প্রধান কারণ। দুর্ভাগ্যবশত উক্ত অফিসারদের সকলেই ছিলেন উর্দুভাষী আর যেহেতু এখানকার লোকদের ধারণা উর্দুই পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষা, এ কারণে তারা মনে করল যে, পাকিস্তান হলো পশ্চিম পাকিস্তান আর পূর্ব পাকিস্তান তার একটি কলোনী মাত্র।" —

বহিরাগত ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী বলেন : "বহিরাগত ব্যবসায়ী ও কারখানা মালিকগণের উচিত ছিল—এ দেশকে নিজেদের দেশ ও এ জাতিকে নিজেদের জাতি মনে করে অনুন্নত ভাইদেরকে সাহায্য করে উন্নত করার চেষ্টা করা, শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অগ্রসর হবার জন্য সাহায্য করা, তাদের দুরাবস্থা দূর করার জন্য এখান থেকে উপার্জিত

www.pathagar.com

অর্থ এখানেই ব্যয় করা, তাদের মংগল ও উন্নতির জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান কায়েম করা এবং তাদের বিপদ আপদে যথোপযুক্ত সাহায্য দান করা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাদের মধ্যে অনেকেই এই কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না, বরং নিজেদের জাতিকেই শোষণ লুন্ঠন করা শুরু করেন।—এ কারণেই সাধারণ লোকের মধ্যে উক্ত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে এবং এর সুযোগ নিয়ে দুষ্ট প্রকৃতির লোক বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছে।"

সাধারণ মোহাজের সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ "সাধারণ মোহাজেরগণও এখানে যে কর্মপন্থা অনুসরণ করেছেন, তাকেও সুষ্ঠু বলা চলে না। তারা জানত যে, তারা যেখানে এসেছে, সেটাই তাদের দেশ, এদেশ থেকে তাদের ফিরে যাবার সকল পথই রুদ্ধ।—অতএব এখানকার অধিবাসীদের সংগে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাওয়া, এদের ভাষা শিক্ষা করা এবং বিবাহশাদীর মাধ্যমে এদের সংগে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আপন ও পরের সকল পার্থক্য দূরীভূত ও নিশ্চিহ্ন করাই তাদের কর্তব্য ছিল।" এ সমস্যার সমাধানে মাওলানা মওদূদী বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যকার সকল পার্থক্য দূর করে প্রকৃত ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করে এক জাতি হয়ে বসবাস করার কথা বলেছেন এবং এর মধ্যেই যে, সমস্যার সংগত সমাধান নিহিত, তাতে কারো মনেই কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

ভাষা সমস্যা

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর পূর্ব পাকিস্তানকে সবচে বড় যে সমস্যায় পড়তে হয়, তা হল ভাষার সমস্যা। ভাষা মানুষের জন্মগত অধিকার। পরাধীনতার যুগে আমাদেরকে বিজাতীয় ভাষার গোলামে পরিণত করা হয়। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, স্বাধীনতা লাভের পর আমরা আমাদের নিজেদের ভাষার অধিকার ফিরে পাব। কিন্তু যে কারণেই হোক, উপর তলার এক বিশেষ কারসাজীতে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দিতে অস্বীকার করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের একটি বিশেষ মহল এ কারসাজীতে জড়িত থাকলেও পশ্চিম পাকিস্তান থেকেই এ ব্যাপারে অধিকতর প্ররোচনা চালানো হয়। কিন্তু মাওলানা মওদূদী বাস্তবতার স্বীকৃতিদানের সুস্পষ্ট আহবান জানালেন। বাংলাভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা না দিলে পূর্ব পাকিস্তানীদেরকে আরো দু'শত বছর পেছনে ফেলে দেয়া হবে বলে তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে মত ব্যক্ত করলেন। মাওলানা মওদূদী যেদিন বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করলেন যে, "বাংলা ভাষাকে

www.pathagar.com

রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা না দিলে বাস্তবতাকে অস্বীকার করার মত অবিজ্ঞতারই কাজ হবে"—সেদিন তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানের বিশেষ মহলে এক কঠোর বিরূপ সমালোচনার পাত্রে পরিণত হতে হয়েছিল। এমন কি 'বাবায়ে উর্দু' মরহুম আবদুল হক পর্যন্ত বলেছিলেন যে, "মাওলানা মওদূদী উর্দুভাষার এত বড় একজন লেখক হয়ে এবং মাতৃভাষা হিসেবে উর্দুভাষা বলার গৌরব বোধ করা সত্ত্বেও তিনি পূর্ব পাকিস্তানে গিয়ে বাংলাভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দানের দাবী জানিয়েছেন। এর ফলে তিনি জাতির পিতা মরহুম কায়েদে আযমের অনুসৃত নীতিরও বিরোধিতা করলেন।" বলাবাহুল্য বাংলা ভাষার ব্যাপারে মরহুম কায়েদে আযমের ভূমিকা সর্বজনবিদিত। মূলতঃ তিনি যতবড় নেতাই হন না কেন, মানবিক দুর্বলতার উর্ধে ছিলেন না। আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে তিনিও হয়ত তাঁর মত বদলাতেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু মাওলানা মওদূদীর এ ব্যাপারে কোন দ্বিধাই ছিল না, সত্যকে স্বীকার করে নেয়াই তিনি যথার্থ মনে করেছিলেন।

সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রে

পাকিস্তান লাভের পর হতে সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। মাওলানা মওদূদী দ্ব্যর্থহীনভাবে এর প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি বলেন যে, "পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর পূর্বাঞ্চলের মুসলমানগণ ন্যায়তই এ আশা করেছিলেন যে, তারাও সমানভাবে উন্নতিলাভের সুযোগ পাবেন। দুঃখের বিষয়, তাদের এ আশা পূর্ণ হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানের যুবকদের মধ্যে এ ব্যাপারে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে, তা সম্পূর্ণ ন্যায় ও সংগত।"

দেশ রক্ষার ক্ষেত্রে

সৈন্য বিভাগে চাকুরির ক্ষেত্রে প্রচলিত বিমাতাসুলভ দৃষ্টিভংগিরও তিনি কঠোর সমালোচনা করেন। এ ব্যাপারে তাঁর গভীর চিন্তা ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অভিমতই এখানে একটু বিস্তৃতভাবে তুলে দিলাম। তিনি এই অভিমতের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের দেশরক্ষার সার্বিক দিকটি এবং তার অপূর্ব জটিলতার কথাটি এমন যথার্থরূপে তুলে ধরেছেন—যা দেশপ্রেমিক প্রতিটি পাকিস্তানীকে চিন্তা করে দেখা উচিত। তিনি বলেন : "আজ পর্যন্ত এখানে ইংরেজ আমলের এই ধারণাই প্রচলিত রয়েছে যে, সৈন্য বিভাগের জন্য কেবল 'সামরিক জাতিই' উপযুক্ত। এর পরিণাম এই হয়েছে যে, সৈনিক বৃত্তি একটি বিশেষ

www.pathagar.com

এলাকার লোকদের জন্য একচেটিয়া হয়ে পড়েছে। সামরিক বাজেটের কেবল আর্থিক সাহায্যই নয়, সামরিক শিক্ষার অন্যান্য জরুরী বিষয়সমূহেও কোন উল্লেখযোগ্য অংশই পূর্ব পাকিস্তানীদেরকে দেয়া হচ্ছে না। জানি না, আমাদের ক্ষমতাসীন লোকদের নিকট সিংহল, বর্মা, শ্যাম, সিরিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইন ইত্যাদি দেশের লোকেরা সামরিক জাতি বলে গণ্য হয় কি না? যদি না হয়ে থাকে তবে হয় তাদের দেশ রক্ষার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হওয়া উচিত, নতুবা অন্যস্থান থেকে সামরিক লোক আহবান করে সৈন্যবাহিনী গঠন করা উচিত। আর যদি এ দেশগুলো নিজেদের দেশ নিজেরাই রক্ষা করতে সক্ষম হয়, তবে পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা তাদের চে কোন্ অংশে নিকৃষ্ট যে, তাদেরকে সৈন্য বিভাগের চাকুরির অযোগ্য বলা হবে। এ ব্যাপারটির গুরুত্ব এখানেই শেষ নয়, বরং তা পাকিস্তানের একটি জীবনমরণ সমস্যা। এ দেশের অর্ধেকেরও বেশী জনসংখ্যা এমন একটি ক্ষুদ্র এলাকায় বাস করে যার তিনটি দিকই হিন্দুস্থানের আওতার মধ্যে রয়েছে। তার প্রায় চৌদ্দশ মাইলের সীমান্ত রক্ষা করতে হয়, যুদ্ধের সময় এ অঞ্চলকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কোন সাহায্য করা সম্ভব বলে মনে হয় না। এখানকার অধিবাসীগণ যদি নিজেদের দেশ নিজেরা রক্ষা করতে সক্ষম না হয় এবং এ উদ্দেশ্যে তাদেরকে সব দিক দিয়ে যোগ্য করে না তোলা হয় তবে কখনো তাদের মনে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা আসবে না। তাদেরকে আপনারা এ আশ্বাস দিয়ে কখনো নিশ্চিত করতে পারবেন না যে, যুদ্ধের সময় পূর্বাঞ্চলকে পশ্চিমাঞ্চল রক্ষা করবে। কারণ এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, প্রথমতঃ পূর্বাঞ্চল শত্রু কর্তৃক লাঞ্ছিত হবে, তারপর পশ্চিমাঞ্চল থেকে শত্রুকে বিতাড়িত করার জন্য চাপ দেয়া হবে। এটা একটি ভ্রান্ত দৃষ্টিভংগী ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৯৬২ সালে পল্টনের এক বিরাট জনসমাবেশেও মাওলানা মওদূদী এ কথা দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানীদেরকে দেশ রক্ষার ক্ষেত্রে ন্যায্য ও যোগ্য ভূমিকা পালন করতে না দেয়া হলে সমগ্র দেশের নিরাপত্তাই ব্যাহত হতে বাধ্য। এ প্রসঙ্গে তিনি অন্ততঃ পাকিস্তানের নৌ-বিভাগের হেডকোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করার দাবী জানান।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রশ্নে

পূর্ব পাকিস্তানের সবচে যে বড় সমস্যা সেটা হল অর্থনৈতিক বৈষম্য। আগেই বলেছি, পাকিস্তান সৃষ্টির পর কায়েদে আযমের মৃত্যুর সময় থেকেই একটি বিশেষ কোটারি এ দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে, ফলে দেশের

www.pathagar.com

অগণিত জনগণের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির বিনিময়ে অর্জিত জাতীয় সম্পদের সিংহভাগ গিয়ে পড়ে দেশের মুষ্টিমেয় কতিপয় লোকের হাতে। তাই আজ দেখা যায়, দশ কোটি মানুষের সম্পদ মাত্র দু'শো পরিবারের হাতে গিয়ে জমা হচ্ছে। আর এই দু'শো পরিবারের অধিকাংশই পশ্চিম পাকিস্তানী হবার ফলে আপাত দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে যে, সমগ্র দেশের সম্পদের অধিকাংশই গিয়ে পড়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে আর এদিক থেকে সামগ্রিকভাবে পূর্ব পাকিস্তান হয়েছে বঞ্চিত। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে, পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষ যেমনভাবে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শোষিত হচ্ছে, পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষও তেমনিভাবেই শোষিত হচ্ছে। তাই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অর্থনৈতিক অবিচারের কথাটিকে স্বতন্ত্রভাবে না দেখে এটাকে পাকিস্তানের সাড়ে নয় কোটি মেহনতী জনতার অর্থনৈতিক সমস্যারূপে দেখাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। মাওলানা মওদূদী সামগ্রিকভাবে এই সাড়ে নয় কোটি মেহনতী জনতার উপর অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠে হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন এবং বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যে অর্থনৈতিক অবিচার চলছে তার বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন যে, "দেশের উভয় অংশের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানকে অনুন্নত রেখে পাকিস্তান উন্নতি করতে পারে না। উন্নয়ন খাতে পূর্ব পাকিস্তানকেও পশ্চিম পাকিস্তানের সমান অংশ দিতে হবে।"

ইসলামী ন্যায় নীতি কায়েমই তাঁর উদ্দেশ্য

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে মাওলানা মওদূদী সর্বদাই অতি সমালোচনা মুখর। একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক হিসেবে জাতির একনিষ্ঠ নেতা হিসেবে তিনি ভাষা ও অঞ্চল নির্বিশেষে প্রতিটি পাকিস্তানীর সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতি কামনা করেন। আর একজন একনিষ্ঠ মুসলমান হিসেবে তাঁর এই কামনা তাঁর ঈমানেরই অংগ বিশেষ, পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক-এর প্রতিক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষের মধ্যে ইসলামের ন্যায়বিচার কায়েম করাই তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য।

দেশের উভয় অঞ্চলে বিরাজিত বিপুল অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সকল প্রকার সামাজিক অসাম্যকেই তিনি সুস্পষ্টরূপে ইসলামী মূলনীতির পরিপন্থী বলে মনে করেন। ইসলাম মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করে সমানাধিকারের ভিত্তিতে এক মহান ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সুখী শান্তিময় সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠার যে নিশ্চয়তা দেয়, পাকিস্তানী সমাজ জীবনে তার সুষ্ঠু বাস্তবায়নই হল মাওলানা মওদূদীর মূল লক্ষ্য।

www.pathagar.com

ইসলামই জাতির মুক্তি সনদ

পরিশেষে একটি কথা বলা অবশ্যই প্রয়োজন যে, পূর্ব পাকিস্তানের এ সকল সমস্যা কোন একক ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এর পেছনে রয়েছে এক ব্যাপক ও গভীর দূরভিসন্ধি। ইসলামের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে, হাজার হাজার মুসলমানের কঠিন আত্মত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করার পর এ দেশের জনগণ চেয়েছিল, আল্লাহর দেয়া বিধানের ভিত্তিতে দুনিয়ায় এক আদর্শ রাষ্ট্র কায়েম করে ইসলামী রেনেসাঁর আলোক-বন্যায় দুনিয়াকে নতুন আলোর সন্ধান দিতে এবং ইসলামী ন্যায় বিচার কায়েম করে প্রতিটি পাকিস্তানীকে সমানাধিকার দানের ভিত্তিতে জাতীয় সংহতি ও প্রগতির পথকে অবারিত করে তুলতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পাকিস্তান আজ সেই মহান ইসলামী আদর্শ থেকে দূরে সরে পড়ায় সমগ্র জাতির জীবনে সর্বব্যাপক সমস্যা ও দুরাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। পাকিস্তানী সমাজ জীবনে আজ অনৈসলামী জড়বাদী আদর্শ প্রাধান্য লাভ করায় আমাদের জাতীয় সংহতি ও প্রগতি নিদারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। যে নৈতিক ও আদর্শিক সুস্থ, সবল চেতনা আমাদের জাতীয় মানস বিকাশের পথকে সাবলীল করে দিতে পারে এবং যা ব্যক্তিগত ও আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও ভুল বোঝাবুঝির নিরসন ঘটিয়ে আমাদের এক ইনসাফ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হতে পারে, সেই ইসলামকে বাদ দিয়ে পাকিস্তানের কোন মংগলময় ভবিষ্যতের কথাই চিন্তা করা যেতে পারে না। পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলামী অনুশাসন কায়েমের মাধ্যমেই পূর্ব পাকিস্তানের তথা পাকিস্তানের যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু ও ন্যায়সংগত সমাধান সম্ভব। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে মাওলানা মওদূদীর যে ভূমিকা—তা এই দৃষ্টিকোণ থেকেই পরিগঠিত। তাই বিচ্ছিন্নভাবে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন সমস্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে মাওলানা মওদূদীর অনুসৃত ভূমিকা অতীব বাস্তবমুখী ও সবিশেষ প্রশংসনীয় হলেও—মূলতঃ তিনি কেবল পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যারই সমাধান চান না, সমগ্র পাকিস্তানের সকল সমস্যারই সুষ্ঠু সমাধান কামনা করেন এবং একমাত্র ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নেই যে পাকিস্তানের যাবতীয় মৌলিক সমস্যার সুষ্ঠু সুন্দর সমাধান সম্ভব—সে ব্যাপারে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহেরও অবকাশ নেই।

তথ্যপঞ্জি

১. পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা ও তার সমাধান—মওদূদী (১৯৫৬ ইংরেজী সংস্করণ)

২. সাপ্তাহিক জাহানে নও—রচনাকাল—১৯৬৪

www.pathagar.com

নির্যাতিত নেতা

—মুহাম্মদ নূরুয্‌যামান

বিশ শতকের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর জন্ম নিজামের হায়দারাবাদের আওরঙ্গবাদ শহরের আযাদ পরিবেশে, কর্ম জীবনের প্রারম্ভ ইংরেজ রাজত্বের কেন্দ্রস্থল নয়া দিল্লী এবং কর্মের বিস্তৃতি তুষারাবৃত কাশ্মীর উপত্যকা থেকে মেঘনা যমুনার পানি বিধৌত শষ্য শ্যামল অঞ্চলে, চির অশান্ত ফোরাত অববাহিকা থেকে ইন্দোনেশিয়ার সমুদ্র সৈকত পর্যন্ত। জ্ঞানের বিশালতা এবং চিন্তার সচ্ছলতার জন্য এই ক্ষণজন্মা পুরুষ সমকালীন ইতিহাসে অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। প্রখর প্রজ্ঞা, অনড় ও অটল সিদ্ধান্ত এবং সর্বোপরি অসীম আল্লাহর উপর অবিচল বিশ্বাস শুধু তাঁর অনুসারীদের মনেই ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করেনি, তাঁর কট্টর দুশমনের মনেও বিস্ময় উৎপাদন করেছে। জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তকে—সুখ ও শান্তির দিনে হোক আর ঘন দুর্যোগের দিনেই হোক কোন মানুষ এই মর্দে মুমিনকে বিচলিত হতে দেখেনি। কারাগারের কঠোর যন্ত্রণার দিনেও নৈরাশ্যের আঁধার তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। ফাঁসির নাহক আদেশ শোনে তিনি শাসকদের অবিমৃশ্যকারিতার জন্য ক্ষুব্ধ হয়েছেন কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও বিচলিত হননি। একাধিকবার তিনি স্বৈরাচারী মানুষ ও শ্রেণীর মিথ্যা প্রচারণার শিকার হয়েও ধৈর্যচ্যুত হননি। কেন তিনি বিচলিত হবেন? কেন তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে? তিনিতো সাধারণ মানুষের মত লাভ লোকসানের অংক কষে দেখেন না। প্রাচুর্য্য, বিত্ত, মনোরম বালাখানা ও শাসনদণ্ড এর কোনটাই তাঁর কাম্য নয়। শাসকদের শাসক মহাশাসক আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান তাঁর জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। মানুষের উপর থেকে মানুষের খোদায়ী বিনষ্ট করে কুরআনের নকশাতে নয়া দুনিয়া সৃষ্টির প্রয়াসী তিনি। যেখানে মানুষ মানুষের মান মর্যাদা ইজ্জত নিয়ে করবে বসবাস, যেখানে থাকবে মানুষের আযাদী, সাম্য, ইনসাফ ও ঈমান। জিন্দেগীর এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য কোন কুরবানীই তাঁর কাছে বৃহত্তম ও মূল্যবান নয়। ব্যক্তিগত সুখ শান্তি, পারিবারিক সাচ্ছন্দ সব কিছুই তিনি নির্বিচারে ত্যাগ করতে পারেন মহান ও সুন্দর জীবনের সংগ্রামে। প্রয়োজন হলে কুরবান করতে প্রস্তুত রয়েছেন নিজের মূল্যবান জীবন। তাঁর বিশ্বাস সত্য বিরোধীদের হাতে যে জীবন অত্যাচারে জর্জরিত এবং নিষ্পেষিত

www.pathagar.com

হয় সে জীবন আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের কাছে অক্ষয় এবং অমর। সত্য সুন্দর ও মঙ্গলের জন্য যে মানুষ নিহত হল সে সাধারণ মানুষের কাছে মৃত হলেও আল্লাহর কাছে সে সদা জীবিত। তাই ফাঁসির নাহক আদেশ শোনে সত্যের এই নির্ভীক সেনানী একটুও মুসড়ে পড়েননি, চোখ থেকে এক ফোটা তপ্ত পানিও গড়িয়ে পড়েনি। সব কিছুই 'মশিয়াতে ইলাহ' এবং মঞ্জুরে ইলাহ' । ভাল মন্দ লাভালাভ একমাত্র তাঁরই হাতে। কোন মানুষ যতবড় শক্তিধর হোক না কেন বা যতবড় শাসনদণ্ডের অধিকারী হোক না কেন সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করেও যেরূপ তাঁর কোন উপকার করতে পারবে না ঠিক সেরূপ কোন অপকারও করতে পারবে না।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী মুসলিম জাহানের এক মশহুর খান্দানে জন্ম গ্রহণ করেছেন। ইসলামের সুমহান আদর্শকে সমাজ জীবনে রূপায়নের কাজ তাঁর পূর্বপুরুষগণ প্রায় চৌদ্দশত বছর থেকে করে আসছেন। সৌভাগ্যশালী আহলে বায়তের একটা শাখা হিজরী তিন শতকের কোন এক সময়ে হিরাটের নিকটবর্তী এলাকায় এসে বসবাস শুরু করেন। উত্তরকালে এ স্থানটিই তামাম দুনিয়ায় 'চিশ্‌ত' নামে মশহুর হয়েছে। হযরত ইমাম হাসানের অধঃস্তন পুরুষ হযরত আবু আহমদ আবদাল চিশতী একজন প্রতিথযশা লোক ছিলেন। তাঁর থেকেই 'চিশতীয়া তরীকার' উদ্ভব হয়েছে। তাঁর খলিফা হযরত নাসিরুদ্দীন আবু ইউসুফ চিশতী আহলে বায়তের অপর একটি শাখা এবং ইমাম হোসেনের বংশধর। হযরত নাসিরুদ্দীন আবু ইউসুফের পুত্র হযরত খাজা কুতুবুদ্দীন মওদূদ চিশতী (৪২৭ হি) সারা হিন্দুস্থানের চিশতীয়া তরীকার প্রধান শেখের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং মওদূদী খান্দানের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ ছিলেন। ভারতের মশহুর পীর হযরত খাজা মঈনুদ্দীন আজমীরীর ওস্তাদ হযরত ওসমান হারূনী এবং তাঁর ওস্তাদ হযরত জামি শরীফ জিন্দানী খাজা কুতুবুদ্দীন মওদূদীর ছিলেন শাগরেদ।

মওদূদী খান্দানের মশহুর ব্যক্তি হযরত আবুল আ'লা মওদূদী হিজরী নবম শতকের শেষভাগে হিন্দুস্থানে চলে আসেন এবং কর্নাল নামক স্থানে বসবাস শুরু করেন। সে সময় দিল্লীর মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বাদশাহ সিকান্দর লোদী। সম্রাট শাহ আলমের সময়ে মওদূদী পরিবারের লোকজন রাজধানী দিল্লীতে চলে আসেন। মাতার দিক থেকে মওদূদীর শরীরে তূর্কী রক্তের ধারা প্রবাহিত। হিন্দুস্থানের সম্রাট আলমগীরের আমলে মীর্জা তোলক-বে তুরস্ক থেকে হিন্দুস্থান আগমন করেন এবং শাহী ফৌজে অফিসার হিসেবে যোগদান

www.pathagar.com

করেন। সম্রাট শাহ আলমের সময় পর্যন্ত মীর্জা তোলক-বের পরিবারের লোকজন শাহী দরবারের চাকুরিতে নিযুক্ত ছিলেন।

দেশ বিভাগকাল পর্যন্ত মওদূদী পরিবারের লোকজন দিল্লীতে বসবাস করলেও মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর পিতা মরহুম মওলবী আহমদ হোসেন মওদূদী ১৮৯৬ সালে দাক্ষিণাত্যের আওরঙ্গবাদ শহরে চলে এসে ওকালতী ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু অত্যন্ত সত্যবাদী স্বাধীন চেতা এবং আল্লাহভীরু হওয়ার কারণে অতি শীঘ্রই তাঁকে আইন ব্যবসা ত্যাগ করতে হয়। খান্দানের অপরাপর লোকজনের সাহচর্যে এবং আল্লাহর ধ্যানে জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে তিনি পুনরায় দিল্লী ফিরে এলেন।

১৯০৩ ঈসায়ী সনের ২৫শে সেপ্টেম্বর মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী মুসলিম জাহান আলোকিত করার জন্য দাক্ষিণাত্যের আওরঙ্গবাদ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, মাওলানার জন্মের তিন বছর আগে দাক্ষিণাত্যের তৎকালীন একজন বিখ্যাত বুযুর্গ ব্যক্তি সাইয়েদ আহমদ হোসেন মওদূদীকে এক অসাধারণ প্রতিভাবান পুত্র লাভের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনিই তাঁকে পুত্রের নাম আবুল আ'লা রাখতে হুকুম করেছিলেন। তাই খান্দানের মশহুর ব্যক্তির নাম অনুসারেই সাইয়েদ আহমদ হোসেন পুত্রের নাম রাখলেন আবুল আলা মওদূদী এবং প্রথম দিন থেকেই স্থির করলেন যে, পুত্রকে একজন দেশবরেণ্য আলেম বানাবেন। কিন্তু তাঁর আশা পূরণ হতে পারল না। পরপারের ডাক এল। মওদূদীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্কুলের জীবন খতম করতে হল। স্কুলের জীবন শেষ হল সত্য কিন্তু জ্ঞান আহরণের স্পৃহা তাঁর অত্যধিক বেড়ে গেল। তিনি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কুরআন, হাদীস, ফিকাহ এবং আধুনিক সাহিত্য ও দর্শন পড়ে ফেলেন।

সাংবাদিকতা শুরু করলেন

পিতার অকাল মৃত্যু মওদূদীকে স্বাবলম্বী হতে দিয়েছিল অদম্য প্রেরণা। তিনি মাত্র ১৭ বছর বয়সে বড় ভাইয়ের সঙ্গে সাংবাদিকতা শুরু করেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে ফেলেন। ১৯২৮ ঈসায়ী সন পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদনা কাজে ব্যাপৃত থাকেন। মাত্র ২০ বছর বয়সে জব্বলপুরের দৈনিক তাজ পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত হয়। তিনি দিল্লীর বিখ্যাত 'আল জমিয়াত'

www.pathagar.com

পত্রিকায়ও কিছু দিন সম্পদনা করেছিলেন। অতপর ১৯৩২ সনে ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে মাসিক 'তরজামানুল কোরআন' পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ শহর থেকে। ইতিমধ্যে ১৯২৯ সনে তিনি তাঁর বিখ্যাত গবেষণামূলক গ্রন্থ 'আল জিহাদ ফিল ইসলাম' প্রণয়ন করেন। উক্ত পুস্তক প্রকাশের পর হতেই হিন্দুস্থানের উর্দু ভাষাভাষী অঞ্চলে তিনি একজন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী এবং গবেষক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। বলাবাহুল্য তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ছাব্বিশ বছর। যুবক মওদূদী হিন্দুস্থানের মুসলমানদের পণ্ডিত ব্যক্তিদের হৃদয়ের গভীরে যে সম্মানের উঁচু আসন তৈয়ার করে নিয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তৎকালীন একটা ঘটনা থেকে। আল জিহাদ ফিল ইসলাম লিখার কিছুকাল পর তিনি একবার দ্বীনী এলেমের অন্যতম কেন্দ্র আজমগড় সফর করেন। মুসলিম ভারতের অন্যতম ইতিহাসবেত্তা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী শ্রোতাদের কাছে তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেনঃ "বিদ্যার গহীন সাগর এক নওজোয়ানকে আপনাদের কাছে পরিচয় করে দিতে চাই। জ্ঞানের জগত মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে পুরাপুরি ওয়াকেফহাল। বস্তুতঃ তিনি আমাদের যুগের ইসলামের প্রধান প্রতিনিধি এবং বিপুল প্রতিভার অধিকারী আলেমে দ্বীন। ইউরোপ থেকে এলহাদ এবং বিশৃংখলার যে সয়লাব স্রোত হিন্দুস্থানে এসেছে তা প্রতিরোধ আল্লাহ এমন এক ব্যক্তির মারফত করছেন ইউরোপের আধুনিক ও পুরাতন চিন্তাধারার সঙ্গে যাঁর পর্যাপ্ত পরিচয় রয়েছে।"

ইকবাল আহবান জানালেন

আল্লামা ইকবাল মাওলানা সম্পাদিত তরজমানুল কোরআনের একজন নিয়মিত পাঠক ছিলেন। তাঁর চিন্তার ব্যাপকতা অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং বিপুল কর্মস্পৃহা পরিচয় পেয়ে আল্লামা ইকবাল ইসলামী আইনের সংগঠন এবং সংবদ্ধ করার জন্য মাওলানা মওদূদীকে পাঞ্জাবে চলে আসতে আহবান জানালেন। পত্রালাপের মারফত স্থির হল যে, তিনি পাঞ্জাবে এসে ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবেন। হায়দারাবাদ ছেড়ে মওদূদী ১৯৩৮ সনের মার্চ মাসে পাঞ্জাব চলে এলেন। কিন্তু আফসোস এর পরবর্তী মাসেই ভারতের পুনর্জাগরণের কবি আল্লামা ইকবাল দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলেন। উভয়ের যৌথ প্রচেষ্টায় যে কঠিন ও দুরূহ কাজ সম্পাদনের কথা ছিল তা সম্পাদন করার

www.pathagar.com

দায়িত্ব এসে পড়ল একা মওদূদীর কাঁধেই। তিনি রেনেসাঁ আন্দোলন শুরু করলেন।

প্রায় দু'বছর তিনি লাহোর ইসলামিয়া কলেজের ইসলামিয়াত বিভাগের ডীন হিসেবে কাজ করেন। তিনি ৯ বছরব্যাপী রেনেসাঁ আন্দোলন করে মুসলিম ভারতে প্রাণ বন্যার সৃষ্টি করেন। অতপর তিনি ১৯৪১ সনের আগস্ট মাসে ইসলামী জীবন বিধান সমাজ জীবনে রূপায়নের বাস্তব পদক্ষেপ হিসেবে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা করেন। সম্মেলনে যোগদানকারী ব্যক্তিগণ তাঁর উপরই জামায়াত পরিচালনার গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত করেন। দেশ বিভাগ পর্যন্ত তিনি হিন্দুস্থান জামায়াতে ইসলামীর আমীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দেশ বিভাগের পর তিনি পাকিস্তান চলে আসেন এবং পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর নিযুক্ত হন। তিনি পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য আন্দোলন শুরু করলে পাঞ্জাব সরকার তাঁকে নিরাপত্তা আইনে ১৯৪৮ সনের ১৪ই অক্টোবর গ্রেফতার করেন এবং বিনা বিচারে প্রায় ২০ মাস বন্দী করে রাখেন। কারামুক্তির পর তিনি আবার শাসনতন্ত্র আশু প্রণয়নের দাবী উত্থাপন করেন এবং দেশের সকল মতের আলেমদের একটা সম্মেলন আহবান করে সম্মিলিতভাবে ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি পেশ করেন। ১৯৫১ সনের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে আলেম সমাজ অসাধারণ ঐক্যের পরিচয় দেন। ১৯৫৩ সনে শাসনতন্ত্রের আন্দোলন জোরদার হয়ে পড়লে মাওলানা মওদূদীকে কাদিয়ানী দাঙ্গার অপবাদ দিয়ে গ্রেফতার করা হয় এবং সামরিক আদালতে 'কাদিয়ানী সমস্যা' পুস্তক লেখার অপরাধে ফাঁসির হুকুম দেয়া হয়। দেশ এবং বিদেশের জনমতের প্রবল চাপে বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ ফাঁসির সাজাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিবর্তিত করেন এবং ২০ মাস কারাবাসের পর ১৯৫৫ সনে তাঁকে মুক্তি দেন।

তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ইসলামী ঐক্যের বন্ধন সুদৃঢ় দেখতে চান। অর্থনীতি, দেশ রক্ষা এবং চাকুরির ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে বৈষম্য রয়েছে তা দূর করার জন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কাছে প্রাক সামরিক শাসনের যুগ হতে তিনি দাবী জানিয়ে আসছেন। তিনি অবশ্য মনে করেন, ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা দেশে চালু না হলে এবং ইসলামী মানসিকতা ও চরিত্র আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিফলিত না হলে শাসক চক্র দেশের উভয় অংশে এবং শেষ পর্যন্ত মানুষে মানুষে বৈষম্যের সৃষ্টি করবে।

www.pathagar.com

তাঁর জিন্দেগীর লক্ষ্য

মাওলানা মওদূদীর জীবনের লক্ষ্য কি তা না জানলে মাওলানা মওদূদীর পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তিনি তাঁর জিন্দেগীর লক্ষ্য বিশ্লেষণ করে বলেন ঃ

"আমি একজন নওমুসলমান। অনেক যাচাই এবং পরখ করে সেই জীবন বিধানের প্রতি ঈমান এনেছি, যে সম্পর্কে আমার দিল ও দেমাগ এ সাক্ষ্য দিয়েছে যে, মানবতার কল্যাণ ও মঙ্গলের এ ছাড়া অন্য কোন রাস্তা নেই। আমি শুধু নওমুসলমানদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি না বরং মুসলমানদেরকেও এ পথে আহবান জানাচ্ছি। এ দাওয়াতের উদ্দেশ্য এ নয় যে, ইসলাম থেকে বহুদূরে অবস্থিত 'নামনেহাদ' সমাজকে বাঁচিয়ে রাখা বা সামনের দিকে এগিয়ে দেয়া বরং আমার দাওয়াত হচ্ছে এ কথার প্রতি যে, আসুন এই যুলুম এবং আল্লাহদ্রোহীতা যা দুনিয়ায় ছড়িয়ে রয়েছে তা মিটিয়ে দিন। আসুন, মানুষের উপর মানুষের খোদায়ী মিটিয়ে দিন এবং আল কুরআনের নক্সায় এক নয়া দুনিয়া তৈয়ার করুন যেখানে মানুষ মানুষের মান ও মর্যাদা নিয়ে বসবাস করবে, যেখানে থাকবে তার আযাদী, থাকবে তার সমান অধিকার, থাকবে ইনসাফ এবং ঈমান।

মুসলমানদের কাছে আমার পয়গাম এই যে,

মুসলমান হিসেবে তাঁদের উপর যে জিম্মাদারী অর্পিত হয়েছে তা যেন তাঁরা পুরাপুরি অনুধাবন করেন এবং আদায়ও করেন। শুধু এ কথা বলেই নিস্তার পাওয়া যাবে না যে, আমরা মুসলমান এবং আমরা আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনকে মেনে নিয়েছি। বরং যখন আল্লাহকে আপনাদের আল্লাহ এবং তাঁর দ্বীনকে আপনাদের জীবন বিধান হিসেবে মেনে নিয়েছেন তখন তার আনুসঙ্গিক যে সব জিম্মাদারী আপনাদের উপর ন্যস্ত হয়েছে তার চেতনা এবং তা আদায় করার চিন্তা ভাবনাও আপনাদের থাকা চাই এবং আপনারা দায়িত্ব পালনের ব্যর্থতার পরিণতি হতে দুনিয়া এবং আখেরাতে কোথাও রেহাই পাবেন না।

এই জিম্মাদারীগুলো কি?

তা শুধু আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর রাসূল, তাঁর কিতাব এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান আনাই নয়, শুধু নামায পড়া, রোযা রাখা, হজ্জ আদায় করা এবং যাকাত দেয়া নয় অথবা শুধু বিবাহ তালাক উত্তরাধিকার

www.pathagar.com

প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইসলামী আইন মেনে নেয়া নয় বরং এ সবের উর্ধে আপনাদের উপর যে কঠিন এবং গুরুতর জিম্মাদারী ন্যস্ত হয়েছে তা হচ্ছে আপনারা যে মহান সত্যের প্রতি ঈমান এনেছেন তাঁর সাক্ষী হিসেবে তামাম দুনিয়ার সামনে আপনাদের দাঁড়াতে হবে। যে একক উদ্দেশ্যের জন্য আপনাদেরকে এক সত্যাশ্রয়ী স্বতন্ত্র এবং চিরন্তন জাতি বানাবার কথা কুরআন ঘোষণা করেছে তা হচ্ছে আপনারা নিখিল মানুষের সামনে মহান সত্যের সাক্ষী হিসেবে পুরাপুরি যুক্তি পেশ করবেন।"

আল-কুরআন ঘোষণা করে :

"আমি তোমাদেরকে একটা মধ্যমপন্থী জাতি বানিয়েছি যাতে তোমরা লোকদের জন্য সাক্ষী হও এবং রসূলও তোমাদের জন্য সাক্ষী হন।"

অপরাজেয় মনোবলের উৎস

মাওলানা মওদূদীর অসাধারণ চরিত্র, অপরাজেয় মনোবল, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্যার ক্ষেত্রে গভীর অন্তর্জ্ঞানের এক বিশেষ পটভূমি রয়েছে। বিদ্যার অতলান্ত সমুদ্রে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকার কারণেই তিনি জীবনের বহু সন্ধি মুহূর্তে এক তিলও নীতি বিচ্যুত হননি। সীমাহীন নির্যাতন, বিপুল প্রলোভনকেও নির্মমভাবে উপেক্ষা করে তিনি তাঁর জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শকে উঁচু করে ধরেছেন মানুষের কাছে। তাঁর অসাধারণ মনোবলের আসল উৎস কোথায় তা তিনি নিজেই বলেছেন : "আমার জিন্দেগীর তিন ভাগের দু'ভাগ সময় পড়া-শুনা, চিন্তা-ভাবনা এবং গবেষণার কাজে কাটিয়ে দিয়েছি। এই দীর্ঘ তিরিশ বছরব্যাপী পড়া-শুনা আলাপ-আলোচনা, অনুধাবন ও অভিজ্ঞতা থেকে আমার এক বিশেষ মানসিকতা গড়ে উঠেছে। আমার জিন্দেগীর এক লক্ষ্যও স্থির হয়ে গিয়েছে। আমার চিন্তা-ভাবনার এক বিশেষ আন্দাজ ও ধারা রয়েছে। আমি যে সব মত পোষণ করি তার পেছনে রয়েছে বহু বছরের অধ্যয়নের মাধ্যমে সংগৃহীত দলীল। কিছু জিনিসকে আমি সত্য বলে জেনেছি এবং দিল ও দেমাগের পুরাপুরি ঐক্য ও সম্মতি নিয়ে তার প্রতি ঈমান এনেছি। কিছু জিনিস বাতিল পেয়েছি এবং দিল ও দেমাগের সম্মিলিত ফায়সালার মারফতে তা রদ করে দিয়েছি। আমার বিবেক ও বুদ্ধির এই ফায়সালা আমার ব্যক্তি জীবন পর্যন্তও সীমিত নয়। বরং বহু বছরব্যাপী আমি এরই তবলীগ করে আসছি। জীবনের যে আদর্শকে আমি বেছে নিয়েছি তার প্রতি হাজার মানুষকে টেনে নিয়ে এসেছি। যে সত্যের অনুসারী আমি ছিলাম

www.pathagar.com

হাজার হাজার মানুষকে সে সত্যের অনুসারী করেছি। যে বাতিলের রিসতা আমি খোদ কেটে ফেলেছি সে বাতিলের রিসতা হাজার মানুষের জন্যও ছেদ করে দিয়েছি। যে সত্য মিথ্যার কঠিন সংগ্রামে আমি লিপ্ত হয়েছি সে সংগ্রামে অসংখ্য আল্লাহর বান্দাকে এগিয়ে দিয়েছি।

আমার বিবেক বন্ধকের পণ্য নয়

কোন লোক যদি এ চিন্তা করে থাকেন যে, আমার চিন্তাধারা, ধ্যান-ধারণা এবং জিন্দেগীর লক্ষ্য প্রত্যেকটিকে তিনি নিছক শক্তির ও জেলের দলীল দিয়ে বদলে দিতে সক্ষম হবেন তা হলে আমি তাকে বলতে চাই যে, হুকুমাত পরিচালনার কেন্দ্র নয় বরং পাগলা গারদই তার সঠিক মোকাম। আর যদি তিনি এ আশা করে থাকেন যে, এ চাপের ফলে আমি আমার বিবেককে তার হাতে বন্ধক রেখে দেব এবং ভবিষ্যতে নিয়ন্ত্রিত চিন্তা পেশ করতে শুরু করে দেব তা হলে আমি এই দাবী করব যে, তিনি তার নিজের চরিত্র দিয়ে আমার চরিত্র যাচাই করে ভুল করেছেন। আমার দিল সত্যের জন্য সর্বদা খোলা রয়েছে এবং মতামত বিদ্যা ও বুদ্ধিগত দলীল দিয়ে বদলে দেয়া যায়। কিন্তু আমার ঈমান এবং বিবেক বিক্রয় এবং বন্দকের পণ্য নয়। অতীতে যিনি এ কোশেশ করেছেন তিনি ব্যর্থ হয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও কেউ এ চেষ্টা পুনরায় করলে অনুরূপভাবে ব্যর্থ হবেন।

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

আমার সাথে যাদের মতানৈক্য রয়েছে তারা ক্ষমতার অধিকারী হোন আর নাই হোন তাদের জন্য সোজা ও স্পষ্ট তরীকা হল যে, তারা যেন দলিলেরই সঙ্গে আমার মোকাবিলা করেন এবং আমি যেভাবে জনমতের কাছে আবেদন জানাই তারাও যেন ঠিক সেরূপ আবেদন জানান। আমি এর জন্য প্রস্তুত রয়েছি এবং তাদেরও প্রস্তুত থাকা দরকার যে, এই খোলাখুলি মোকাবিলায় জনগণের অধিকাংশ যে মতকে গ্রহণ করবে তাই রাষ্ট্র যন্ত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করবে।

যে ব্যক্তি এই পথ ছেড়ে দিয়ে নিছক অন্য লোককে বাধা দেবার জন্য অত্যাচারের স্টীম রোলার চালান এবং হুকুমতের সকল উপায় উপকরণ এবং অধিকার শুধু এই উদ্দেশ্যের জন্য ব্যয়িত করেন যে, জনমতের উপর তার চিরন্তন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক এবং অপর লোক তা সম্ভব করার কোন

www.pathagar.com

মওকা না পাক সে বস্তুত নাদান এবং অদূরদর্শী। তার এ তরীকা শুধু রাষ্ট্রযন্ত্র এবং হেকমতের খেলাফই নয় বরং সততা ও বিশ্বস্ততারও পরিপন্থী।"

রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ যখন সততা, বিশ্বস্ততা এবং হেকমতের খেলাপ মাওলানা মওদূদীকে গ্রেফতার করল তখন তিনি হাসি মুখেই বরণ করে নিলেন কারাগারের জীবনকে। তিনি বলেন ঃ এ অতিশয়োক্তি নয়। সম্ভবত আজ নিখিলের মধ্যে আমার চেয়ে অধিক তৃপ্ত কোন ব্যক্তি নেই। সন্তান-সন্তুতি এবং আত্মীয়-স্বজনদের জন্য কোন দুশ্চিন্তা নেই, কারণ আল্লাহর হেফাযতে তাদেরকে রেখে এসেছি। জাতির জন্যও কোন চিন্তা ভাবনা নেই, যত জিম্মাদারী আমার উপর ন্যস্ত ছিল তা বর্তমান শাসক গোষ্ঠী নিজেদের জিম্মায় নিয়ে গিয়েছেন। জামায়াত এবং ইসলামের দাওয়াতের জন্যও আমার চিন্তা নেই, গ্রেফতারের সময় থেকেই আল্লাহর কাছে জিম্মা মুক্ত হয়ে গিয়েছি। কিন্তু এর সঙ্গে শতকরা একশত ভাগ বিশ্বাস পোষণ করি যে, আমার গ্রেফতার এবং কারাবাস এ কাজের বিন্দুমাত্র ক্ষতিও করতে পারবে না। বরং তাতে উল্টো ফায়দাই হাসিল হবে।

মওদূদী কারাগারের সাথীদের দিকে তাকালেন। তাদের কারাবাসের কারণ জেনে তিনি মুসিবত বরদাসত করার বিপুল মনোবল পেলেন। জিন্দেগীর সামান্য সুখ সম্পদের জন্য যদি কারাগারের লোকগুলো অশেষ শাস্তি বরদাশত করতে পারে তা হলে আল্লাহর রাস্তায় কেন তিনি মানুষের হিংসা-দ্বেষ এবং নির্যাতন হাসি মুখে বরণ করতে পারবেন না? নিশ্চয়ই পারব, তার সিংহদিল গর্জন করে উঠল। চোর ডাকাতদের চেয়ে অধিক সহজে তিনি কারাগারের দিনগুলোর দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করতে পারবেন।

মাওলানা মওদূদীর ভাষায় ঃ

এখানে (কারাগারে) আমি দেখছি নিজের নফসের খাতিরে অসংখ্য আল্লাহর বান্দা চুরি, ডাকাতি, হত্যা এবং আরও অনেক অপরাধ করেছে এবং তারই শাস্তিস্বরূপ তারা বছরের পর বছর কয়েদীর জীবনযাপন করছে। তারা সীমাহীন কষ্টের জিন্দেগী যাপন করছে। তাদের জন্য এখানেও কোন শান্তি নেই এবং পরকালের জিন্দেগীর জন্যও তাদের কাছে কোন সান্তনার বস্তু নেই। প্রশ্ন হলো ঃ মানুষ যদি মুহূর্ত কয়েকের ফায়দা ও উন্নতির জন্য এসব বরদাশত করতে পারে তা হলে আমরা যা নিজের নফসের পরিবর্তে নিছক আল্লাহর দীনের জন্য করছি এবং অনন্তকালের জিন্দেগীতে যার পারিশ্রমিক পাওয়ার আশা পোষণ করি তার জন্য মানুষ প্রতিশোধমূলক কোন ব্যবস্থা

www.pathagar.com

গ্রহণ করলে তা কি আমরা শান্ত দিল নিয়ে বরদাশত করতে পারব না এবং এ পথে যে সামান্য বিপদ এসে পড়ে তাতে কি আমরা ধৈর্যচ্যুত হয়ে পড়ব? আমি মনে করি সত্যসেবকদের উপর যদি নফসের দাসদের চেয়ে দ্বিগুণ বিপদ এসে পড়ে তাহলে তাদের কপালে যেন চিন্তার রেখা ফুটে না উঠে।

ক্ষমা কার কাছে চাইবেন?

মওদূদীর অসাধারণ চরিত্র এবং অপরাজেয় সাহসের উজ্জ্বলতম অভিব্যক্তি ঘটেছে পাঞ্জাব সামরিক আদালতে যখন ফাঁসীর হুকুম হয়। ফাঁসির হুকুম শুনে দেশ-বিদেশের কোটি মানুষ দুঃখীত ও মর্মাহত হলেও সত্যের এই নির্ভীক সেনানী একটুও বিমর্শ হননি। সাধারণ মানুষের ধারণা ছিল তিনি সরকারের কাছে ফাঁসির হুকুম রদ করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। এ সম্পর্কে তাঁর মত জানতে চাইলে তিনি যে মন্তব্য করেছিলেন তার নকল নীচে দেয়া হল ঃ

এক, জালিমের কাছে ক্ষমা চেয়ে দরখাস্ত করা আমার নীতি ও ব্যক্তিগত মর্যাদার পরিপন্থী।

দুই, কিসের জন্য মাফ চেয়ে দরখাস্ত করব? এ কথার জন্য কি দরখাস্ত করা হবে যে, আমাকে কেন জান্নাতে পাঠাচ্ছ? এ কথা খুবই স্পষ্ট যে, সারা জিন্দেগী দ্বীনের খেদমত করে অন্যভাবে মৃত্যুবরণ করলে জান্নাতে যাওয়া সম্পর্কে এতটুকু নিশ্চিত হওয়া যায় না যতটুকু নিশ্চিত এই শাহাদাতের মৃত্যুতে হওয়া যায়।

তিন, আমার মত লোকও যদি ক্ষমার জন্য আবেদন জানাই তাহলে এদেশের সাধারণ লোকের সাহস ও লজ্জাশীলতা একেবারেই খতম হয়ে যাবে।

"আমার নীতি আপনারা জানেন। আমার মতে যেসব লোক আমার আসল অপরাধ সম্পর্কে পুরাপুরি ওয়াকিফহাল তাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার চাইতে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলে পড়াই অধিক সহনীয়।"

".......তাই এটাকে এমনি ছেড়ে দিন। আমি দেখতে চাই, এই সরযমীনে কতগুলো বিবেক জীবিত আছে।"

"............আমি চাই, আমার পক্ষ থেকে আমার খান্দানের কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে অথবা জামায়াতের ভিতরের বা বাইরের কোন ব্যক্তির

www.pathagar.com

পক্ষ থেকে যেন কোন রহমের আবেদন না করা হয়। যে ব্যক্তি, এ করবে আমি তাকে কখনও মাফ করব না।"

"........পুত্র! একটুও ঘাবড়িয়ে যেয়ো না। যদি আমার পরওয়ারদেগার আমাকে নিজের কাছে ডেকে নেবার ফায়সালা করে থাকেন, তাহলে বান্দা সন্তুষ্টচিত্তে নিজের প্রতিপালকের সংগে মিলিত হবে। আর যদি এখন তাঁর হুকুমই না হয়ে থাকে, তাহলে এরা উল্টে ঝুলে পড়লেও আমাকে ঝুলাতে পারবে না।"

মাওলানা মওদূদী কল্যাণের পথে শুধু নিজে দৃঢ়তা দেখাতে চান না, তিনি মনে করেন, মর্দে মুমিন হিসেবে জিন্দেগী যাপন করার জন্য প্রত্যেক মানুষকেই ঈমানের দৃঢ়তা দেখাতে হবে। মুমিনের জিন্দেগী কখনও কার্পেট বিছানো রাজ সড়ক নয়, বরং কাঁটা দিয়ে ঢাকা এক বন্ধুর পথ। তাই কাঁটা ভেংগে সে পথ দিয়ে সাফল্যের মনজিলে পৌঁছার জন্য আল-কুরআন এক নীল নক্সা এঁকে দিয়েছে। মানবতার সার্বিক কল্যাণসাধনকারী আল-কুরআনের এই যুগান্তরকারী নক্সা মাওলানা মওদূদী আমাদের সামনে এভাবে পেশ করেছেন ঃ

আল্লাহর আইন ভীরু কাপুরুষদের জন্য নাযিল হয়নি... নফসের বান্দা এবং দুনিয়ার গোলামদের জন্য নাযিল হয়নি.....বাতাসের সয়লাবে উড়ে চলা খড় কুটো, পানির প্রবাহে ভাসমান পত্র-পল্লব এবং প্রতি রঙ্গে-রঙ্গীন হওয়া যেসব রঙ্গীনের স্বভাব তাদের জন্য নাযিল হয়নি।

-আল্লাহর আইন সেই সব সিংহ-দিল দুঃসাহসী নির্ভীক মানুষের জন্য নাযিল হয়েছে.........যারা বাতাসের গতি পরিবর্তিত করার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে.......যারা নদীর স্রোতের সঙ্গে সংঘর্ষ মুখর হবার এবং তার গতি ফিরিয়ে দেয়ার হিম্মত রাখে।।.......যারা আল্লাহর রঙকে দুনিয়ার সমস্ত রঙের চাইতে বেশী ভালবাসে।

যে মানুষকে মুসলমান বলা হয়.......... সে নদীর স্রোতের মুখে ভেসে চলার জন্য পয়দা হয়নি........ তার সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হল জীবন নদীর স্রোতকে তাঁর ঈমান ও প্রত্যয় নির্ধারিত মুস্তাকীম-সোজা ও সরল পথে প্রবাহিত করা, যদি সেই মুস্তাকীম পথে নদী তার গতি পরিবর্তন না করে, তা হলে সে ব্যক্তির ইসলামের দাবী মিথ্যা, যে এই নিত্য পরিবর্তিত স্রোত ধারায় ভেসে চলতে সম্মত।

www.pathagar.com

আসলে সত্যিকার মুসলমান নদীর এই বিপথে প্রবাহিত স্রোতের সঙ্গে লড়াই করবে........ এর গতিপথ পরিবর্তনের চেষ্টা করবে তার সমগ্র শক্তি ও যোগ্যতা দিয়ে....... সাফল্য ও ব্যর্থতার পরোয়া করবে না এক লহমার জন্যও....... এই সংঘর্ষজনিত যাবতীয় ক্ষতি সে হাসিমুখে বরদাশত করবে।

প্রথম সংস্করণ : রচনাকাল-১৯৬৪ইং

www.pathagar.com

মাওলানা মওদূদী ঃ এক অনন্য সাধারণ প্রতিভা

—অধ্যাপক গোলাম আযম

সাহিত্য অধ্যয়নের অভিজ্ঞতা

১৯৫৩ সালে তমদ্দুন মজলিসের মাধ্যমে মাওলানার "একমাত্র ধর্ম" বইটি পয়লা পড়ার সুযোগ পাই। বইটি কোলকাতা থেকে প্রকাশিত ছিল। বইটি ক্ষুদ্রাকার হলেও চিন্তার বিরাট খোরাক এতে রয়েছে। 'দ্বীনে হক' নামক উর্দূ বইটির অনুবাদই "একমাত্র ধর্ম"। অত্যন্ত বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে এতে প্রমাণ করা হয়েছে যে, সর্বকালের জন্য এবং সকল দেশের মানুষের উপযোগী ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান রচনা করা মানুষের পক্ষে বাস্তবে সম্ভবই নয়। তাই আল্লাহর মনোনীত দ্বীন ইসলামকে একমাত্র জীবন বিধান হিসেবে মেনে নেয়া ছাড়া কোন বিকল্প পথ নেই। মাওলানার ঐ মজবুত যুক্তিমালা খণ্ডন করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

এর পর পরই ইংরেজীতে "পলিটিকেল থিওরী অব ইসলাম" বইটি পেলাম, তমদ্দুন মজলিসেরই মাধ্যমে। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপনায় নিয়োজিত থাকায় এ বইটি আমার মনের চাহিদা পূরণে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। ইসলামের রাজনৈতিক বিধান সম্পর্কে তখন পর্যন্ত আমার স্পষ্ট কোন ধারণাই ছিল না। ইতিপূর্বে অন্য লেখকদের কিছু বই পড়ে যে অস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল তাতে এ বিষয়ে জ্ঞানের তৃষ্ণা আরও বেড়ে গেল। মাওলানার এ চটি বইটিতে বিস্তারিত জ্ঞান না পাওয়া গেলেও এ বিষয়ে এমন বুনিয়াদী ধারণা পাওয়া গেল যাতে আমি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পেয়ে গেলাম। ইসলামের রাজনৈতিক চিন্তাধারা গড়ে তুলবার পথ পেয়ে গেছি বলে পরম উৎসাহবোধ করলাম। পরবর্তীকালে জামায়াতে যোগদান করার পর যখন কিছু ইসলামী সাহিত্যের নাগাল পেলাম তখন মাওলানার বিরাট ও বিখ্যাত গ্রন্থ "ইসলামিক ল এণ্ড কনস্টিটিউশন" অধ্যায়ন করে ইসলামী রাষ্ট্র বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সুযোগ পেলাম।

আধুনিক যুগে ইসলামের মূলনীতির ভিত্তিতে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে গেলে যেসব বাস্তব সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে সে সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন তাঁর নিকট পেশ করে চমৎকার মীমাংসা পেয়েছি। রাষ্ট্র পরিচালনায়

www.pathagar.com

জনগণকে অংশগ্রহণের সুযোগ দান এবং সত্যিকার গণ-প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠন করে ইসলামী বিধান অনুযায়ী সার্থকভাবে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা যে সত্যিই সম্ভব তা মাওলানার সাহিত্য প্রমাণ করেছে।

তমদ্দুন মজলিসে থাকা কালে মাওলানার এ দুটো বই পড়ে মাওলানা মওদূদীকে একজন বলিষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ মনে করলেও তাঁর পরিচালনায় কোন ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন চলছে বলে আমার ধারণা জন্মেনি। ১৯৫৩ সালে মাওলানাকে ফাঁসি দেবার ঘোষণাটিও তমদ্দুন মজলিস নেতৃবৃন্দের মাধ্যমেই পয়লা জানতে পেরেছি। তখনও জামায়াতে ইসলামীর সংগঠন সম্পর্কে জানতে পারিনি।

১৯৫৪ সালের এপ্রিলে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করার পর মাওলানার সাহিত্য ভাণ্ডার ও সাংগঠনিক পদ্ধতির সাথে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পাই। মাওলানার লেখা তাফসীর ও অন্যান্য সাহিত্য বাংলায় তখনও অনূদিত না হওয়ায় ইসলামের জ্ঞান পিপাসা আমাকে উর্দু শিখতে বাধ্য করে। মাওলানার রচিত সাহিত্যের ভাষা আমাকে এতটা মুগ্ধ করেছে যে, তাঁর কোন বই-এর অনুবাদ পড়ে আমি মোটেই তৃপ্তি পাই না বলে আমি তাঁর যাবতীয় বই মূল উর্দু ভাষায়ই পড়ি এবং অপরকেও উর্দু শিখতে উৎসাহ দেই।

মাওলানার বিরুদ্ধে ফতোয়ার হাকীকত

তাবলীগ জামায়াতে সাড়ে চার বছর সক্রিয় থাকার সুযোগে জামায়াতের মারকায দিল্লীতে অবস্থান ও তাবলীগী সফরে অনেক ওলামায়ে কেরামের সাথে আমার পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়। ১৯৫৪ সালের এপ্রিলে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করার খবর ঢাকা ও দিল্লীতে পৌছার পর মাওলানা (র) ও জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে ফতোয়া এবং কঠোর ও বিরূপ সমালোচনায় পূর্ণ বহু পুস্তিকা আমার নিকট ডাকে ও লোক মারফতে পৌছতে থাকে। এ সবের মধ্যে দেওবন্দ, সাহারানপুর, দিল্লী, বিহার ও করাচী থেকে প্রকাশিত বহু উর্দু পুস্তিকা ছিল।

আমি মাওলানা মওদূদীর (র) রচিত তাফসীর ও অন্যান্য কতক বুনিয়াদী বই ইতিমধ্যে গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ার ফলে মাওলানার প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ঐসব বিরোধী পুস্তিকায় বড় বড় নাম করা ওলামায়ে কেরামের নাম দেখে প্রথমটা একটু ঘাবড়ে গেলাম। ঐসব পুস্তিকায় মাওলানা

www.pathagar.com

মওদূদীর (র) যে সব বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ফতোয়া দেয়া বা সমালোচনা করা হয়েছে ঐসব মূল বই-এর সাথে উদ্ধৃতিগুলো মিলিয়ে দেখা প্রয়োজন মনে করলাম। মাওলানার রচিত তাফসীর অধ্যয়ন করে অন্তরে তাঁর প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধাবোধ করছিলাম তার ফলে আমার পক্ষে ওলামায়ে কেরামের ফতোয়ার প্রতি অন্ধভাবে বিশ্বাস করা সম্ভব ছিল না। ফলে আমাকে ব্যাপক অধ্যয়নে নিয়োজিত হতে হলো। মাওলানার মূল বইগুলো যোগাড় করতে বাধ্য হলাম এবং বিরোধী পুস্তিকাগুলোর সাথে মিলিয়ে পড়তে লাগলাম। কোন কোন বিষয়ে মাওলানার মতামত খণ্ডন করে এমন বলিষ্ঠ যুক্তি পেশ করা হয়েছে যা আমার কাছে সঠিক বলে মনে হয়েছে। এ অধ্যয়নে আমার সবচেয়ে বড় লাভ এটাই হয়েছে যে, মাওলানা মওদূদীর চিন্তা ধারা ও মতামতকে অন্ধভাবে মেনে নেয়া উচিত নয় বলে নতুন করে উপলব্ধি করলাম। কুরআন-হাদীসের দলীল ও যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করা ছাড়া কারো মতামত গ্রহণ করা সঠিক নয় বলে মাওলানা মওদূদী নিজেই যে শিক্ষা দিয়েছেন তার যৌক্তিকতা আরও ভালভাবে বুঝে নিলাম।

কিন্তু একটি বিষয়ে মনে বড়ই বেদনাবোধ করলাম যে, সমালোচনা করতে গিয়ে বা ফতোয়া দেবার প্রয়োজনে মাওলানার কিতাবাদি থেকে যে সব উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে তাতে সততা, সত্যনিষ্ঠা ও ইনসাফের পরিচয় কমই পাওয়া গিয়েছে। এর যে বিভিন্ন ধরন লক্ষ্য করেছি এর কয়েকটি নমুনা নিম্নরূপ ঃ

১। কোথাও পূর্বাপর (সিয়াক ও সাবাক) কিছু কথা বাদ দিয়ে এমন অংশটুকু তুলে দেয়া হয়েছে যা পড়লে সত্যিই অত্যন্ত আপত্তিকর মনে হয়। অথচ মূল বই পড়লে ঐ আপত্তির কিছুই বাকী থাকে না।

২। কোথাও মাওলানার বই থেকে এমন বাক্য তুলে ধরা হয়েছে যা মাওলানার নিজের কথা নয়। তিনি কোন লোকের কথা আলোচনা প্রসংগে তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন। অথচ তা "মাওলানার বইতে আছে" এ যুক্তি দেখিয়ে উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং এর বিরুদ্ধে ফতোয়া দেয়া হয়েছে।

৩। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, কোথাও মাওলানার বাক্য হুবহু নকল না করে কোন শব্দ যোগ বা বিয়োগ করে উদ্ধৃত করা হয়েছে যার ফলে বাক্যটির মর্ম সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে গিয়েছে। যেমন সম্ভব শব্দকে অসম্ভব লেখা হয়েছে। তারপর ঐ বিকৃত অর্থ বিশিষ্ট বাক্যটিকে মাওলানার কথা হিসেবে পেশ করে সমালোচনা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

৪। খুতুবাত বইটি মাওলানার জুমআর বক্তৃতার সংকলন। তিনি মুসল্লিদেরকে নামায রোযা হজ্জ–যাকাতের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে এ সব ফরয পালন না করলে ঈমানের দাবী করা চলে না বলে নসীহত করেছেন। এখানে আকায়েদের মাসআলার হাওয়ালা দিয়ে সমালোচনা করা হয়েছে যে, মাওলানা বে–আমল মুসলমানকে কাফের মনে করেন।

৫। এ রকম যথেষ্ট উদাহরণ রয়েছে, যে কোন একটি কথা মাওলানা যে উদ্দেশ্যে বলেছেন তা অগ্রাহ্য করে অন্য ব্যাখ্যা দিয়ে তা আপত্তিকর বলে প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে। এমনকি একটি কথার বিকৃত ব্যাখ্যা করে ঐ মনগড়া ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ফতোয়া দেয়া হয়েছে।

আমি এ সব ফতোয়া ও সমালোচনার পুস্তকগুলোতে উদ্ধৃত প্রায় কথার সাথেই মূল বইয়ের কথার কোন মিল পাইনি। যেখানে মিল পেয়েছি সেখানেও মাওলানার বক্তব্যের কদর্থ করা হয়েছে। যে সব সমালোচনা আমার কাছে যুক্তিপূর্ণ মনে হয়েছে সে সব বিষয় এমন নয় যার কারণে কাউকে গুমরাহ, ফাসেক বা বে–ঈমান বলা যায়।

আমার এ অভিজ্ঞতার দু' একজন সাক্ষীর কথা উল্লেখ করছি ঃ

১। ঢাকার ফরিদাবাদ মাদ্রাসার মুদাররিস মাওলানা আবদুল জাব্বার সাহেবের অনুরোধে ব্যারিস্টার মাওলানা কুরবান আলী মাওলানা মওদূদীর লেখা উর্দু তাফসীর "তাফহীমুল কুরআন" এর ৬টি খণ্ড নিয়ে উক্ত মাদ্রাসায় হাযীর হন। মাদ্রাসার মুদাররিসগণ নিজ নিজ নোট বই থেকে আপত্তিকর উদ্ধৃতি পেশ করতে থাকেন। ব্যারিস্টার সাহেব তাফসীরের কিতাবের সংশ্লিষ্ট অংশ পড়ে শুনাতে থাকেন, যে কয়টি উদ্ধৃতি পেশ করা হয় তার কোনটিই মূল কিতাবের সাথে মিলাবার পর দোষনীয় বলে প্রমাণিত হয়নি।

তখন তাফসীরের সব কয়টি খণ্ডই মুদাররিসগণ কিছুদিন দেখার জন্য মাদ্রাসায় রেখে দেন। পরে যখন ব্যারিস্টার সাহেবকে কিতাবগুলো ফেরত দেয়া হয় তখন তাঁকে জানানো হয় যে, তেমন কোন আপত্তিকর কথা পাওয়া যায়নি।

২। ১৯৮৩ সালের আগস্ট মাসে চরমোনাইর পীর মাওলানা সাইয়েদ ফজলুল করীম সাহেব আমার বাড়ীতে তাশরীফ আনেন। সেখানে দেওবন্দের ফারেগ একজন মুহাদ্দিস তাঁর নোট বই থেকে একে একে তিনটি উদ্ধৃতি

www.pathagar.com

পেশ করেন। আমি মূল বই-এর নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা পড়ার জন্য সেখানে উপস্থিত মাওলানা মাযহারুল হক (দেওবন্দী) সাহেবকে অনুরোধ করি।

প্রতিটি উদ্ধৃতি পেশ করার পর উপস্থিত সবাই তা বেশ আপত্তিকর বলে অনুভব করে একে অপরের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। কিন্তু মূল বই থেকে সংশ্লিষ্ট অংশটি পড়ার পর একটু রাগতস্বরে এবং উচ্চ কণ্ঠে পীর সাহেব বলে উঠলেন, এর মধ্যে আপনি কি দোষ পেলেন যার জন্য এটা নোট করে রেখেছেন?

এ সব কারণেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, ওলামায়ে কেরাম যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে মাওলানার কিতাবগুলো অধ্যায়ন করেন তাহলে ঐ সব ফতোয়া ও সমালোচনা সঠিক পাবেন না। অবশ্য মাওলানার লেখায় ভুল ত্রুটি থাকা মোটেই অসম্ভব নয়। কুরআন ও হাদীসের দলীল দ্বারা তাঁর ভুল দেখিয়ে দিলে দ্বীনের বিরাট খেদমত হবে। ভুল ধরিয়ে দিলে প্রকাশকগণ তা সংশোধন করার সুযোগ পাবেন। লক্ষ লক্ষ লোক যার বই পড়ে দ্বীনের আলো ও ঈমানের স্বাদ পাচ্ছে তারা ফতোয়া ও গালীগালাজ যারা দিয়েছেন তাঁদেরকে কেমন করে শ্রদ্ধা করবেন?

মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ইউসুফ ইসলাহী উর্দুতে "মাওলানা মওদূদী পর এ'তেরায কা ইলমী জায়েযা" নামক দুখণ্ডে সমাপ্ত গ্রন্থে অত্যন্ত আদবের সাথে চমৎকার আলেমানা শানে ঐ সব ফতোয়া ও সমালোচনার আলোচনা করেছেন এবং মাওলানার বিরুদ্ধে যে সব প্রচার করা হয়েছে তা সঠিক নয় বলে স্বার্থকভাবে প্রমাণ করেছেন।

মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে প্রচারিত পুস্তিকাগুলোতে এমন কয়েকজন বড় আলেমের নাম রয়েছে যাদের প্রতি আমি তাদের দ্বীনী খেদমতের কারণে আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করি। একটি ঘটনা থেকে আমার এ ধারণা হয়েছে যে, তাঁরা হয়তো নিজেরা মাওলানার বই পড়ে ফতোয়া দেননি। এ ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ

এক ব্যক্তি দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুভীর (র) লেখা এক বই থেকে একটা উদ্ধৃতি দেওবন্দ মাদ্রাসার মুফতী সাহেবের নিকট ফতোয়ার জন্য পাঠায়। সে ব্যক্তি এ উদ্ধৃত অংশের লেখকের নাম উল্লেখ করেনি। দেওবন্দ থেকে এ জাতীয় উদ্ধৃতির ভিত্তিতে মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে অনেক ফতোয়া প্রকাশ পেয়েছে। মুফতী সাহেব হয়তো ধারণা করলেন যে, ঐ উদ্ধৃতিটি মাওলানা মওদূদীরই হবে। তাই

www.pathagar.com

নানুতভী সাহেবের লেখার উপরও কট্টর ভাষায় ফতোয়া লিখে পাঠালেন। যে ব্যক্তি ঐ উদ্ধৃতি পাঠিয়েছিলেন তিনি ঐ ফতোয়া পোস্টার আকারে ছাপিয়ে দিলেন। তাতে ঐ উদ্ধৃতিটি যে কার সে নামও প্রকাশ করলেন। ফলে মুফতী সাহেব চরম বেকায়দায় পড়লেন।

মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে দেওবন্দ থেকে ফতোয়ার সিলসিলার পটভূমি উল্লেখ করলে এ জাতীয় ফতোয়ার হাকীকত বুঝা যাবে।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালে যে নির্বাচন হয় তার ফলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ৪টি প্রদেশ ছাড়া আর সব প্রদেশে কংগ্রেস শাসন কায়েম হয়। এক বছরের মধ্যেই কংগ্রেস শাসিত এলাকায় মুসলমানদের প্রতি যে সাম্প্রদায়িক আচরণ প্রকাশ পেল তার ফলে ভারতের দশ কোটি মুসলিম তীব্রভাবে অনুভব করলো যে, অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি মুসলমানদেরকে তাদের থেকে পৃথক সম্প্রদায় মনে করে এবং তাদেরকে পদানত করে রাখতে চায়। মুসলিম জাতির এ তিক্ত অনুভূতির ফলেই ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লাহোরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে মুসলমানদের পৃথক জাতিসত্তার সুস্পষ্ট ঘোষণা দেয়া হয়। কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনেই শেরে বাংলা ফজলুল হক মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশগুলো নিয়ে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন যাতে ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও মুসলিম জাতিকে পরাধীন হয়ে থাকতে না হয়। সর্বসম্মতভাবে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ প্রস্তাবই ঐতিহাসিক "লাহোর প্রস্তাব" নামে খ্যাত যার ফসল আযাদ পাকিস্তান ও স্বাধীন বাংলাদেশ। এ প্রস্তাবটিরই অপর নাম "পাকিস্তান প্রস্তাব।"

মুসলিমগণ এক আলাদা জাতির এ দাবী মিঃ গান্ধী ও মিঃ নেহরুর নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দল কিছুতেই মানতে রাজী ছিল না। কংগ্রেসের বিরোধিতা মুসলিমদের কোন ক্ষতি করতে পারেনি। বরং এতে মুসলিম জাতির মধ্যে ঐক্য আরও মযবুত হতে থাকল। কিন্তু বড় সমস্যা সৃষ্টি করলো জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের নেতা ও দেওবন্দ মাদ্রাসার মুহতামিম মাওলানা মাদানীর (র) ভূমিকা। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, হিন্দু ও মুসলিম ঐক্যবদ্ধ না থাকলে বৃটিশের গোলামী থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে না। এটুকু রাজনৈতিক বিশ্বাস কোন আপত্তির বিষয় ছিল না। কিন্তু ১৯৩৮ সালের শুরুতে লাহোর শাহী মসজিদে প্রদত্ত বক্তৃতায় মাওলানা মাদানী ইসলামের দলীল পেশ করে দাবী করলেন যে, ভারতের

www.pathagar.com

হিন্দু-মুসলিম-শিখ-বুদ্ধ-খৃষ্টান সবই এক কওম। এ বক্তৃতাটি "মুত্তাহিদা কাওমিয়াত আওর ইসলাম' নামে পুস্তিকাকারে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। আল্লামা ইকবাল তখনও বেঁচে ছিলেন। এ বক্তৃতার খবর শুনে এ স্বভাব কবি সংগে সংগে ফার্সী ভাষায় এক কবিতার মাধ্যমে এর তীব্র প্রতিবাদ করলেন।

১৯৩৯ সালে মাওলানা মওদূদী এ বক্তৃতার প্রতিপাদ্য বিষয় "সর্ব ভারতীয় জাতীয়তাবাদ" যে, কুরআন-হাদীস ও রসূল (সাঃ)-এর বাস্তব জীবনের সম্পূর্ণ বিরোধী সে কথা বলিষ্ঠ যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করে "মাসআলায়ে কাওমিয়াত" নামে উর্দু ভাষায় এক মৌলিক পুস্তক রচনা করেন। বাংলায় অনূদিত এ পুস্তকটির নাম "ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ" মুসলিম লীগের 'টু নেশন থিউরী' বা 'দ্বিজাতি তত্ত্বের' পক্ষে এ বইটি অত্যন্ত মযবুত হাতিয়ার হিসেবে গণ্য হয়। মুসলিম লীগ নেতা ও কর্মীগণ এ বইটির সাহায্যেই জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের মুকাবিলা করেন। এ বইটির কারণে মাওলানা মাদানীর (র) ভাবমূর্তি ভীষণভাবে ক্ষুণ্ন হয়।

মাওলানা মাদানী (র) একজন বিখ্যাত পীরও ছিলেন। সারা ভারতে বহু ওলামা তাঁর মুরীদ ছিলেন। মুরীদগণ স্বভাবতঃ পীরকে গভীরভাবে মুহব্বত করেন এবং পীরের দোষত্রুটি ও ভুলভ্রান্তি অন্য কেউ প্রকাশ করলে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হন। এ পরিস্থিতিতে মাওলানা মওদূদীর বই পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে দেওবন্দের মুফতীর নিকট পাঠাবার সিলসিলা শুরু হয়ে যায়। মাওলানা মওদূদীর উক্ত পুস্তকের প্রতিক্রিয়ায় দেওবন্দে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় তার ফলে ফতোয়া জারি হতে লাগল। আমার ধারণা যে, মুফতীগণ যদি উদ্ধৃত অংশের উপর নির্ভর না করে মূল বই পড়ে যাচাই করে দেখতেন তাহলে এমনভাবে ফতোয়া দিতে পারতেন না।

"মাওলানা মওদূদীকে যেমন দেখেছি"-এ পর্যায়ে আলোচনা করতে গিয়ে মাওলানার বিরুদ্ধে ফতোয়া ও বিদ্বেষপূর্ণ সমালোচনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে এ কথাই প্রমাণ করতে চাই যে, ইলমী সমালোচনা দ্বারা মাওলানা মওদূদীকে ঘায়েল করা সম্ভব হয়নি। এ পর্যন্ত আমি যত সমালোচনা পড়েছি তার মধ্যে মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদভী ও মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানীর (র) লেখাতেই ইলমী শালীনতার মান পেয়েছি। এ দুজন ফতোয়ার ঢং বা অশালীন ভাষায় লিখেননি। মাওলানা মওদূদী আমার এক প্রশ্নের জওয়াবে বলেছেন যে, তিনি চিঠি পত্র আদান-প্রদানের মাধ্যমে মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) ও মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানীর (র) পরামর্শ গ্রহণ

www.pathagar.com

করে তাঁর কোন কোন লেখা সংশোধন করেছেন এবং কোন কোন পয়েন্টে তাঁর বক্তব্য সঠিক বলে ঐ দুজনকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রসঙ্গক্রমে এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মুসলিম লীগের 'টু নেশন থিউরী' ও 'পাকিস্তান আন্দোলনে'র পক্ষে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র), মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (র), মাওলানা মুফতী মহাম্মদ শফীর (র) মত ওলামায়ে দেওবন্দ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন না করলে মুসলিম জনগণের মধ্যে এ বিষয়ে বিভ্রান্তি দূর হতো না।

পূর্ব পাকিস্তান সফর

তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে মাওলানা সর্বপ্রথম ১৯৫৬ সালের জানুয়ারী থেকে মার্চ পর্যন্ত ৪০ দিন সফর করেন। প্রধানতঃ ঐ সময়কার ১৭টি জেলা শহরে এবং কয়েকটি মহকুমা শহরে তিনি জনসভা ও সুধী সমাবেশে ভাষণ দেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের জওয়াব দেন। এ ছাড়া রুকন ও কর্মী সম্মেলন এবং ছাত্র সমাবেশেও যোগদান করেন।

১৯৭০ সালের জানুয়ারীতে তিনি সর্বশেষ সফর করেন। ৬৯ সালেও কয়েক সপ্তাহ বিভিন্ন জেলায় গিয়েছেন। ৫৬ থেকে ৭০ সাল পর্যন্ত ১৫ বছরের মধ্যে কমপক্ষে ৬/৭ বার এ দেশে এসেছেন। সঠিক সংখ্যা মনে নেই।

মাওলানার সফর সংগীদের মধ্যে মাওলানা আবদুর রহীম ও আমি সব জায়গায়ই ছিলাম। অনুবাদের দায়িত্ব আমাকেই পালন করতে হতো। রাজশাহী খুলনা ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় আমীরগণও নিজ নিজ বিভাগের জেলাসমূহে সফর সংগী ছিলেন।

৫৬ সালের প্রথম সফরে তিনি প্রধানত ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিয়ে ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াতই দিয়েছেন। ১৯৫৬ সালে প্রণীত শাসনতন্ত্রে আদর্শ প্রস্তাব ও কতক ইসলামী ধারা থাকায় গণপরিষদের আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যগণ এতে দস্তখত না করে প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন না থাকার অজুহাতে এর বিরোধিতা করায় মাওলানা তাঁর দাওয়াতী বক্তৃতার শেষে শাসনতন্ত্রের পক্ষে এটুকু কথা বলতেন যে, "৪৭ সাল থেকে ৯ বছর বিনা শাসনতন্ত্রে স্বেচ্ছাচারী শাসন চলে এসেছে। বর্তমান অবস্থায় এ শাসনতন্ত্র মেনে নিয়ে পরবর্তীতে একে সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত।"

ঐ বছরই আওয়ামী লীগ নেতা জনাব সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে সফরে এসেই পল্টন ময়দানের জনসভায়

www.pathagar.com

ঘোষণা করেন যে, শাসনতন্ত্রে শতকরা ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা আছে, বাকী ২ ভাগের ব্যবস্থা পরে হবে। তখন শাসনতন্ত্রে নির্বাচন পদ্ধতি অমীমাংসিত থাকায় জনাব সোহরাওয়ার্দী পৃথক নির্বাচনের বদলে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে যুক্ত করার চেষ্টা চালান।

মাওলানা মওদূদী তাঁর ঐ সফরে যুক্ত নির্বাচনের কুফলও তুলে ধরেন এবং পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার কারণেই মুসলমানদের ভোটে ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তানের জন্ম সম্ভব হয়েছে বলে তিনি যুক্তি দেখিয়ে বলেন যে, যুক্ত নির্বাচন চালু হলে নির্বাচনের মাধ্যমেই পাকিস্তান ভেঙ্গে যাবার আশংকা রয়েছে। ১৯৭০ সালের নির্বাচন মাওলানার ঐ কথাই সত্য বলে প্রমাণ করেছে।

সুধী সমাবেশে মাওলানা অত্যন্ত আকর্ষণীয় যুক্তি দ্বারা ইসলামকে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে পেশ করতেন এবং এ বিষয়ে যাবতীয় সন্দেহ দূর করতেন। আধুনিক যুগে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গেলে যেসব সমস্যা দেখা দিতে পারে সে সম্পর্কে যত প্রশ্ন করা হতো তার এমন চমৎকার জওয়াব দিতেন যে, সুধীবৃন্দ অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে তা শুনতেন।

৫৬ সালের ঐ পয়লা সফরের শেষ পর্যায়ে ঢাকায় এক জনাকীর্ণ সুধী সম্মেলনে তিনি "পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা ও এর সমাধান" শিরোনামে যে মহামূল্যবান ও তথ্যপূর্ণ বক্তব্য রাখেন তা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়ে শিক্ষিত সমাজের নিকট প্রশংসিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব আবুল হাশেম বক্তৃতা মঞ্চে আমার পাশে বসেই ঐ বক্তৃতা শুনছিলেন। তিনি আমার কানে কানে মন্তব্য করলেন, "মাওলানা মওদূদীর কয়েকটি বই পড়ে তাঁর বক্তৃতা শোনার আগ্রহ হলো। শুধু মাদ্রাসার ডিগ্রীধারী কোন আলেম হলে আমাদের মত আধুনিক শিক্ষিত লোকদের উপযোগী করে এমন চমৎকার বক্তব্য পেশ করা সম্ভব হতো না। আমার আসা সার্থক হয়েছে।"

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত দরদের সাথে ঐ বক্তৃতায়ই বলেছেন যে, ইংরেজ আমল থেকেই এ বৈষম্য উত্তরাধিকার সূত্রে এসেছে। ইংরেজরা পাঞ্জাব থেকে সেনাবাহিনীতে সবচেয়ে বেশী লোক নিয়েছে। বাংগালীদেরকে তারা নেয়নি বল্লেই চলে। তিনি জনসভায় ও সুধী সমাবেশে এ বিষয় বলেছেন, "আমি কর্তৃপক্ষ থেকে এ কথা জেনে বিস্মিত হয়েছি যে, দৈহিক উচ্চতার মান অনুযায়ী বাংগালী কম পাওয়া যায়। তাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, চীন ও জাপানের লোক বাংগালীদের

www.pathagar.com

চেয়েও খাট। তাহলে তাদেরকে পাঞ্জাবী ও পাঠানদেরকে নিয়ে তাদের সেনাবাহিনী গড়তে হবে? এ ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করার উদ্দেশ্যে বিপুল সংখ্যায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভর্তি করতে হবে।"

সিভিল সার্ভিস সম্পর্কেও তিনি এ যুক্তিই প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন যে, স্যার সৈয়দ আহমদের আলীগড়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার ফলে মধ্য ভারতের মুসলিম সংখ্যালঘু এলাকার লোকেরাই বেশী সংখ্যায় সিভিল সার্ভিসে ঢুকবার সুযোগ পেয়েছে। পাকিস্তান কায়েম হবার পর গোটা ভারতের মুসলমান অফিসাররাই পাকিস্তানের শাসনভার হাতে পেয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের বাংগালী সরকারী কর্মচারী ও জনগণের সাথে ভাই হিসেবে তারা যদি আচরণ করতো তাহলে পরিবেশ ভিন্ন হতো। তারা ইংরেজদের গদীনশীন হয়ে এমন আচরণ করেছে যা মানসিক বৈষম্যও সৃষ্টি করেছে। তাদের মধ্যে পাঞ্জাবীর সংখ্যা কমই ছিল। কিন্তু তারা বাংলাভাষী ছিল না বলে তাদেরকে পাঞ্জাবী মনে করা হয়।

তিনি ঐ অফিসারদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, আপনারা বাংলা ভাষা শিখুন, বাংগালী কর্মচারীদের প্রশাসনিক যোগ্যতা বাড়াবার চেষ্টা করুন এবং বাংগালীদেরকে বেশী সংখ্যায় সিভিল সার্ভিসে লোক ভর্তি করে এ অভাব পূরণ করুন। তাহলে ক্রমে অর্থনৈতিক বৈষম্যও দূর হতে থাকবে।

তিনি ভারত থেকে হিজরত করে আসা ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও পুঁজিপতিদের উদ্দেশে বলেন যে, এ দেশের গোটা অর্থনীতি অমুসলিমদের হাতে ছিল বলে আপনাদের আগমনে মুসলিম জাতি খুবই আনন্দিত। কিন্তু আপনাদের আচরণে স্থানীয় লোকেরা খুশী নয়। স্থানীয় লোকদেরকে ব্যাপকভাবে আপনারা কাজে নিয়োগ করুন এবং তাদের ভাষায় কথা বলুন। তাদেরকে ব্যবসা ও শিল্পে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ করে দিন। তাহলে তারা আপনাদেরকে আপন মনে করবে।

"এ দেশটি কেমন লাগছে"–আমার এ প্রশ্নের জওয়াবে বলেন, "মনে হয় গোটা দেশটাই এক সাজানো বাগান। এমন সবুজের সমাহার পশ্চিম পাকিস্তানে আযাদ কাশ্মীর ছাড়া কোথাও দেখিনি। ওখানে মাইলের পর মাইল মাটি, পাথর আর বালিই চোখে পড়ে। এখানে তো খালি মাটি দেখাই যায় না।"

ঢাকা থেকে বরিশাল ও খুলনায় স্টীমারে যাওয়ার সময় তিনি ঘুমাবার সময়টুকু ছাড়া কেবিনে থাকতে চাইতেন না। কেবিনের বাইরে ইজি চেয়ারে

www.pathagar.com

হেলান দিয়ে অপলক দৃষ্টিতে বাইরে চেয়ে থাকতেন। কোন বই পড়তে দেব কিনা জিজ্ঞেস করলে বললেন, "বই পড়ার সময় বহু আছে। এমন চোখ জুড়ানো দৃশ্য কোথায় পাব?"

গাছের মধ্যে তিনি নারিকেল ও সুপারী গাছের খুব প্রশংসা করলেন। নদীর তীরে এবং গ্রামগুলোতে সবগাছ ছাড়িয়ে নারিকেল ও সুপারী গাছ বেশী সংখ্যায় চোখে পড়ছে। সুপারী গাছ কখনও আগে দেখেননি। জিজ্ঞেস করলেন "এত দীর্ঘ খুঁটির মাথায় ফুলের গুচ্ছের মত সাজানো পাতা দেখা যাচ্ছে। এগুলো কী গাছ?" নারিকেল পাতার গভীর সবুজ রং দেখে তিনি খুবই মুগ্ধ হলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, "পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কোন্‌টাকে বেশী ভালবাসেন?" পাল্টা জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার চোখ দুটোর কোনটা বেশী পছন্দ করেন?" পাল্টা প্রশ্ন করে জওয়াব দেবার যোগ্যতার আর এক প্রমাণ তিনি দিলেন যখন জানতে চাইলাম "পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে কোন্‌টা বেশী মন্দ?" বললেন, "কলেরা ও বসন্তের মধ্যে কোন্‌টা বেশী খারাপ?"

তাবলীগ জামায়াত সম্পর্কে

আমি তাবলীগ জামায়াতে ইতিপূর্বে চার বছর পর্যন্ত একাগ্রতার সাথে কাজ করায় ঐ জামায়াত সম্পর্কে মাওলানার মতামত জানার খুবই আগ্রহ ছিল। তাবলীগী জামায়াত ত্যাগ করা সত্ত্বেও ঐ জামায়াতের বিরূপ সমালোচনা কখনও আমি পসন্দ করিনি। ঐ জামায়াতের দ্বারা দ্বীনের যতটুকু খেদমত হচ্ছে তা অকপটে আমি প্রকাশ করে থাকি এবং আমার লেখা একাধিক বইতে তা উল্লেখও করেছি। মাওলানাকে জিজ্ঞেস করলামঃ

"তাবলীগ জামায়াত সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?" তিনি জওয়াবে বললেন, "আমি মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের প্রাথমিক কর্মস্থল পূর্ব পাঞ্জাবের মিওয়াতে যেয়ে এ জামায়াতকে জানার চেষ্টা করেছি এবং অশিক্ষিত ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ সাধারণ লোকদেরকে তিনি যে পদ্ধতিতে ইসলামের আলো দান করছিলেন তার প্রশংসা করে মাসিক তরজুমানুল কুরআনে আমি লিখেছি।

এ কথা বলে আমাকে তিনি উপদেশ দিলেন যে, "দ্বীনের কাজ যে যেখানে যতটুকু করছে তাকে আমাদেরই কাজ হচ্ছে বলে মনে করতে হবে। দ্বীনের সবটুকু কাজই আমাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। দ্বীন কায়েম হলে সরকারী

www.pathagar.com

উদ্যোগে ও পৃষ্ঠপোষকতায় সব রকম কাজই জনগণকে দিয়ে করান যাবে। কিন্তু এর পূর্বে অন্যদের দ্বারাও অনেক কাজ হওয়া প্রয়োজন।"

উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বললেন, এই যে মসজিদের মক্তবগুলোতে ছোট ছেলে মেয়েদেরকে কুরআন পড়া শিক্ষা দেয়া হয়, এটা কি আমাদের কাজে লাগে না? আপনারা জনসভায় যখন কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে বক্তৃতা করেন তখন এমন নিরক্ষর লোকেরাও কুরআনের আয়াত শুনলে চিনতে পারে যারা নিজের ভাষাও শিখেনি। মসজিদের মক্তবগুলোর এ খেদমতকে খাট করে দেখা অন্যায়।

এক বৈঠকে ঈমানদার ও সৎ লোক তৈরীর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে মাদ্রাসা, খানকাহ ও তাবলীগের মাধ্যমেও নেক লোক তৈরী হচ্ছে বলে আমি মন্তব্য করলে তিনি বললেন, "এ সব ঈমানদার লোক যারা তৈরী করছেন তারা যদি সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে তাদের মন-মগজ গড়ে তুলতেন তাহলে এরা সহজেই ইকামাতে দ্বীনের মুজাহিদে পরিণত হতেন। কিন্তু শুধু ব্যক্তি জীবনে যারা সৎ হয়ে গড়ে উঠেন তারা বাতিল সমাজ ব্যবস্থারই দিয়ানতদার খাদেমে পরিণত হতে বাধ্য।

এ জাতীয় নেক লোক ঘুষ খাবে না, অন্যায় করবে না, যুলুম করবে না। এ কথা ঠিক। তারা যেখানেই কাজ করবে ইখলাসের সাথে আনুগত্য করবে। সূদী ব্যাংকে চাকরি করতে নিষ্ঠার পরিচয় দেবে, কিন্তু সূদ-বিহীন ব্যাংক ব্যবস্থা চালু করার চিন্তা করবে না। বাতিল সমাজ ব্যবস্থা তাদের নিঃস্বার্থ খেদমত পায়। তারা এর বিদ্রোহী হবার প্রয়োজন বোধ করেন না। সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের মন-মানসিকতা যদি সৃষ্টি করা হতো তাহলে এতগুলো সৎ ও মুখলিস লোক ইকামাতে দ্বীনের সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করলে বাতিল সমাজ ব্যবস্থা কবেই উৎখাত হয়ে যেতো। আফসোসের বিষয় যে, এ দৃষ্টিভংগীর অভাবে আল্লাহর বহু নেক বান্দাহ বাতিল নেযামের দিয়ানতদার খাদেমের ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হচ্ছেন।

আর একবার মাওলানার সামনে এক লোক তাবলীগ জামায়াতের এজতেমায় বিপুল সংখ্যক লোকের সমাগম সম্পর্কে মন্তব্য করছিলেন। তাবলীগ জামায়াতে কী আকর্ষণ আছে সে বিষয়েও তিনি মত প্রকাশ করছিলেন। মাওলানা বললেন, "জান্নাতের আকাংখা মানুষের রূহের খাঁটি পিপাসা।" মানুষ যখন এ কথা বিশ্বাস করে যে, অমুক আমলের ফলে বেহেশতে যাওয়া সহজ তখন সেদিকে আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক।

www.pathagar.com

আমার অভিজ্ঞতা থেকে বললাম "তাবলীগ জামায়াতে এজতেমায়ী দোয়ায় যেভাবে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করা হয় এর মধ্যে এমন এক রূহানী স্বাদ পাওয়া যায় যা আমাকে প্রথমেই আকৃষ্ট করেছিল।" এ কথার উপর মাওলানা মন্তব্য করলেন, "আল্লাহর সাথে বান্দাহর যে রূহানী সম্পর্ক তা কাতরভাবে দোয়া করার দ্বারা অবশ্যই ঘনিষ্ঠ হয়। এ আকর্ষণও স্বাভাবিক। কিন্তু আল্লাহর যমীনে আল্লাহর খিলাফত কায়েমের দায়িত্ব পালন হলো আল্লাহর বান্দাহর আসল কাজ। এ কাজ করতে গিয়ে বাতিলের নির্যাতনের শিকার হলে মাবুদের সাহায্য চেয়ে যে কাতর আবেদন জানানো হয় এর স্বাদ আরও অনেক বেশী।

মানুষের মনগড়া আইন ও শাসন উৎখাত করে আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েমের চেষ্টাই হলো সত্যিকার অর্থে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। এ মহান দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই নবী ও রসূলগণ আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। এ কাজে পদে পদে যে বাধা রয়েছে এবং এতে তাগুতের সাথে যে সংঘর্ষ বাধে তখন আল্লাহর দরবারে ধরণা দিয়ে যে চোখের পানি ফেলা হয় তা কলিজার রক্ত পানি হয়ে বের হয়। ঐ কঠিন দায়িত্বের বোঝা মাথায় না নিয়ে শুধু গুনাহ মাফের জন্য ও জান্নাত লাভের ইচ্ছা নিয়ে কান্নাকাটি করা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যথেষ্ট নয়। যেমন গায়ে পাঁচড়া হলে চুলকাতে বড়ই মজা লাগে। কিন্তু এ দ্বারা পাঁচড়া ভাল হয় না। পাঁচড়া দূর করতে হলে সুচিকিৎসা প্রয়োজন।"

তাবলীগ জামায়াত প্রসঙ্গে একবার কথা উঠল যে, তাদেরকে চীন-রাশিয়ার মত দেশেও যেতে বাধা দেয়া হয় না। কারণ এটুকু ইসলামে তাদেরও আপত্তি নেই। এ কথা শুনে মাওলানা বললেন, "কালেমার যেটুকু বীজ তাঁরা ছড়াচ্ছেন এক সময় সে বীজ থেকেও ইসলামী আন্দোলনের গাছ জন্ম নিতে পারে। যে সব দেশে প্রকাশ্যে ইসলামী আন্দোলন করতে দেয়া হয় না সেখানে তাবলীগ জামায়াত যদি দ্বীনের বীজ ছিটায়ে দেন তা অবশ্যই বড় খেদমত। দীনের জন্য যার পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব ততটুকুর স্বীকৃতি দেয়া উচিত। দ্বীনের দাওয়াত যারাই দেন তাদের মধ্যে কুরআনের খবর অবশ্যই পৌঁছে। তাই কুরআনে এক সময় পূর্ণ দ্বীনের খবরও তারা পাবে।

এ কথার সমর্থনে আমার একটা ঘটনা মনে পড়লো। ১৯৮১ সালে হাজী আবদুল করীম সাইতোষ নামক একজন প্রবীণ জাপানী মুসলিম আমার সাথে দেখা করতে এলেন। তাঁর কাছ থেকে জানলাম যে, তাবলীগ জামায়াতের মাধ্যমে তিনি জাপানেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। হজ্জ করতে গিয়ে রাবেতা

www.pathagar.com

আলম ইসলামীর মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের কতক নেতার সাথে পরিচিত হন এবং তাদের কাছ থেকেই জামায়াতে ইসলামী ও আমার পরিচয় পান। তাই দেশে ফেরার পথে তিনি আমার সাথে দেখা করতে এসেছেন। তিনি আমার সাহায্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ মুঃ ইসহাকের সাথে সাক্ষাত করেন–যিনি তাবলীগের এক জামায়াত নিয়ে টোকিও গিয়েছিলেন এবং যার মাধ্যমে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

একটি হাদীসের ব্যাখ্যা

মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর (র) প্রতি ছাত্র জীবন থেকেই ভক্তি শ্রদ্ধা ও মহব্বত পোষণ করার ফলে জুমআর নামাযে তাঁর রচিত খুতবাই আমি বেশী পছন্দ করতাম। ঐ খুতবার কিতাবে দ্বিতীয় খুতবায় উল্লেখিত একটি হাদীস সম্পর্কে আমার মনে খটকা ছিল বলে সে বিষয়ে মাওলানা মওদূদীকে (র) জিজ্ঞেস করলাম। হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

السلطان ظل الله فى الارض من اهان سلطان الله اهانه الله -

"সুলতান দুনিয়ায় আল্লাহর ছায়া। যে আল্লাহর সুলতানকে অপমান করে আল্লাহ তাকে অপমান করে।"

এ হাদীস সম্পর্কে মাওলানা বলেন, "হাদীসটির সহী হওয়া সম্পর্কে বিতর্কের দিকে না যেয়ে এর সঠিক অর্থ বুঝলে কোন সমস্যা থাকে না। আমদের দেশে কতক আরবী শব্দের আসল অর্থের বদলে ঐসব শব্দের উর্দু ভাষায় প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করার কারণেই সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং প্রকৃত অর্থ বুঝার পথে বিঘ্ন ঘটে। আরবীতে আমীর শব্দের অর্থ হুকুমকর্তা। উর্দুতে এর অর্থ করা হয় ধনী। সম্ভবতঃ হুকুমকর্তারা (সরকারী ক্ষমতার অধিকারী) অন্যায় পথে ধন সম্পদের অধিকারী হওয়ায় তারা ধনী লোক হিসেবে পরিচিত হয়েছে। এভাবেই হয়তো ধনী লোকদেরকে আমীর বলার রেওয়ায চালু হয়ে গেছে।

তেমনিভাবে সুলতান শব্দের অর্থ বাদশাহ হয়ে গেছে। অথচ আরবীতে এর দ্বারা ক্ষমতা, রাজত্ব বা অথরিটি বুঝায়। ক্ষমতা ও রাজত্ব বাদশাহদের দ্বারা পরিচালিত হতো বলে উর্দুতে তাদেরকেই সুলতান বলা হতো। আরবীতে

www.pathagar.com

সুলতান শব্দ দ্বারা যে অর্থ বুঝায় সে অনুযায়ী হাদীসটির সহজ ও স্পষ্ট অর্থ হয় : "রাষ্ট্র ক্ষমতা আল্লাহর ক্ষমতারই প্রতিবিম্ব। তিনিই এ ক্ষমতার আসল মালিক। এ ক্ষমতা তিনিই দান করেন। এ ক্ষমতা আল্লাহর মরযী অনুযায়ী ব্যবহার করা না হলে আল্লাহর এ দানকে অপমান করা হয়। যে আল্লাহর এ দানকে অপমান করে তাকে আল্লাহ দুনিয়ায় ও আখিরাতে অপমান করেন। এ হাদীস দ্বারা ক্ষমতাসীনদেরকে সাবধান করা হয়েছে যাতে ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে বিরত থাকে।

এ হাদীসকে বাদশাহদের অন্ধ আনুগত্য করার নির্দেশ হিসেবে তারাই ব্যবহার করে থাকে যারা দুনিয়ার স্বার্থে ক্ষমতাসীনদের পদলেহনে অভ্যস্ত।

কতক ওলামার জামায়াত ত্যাগ প্রসঙ্গে

১৯৪১ সালে যে ৭৫ জন লোক নিয়ে জামায়াতে ইসলামী গঠিত হয় তাদের মধ্যে কয়েকজন বড় বড় আলেম কেন জামায়াত ত্যাগ করলেন–এ প্রশ্নটি জামায়াতে ইসলামীর একটি বড় ত্রুটি হিসেবে কেউ কেউ মনে করেন। জামায়াতের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন দোষ রয়েছে যার দরুন তাঁরা জামায়াতে থাকা জায়েয মনে করেননি–এ ধরনের প্রচরণা চালু আছে বলেই আমি এ বিষয়ে মাওলানার মুখ থেকে সরাসরি জানতে চাইলাম। তিনি বললেন : "যে সব কারণ উল্লেখ করে তাঁরা জামায়াত থেকে আলাদা হচ্ছেন বলে আমাকে লিখিতভাবে জানালেন তা পত্রিকায় প্রকাশ করার অনুমতি চেয়ে তাঁদের কাছে চিঠি দিয়েছিলাম। কিন্তু তাঁরা আমাকে অনুমতি দেননি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁদের বক্তব্য প্রকাশিত হলে জামায়াত সম্পর্কে কোন বিরূপ ধারণা জনগণের মধ্যে পয়দা হতো না, বরং তারা চলে যাওয়ায় জনগণের মনে যে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে তাও দূর হয়ে যেতো। হয়তো এ কারণেই আমাকে তাঁরা অনুমতি দেননি।"

আমি বললাম, "জামায়াতের স্বার্থে এবং জনগণকে বিভ্রান্তি থেকে হেফাজতের প্রয়োজনে আপনি তাদের বক্তব্য পত্রিকায় প্রকাশ করে দিলে আমরা এ বিষয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া থেকে রক্ষা পেতাম।" তিনি বললেন, "এতে তাঁরা অসন্তুষ্ট হতেন এবং তাঁদেরকে হেয় করার উদ্দেশ্যে এটা করেছি বলে মনে করতেন। আমার শরাফত আমাকে তা প্রকাশ করতে দেয়নি। আমি তাঁদের মত ওলামায়ে কেরামের ইজ্জতের দিকে খেয়াল করেই তা করিনি। আমাকে তাঁরা শরীফ লোক হিসেবে জানুন এটাই আমি চেয়েছি। এর ফলে হয়তো তাঁরা এক সময় ফিরে আসবেন–এ আশাও পোষণ করেছি।"

www.pathagar.com

আমি এরপরও নাছোড়বান্দার মত বললাম ঃ "অন্ততঃ আমাকে আপনি বলুন যাতে আমার মনে এ বিষয়ে এতমিনান বহাল হয়। আমি যাদের প্রশ্নের মুকাবিলা করতে বাধ্য হই তাদের নিকট যাতে আমাকে লা-জওয়াব হতে না হয় সে জন্যই আমি জানতে চাই।"

আমার ধারণা ছিল যে, তিনি আমার এ যুক্তি মেনে নিয়ে আমাকে ঐ অপ্রকাশিত কথা জানাবেন। তিনি ধীরভাবে বললেন, "যে কারণে সে কথা পত্রিকায় প্রকাশ করতে পারিনি, সে একই কারণে আপনার কাছেও বলতে পারছি না।" আশা ভংগের বেদনা সত্ত্বেও মাওলানার শারাফত ও নৈতিকতার অকল্পনীয় উন্নত মান দেখে শ্রদ্ধাবনত হয়ে তাঁর প্রশান্ত চেহারার দিকে চেয়ে রইলাম।

জামায়াতের প্রতিষ্ঠাকালের ৭৫ জনের মধ্যে যে কয়জন জামায়াত থেকে বের হয়ে গেলেন তাঁদেরকে বড় আলেম হিসেবে আমিই শ্রদ্ধা করি এবং তাঁরা দ্বীনের যে খেদমত করছেন তাও আমি অকপটে স্বীকার করি। কিন্তু সব ফরযের বড় ফরয হলো "ইকামাতে দ্বীনের উদ্দেশ্যে জামায়াতবদ্ধ প্রচেষ্টা চালান।" তাঁরা ঐ মহান দায়িত্ব পালন করছেন বলে কোন প্রমাণ নেই বলে তাদের জামায়াত ত্যাগ করার কারণ জানার কোন প্রয়োজনই বোধ করি না। যারা এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন শুধু তাদেরকে জওয়াব দেবার জন্যই আমি তা জানতে চেয়েছিলাম।

দু'জন ইসলামী ব্যক্তিত্বের সাথে মাওলানার উল্লেখযোগ্য সাক্ষাৎকার

আমার মাধ্যমে মাওলানার সাথে দু'জন বিশিষ্ট লোকের সাক্ষাৎ করার ব্যবস্থা হয়। এ দুটো সাক্ষাৎ একান্তে হয়। বৈঠকী আলোচনা উপলক্ষে অনেকেই মাওলানার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ গ্রহণ করেছেন এবং ব্যক্তিগত বিষয়েও প্রশ্ন করেছেন। কিন্তু ঐ দুটো সাক্ষাৎকার ভিন্ন ধরনের ছিল।

তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা আমার শ্রদ্ধেয় কাসেম ভাই (ভাষা আন্দোলনের উদ্যোক্তা অধ্যাপক আবুল কাসেম) মাওলানা মওদূদীর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আমি ত্বরিৎ ব্যবস্থা করলাম। আলোচনার এক পর্যায়ে কাসেম ভাই কুরআনের দুটো আয়াত উদ্ধৃত করে যুক্তি পেশ করলেন যে, ইসলাম সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করে না এবং শ্রম ব্যতীত উৎপাদনে কোন অধিকার দান করে না। আয়াত দুটো হলো, "লিল্লাহি

www.pathagar.com

মা ফীসসামাওয়াতে ওয়া মা ফিল আরদ" এবং "লাইসা লিল ইনসানে ইল্লা মা সা–আ"।

মাওলানা বললেন, "কুরআনের কোন আয়াতের এমন অর্থ গ্রহণ করা জায়েয নয় যা অন্য আয়াতের সুস্পষ্ট নির্দেশের বিরোধী হয়। আল্লাহ স্বয়ং মানুষকে সম্পদের মালিকানার অধিকার দিয়েছেন এবং আল্লাহর পথে দান করলে তা কর্যে হাসানা হিসেবে গ্রহণ করেন বলে ঘোষণা করেছেন। সম্পত্তির মালিকানা আছে বলেই এক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী হিসেবে অন্য লোকেরা ঐ সম্পদের মালিক হয়। কুরআন ঐ সম্পত্তিতে কার কত হিস্যা তাও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই যে অর্থ আপনি করেছেন তা কুরআনের অন্য বহু আয়াতের সাথেই সাংঘর্ষিক।

ঐ আয়াতের অর্থ হলো এই যে, "গোটা বিশ্বে আল্লাহর ক্ষমতাই নিরংকুশ এবং সব কিছুই তার হাতে রয়েছে। আসমান ও যমীনে এমন আর কোন শক্তি নেই, যে আল্লাহর ইখতিয়ারে হস্তক্ষেপ করতে পারে। তিনি সব কিছুর স্রষ্টা এবং চূড়ান্ত ও স্থায়ী মালিক। তিনি যাকে যতটুকু মালিকানা স্বত্ব দান করেন এর বেশী অধিকার কারো নেই।"

দ্বিতীয় আয়াতটি সূরা আন–নাজমের ৩৯ নং আয়াত। এ সম্পর্কে মাওলানা বললেন, "এ আয়াতের পূর্বে ও পরে কয়েকটি আয়াত থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, ওখানে আখিরাতের কথা আলোচনা করা হয়েছে। ওখানে প্রসংগই হলো আখিরাত। এ আয়াতের পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে যে, আখিরাতে একজনের পাপের বোঝা আর একজনকে বইতে হবে না। আর এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়াতে যে যতটুকু চেষ্টা সাধনা করেছে শুধু তা–ই আখিরাতে পাবে। চেষ্টা না করে থাকলে পাবে না।

যদি এ আয়াত থেকে এ অর্থ গ্রহণ করা হয় যা আপনি বলছেন তাহলে অকর্মণ্য বৃদ্ধ, পঙ্গু ও শিশু উৎপাদনে শ্রম দিতে অক্ষম হওয়ার কারণে তাদের নিজস্ব জমি ও কারখানার উৎপাদনে কোন হিস্যাই পাবে না। আল্লাহ পাক উত্তরাধিকারের অধিকার থেকে এসব অক্ষম লোকদেরকে বঞ্চিত করেননি। শ্রমই উৎপাদনের একমাত্র ফেক্টর নয়। এ মতবাদ কার্ল মার্কস–এর। ইসলাম এ মতবাদ সমর্থন করে না।"

দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারটি আমার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (র) মাওলানা মওদূদীকে মহব্বত করতেন। কিন্তু মাওলানার "খেলাফত ও মুলুকিয়াত" বইতে হযরত মুআবিয়া (রা) সম্পর্কে যে সব

www.pathagar.com

অভিযোগ প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের উদ্ধৃতি সহকারে পেশ করেছেন সে বিষয়ে তিনি ভিন্ন মত পোষণ করতেন এবং কোন কোন ঐতিহাসিককে শিয়া বলে ধারণা করতেন। এভাবে তিনি মাওলানা মওদূদীর ঐতিহাসিক উৎস সম্পর্কে আপত্তি তোলেন। আমি তাঁকে বললাম, "মাওলানা মওদূদী আগামী সফরে ঢাকা এলে আপনার সাথে তার এ বিষয়ে সাক্ষাৎ আলোচনার ব্যবস্থা করতে চাই। তিনি রাযী হলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, যখন মাওলানা ঢাকায় এলেন তখন মাওলানা ফরিদপুরী সম্পূর্ণ শয্যাগত। লালবাগ মাদ্রাসায় তাঁর সাথে দেখা করতে গেলাম। তিনি তখন কথা বলতেও অক্ষম। খুব কাছে বসে তাঁর সাথে হাত মিলায়ে বললাম যে, পূর্বের কথামতো আপনাকে মাওলানা মওদূদীর কাছে নিয়ে যাবার জন্য এসেছি। আপনার অসুস্থতার কারণে নিজে যেতে না পারলেও আপনার প্রতিনিধি হিসেবে যাকে মনোনীত করেন তাঁকেই নিয়ে যাব। তিনি আংগুলের ইশারায় তাঁর ঠোঁটের কাছে কান লাগিয়ে শুনতে বললেন। ফিসফিস করে মাদ্রাসার প্রখ্যাত সিনিয়ার মুহাদ্দিস সাহেবকে নিয়ে যেতে বললেন। তাঁকে সাথে নিয়ে মাওলানার সামনে হাযির করলাম।

পূর্বেই সব কথা জানা থাকায় মাওলানা মওদূদী (র) তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে কাছেই বসালেন। প্রাথমিক পরিচয়মূলক দু'এক কথার পরই মাওলানা জিজ্ঞেস করলেন, "আমার লেখা সম্পর্কে আপনার কোন্ বিষয়ে আপত্তি মেহেরবানী করে বলুন।" মুহাদ্দিস সাহেব বললেন, "আপনার খেলাফত ও মুলুকিয়াত বইতে হযরত মুআবিয়ার (রা) বিরুদ্ধে কতক অভিযোগ এনেছেন। একজন সাহাবীর দোষ চর্চা করা কি জায়েয হয়েছে?" মাওলানা বললেন, "কোন্ অভিযোগটি সম্পর্কে আপনার আপত্তি? মুহাদ্দিস সাহেব বললেন, "আপনি লিখেছেন যে, হযরত মুআবিয়া (রা) মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর (রাঃ) কে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে হত্যা করেছেন। একজন সাহাবী আমীরুল মুমিনীন হিসেবে যালেম হতে পারেন না।"

মাওলানা বললেন, "যাকে কতল করা হয়েছে তিনিও তো সাহাবী। তাহলে আমার ও আপনার অপরাধ একই সমান। কারণ যে সাহাবীকে কতল করা হয়েছে তাকে যদি ন্যায়ভাবে কতল করা হয়ে থাকে তাহলে তিনি দোষীই সাব্যস্ত হন। এ অবস্থায় আমি এক সাহাবীকে দোষী বলেছি, আর আপনি অন্য এক সাহাবীকে দোষী মনে করছেন। তবে পার্থক্য এই যে, আমি মযলুমের পক্ষে, আর আপনি যুলুমের পক্ষে।"

আমি লক্ষ্য করলাম যে, মাওলানা কত সাবধানে মন্তব্য করলেন। একদিকে মযলুম বলার পর অপর দিকে 'যালেম' শব্দ ব্যবহার না করে 'যুলুম' বললেন।

www.pathagar.com

এটুকু আলোচনার পর উভয়পক্ষ চুপ করলেন। মুহাদ্দিস সাহেব আর কোন আপত্তি উত্থাপন করলেন না। মাওলানাও আর কোন আপত্তি আছে কিনা জানতে চাইলেন না। এ অবস্থায় মুহাদ্দিস সাহেবকে নিয়ে মাওলানার নিকট থেকে বিদায় হলাম এবং তাঁকে লালবাগ মাদ্রাসায় পৌছিয়ে দিলাম। পথেও আমাদের মধ্যে কোন আলোচনা হয়নি।

দুনিয়ার সব ইসলামী চিন্তাবিদই কুরআন ও রসূল (সা)-এর জীবন থেকে ইসলামকে বুঝেছেন। ইসলাম সম্পর্কে তাদের ধারণা প্রায় একই বলা যায়। অবশ্য পরিবেশন করার যোগ্যতা ও দক্ষতা সবার সমান নয়। এদিক দিয়ে মাওলানা মওদূদীকে এ যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ বলে স্বীকার করা হয়।

মাওলানার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

একজন মনীষী কোন একদিকে প্রধান বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলেও তাঁর মধ্যে অনেক গুণেরই সমাবেশ হয়ে থাকে। যদিও সব ক্ষেত্রে হয়তো এতটা উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু মাওলানা মওদূদী অনেক দিক দিয়েই প্রধান বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যতগুলো গুণের সমাবেশ তাঁর মধ্যে ঘটেছে এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি এমন অনন্য যে, তিনি সব ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইসলামী চিন্তাবিদ

একজন ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে তিনি এ শতাব্দির সেরা ব্যক্তি হিসেবে বিশ্বের অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ অভিমত প্রকাশ করেছেন। ডক্টর মুহাম্মদ কুতুব লণ্ডনে ১৯৭৪ সালে মাওলানার সম্বর্ধনা উপলক্ষে আয়োজিত সুধী সমাবেশে বলেন, "দুনিয়ার সব দেশে এবং সব কালেই ইসলামী চিন্তাবিদ পয়দা হয়ে থাকে। এ যুগেও ইসলামী চিন্তাবিদের অভাব নেই। কিন্তু এ শতাব্দীতে মাওলানা মওদূদীর চেয়ে বড় কোন ইসলামী চিন্তাবিদ পয়দা হয়নি। চিন্তার স্বচ্ছতা, পরিবেশনার পরিচ্ছন্নতা, আলোচ্য বিষয়ের বিস্ময়কর গ্রন্থনা ও অল্প কথায় আসল বক্তব্য উপস্থাপনের যোগ্যতার দিক দিয়ে তিনি নিসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ। তিনি চমৎকার ভাষায়, আধুনিক মনের উপযোগী যুক্তি দিয়ে সংক্ষেপে ও ধারাবাহিকভাবে ইসলামকে পেশ করতে সক্ষম হয়েছেন।"

www.pathagar.com

ইসলামী সংগঠক

ইসলামী সংগঠক হিসেবে আমার বিবেচনায় তিনি অতুলনীয়। ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে তিনি যা লিখেছেন তার ভিত্তি কুরআন ও সুন্নাহতে স্পষ্ট। কিন্তু সংগঠক হিসেবে তিনি যত ব্যাপক বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছেন তার জন্য এতটা স্পষ্ট ভিত্তি লিখিত আকারে কোথাও রয়েছে বলে আমার জানা নেই।

১৯৪১ সালে অবিভক্ত ভারতবর্ষে জামায়াতে ইসলামী কায়েম হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর জামায়াতও এলাকার ভিত্তিতে দুটো সংগঠনের রূপলাভ করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে আলাদা হওয়ায় এ দেশেও সংগঠনের নিজস্ব কাঠামো গড়ে উঠে।

"জামায়াতে ইসলামী" নামে উপমহাদেশের যে দেশে সংগঠন রয়েছে সর্বত্রই ঐসব সাংগঠনিক বিধিবিধান চালু রয়েছে যা মাওলানা মওদূদী শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাঁর রচিত বিধানের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ

১। সংগঠনের কোন পর্যায়েই নির্বাচনে কেউ প্রার্থী হতে পারবে না।

২। কেউ পদের আকাংখী হলে অযোগ্য বিবেচিত হবে।

৩। নির্বাচিত নেতা যাতে অবাধ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে না পারে সে জন্য নির্বাচিত মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকে চলতে হবে।

৪। সংগঠনের সর্বস্তরে নেতা নিজেই মজলিসে শূরা ও সদস্য সম্মেলনে নিজকে সমালোচনার জন্য পেশ করবেন এবং তাঁকে সংশোধন করার সুযোগ দেবেন।

৫। সংগঠনে কোন উপদল সৃষ্টি করার অধিকার কারো নেই।

৬। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে অবাধে মতামত প্রকাশ করবেন। কোন বিশেষ মতের পক্ষে গ্রুপ হিসেবে কোন ভূমিকা পালন করা চলবে না।

৭। মজলিসে শূরার অধিবেশনে ও সদস্যদের বৈঠক বা সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে যাতে সবাই একমত হয়।

৮। যদি কোন বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তাহলে ভিন্ন মত পোষণকারীগণ ঐ সিদ্ধান্ত মেনে চলবেন এবং এর বিরুদ্ধে বাইরে কোথাও নিজের মত প্রকাশ করবেন না।

www.pathagar.com

৯। সংগঠনের সকল সদস্যই দায়িত্বশীলদের নিকট প্রস্তাব ও পরামর্শ পাঠাতে পারবেন এবং নিজেদের ভিন্ন কোন মত থাকলেও সংগঠনের সিদ্ধান্ত মেনে চলবেন।

১০। সংগঠনের দায়িত্বশীলগণ সদস্যদের নিকট তাদের কার্যাবলীর ব্যাপারে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকবেন।

সংগঠনকে সুস্থ ও ব্যাধিমুক্ত রাখা, নেতৃত্বের কোন্দল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশংকা রোধ করা এবং উপদলীয় সংঘাত ও মতবিরোধের সকল পথ বন্ধ করার এমন বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থা থাকায় উপমহাদেশে জামায়াতের বিগত ৫০ বছরের ইতিহাসে এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যা আর সব দলের মধ্যে অহরহই ঘটে চলেছে। এ কারণেই আমার দৃষ্টিতে সংগঠক মওদূদী এক বিরল প্রতিভা।

সংগঠনকে গড়ে তোলা, মযবুত করা, বিশৃংখলা থেকে রক্ষা করা, নেতৃত্বের কোন্দল থেকে বাঁচিয়ে রাখা—এক কথায় সংগঠনকে সকল অবস্থায় সুস্থ ও সবল রাখার জন্য তিনি এমন চমৎকার বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন যা আমাকে বিস্মিত করেছে। জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের পূর্বে আমি কয়েকটি ইসলামী সংগঠনে কয়েক বছর কাজ করার ফলে সাংগঠনিক কাঠামো ও পদ্ধতিগত দিক দিয়ে তাঁর গঠিত সংগঠনের সাথে অন্যান্য সংগঠনের তুলনা করা আমার জন্য সহজ হয়েছে। ৭ বছর বিদেশে থাকা কালে বিভিন্ন দেশের ইসলামী সংগঠনকে ঘনিষ্ঠভাবে জানারও সুযোগ পেয়েছি। এ কারণেই সংগঠক হিসেবে মাওলানা মওদূদীর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আমার সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি হয়েছে।

জামায়াতে ইসলামী গঠনের সূচনা থেকেই এর যেসব কার্য বিবরণী পুস্তকাকারে প্রকাশ পেয়েছে তাতে জামায়াতের আমীর হিসেবে এবং মজলিসে শূরার ও রুকন সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে তাঁর যে সব সাংগঠনিক বক্তব্য রয়েছে তা এ বিষয়ে তাঁর অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইসলামী আন্দোলন-সাফল্যের শর্তাবলী, ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি, ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি, জামায়াতে ইসলামীর ভবিষ্যত কর্মসূচী, হেদায়াত ইত্যাদি পুস্তক তাঁর সাংগঠনিক যোগ্যতার বলিষ্ঠ সাক্ষী। মজলিসে শূরা ও আমেলার সভাপতি হিসেবে ১৯৫৫ থেকে ৭২ সাল পর্যন্ত আমি তাঁর সাংগঠনিক মনীষার যে অতুলনীয় প্রমাণ পেয়েছি তা আমাকে রীতিমতো মুগ্ধ করেছে।

www.pathagar.com

আমি দুটো কারণে চিন্তাবিদ মওদূদীর চেয়ে সংগঠক মওদূদীকে শ্রেষ্ঠতর মনে করি।

১। কুরআন, হাদীস ও বিশ্বের বিপুল ইসলামী সাহিত্য তাঁকে চিন্তাবিদ হওয়ার ব্যাপারে যেভাবে সরাসরি জ্ঞান দান করেছে, সংগঠক হওয়ার জন্য কোন সাহিত্য তাঁকে তেমন আলো দিতে পেরেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। যুগে যুগে যে পরিমাণে ইসলামী চিন্তাবিদ পয়দা হয়েছে, সে পরিমাণে সংগঠক পয়দা হয়েছে বলে মনে হয় না। সংগঠন সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী (র) যে পূর্ণাঙ্গ বাস্তব শিক্ষা দিয়ে গেছেন তার ফলে তিনি দুনিয়া থেকে চলে যাবার পরও তাঁর গঠিত সংগঠনে সামান্য কোন দুর্বলতা সৃষ্টি হয়নি। তিনি ব্যক্তি নির্ভর বা নেতা সর্বস্ব সংগঠন গড়ে তুলেননি। নিখুঁত, বিজ্ঞান সম্মত ও বাস্তবমুখী কাঠামো ও পদ্ধতির কারণেই তাঁর সংগঠন ভেংগে পড়ছে না।

২। ইতিহাসে এমন চিন্তাবিদ খুঁজে পাওয়া কঠিন, যে একাধারে চিন্তাবিদ ও সংগঠক এবং স্বয়ং সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র) সমাজ-বিপ্লবের যে চিন্তাধারা রেখে গেলেন এর ভিত্তিতে সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী (র) মুজাহিদ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। শাহ সাহেব নিজে কোন সংগঠন গড়ে তুলেননি। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) ও ইমাম গাজ্জালী (র) নিজ নিজ যুগে সকল রকমের চিন্তার বিভ্রান্তির মুকাবিলায় এমন বলিষ্ঠ ইসলামী চিন্তাধারা পরিবেশন করেছেন যা উম্মতকে গুমরাহী থেকে হেফাযত করার বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু নিজেদের নেতৃত্বে তারা জনগণকে সংগঠিত করেননি। কার্লমার্কস চিন্তা রেখে গেছেন, কোন সংগঠন গড়ে তোলেননি। তার চিন্তাধারার ভিত্তিতে লেলিন সংগঠন করেছেন।

মাওলানা মওদূদী একাধারে চিন্তাবিদ, সংগঠক ও সংগঠনের নেতা। রাজনৈতিক ময়দানেও নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেছেন। বস্তব ময়দানে অবতরণ করে আন্দোলন পরিচালনা করার কারণেই তাঁর চিন্তাধারায় স্ববিরোধিতা ও অবাস্তব আদর্শবাদিতা বা কল্পনা বিলাস নেই।

একমাত্র নবীগণের মধ্যেই চিন্তা ও কর্মের নেতৃত্ব এক সাথে পাওয়া যায়। উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তির জীবনে উভয় নেতৃত্বের সমন্বয় খুব কমই পাওয়া যায়। ইসলামী সমাজ বিপ্লবের পক্ষে মুজাদ্দিদে আলফেসানীর মধ্যে উভয় নেতৃত্বের যেটুকু উদাহরণ পাওয়া যায়, এতটুকুও অনেক চিন্তাবিদদের মধ্যে দেখা যায় না। এ বিবেচনায়ই মাওলানা মওদূদী এক বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী।

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলনের নেতা হিসেবে তিনি নিষ্ঠা, বলিষ্ঠতা, নির্ভীকতা, সহনশীলতা ও আত্মবিশ্বাসের এমন আদর্শ রেখে গেছেন যা চিরকাল অণুকরণযোগ্য হয়ে থাকবে। এ ক্ষেত্রে তিনি ইসলামী আন্দোলনের শাশ্বত মহান নেতা রাসূল (সঃ)-কে পূর্ণরূপে অনুসরণ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন বলে মনে হয়।

রাজনীতিবিদ মওদূদী

রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি এক অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী। রাজনীতিকে প্রচলিত কলূষ থেকে পবিত্র করার সাধনাই আজীবন তিনি করে গেছেন। বিরোধীদের অশালীন আক্রমণের জওয়াবে কখনও এমন ভাষা ব্যবহার করেননি যা কারো মনে ব্যাথা দিতে পারে। গালির জওয়াবে যুক্তি পেশ করাই তাঁর নীতি ছিল। এর পরও যাদের গালি বন্ধ হয়নি তিনি তাদের কথার জওয়াব না দেয়াই সঠিক জওয়াব মনে করতেন।

একবার লাহোরে মাওলানার নিয়মিত বৈকালিক আসরে এক যুবক আলেম বললেন, "মাওলানা! আমি বড় বড় আলেমগণের দরবারে যেয়ে থাকি এবং অনেক মূল্যবান অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ পাচ্ছি। সেদিন মাওলানা গোলাম গওস হাযরাভীর খেদমতে গেলাম। তিনি এক প্রশ্নের জওয়াবে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে রাগত ভাষায় বললেন, মওদূদীকে এত কড়া ভাষায় বারবার কঠোর সমালোচনা করা সত্ত্বেও সে কোন জওয়াবই দেয় না। আমার সাথে তর্কে আসেই না। যদি জওয়াব দিত তাহলে তাকে দেখে নিতাম যে, সে কতটুকু তর্কে টিকতে পারে।"

আমি লক্ষ্য করলাম যে, যুবক আলেমটি প্রবল উৎসুক্য নিয়ে ঘাড় কাত করে মাওলানার জওয়াব শুনবার জন্য এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মাওলানা অতি শান্তভাবে কুরআনের দুটো শব্দ উচ্চারণ করলেন, "মুতূ বেগাইযিকুম" যার অর্থ হলো "তোমাদের ক্রোধে তোমরাই জ্বলে পুড়ে মর"। তিনি এ বিষয়ে আর কিছুই বললেন না। যুবকটি বিস্মিত হয়ে বললেন; "যারা আপনাকে গালি দেয় তারা কত বোকা।"

রাজনীতির ময়দানকে স্বচ্ছ ও সুস্থ রাখার জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিকট তিনি সুস্পষ্ট নীতিমালা পেশ করেছেন যা সবাই সঠিক বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও বাস্তবে কেউ পালন করেননি। কিন্তু অপর পক্ষ পালন না করা সত্ত্বেও নিজে আজীবন ঐ সব নীতিমালা মেনে চলেছেন।

www.pathagar.com

ইসলামী রাজনীতি এ যুগে মাওলানা মওদূদীরই আবিষ্কার। উপমহাদেশের আলেম সমাজের মধ্যে যারা রাজনীতি সচেতন ছিলেন তাঁরা ইসলামী রাজনীতির কোন ধারা সৃষ্টি করেননি। একদল ওলামা কংগ্রেসের রাজনীতি অনুসরণ করেছেন, আর একদল মুসলিম লীগের রাজনীতি সমর্থন করেছেন। উভয় ক্ষেত্রেই মূল নেতৃত্বে কোন আলেম ছিলেন না। আলেম সমাজ সমর্থকের ভূমিকাই পালন করেছেন। মাওলানা মওদূদীই ইসলামী আন্দোলনের ডাক দিয়ে ইসলামী রাজনীতির সূচনা করেন।

১৯৫০ ও ৫১ সালে সর্বপ্রথম আলেম সমাজের নেতৃস্থানীয় ৩১ জন ব্যক্তি ইসলামী শাসনতন্ত্রের ঐতিহাসিক ২২ দফা মূলনীতি প্রণয়ন করে ইসলামী রাজনীতির ভিত্তিকে মযবুত করেন। ঐ ২২ দফা প্রণয়নে মাওলানা মওদূদীর ভূমিকা যে প্রধান ছিল তা ওয়াকিফহাল মহলের নিকট অজানা নয়। জামায়াতে ইসলামী মাওলানা মওদূদীর আবিষ্কৃত ইসলামী রাজনীতিই অনুসরণ করে চলেছে। ইসলামী রাজনীতি এ উপমহাদেশে এ শতাব্দীতে মাওলানা মওদূদীই চালু করেছেন। বালাকোটে ১৮৩১ সালে মুজাহিদ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ শহীদ হবার একশ বছর পর মাওলানা মওদূদী ইসলামী রাজনীতির সূচনা করেন।

সংস্কারক মওদূদী

একজন মহান সংস্কারক হিসাবে মাওলানা মওদূদীর অবদান বিরাট এবং তাঁর স্থান অনেক উচ্চে। ইসলাম যখন একটি ধর্মের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল, তাকওয়া দ্বারা যখন ব্যক্তিগত ধর্মীয় জীবনই বুঝাতো এবং রাজনীতি ও অর্থনীতিকে যখন ইসলামের বাইরের বিষয় মনে করা হতো, তখন ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে পেশ করে মাওলানা মওদূদী এত বিরাট সংস্কার সাধন করেন যার ফলে এখন শুধু আলেম সমাজেই এ কথা স্বীকৃত নয়, ধর্মনিরপেক্ষ নেতারাও "ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান" বলে বিবৃতি দিতে বাধ্য হন।

মাযহাবী ঝগড়া ও হানাফী-আহলে হাদীস বিরোধের অবসান ঘটাবার উদ্দেশ্যে তিনি ঘোষণা করেন যে, চার মাযহাব ও আহলে হাদীস একই "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত"-এর অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁরা সবাই হকপন্থী। সব মাযহাব একই রাসূলের আনুগত্য করছে। যদিও কোন কোন বিষয়ের ব্যাখ্যায় তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেসব বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল

www.pathagar.com

(সাঃ) ব্যাখ্যার কোন ফাঁক রাখেননি সেখানে সব মাযহাব ও আহলে হাদীসে কোন মতভেদ হয়নি। যেখানে ব্যাখ্যার ফাঁক রয়েছে সেখানে যে মতভেদ হয়েছে তা দূষণীয় নয়। সে সব বিষয়ে যার যে মত পসন্দ তা গ্রহণ করতে পারেন। কোন এক ব্যাখ্যাকে অন্য মতের কেউ বাতিল বলে ঘোষণা দেবার অধিকার রাখেন না। মাযহাবের অনুসারীদেরকে 'মুকাল্লিদ' বলে গালি দেয়া এবং আহলে হাদীসকে 'গায়রে মুকাল্লিদ' বলে তুচ্ছ মনে করা অত্যন্ত অন্যায় বলে তিনি ঘোষণা করেন।

চার মাযহাবে বিভিন্ন মাসআলায় যে পার্থক্য রয়েছে এবং হানাফী ও আহলে হাদীসে যেসব জায়গায় মত পার্থক্য আছে তা দূর করার চেষ্টা করা অর্থহীন। এ পার্থক্য স্বাভাবিক। চার মাযহাবকে এক করার চেষ্টা করতে গেলে পঞ্চম মাযহাব সৃষ্টি হবার আশংকা রয়েছে। তাই এ পার্থক্যকে মেনে নিয়ে চলাই উম্মতের ঐক্যের জন্য জরুরী। মাযহাবী ফেতনা দূর করার এ মহান সংস্কারমূলক প্রচেষ্টা মাওলানার এক বিরাট খেদমত।

এ সংস্কারের ফলেই জামায়াতে ইসলামীতে সব মাযহাব ও আহলে হাদীসের অনুসারীদের ঐক্য সম্ভব হয়েছে। জামায়াতে ইসলামী একটি সংগঠন হিসেবে কোন মাযহাবকে মেনে চলে না। জামায়াতের ব্যক্তিগণ যে কোন মাযহাব বা আহলে হাদীসের অনুসারী হতে পারেন। তাই জামায়াতের মূল নেতৃত্ব থেকে শুরু করে সংগঠনের সকল স্তরে হানাফী ও আহলে হাদীসের অনুসারীগণ এক সাথে মিলে ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনে কর্মরত রয়েছেন।

আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব

মাওলানা মওদূদী মুসলিম বিশ্বে সবচাইতে জনপ্রিয় নাম। যারাই ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনা করে তারা যে দেশেই বাস করুক তাদের নিকট মাওলানা একজন প্রিয় লেখক। দুনিয়ার বহু ভাষায় মাওলানার সাহিত্য অনূদিত হওয়ায় ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ নিয়ে যারা বই তালাশ করে তারা সহজেই মাওলানার রচনার নাগাল পায়। ১৯৫৩ সালে মাওলানার ফাঁসির হুকুমের খবর বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে ৬০টি দেশের ইসলামী ব্যক্তিত্ব সরকারের নিকট প্রতিবাদ জানায়। আজ থেকে ৩৭ বছর পূর্বেই তিনি আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়ে থাকলে তিনি বর্তমানে আরও কত ব্যাপকভাবে পরিচিত তা সহজেই অনুমান করা যায়।

www.pathagar.com

১৯৭৪ সালের আগস্ট মাসে লণ্ডনে মাওলানাকে ইউ, কে, ইসলামী মিশনের পক্ষ থেকে প্রদত্ত সম্বর্ধনা সভায় "ইসলামী কাউন্সিল অব ইউরোপ"-এর সেক্রেটারী জেনারেল জনাব সালেম আযযাম বলেন, "মুহতারাম মাওলানা। আপনি শুধু পাকিস্তানের ইসলামী আন্দোলনের নেতা নন। দুনিয়ার যত দেশে ইসলামী আন্দোলন চলছে সব দেশের নেতা ও কর্মীরা আপনাকে তাদের মহান পথপ্রদর্শক মনে করে।" সেখানে আমি আযযাম সাহেবের পাশেই মঞ্চে বসা ছিলাম। বিভিন্ন দেশের যারা ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তারা ঐ কথার সমর্থনে উৎসাহের সাথে মাথা নাড়লেন।

প্রায় ৭ বছর প্রবাস জীবনে বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের বড় বড় নেতার সাক্ষাৎলাভের সুযোগ পেয়েছি। তাঁদের প্রত্যেকেই মাওলানাকে এ যুগের শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে মহব্বত প্রকাশ করেছেন। তাঁর একজন নগণ্য সাথী হওয়ার কারণে আমিও তাদের নিকট সম্মান পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয়েছি।

আলেমে দ্বীন হিসেবে

আলেমে দ্বীন হিসাবে মাওলানা মওদূদীর মর্যাদা তারাই বুঝতে সক্ষম যারা মাওলানার রচিত তাফসীর অধ্যয়ন করেছেন। ইলম এমন এক মহা নিয়ামত যা আল্লাহর বিশেষ দান। আল্লাহ পাক মাওলানাকে এ যুগের মানুষের হেদায়েতের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন বলেই মনে হয়। তা না হলে এত বড় বড় ওলামা থাকা সত্ত্বেও ইসলামকে এর পূর্ণ ও আসল রূপে পরিবেশনের এবং ঐ পূর্ণাঙ্গ ইসলামকে বিজয়ী করার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার সৌভাগ্য মাওলানার হতো না।

বিশ্বের আলেম সমাজের নিকট আলেমে দ্বীন হিসেবে মাওলানা মওদূদীর মর্যাদা স্বীকৃত। এ উপমহাদেশে রাজনৈতিক কারণে বা ফেরকাবন্দীর দরুন অথবা সমসাময়িক পরিবেশে মাওলানার দাওয়াত কবুল করার পথে বাস্তব সমস্যার অজুহাতে ওলামায়ে কেরামের এক বিরাট অংশ মাওলানা মওদূদীর প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করেন। আমার নিশ্চিত ধারণা যে, কোন আলেম যদি নিরপেক্ষ মন নিয়ে মাওলানার সাহিত্য অধ্যয়ন করেন তাহলে তাঁর ধারণা অবশ্যই পাল্টাবে। যারা বিরূপ ধারণা প্রকাশ করে থাকেন তাদের বেশ কয়েকজন সম্পর্কে খবর নিয়ে জানা গেল যে, তাঁরা নিজেরা মাওলানার বই না পড়েই অন্য কোন আলেমের মন্তব্যের উপর আস্থা স্থাপন করে আছেন।

www.pathagar.com

এ বিষয়ে আমার রচিত "ইকামাতে দ্বীন" বইতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাছাড়া "আলেম সমাজের খেদমতে আকুল আবেদন" নামক পুস্তিকায় অতি শ্রদ্ধার সাথে ওলামায়ে কেরামকে মাওলানা মওদূদীর তাফসীর, রাসায়েল ও মাসায়েল এবং অন্যান্য গ্রন্থাবলী অধ্যয়নের আবেদন জানিয়েছি।

বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব

মাওলানার চিন্তাধারা ও ইসলামের বিপ্লবী ব্যাখ্যায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যারা ইসলামী আন্দোলনে শামিল হয়েছে তারা মাওলানাকে কতটা মহব্বত ও শ্রদ্ধা করে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তদুপরি তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্ব, সম্মোহনী চেহারা ও বলিষ্ঠ বাচনভংগী এমন ছিল যে, তাঁকে সমীহ করাই স্বাভাবিক ছিল।

এ সত্ত্বেও মজলিসে শূরার বৈঠকে তাঁকে কোন সময় তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব খাটাতে দেখিনি। শূরার সদস্যদের অবাধ ও স্বাধীন বক্তব্য ধৈর্যের সাথে শুনতেন। এমন কি তাঁর নিজের মতকে যুক্তি সহকারে খণ্ডন করতে শুরা সদস্যগণকে নির্ভীকভাবে বক্তব্য রাখতে দেখেছি। নিজের মত পরিত্যাগ করার সাহস ও যোগ্যতা থাকার ফলে তাঁর নেতৃত্ব কখনও সংকটের সম্মুখীন হয়নি।

১৯৫৭ সালে মজলিসে শূরায় জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রশ্নে মতবিরোধ দেখা দেয়। শূরার এক চতুর্থাংশ সদস্য নির্বাচনে অংশ নেবার বিরুদ্ধে অটল থাকেন। মাওলানা ইচ্ছে করলে ভোটের জোরে তাদের মতামত অগ্রাহ্য করতে পারতেন। কিন্তু এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতিতে অভ্যস্ত থাকায় বিষয়টির চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য রুকন সম্মেলন আহবান করেন। বাহাওলপুরের মাছিগোট নামক স্থানে ঐ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

তিনি উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করা সঠিক মনে করলেন না। যেহেতু তিনি উক্ত প্রশ্নে একটি বিশেষ মতে দৃঢ় সেহেতু করাচীর আমীর গোলাম মুহাম্মদ চৌধুরীকে সম্মেলন পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়। যারা নির্বাচনের বিরোধী তাঁদেরকেই বক্তব্য রাখার জন্য প্রথমে সুযোগ দেয়া হয়। তাঁদের মধ্য থেকে দুজন প্রত্যেকে তিন ঘন্টা করে বক্তব্য রাখলেন। উভয় বক্তা মাওলানার সাহিত্য মন্থন করে বলিষ্ঠ বক্তব্য পেশ করতে থাকলেন। তাঁরা জামায়াতের

www.pathagar.com

আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মাওলানার লেখা উদ্ধৃত করে যুক্তি প্রদর্শন করলেন যে, নির্বাচনে যাবার সাংগঠনিক, আদর্শিক ও বাস্তব প্রস্তুতির জন্য আরও সময় প্রয়োজন। ১৯৫৮ সালে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা ইসলামী আন্দোলনের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হবে বলে তাঁরা দৃঢ় মতামত প্রকাশ করলেন। তারা দুজন ৩ ঘন্টা করে মোট ৬ ঘন্টা বক্তৃতা করলেন। আমি মাওলানা মওদূদীর একেবারে পাশেই বসে ঐ সব বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া তাঁর চেহারায় তালাশ করছিলাম। তিনি একইভাবে ধীরচিত্তে বক্তৃতা শুনছিলেন এবং মাঝে মাঝে পান ও যরদা মুখে দিচ্ছিলেন। চেহারায় সামান্য বিরক্তির লক্ষণও ছিল না।

নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে বক্তব্য রাখার শুরুতেই তিনি ঘোষণা করলেন যে, অপর পক্ষ যতটুকু সময় নিয়েছেন এর চেয়ে বেশী সময় তিনি নেবেন না। দু' কিস্তিতে তিনিও ছয় ঘন্টায় তাঁর বক্তৃতা সমাপ্ত করলেন। তাঁর ঐ ঐতিহাসিক বক্তৃতাটি বাংলায় "ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কার্যসূচী" নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

মাওলানার বক্তৃতা সমাপ্ত হবার পর সম্মেলনে উপস্থিত রুকনগণের রায় নেয়ার পূর্বে মাওলানাই প্রস্তাব করলেন যে, অপর পক্ষের বক্তব্য যারা সমর্থন করেন তাদেরকে পয়লা রায় দেবার সুযোগ দেয়া হোক। সভাপতি এ প্রস্তাবের পক্ষে রুকনদের সম্মতি আছে বলে অনুভব করে যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার পক্ষে তাদেরকে হাত তুলতে বললেন। ৯৩৫ জনের মধ্যে মাত্র ১৮ জন হাত তুললেন। এত বড় একটা বিতর্কিত বিষয়ে এত শান্তভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দেখে আমি বিস্মিত হলাম। পরাজিত পক্ষকে হেয় করার জন্য বা মাওলানার বিজয়ে উল্লাস প্রকাশের উদ্দেশ্যে কোন শ্লোগান হলো না। মাওলানার চেহারায়ও বিজয়ের উচ্ছ্বাস তালাশ করে পেলাম না। বুঝতে পারলাম যে, আত্মপ্রত্যয়ী নেতার বলিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য বাহ্যিক কোন প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না।

দেশের অনেক বড় বড় নেতাকে মাওলানার সাথে আলোচনা করতে দেখেছি। মাওলানার ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করেছি। ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খাঁর সাথে আট দলীয় জোটের (Democratic Action Committee) (DAC) নেতৃবৃন্দের গোলটেবিল বৈঠকে জামায়াতের পূর্ব-পাক প্রতিনিধি হিসেবে আমিও অংশগ্রহণ করেছি। আইয়ুব খান, নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খান, চৌধুরী মুহাম্মদ আলী, এয়ার মার্শাল আসগর খান, বিচারপতি মুরশিদ, শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে

www.pathagar.com

মাওলানার সাথে হাত মিলাবার বা তাঁর সাথে আলোচনা করার সময় লক্ষ্য করেছি যে, তাঁরা মাওলানার ব্যক্তিত্বকে কতটা গুরুত্ব দিতেন।

DAC কর্তৃক রচিত আট দফা দাবীর ভিত্তিতে আইয়ুব খান ৮ দলীয় জোটকে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের আহবান জানিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগ এ জোটের অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও শেখ মুজিব ছয় দফা মেনে নেবার জন্য চাপ দেবার ফলে গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়ে যায় এবং গণতন্ত্র ঘরের দুয়ারে এসেও ফিরে যেতে বাধ্য হয়। যার ফলে ইয়াহইয়া খানের মার্শাল ল' জারি হয়।

গোল টেবিল বৈঠকের এক পর্যায়ে লাহোরে চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর বাড়ীতে আট দলীয় জোটের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে ৬ দফা নিয়ে চাপ সৃষ্টি করলে আমি শেখ মুজিব ও তাজুদ্দীন সাহেবদ্বয়কে বললাম, "গোল টেবিল বৈঠকে জোটের আট দফা গৃহীত হলে গণতন্ত্র হাতে পেয়ে যাব এবং এতে আপনারাই সবচাইতে বেশী লাভবান হবেন। ৬ দফার জন্য চাপ দিলে গোল টেবিল বৈঠক তো ব্যর্থ হবেই। DAC-এর জোটও ভেঙ্গে যাবে।" আমার কথা শুনে শেখ সাহেব বললেন যে, মাওলানা ভাসানীকে জোটের পক্ষ থেকে দাওয়াত দেয়া সত্ত্বেও তিনি আসলেন না। আমার জন্য মাওলানা সমস্যা সৃষ্টি করবেন যদি ৬ দফা বাদ দেই।

আমি বললাম "চলুন, এ বিষয়ে মাওলানা মওদূদীর সাথে আলোচনা করি" সংগে সংগে তিনি মাওলানার কাছে যেতে প্রস্তুত হলেন। জামায়াতের গাড়ীতেই শেখ সাহেব ও জনাব তাজুদ্দীনকে নিয়ে মাওলানার বৈঠক খানায় পৌঁছলাম। উর্দু ও ইংরেজীর মিশ্রিত ভাষায় শেখ সাহেব গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বললেন, "মাওলানা সাহেব! মেহেরবানী করে আমার সমস্যাটা উপলব্ধি করুন। মাওলানা ভাসানী পূর্ব পাকিস্তানে বিরাট সমস্যা সৃষ্টি করছেন। তিনি গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান না করে বাইরে হৈ চৈ করছেন যাতে বৈঠক ব্যর্থ হয়। আপনি তাঁকে চেনেন না। তিনি আমার দলের নেতা ছিলেন বলে তাঁকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনেছি। ১৯৬৫ সালে যখন আমি ৬ দফা পেশ করি তখন এ মাওলানাই সবার আগে এর চরম বিরোধিতা করেন। আমার জেলে আটক থাকা কালে যখন ৬ দফা দাবী জনপ্রিয় হয়ে গেল তখন এ ধূর্ত মাওলানা ৬ দফার সাথে আরও ৫ দফা যোগ করে ছাত্রদেরকেসহ ১১ দফা আন্দোলন গড়ে তুললেন। এখন আমি এমন বেকাদায় পড়েছি যে, তিন বছর জেলে থাকার পর ৬ দফা বাদ দিয়ে ময়দানে নামতেই পারব না।"

www.pathagar.com

একটু থেমে বললেন, "এই অধ্যাপক গোলাম আযম তাঁর যুক্তি নিয়ে শুরু থেকে এখন পর্যন্ত একইভাবে ৬ দফার সমালোচনা করছেন। এতে আমার ক্ষোভ নেই। কিন্তু (উত্তেজিত হয়ে) এই ধুরন্ধর মাওলানার কোন নীতি নেই। তিনি রাজনৈতিক ময়দানে আমার জন্য কেবলই সমস্যা সৃষ্টি করছেন। মাওলানা সাহেব, মেহেরবানী করে আমাকে সাহায্য করুন। আপনি ৬ দফা মেনে নিলে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি যে, আমি চীনপন্থীর ঐ এজেন্টকে দেশ ছাড়া করে ছাড়ব।"

শেখ সাহেবকে তখন খুব অসহায় মনে হল। মাওলানা মওদূদী এতক্ষণ ধৈর্যের সাথে তাঁর কথা শুনছিলেন। একজন অভিজ্ঞ মুরব্বীর মতো স্পষ্ট ভাষায় শেখ সাহেবকে বললেন, "এ বিষয়ে আমি একমত যে, মাওলানা ভাসানী ও মিঃ ভুট্টো চান যে, গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হোক এবং গণতন্ত্র আমাদের হাতে না আসুক। DAC-এর আট দফার ভিত্তিতেই গোল টেবিল বৈঠক বসেছে। আইয়ুব খানের সাথে ৮ দলীয় জোটের এ বৈঠককে সফল করতে পারলে মাওলানা ভাসানী ও মিঃ ভুট্টোর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যাবে। আপনি যা বলছেন তা করলে ভাসানীর উদ্দেশ্যই সফল হবে। এটা ভাসানীকে উৎখাত করার পথ নয়। গণতান্ত্রিক আন্দোলন সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত। দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে একনায়কত্ব উৎখাত হতে যাচ্ছে। ৬ দফার কথা তুলে গোল টেবিল বৈঠককে ভেংগে দিলে আবার সামরিক শাসনই আসবে এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। এখন আপনি বিবেচনা করে দেখুন।"

মাওলানার এ স্পষ্ট মন্তব্য শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বিমর্ষ হয়ে শেখ সাহেব বিদায় নিলেন। আমি তাদেরকে ইষ্ট পাকিস্তান হাউজে পৌঁছাবার জন্য সাথে গেলাম। পথে জিজ্ঞেস করলাম "মাওলানা সাহেব বলার পর কিছু না বলেই চলে এলেন যে?" বললেন, "মাওলানা সাহেবের সাথে তর্ক করা চলে না। তিনি চূড়ান্ত কথা বলে দিয়েছেন।"

১৯৬২ সালের কথা। ৬২ সালে আইয়ুব খান নতুন শাসনতন্ত্র চালু করে দিলেন। পূর্ব-পাকিস্তানে নূরুল আমীন, সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা ভাসানীসহ ৯ নেতা নতুন শাসনতন্ত্র রচনার দাবীতে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদেরকে শরীক করার উদ্দেশ্যে জনাব সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে এক ডেলিগেশন মাওলানা মওদূদীর সাথে দেখা করতে গেলেন। মাওলানা সাহেব বললেন, "নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরাই ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র রচনা করেছিলেন। ৬২ সালের শাসনতন্ত্রে এর কতক ধারা বদলে দেয়া হয়েছে। এখন ঐ কয়টি ধারা সংশোধন করার আন্দোলনই বাস্তব ও সম্ভব। নতুন শাসনতন্ত্র রচনার জন্য

www.pathagar.com

আবার গণপরিষদের নির্বাচন প্রয়োজন হবে। এতে গণতন্ত্র অনেক বিলম্বিত হবে।"

এ কথা বলে তিনি শাসনতন্ত্রের সংশোধনীমূলক একটি খসড়া পেশ করে বললেন, "শাসনতন্ত্রের গণতন্ত্রায়নের জন্য এ খসড়াটি বিবেচনা করে দেখুন।" জনাব হুসাইন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে বিবেচনার জন্য খসড়াটি নিয়ে গেলেন। অতপর নতুন শাসনতন্ত্র আন্দোলনের বদলে শাসনতন্ত্র সংশোধনের আন্দোলনই চালু হলো।

১৯৬৩ সালের কথা। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান লাহোর গভর্ণর হাউজে মাওলানা মওদূদীকে দাওয়াত দিলেন। তিনি শুরুতেই মাওলানার তাফসীরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বললেন, "ইসলামকে চমৎকারভাবে পরিবেশন করার যে যোগ্যতা আল্লাহ পাক আপনাকে দিয়েছেন তাতে দল ও মত নির্বিশেষে সবাই আপনাকে উস্তাদ হিসেবে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য।"

মাওলানা বললেন, "যদি আমার দ্বারা দ্বীনের কিছু খেদমত হয়ে থাকে তাহলে এর জন্য আমি আল্লাহরই প্রতি শুকরিয়া জানাই।"

আইয়ুব খান বললেন, "মাওলানা সাহেব! আমি অত্যন্ত ভক্তির সাথে আপনার খেদমতে আরয করছি যে, আপনার মতো একজন মহান দীনী ব্যক্তিত্ব দলীয় রাজনীতির উর্ধে থাকলে সকল দলের নিকটই আপনি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবেন। আপনি তো জানেন যে, রাজনৈতিক অঙ্গনটা বড়ই কলুষিত। আশা করি আমি যে ইখলাসের সাথে এ কথা বললাম তা আপনি উপলব্ধি করছেন।"

মাওলানা বললেন, "আপনি কি চান যে, রাজনৈতিক ময়দানটা কলুষিতই থাকুক?" আইয়ুব খান বিব্রত হয়ে বললেন, "মাওলানা, আমি সাধ্য মতো চেষ্টা করছি ক্লীন পলিটিক্স চালু করতে।" মাওলানা বললেন, "এ চেষ্টা কি সবারই করা কর্তব্য নয়? আমি সে চেষ্টাই করছি। এ দায়িত্ব পালন করা থেকে যদি আমি বিরত থাকি তাহলে আল্লাহর কাছে কী কৈফিয়ৎ দেব, বলুন?"

আইয়ুব খান একেবারেই চুপ হয়ে গেলেন। একটু সামলে নিয়ে বললেন, "আপনার ইসলামী সাহিত্যের একজন ভক্ত হিসেবে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করাই আমার আসল উদ্দেশ্য ছিল। আপনি মেহেরবানী করে সে সুযোগ দান করায় আমি শুকরিয়া জানাই। কথায় কথায় আমি যা বলেছি তাতে আপনি কিছু মনে করবেন না বলেই আশা করি।"

www.pathagar.com

এ কথার পর অত্যন্ত বিনয়াবনত হয়ে মাওলানার সাথে হাত মিলায়ে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন এবং গাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

মাওলানা মওদূদী যে কত বলিষ্ঠ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন, এসব ঘটনা তার উজ্জ্বল প্রমাণ। নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খান, মিয়া মমতায দৌলতানা, চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর মতো দলীয় প্রধানগণকে মাওলানার সাথে রাজনৈতিক আলোচনা করতে আমি দেখেছি। এ সব নেতৃবৃন্দ (PDM) বা পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের নামে সমগ্র পাকিস্তানে আইয়ুবের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সফর করেন। আমিও তাঁদের সাথে ব্যাপক সফর করেছি। মাওলানা মওদূদীর সাথে আলোচনারত অবস্থায় আমি লক্ষ্য করেছি যে, তারা যেন কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ করছেন।

মাওলানার পেছনে নামায আদায়

মাওলানার ইমামতীতে নামায আদায় করার অগণিত সুযোগ পেয়েছি। লাহোর জেলে দু মাস, মজলিসে শূরা ও আমেলার বৈঠক উপলক্ষে এবং সফর সাথী হিসেবে মাওলানার পেছনে যতবারই নামায আদায় করেছি প্রতিবারই রূহানী তৃপ্তি বোধ করেছি। বিশেষ করে নামাযে তাঁর কুরআন শুনতে যে কী মজা পেতাম তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। তাঁর কেরাআতে ক্বারীসুলভ সামান্য কৃত্রিমতাও ছিল না। তিনি সহজ সরলভাবে কেরাআত পড়তেন। তাজবীদেও ত্রুটি ছিল না। তাঁর আওয়াজে চমৎকার আকর্ষণ বোধ করতাম। মনে হতো যেন কেরাআত পড়ার সময় আয়াতের মর্মকথা তাঁর উচ্চারণের সাথে প্রকাশ পেতো।

১৯৬৪ সালের ৬ই জানুয়ারী লাহোরে ফজরের দু'ঘন্টা আগে পুলিশ ঘুম থেকে জাগিয়ে আমাদেরকে গ্রেফতার করার কথা জানাবার পর আমরা প্রস্তুত হয়ে পুলিশের গাড়ীতে উঠবার প্রাক্কালে ফজরের নামায আওয়াল ওয়াক্তে মাওলানার ইমামতীতে আদায় করলাম। মাওলানা পয়লা রাকায়াতে সূরা আল-বুরুজ পড়লেন। "ওয়ামা নাকামু মিনহুম ইল্লা আঁইইউমিনু বিল্লাহিল আযীযিল হামীদ" পড়ার সময় মনে হল যে, আমাদের ঐ সময়কার অবস্থায় সান্ত্বনা দেবার জন্যই তিনি ঐ সূরাটি বাছাই করে নিয়েছেন।

এভাবে বহু সময় অবস্থা অনুযায়ী তিনি নামাযে ঐ সব আয়াত পড়তেন যা তখনকার পরিস্থিতিতে কুরআন থেকে উপযোগী হেদায়াত গ্রহণ করা সহজবোধ হতো।

www.pathagar.com

মাওলানা মওদূদীর (র) সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক

মাওলানার প্রতি যেমন ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অন্তরে অনুভব করেছি তেমনটা আর কোন জীবিত লোকের বেলায় কখনও করিনি। আমার দাদা ও আব্বাকে অত্যন্ত গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতাম এবং দাদী ও আম্মাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতাম। ঐ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার ধরন ভিন্ন। তাঁদের জীবিতকালে যে স্নেহ, মহব্বত ও দরদের পরিচয় পেয়েছি তা আর কোথাও পাওয়ার জিনিস নয়। সে হিসেবে তাদের সাথে কারো তুলনা চলে না।

দ্বীনের কারণে যাঁদের প্রতি পরম ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অনুভব করা যায় তাঁদের মধ্যে যাঁর কথা সর্ব প্রথম উল্লেখ করতে হয় তিনি ঐ মহান ব্যক্তি যাকে সম্বোধন করে নামাযের মধ্যেও প্রাণভরে জানাই "আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবীয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু"।

তারপর ক্রম অনুযায়ী যাদের কথা উল্লেখ করতে হয় তাঁরা খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীন এবং পরবর্তী কালের ঐ সব দ্বীনী ব্যক্তিত্ব যাঁদের সাথে সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও তাঁদের জীবনী, সাহিত্য ও উদাহরণ থেকে শিক্ষা ও প্রেরণা লাভ করেছি।

জীবিত অবস্থায় যে সব দ্বীনী মনীষীর সান্নিধ্য লাভ করেছি এবং যাঁদের নিকট বহু কিছু শিক্ষণীয় পেয়েছি তাঁদের মধ্যে মাওলানা মওদূদী নিসন্দেহে আমার অন্তরে সর্বোচ্চ স্থান দখল করে আছেন। দ্বীনের যে উজ্জ্বল আলো তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি এর কোন তুলনা হয় না। বিশেষ করে তাঁর তাফসীর তাফহীমুল কুরআন পড়ার সময় কখনও কখনও অন্তর থেকে তাঁর জন্য দোয়া বের হয়ে আসে। আল্লাহর কালামকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে এ তাফসীর যে অবদান রেখেছে তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

এমন এক মহান আলেমে দ্বীনের সাথে দীর্ঘ পঁচিশ বছরের সোহবত ও ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারে তাঁর নিকট থেকে বাস্তব শিক্ষা লাভের সৌভাগ্য আমার অন্তরে তাঁর জন্য যে আসন নির্দিষ্ট করে দিয়েছে তা আর কারো পাওনা হতে পারে না। আমার পরম স্নেহময় মুরুব্বী হিসেবে তিনি চির অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর শান্ত, সৌম্য, সুন্দর, জ্যোতির্ময় চেহারা আমার চোখে আজীবন ভাসতে থাকবে।

www.pathagar.com

১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে আমি তাঁর সাথে লাহোরে সাক্ষাৎ করে হজ্জের উদ্দেশ্যে চলে যাবার পর থেকে ১৯৭৯ সালে তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত চিঠি পত্রের মাধ্যমেই তাঁর কাছ থেকে হেদায়াত, পরামর্শ ও স্নেহমাখা উপদেশ পেতাম। ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে আমার দেশে আসার পর তাঁর কাছ থেকে যে কয়টি চিঠি পেয়েছি শুধু তাই আমার কাছে আছে। এর পূর্বের ৬ বছরে যে সব মূল্যবান চিঠি পেয়েছিলাম তা যে ব্রিফকেসে ছিলো তা চুরি হয়ে যাওয়ায় ঐ সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

১৯৭৪ সালের আগস্ট মাসে মাত্র তিন দিন তিনি লণ্ডন ছিলেন। আমেরিকায় তাঁর দ্বিতীয় ছেলে ডাঃ আহমদ ফারুক মওদূদীর সহায়তায় চিকিৎসালাভ করার পর দেশে ফেরার পথে লণ্ডনে অবস্থানকালে তাঁর সাথে শেষবারের মতো আমার সাক্ষাৎ হয়। এ তিন দিন বেশী সময়ই তাঁর সান্নিধ্যে কাটাবার সৌভাগ্য হয়েছিল।

আমার নির্বাসিত জীবনের মোট ৭ বছরের মধ্যে বাধ্য হয়ে পয়লা বছরটি পাকিস্তানেই কাটিয়েছি। বাকী ৬টি বছর মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে থাকাকালে চিঠিপত্রের মাধ্যমে মাওলানার হেদায়াত সংগ্রহ করতাম এবং প্রবাসী বাংলাদেশী দ্বীনী ভাইদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করতাম।

৭৪ সালে লণ্ডনে সাক্ষাতকালে মাওলানা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার জন্মভূমিতে ফিরে যাবার আশা এখনও করেন তো? আমি বললাম, "এখনও নিরাশ হইনি।" তিনি বললেন, "তাহলে ওখানকার জন্য কাজ করে যান। দ্বীনের কাজ দুনিয়ার সব জায়গায়ই করা যায়। কিন্তু জন্মভূমির দাবী সর্বাগ্রে। যদি জন্মভূমি সম্পর্কে নিরাশ হয়ে যেতেন তাহলে আপনাকে আমেরিকায় হিজরত করার পরামর্শ দিতাম। ওখানে ইসলামের জন্য কাজের বিরাট ময়দান রয়েছে। বিশেষ করে কালো লোকদেরকে ইসলামের ভিত্তিতে সংগঠিত করতে পারলে আমেরিকায় ইসলামী বিপ্লব সফল হওয়া সম্ভব।"

বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন কী অবস্থায় চলছে এবং আমি কিভাবে বিদেশে কাজ করছি সে রিপোর্ট শুনে তিনি পরম স্নেহের সুরে বললেন যে, একমাত্র আল্লাহ পাকই আপনার যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে পারেন। আমি দোয়া করছি কোন অলৌকিক উপায়ে আপনাকে দেশে যাবার ব্যবস্থা করে দেন। এর ঠিক এক বছর পর শেখ মুজিব নিহত হন তখন মনে হল যে, কোন পথ হয়তো হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

১৯৭৬ সালের জানুয়ারী মাসে বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করে যে, যাদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছিল তারা নাগরিকত্ব বহাল করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে দরখাস্ত করতে পারেন। লণ্ডন থেকে আমি তাই করলাম। কোন জবাব পেলাম না। ৭৭ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নামে লিখলাম। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আমার "নাগরিকত্ব বহাল করতে অক্ষম বলে দুঃখ প্রকাশ" করে চিঠি দিলেন। আমার আম্মা প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে লিখলেন, "আমার বড় ছেলেকে কেন দেশে আসতে দিচ্ছেন না? ৭৩ সালে তার পিতা ছেলের শোক নিয়েই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন। আমিও কি মরার আগে ছেলেকে দেখে যেতে পারবো না?"

১৯৭৮ সালের মে মাসে আমাকে "ভিসা নিয়ে অল্পদিনের জন্য বাংলাদেশে আসার অনুমতি দিয়ে" স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে চিঠি দিল। আমি মাওলানা মওদূদীকে লিখলাম, "ভিসা নিয়ে দেশে যাব কিনা এবং যাবার পথে পাকিস্তান হয়ে তাঁর সাথে দেখা করে যাবার অনুমতি আছে কিনা।" তিনি দেশে যাবার এ সুযোগ গ্রহণ করার তাকীদ দিয়ে চিঠি দিলেন। কিন্তু পাকিস্তান হয়ে যাবার অনুমতি দিলেন না। তিনি লিখলেন, "বাংলাদেশের পাসপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত যেন আমি পাকিস্তানে না যাই।

৭৮ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশে ফিরে আসার এক বছর দু মাস পর মাওলানা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন। আর তাঁর সাথে দেখা হবে না এ বেদনা প্রকাশের ভাষা কোথায়? নাগরিকত্ব সমস্যার কারণে তাঁর জানাযায় শরীক হবার সৌভাগ্য থেকেও বঞ্চিত রইলাম। তাঁর একটি কথাই শান্তনার উৎস হয়ে রইল যে, "দ্বীনের দায়িত্ব পালন করতে থাকলে মহান মালিক যদি উভয়কেই জান্নাতে জায়গা দেন তাহলে দেখা হতে পারে।"

www.pathagar.com

দ্বীনী চিন্তার পুনর্গঠন

—মুহাম্মদ নূরুযযামান

বিশ্ব নবী মুহাম্মাদ মোস্তফা (সঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন (রা) মদীনা নগরীতে যে প্রজাতন্ত্র কায়েম করেছিলেন বনু উমাইয়াদের দাম্ভিক ও স্বার্থপর ব্যক্তিদের হাতে তা রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয বাদশাহাতকে খেলাফতে পুনরায় বদলে দেবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। ক্ষমতালোভীদের জঘন্যতম কারসাজিতে তাঁর মূল্যবান জিন্দেগীর চেরাগ নির্বাপিত হল। বনু উমাইয়া থেকে বনু আব্বাসীয়দের হাতে ক্ষমতা চলে যাবার পর ইসলামের সাংস্কৃতিক জীবন এক ঐতিহাসিক সংকটের সম্মুখীন হয়। গ্রীক সাহিত্য ও দর্শনের বিনা বিচারে তরজমা ও প্রচার মুসলমানদের চিন্তার জগতে এক নৈরাজ্যের সূচনা করে। শুধু তাই নয় রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের সাহায্যে শাসকবর্গ সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি ও তমদ্দুনের ক্ষেত্রে জাহেলী যুগের চিন্তাধারার বিকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করেন। হিজরী পাঁচ শতকের মধ্যভাগে অবস্থা এমন এক পর্যায়ে এসে পড়ে যে, গ্রীক সাহিত্য ও দর্শন প্রীতি চূড়ান্ত আকার ধারণ করে, মাশরেক থেকে মাগরেব পর্যন্ত মুসলিম দেশগুলোর শাসক ও জনগণের নৈতিক চরিত্র একেবারে ভেংগে পড়ে। আলেম, ফকীহ, মুফতী প্রত্যেক শ্রেণীর লোকই গ্রীক দর্শনের মাপকাঠি দিয়ে ইসলামী জীবন দর্শনের মূল্যায়নের কাজ শুরু করেন। এর ফলে ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি সাধারণ মানুষও সম্মান হারিয়ে ফেলে। এ অবস্থার প্রতিকারের জন্য জ্ঞানের মশাল নিয়ে এলেন ইমাম গাজ্জালী। তিনি গ্রীক দর্শন ও সাহিত্য গভীরভাবে পড়াশুনা করে তার ত্রুটি বিচ্যুতির কঠোর সমালোচনা করেন। 'দার্শনিক সংশয়বাদের' সাহায্যে তিনি শুধু দ্বীন ইসলামকেই গ্রীক দর্শনের মারাত্মক হামলা থেকে রক্ষা করলেন না বরং তিনি ইউরোপের জনগণের চিন্তার নবদিগন্ত খুলে দিলেন। তারা পোপতন্ত্রের নাহক দাবী এবং সীমাহীন নির্যাতনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত সাহস ও শক্তি পেল ইমাম গাজ্জালীর চিন্তাধারায়।

www.pathagar.com

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার আবির্ভাব

ইমাম গাজ্জালী গ্রীক দর্শনের বুনিয়াদ নিসৃতনাবুদ করে দিলেন বটে কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে তাওহীদবাদের সঠিক আকীদা ফিরিয়ে আনতে পারলেন না। আর তাওহীদবাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নেমে এল নির্যাতন ও বিশৃংখলা। হিজরী সাত শতকের শেষভাগে মুসলিম দেশগুলো তাতারীয়দের হামলার মুখে টিকে থাকতে পারল না। মুসলমানদের এই সংকট মুহূর্তে অগ্নি-পুরুষ ইমাম ইবনে তাইমিয়ার আবির্ভাব। তিনি মুসলমানদের পতনের আসল কারণের এলাজ করতে চাইলেন। তিনি পীর, ফকীর, রাজা-বাদশাহ, রাজনৈতিক নেতা এবং ধর্মীয় নেতাদের সার্বভৌমত্ব খতম করে একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সার্বভৌমত্ব কায়েম করতে চাইলেন। তিনি এক 'ইলাহর' সার্বভৌমত্ব কায়েম করে মানবতাকে বংশ, বর্ণ, ভাষা, দেশ, শ্রেণী ও ব্যক্তি মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে চাইলেন। তিনি দ্বীনী চিন্তার পুনর্গঠন কত গভীরভাবে করেছিলেন তা সঠিকভাবে বুঝবার জন্য আমরা নীচে এবাদত সম্পর্কিত তাঁর উক্তির উল্লেখ করছি। তিনি বলেন,

এবাদতের অর্থ হল বান্দাহ শুধু আল্লাহর এবাদত করবে, অপর কোন শক্তির কাছে মাথা নত করবে না, তাঁর রসূলদের আহকামসমূহ মানবে, সৎ ও আল্লাহভীরু লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক কায়েম করবে এবং তাঁর নাফরমান ও বিদ্রোহী বান্দাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করবে। এবাদতের এই অর্থ মোতাবেক সেই লোক 'আবুদিয়াত' বা দাসত্ব থেকে সম্পূর্ণ খারেজ যে শুধু আল্লাহর রবুবিয়াত (অর্থাৎ আল্লাহকে শুধু রব বা প্রতিপালক হিসেবে মানে) স্বীকার করে কিন্তু তাঁর দাসত্ব বা আনুগত্য করে না অথবা তাঁর সঙ্গে অপর কোন 'ইলাহ'-এর (পীরদরবেশ, সমাজপতি, রাষ্ট্রপতি, রাজনৈতিক নেতা প্রভৃতি) এবাদত করে। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার দ্বীনী চিন্তার পুনর্গঠনের কাজ এত ফলপ্রদ হয়েছিল যে, পতনশীল সমাজ তা থেকে জীবনী শক্তি লাভ করেছিল। তিনি আরামপ্রিয় মুসলমানদের মনে পুনরায় জেহাদের আকাংখা জাগিয়ে দিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর মহব্বতের দু'টা আলামতের উল্লেখ করেছেন (১) রসূলের আনুগত্য এবং (২) আল্লাহর পথে জেহাদ। এ জেহাদী প্রেরণাই দুর্ধর্ষ তাতারদের আক্রমণ প্রতিহত করার সাহস যুগিয়েছিল।

www.pathagar.com

মুজাদ্দিদ আলফিসানি

হিন্দুস্তানের বাইরে মুসলিম জাহানে দ্বীনী চিন্তার পুনর্গঠন করার জোরদার আন্দোলন পরিচালিত হলেও এদেশের মুসলমানদের জিন্দেগীতে তার ঢেউ এসে লাগল না। দিল্লীর সুলতান এবং বাদশাহগণ দীন ইসলাম প্রচার ও বিকাশের জন্য কিছু করা দূরের কথা ইসলামী আদর্শের খেলাফ কাজ করে এ দেশের সাধারণ মানুষের সামনে ইসলামের এক বিভ্রান্তিকর চিত্র তুলে ধরেন। মোগলদের আমলে পরিস্থিতির আশংকাজনকভাবে অবনতি ঘটে। আকবরের সীমাহীন ধৃষ্টতা মুসলিম সমাজ জীবনে এক বিরাট বিষ ফোড়ার সৃষ্টি করে। নিরক্ষর আকবর মুসলমানদের তাহযীব তমদ্দুন ও ইতিহাসের সঙ্গে পুরাপুরি না-ওয়াকেফ ছিলেন। ইতিহাসের গতিধারা তাঁর জানা ছিল না। মোগলদের তখতে তাউসকে সংরক্ষণ করার জন্য স্বীয় তাহযীব তমদ্দুন ও ঈমানকে কুরবান করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন নতুন ধর্ম প্রবর্তন করে হিন্দুস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হবেন এবং দিল্লীর মসনদ চিরদিনের জন্য মোগলদের করায়ত্ত হয়ে থাকবে। আকবরের দীনে এলাহীর ফেতনা রোধ করার জন্য মুসলিম ভারতের সূর্য মুজাদ্দিদ আলফি সানী ইসলামের বিপ্লবী পয়গাম নিয়ে এলেন দশ হিজরী শতকের শেষ দিকে। ভারতীয় মুসলমানদের এই সংকটময় মুহূর্তে শায়েখ আহমদ সরহিন্দ তাওহীদবাদের মশাল না জ্বালালে পাক-ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের কোন অস্তিত্ব হয়ত আজ খুঁজে পাওয়া যেত না।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী

মুজাদ্দিদ আলফি সানির ইনতিকালের কিছু দিন পরই দার্শনিক শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী চিন্তার এক নতুন দুয়ার খুলে দিলেন ভারতের পতনশীল মুসলমানদের কাছে। তিনি দ্বীনী চিন্তার পুনর্গঠনের জন্য মুসলমানদের দৃষ্টি ইসলামমুখী করতে চাইলেন। ইসলামের ইতিহাস ও মুসলমানদের ইতিহাসের পার্থক্য তিনি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করেন। তিনি মুসলমানদের পতনের জন্য যে সব কারণ নির্দেশ করলেন তার অন্যতম হল (ক) খেলাফতকে বাদশাহাতে রূপান্তরিত করা (খ) ইজতিহাদের রাস্তা সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়া। তাঁরই দর্শন ও চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পরবর্তীকালে সাইয়েদ আহমদ শহীদ এবং শাহ ইসমাইল শহীদ হিন্দুস্তানে ইসলামী প্রজাতন্ত্র স্থাপনের আন্দোলন পরিচালনা করেন। কিন্তু এক শ্রেণীর মুসলমানদের বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য সত্য সেবকের দল শিখ-বৃটিশের সম্মিলিত হামলা

www.pathagar.com

মোকাবিলা করতে পারলেন না। মানুষ প্রভুদের গোলামী থেকে মানবতার আজাদী হাসিলের জন্য বালাকোটের প্রান্তরে ঝরে পড়ল মুজাহিদদের বুকের তাজা খুন।

মওদূদীর আগমন

সাইয়েদ আহমদ শহীদের আন্দোলনের ব্যর্থতার পরই মুসলমানদের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন বিপরীতমুখী চিন্তার স্রোতে শতধা বিভক্ত হয়ে পড়ল। দ্বীনী চিন্তার পুনর্গঠনে মাওলানা মওদূদীর অবদানের সম্যক মূল্যায়নের জন্য যেরূপ তাঁর পূর্ববর্তী মুজাহিদ এবং মুজাদ্দিদের চিন্তা ধারা এবং কার্যক্রম আলোচনা করা হয়েছে ঠিক তদ্রুপ মুঘল উত্তর হিন্দুস্থানের অবস্থাও পর্যালোচনা করে দেখা একান্ত আবশ্যক। মাওলানা মওদূদী নিজেই দ্বীনী চিন্তার সংস্কার করার উদ্দেশ্যে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবীর পথ অনুসরণ করে ইতিহাসের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি উনিশ শতকের দুর্দশাগ্রস্ত ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থা বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে ভারতীয় মুসলমানদের যে দু'টি প্রধান দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন তা হল ঃ

এক, ইসলামী ভাবধারা, রীতিনীতি ও আচার পদ্ধতির দিক দিয়ে তারা আগে থেকেই দুর্বল ছিল, তা ছাড়া তাদের পরিবেশও ছিল পুরাপুরি ইসলাম বিরোধী।

দুই, গোলামীর চরম অভিশাপ তাদের দেহমনকে আচ্ছন্ন করেছিল। জাতি হিসেবে স্বাধীন সত্তা বজায় রাখার জন্য যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, সম্ভাব্য সকল প্রকার চেষ্টা, যত্ন, ষড়যন্ত্র ও কৌশলের সাহায্যে তার প্রত্যেকটিকে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্য থেকে দূর করা হয়েছিল।

এই চরম অধঃপতনের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে ভারতীয় মুসলমানরা ভাবতে বাধ্য হল পার্থিব জীবনের নিরাপত্তালাভের একমাত্র উপায় ইংরেজদের আনুগত্য স্বীকার করা এবং মান সম্মানলাভের অন্যতম উপায় হল ইংরেজদের সেবা করা, উন্নতিলাভের অমোঘ পন্থা হল ইংরেজদের অনুকরণ করা–এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই, পন্থা নেই। পক্ষান্তরে তাদের নিজস্ব জ্ঞান সম্পদ, সভ্যতা, কৃষ্টি ইত্যাদি যা কিছু আছে সে সবই নিকৃষ্ট, জঘন্য এবং তার বিনিময়ে শুধু অপমান এবং দুর্ভোগ লাভ করা যায়।

আঠার ও উনিশ শতক ইউরোপে ধর্মাতঙ্কের যুগ। পাদ্রীবাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে ইউরোপের নব্য সমাজ আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করল, এবাদত

www.pathagar.com

বন্দেগীকে কুসংস্কার নামে আখ্যা দিল, ধর্মকে অনাবশ্যক এবং ধর্মনিষ্ঠাকে মানষিক সংকীর্ণতা ও অন্ধতা বলে উপহাস করল। এ সময়ে ইউরোপের নব্য সভ্যদের চিন্তার নৈরাজ্যে ঠেলে দিল ডারউইনের Origin of specis মতবাদ। ডারউইনের মূল দাবী যে, প্রমাণ সাপেক্ষ সে দিকে কোন দৃষ্টি না দিয়েই মতবাদটিকে চরম সত্য মনে করে ধর্মের বিরুদ্ধে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হল। এর প্রতিক্রিয়া সমকালীন ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয় মুসলিম যুবক সমাজের উপর পড়ল। ইসলামী শিক্ষা ও সভ্যতা সম্পর্কে অজ্ঞ ও দুর্বল ইংরেজ সরকারের দাপটে সন্ত্রস্ত, ফিরিঙ্গি সভ্যতার জৌলুস ও চাকচিক্যে মোহগ্রস্ত ভারতীয় ইংরেজী শিক্ষিত মুসলমান সমাজ ধর্মের দিক থেকে পুরাপুরি ফিরে গেল। ইউরোপের যা কিছু তাদের কাছে পেশ করা হত তা তারা শিরধার্য মনে করত এবং কুরআন ও হাদীসকে প্রমাণ সাপেক্ষ মনে করত।

মাওলানা মওদূদী এই ঐতিহাসিক পটভূমিতে সংস্কার কার্য শুরু করেন। দ্বীনী চিন্তার পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর কাজকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি।

ক. ইমাম গাজ্জালী এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়া যেরূপ গ্রীক দর্শনের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন ঠিক সেরূপ মাওলানা মওদূদী আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন ও মতবাদগুলোর বিভ্রান্তি মুসলমান সমাজের সামনে তুলে ধরেন। তিনি পশ্চিমের নব জাগরণের উপাদান বিচার বিশ্লেষণ করে এর মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে মুসলমান সমাজকে হুশিয়ার করে দেন।

যুক্তি, বুদ্ধি ও দর্শনের দিক থেকে মানব জীবনে তাওহীদবাদের অপরিহার্যতা তিনি প্রমাণ করেন। নির্যাতীত মানবতার মুক্তি ও কল্যাণের একমাত্র পথ যে তাওহীদবাদের সফল রূপায়নের মধ্যেই রয়েছে তা তিনি মুসলমানদের কাছে পেশ করেন। শুধু নামায পড়া, শুধু রোজা রাখা বা দু'একটা ভাল কাজ করা অথবা মন্দ কাজ না করাটাই যখন ইসলাম বলে বিবেচিত হত এবং গোটা মানব জীবনকে বিভিন্ন মত ও বিশ্বাসের অধীনে নিয়ন্ত্রিত করা হত তখন তাওহীদবাদ যে অবিভাজ্য জীবনে বিশ্বাসী তার পক্ষে অকাট্য যুক্তি ও দলিল পেশ করলেন মাওলানা মওদূদী।

মাওলানা মওদূদী মনে করেন মুসলমান সমাজের অধঃপতনের প্রধান কারণ হল অবিভাজ্য তাওহীদবাদকে টুকরো টুকরো করে ফেলা। পশ্চিমা জাতিগুলোর ন্যায় রাজনীতি ও মাযহাবকে আলাদা করে দেয়াটাই

www.pathagar.com

মুসলমানদের জন্য চরম ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। কুরআন মুসলমানদেরকে খলিফার মর্যাদা দিয়েছে। প্রভুত্বের মর্যাদা শুধু আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। আল্লাহর প্রভুত্ব মেনে নিলে মানুষ মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারে অন্যথায় এক প্রভুর পরিবর্তে অসংখ্য প্রভুর গোলামী মানুষকে করতে হবে। খেলাফতের অন্তর্নিহিত ভাবধারা হল দুনিয়ায় ব্যক্তি মুসলমান আল্লাহর খলিফা।

মাওলানা মওদূদী একাধিক প্রভুর গোলামীর মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে বলেন, মানুষের উপর মানুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভুত্ব হচ্ছে দুনিয়ার সকল কালের সকল জাতির ও সকল দেশের সকল প্রকার অশান্তি ও বিপর্যয়ের মূল কারণ। এটাই সকল ভাঙ্গন ও বিপর্যয়ের মূল উৎস। এ থেকেই আজও অসংখ্য বিষাক্ত ধারা জন্মলাভ করে দিক দিগন্তে প্রবাহিত হচ্ছে। আল্লাহ তো স্বতই সকল মানুষের প্রকৃতির অন্তর্নিহিত রহস্য ও ভাবধারা আগে থেকেই জানেন। আর হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা নিসন্দেহে জানতে পেরেছি যে, মানুষ অন্য একজনকে সে যেই হোক না কেন, ইলাহ ও রব স্বীকার না করে কিছুতে থাকতে পারে না।

আল্লাহর খেলাফত কায়েম না হলে যে মুসলমান কামিল মুসলমানের জিন্দেগী যাপন করতে পারে না, এ অনুভূতি ভারতীয় মুসলমানদের মনে মাওলানা মওদূদীই জাগিয়েছেন। খেলাফতের এই ধারণা ভারতের বাইরে ইমাম ইবনে তাইমিয়া এবং ভারতের অভ্যন্তরে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী প্রচার করলেও তা খুব কম সংখ্যক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

মওদূদী মনে করেন আল্লাহর সার্বভৌমত্ব কায়েম করার জন্য ইলাহ, রব, এবাদত এবং দীন সম্পর্কে মুসলমানদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। কুরআনের এই চারটি পরিভাষার সঠিক ধারণা পেশ করার জন্য মাওলানা মওদূদী একখানা গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।

কুরআনের এই পরিভাষা সম্পর্কে আমাদের মধ্যে যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে তার উলেখ করে মাওলানা বলেন ঃ

এই চারটা পরিভাষার সঠিক ও পূর্ণ অর্থ অনুধাবন করা একান্ত আবশ্যক। যদি কোন লোক ইলাহ এবং রবের অর্থ কি, এবাদতের কি বৈশিষ্ট্য এবং দীন কাকে বলে না জানে তাহলে কুরআন তার জন্য অর্থহীন হয়ে পড়বে। সে না তাওহীদ কি তা বুঝতে পারবে, না শিরক কাকে বলে তা বুঝতে পারবে। সে আল্লাহর জন্য দীন এবং এবাদত সুনির্দিষ্ট করতে পারবে না। এরূপ যদি কোন

www.pathagar.com

লোকের কাছে এই শব্দগুলোর অর্থ অসম্পূর্ণ এবং অস্পষ্ট থাকে তা হলে কুরআনের শিক্ষা তার কাছে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এবং কুরআনের উপর বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও তার আকিদা ও আমল অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে কিন্তু এ সত্ত্বেও অনেককে ইলাহের মর্যাদায় সমাসীন করবে। সে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন রব নেই বলবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই মর্যাদায় আল্লাহ ব্যতীত অসংখ্য রবকেই স্থান দেবে। সে পূর্ণ সদিচ্ছার সঙ্গে বলবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন শক্তির এবাদত করব না, কিন্তু তা সত্ত্বেও অসংখ্য মাবুদের এবাদতে সে মশগুল থাকবে। সে পুরাপুরি শক্তি দিয়ে বলবে, আমি আল্লাহর দীনের মধ্যে রয়েছি এবং অন্যের দীনের প্রতি যদি তার সম্পর্কের উল্লেখ করা হয় তা হলে সে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। তার মুখ থেকে কখনও আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তার জন্য ইলাহ ও রব বেরুবে না। কিন্তু এ শব্দগুলা যে অর্থের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে সে দৃষ্টিতে তার অসংখ্য রব এবং ইলাহ হবে। কিন্তু সে একটুও বুঝতে পারবে না যে, আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য শক্তিকে 'ইলাহ' এর মর্যাদা দিয়েছি।

মাওলানা মওদূদী বলেন, কুরআন নাযিলের সময় আরবের জনসাধারণ ভালভাবে ওয়াকিফহাল ছিল যে, রব এবং ইলাহ এর আসনে আল্লাহকে কায়েম করে কি কি জিনিস পালন বা ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে কুরআনের এই পরিভাষার অর্থ একেবারে সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে পরবর্তীকালের মুসলমানদের জন্য ইলাহ, রব, এবাদত এবং দীনের অর্থ সঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয়নি বলে মাওলানা মনে করেন। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে এসে পড়েছে যে, ইলাহ শব্দকে দেবতা এবং মূর্তি, রবকে প্রতিপালক, এবাদতকে পূজার্চনা এবং দীনকে ধর্ম এবং মাযহাবের সমার্থবোধক মনে করা হয়। এর ফলে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের যে ধারণা সোনালী যুগের মুসলমানদের ছিল সে ধারণা এখন আমাদের সমাজে নেই। আল্লাহ যে সব অধিকার ও কর্তৃত্বের অধিকারী সে সব অধিকার ও কর্তৃত্ব আমরা বিভিন্ন শক্তির নেতা উপনেতা এবং পীর পুরোহিতের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছি। মাওলানা মওদূদী আল্লাহর গুণ ও এখতিয়ারের দিক থেকে যে শিরক করা হচ্ছে তার উৎস বন্ধ করে দেয়ার জন্য ইলাহ, রব, এবাদত এবং দীনের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ আলোচনা করেছেন। তিনি জাহেলী যুগের মানুষ এ শব্দগুলো তাদের দৈনন্দিন জীবনে যে অর্থে ব্যবহার করত তারও উল্লেখ করেছেন এবং তা থেকেই মাওলানা প্রমাণ করেছেন যে, ইলাহ এবং রব নিছক দেবতা এবং

www.pathagar.com

প্রতিপালকই নন বরং এক সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। কোন ব্যক্তি বা সত্তা তাঁর সার্বভৌমত্বের অংশীদার হতে পারে না। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রত্যেকটি দিক ও বিভাগ এই সার্বভৌম সত্তার অধীন। এই সার্বভৌম সত্তাই একাধারে খালেক, মালেক, প্রতিপালক ও হুকুমদাতা। তাঁর হুকুমের বিপরীত কোন কাজ যত ছোটই হোক না কেন তা করা যাবে না। যে ব্যক্তি বা সমাজ এই সীমারেখা লংঘন করবে সে ব্যক্তি বা সমাজ আল্লাহর অধিকার এবং এখতিয়ারের সংগে শিরক করবে।

কেন তারা আল-আমীনের বিরোধিতা করল?

মাওলানা মওদূদী কুরআন থেকে অজস্র উদাহারণ ও উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, এবাদতের অর্থ শুধু পূজা অর্চনাই নয়, এবাদত গোলামী, আনুগত্য এবং উপাসনার জন্য কুরআনে ব্যবহার করা হয়েছে। জাহেলী যুগের আরবদের কাছে এ ধারণা খুবই স্পষ্ট ছিল। তাই বিশ্বনবী মুহাম্মাদ মোস্তফা (সঃ) যখন ঘোষণা করলেন, মানুষ একমাত্র আল্লাহরই এবাদত করবে কোন ব্যক্তি–মানুষ বা শ্রেণীর এবাদত করবে না, তখন আরব সমাজপতিগণ এর অন্তর্নিহিত ভাবধারা লক্ষ্য করে আঁতকে উঠেছিল। শুধু পূজা বা উপাসনার অর্থ বুঝালে আরব সমাজপতিগণ এর বিরোধিতা ত দূরের কথা তাদের 'আল–আমীন'কে আরবের সেরা সুন্দরী উপহার দিত, মনি মুক্তা হীরা জহরত তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে দিত এবং এমনকি তাঁকে বাদশাহ করে তাঁর প্রজা হওয়াকে গৌরবজনক মনে করত। অতীতের অনেক জাতি আল্লাহর পরিবর্তে মানুষকে মাবুদের মর্যাদা দিয়ে এবং এক আল্লাহর এবাদতের পরিবর্তে একাধিক মানুষের এবাদত করে মানবতার সমূহ অকল্যাণ করেছে। তাই গোলামী ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহর সঙ্গে মানুষকে অংশীদার না করার জন্য আল–কুরআন পূববর্তীদের কথা এভাবে ঘোষণা করছে : "তারা আল্লাহর বদলে তাদের আলেম ও মাশায়েখদের 'রব' করে নিয়েছে কিন্তু এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও এবাদত না করতে তাদের হুকুম দেয়া হয়েছে।" মোট কথা আনুগত্য ও গোলামীর ক্ষেত্রে মানুষের এবাদতের অর্থ হচ্ছে নেতা বা সমাজপতির অনুসরণ এবং আল্লাহর কিতাবের আইনের পরিবর্তে তাদের রচিত আইনের আনুগত্য করা।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আমরা দীনকে সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করি। কুরআন দীনের যে নকসা এঁকেছে তা নানা কারণে আমাদের সমাজের মানুষের কাছে অবর্তমান। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী (র) চিন্তার ক্ষেত্রে এবং

www.pathagar.com

সাইয়েদ আহমদ শহীদ (র) এবং শাহ ইসমাইল শহীদ (র) কর্মের ক্ষেত্রে দীনের কুরআনী ধারণা পেশ করেছিলেন সত্য, কিন্তু পরাধীনতার অভিশাপে কুরআনের সে নকশায় ভারতীয় মুসলমানদের জিন্দেগী সংশোধিত হল না। দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর বিরতির পর মাওলানা মওদূদী আবার মুসলমানদের দৃষ্টি কুরআনের আঁকা দীনের নকশার দিকে নিবদ্ধ করতে চাইলেন। তিনি দীনের সংকীর্ণ অর্থ পরিহার করে ব্যাপক অর্থ গ্রহণের আহবান জানালেন।

আরবী ভাষায় 'দীন' শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর এক অর্থ প্রভুত্ব, প্রাধান্য, শক্তি ও আধিপত্য। দ্বিতীয় অর্থ আনুগত্য ও দাসত্ব, তৃতীয় অর্থ প্রতিফল ও কর্মফল এবং চতুর্থ অর্থ পথ, পন্থা, ব্যবস্থা ও আইন। তিনি দীনের ব্যাপক অর্থের উল্লেখ করে বলেন, দীর্ঘ আঠার বছর অবিশ্রান্তভাবে বিশেষ যত্ন ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি সহকারে কুরআন শরীফের যে গভীর তত্ত্বানুসন্ধান করেছি তার উপর নির্ভর করে আমি অকুতোভয়ে ও স্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করতে পারি–কুরআন 'আদ্দীন' শব্দকে সকল কালের সকল মানুষের জন্য মানুষের সমস্ত চিন্তা ও কর্মের একমাত্র সঠিক বিধান বলে ঘোষণা করেছে।

তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেন : কুরআনের দাবীর অর্থ এ নয় যে, ইসলাম আল্লাহর নিকট পূজা-উপাসনা, অতি প্রাকৃতিক ধারণা, বিশ্বাস এবং পরকালীন জীবনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের একটি সমষ্টিমাত্র, তার অর্থ এও নয় যে, ব্যক্তি মানুষের ধর্মীয় চিন্তা ও কর্ম পদ্ধতির (বর্তমান পাশ্চাত্য পরিভাষায় ধর্ম শব্দটি যেমন ব্যবহার করা হয়েছে) একটা বিশুদ্ধ রূপ হচ্ছে ইসলাম বা এও নয় যে, কেবল আরববাসীদের জন্য বা এক বিশেষ শতাব্দীর জন্য বা বিশেষ কাল পর্যন্ত অথবা শিল্প বিপ্লবের পূর্ববর্তী মানুষদের জন্য ইসলাম একটা বিশুদ্ধ জীবন ব্যবস্থা।

'দীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা' সম্পর্কে কুরআন মজীদে যে নির্দেশ রয়েছে মাওলানার দৃষ্টিতে তার অর্থ হল : সঠিক ও স্থায়ী জীবন বিধান রচনার সার্বভৌম অধিকারী একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। কোন দেশ, কোন পার্লামেন্ট, কোন শ্রেণী বা ব্যক্তি মানুষ জীবন বিধান রচনার অধিকারী নয়। তিনি বলেন, আল্লাহর কানুনের ভিত্তিতে যদি হুকুমাত কায়েম হয় এবং আল্লাহর আইন যদি সে হুকুমাত জারি করে তাহলে তার আনুগত্য করা অবশ্য কর্তব্য এবং যদি এরূপ না হয় তা হলে আনুগত্য করা একটা অপরাধ।

www.pathagar.com

একটা অপরিহার্য শর্ত

রেসালতে মুহাম্মদীতে আস্থা স্থাপন মুসলমান হওয়ার অপরিহার্য শর্ত। কিন্তু খতমে নুবয়াত অস্বীকারকারী কাদিয়ানী ধর্মাবলম্বীগণ এবং হাদীস অস্বীকারকারীদের যে মারাত্মক আন্দোলন এদেশে দানা বেঁধে উঠেছিল মাওলানা মওদূদীর রচনাবলীতে তা প্রায় নিস্তেজ হয়ে গিয়েছে। রেসালতে মুহাম্মদীতে যারা বিশ্বাসী তাদের ধারণাকে শান দিয়ে সঠিক খাতে প্রবাহিত করা হচ্ছে মাওলানার সবচেয়ে বড় অবদান। মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)কে আল্লাহর রসূল মৌখিকভাবে স্বীকার করলেও সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তাঁর নেতৃত্ব কবুল করা যে অপরিহার্য এ অনুভূতির মারাত্মক অভাব এদেশে দেখা দিয়েছিল। মওদূদী (র) মুসলমানদের এ ভুল নিরসন করলেন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে রসূলই যে এক মাত্র নেতা এবং তাঁরই অনুসরণ যে, মানবজীবনে শান্তি ও কল্যাণ স্থাপনের জন্য খুব প্রয়োজনীয় তা মাওলানা মওদূদীর একাধিক গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

দীনী চিন্তার পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে মাওলানা মওদূদীর অন্যতম অবিস্মরণীয় অবদান হল ইজতিহাদের বন্ধ দুয়ার আবার পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের কাছে খুলে দেয়া। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী ইজতিহাদের প্রেরণা মুসলমান সমাজে দিতে চেয়েছিলন সত্য কিন্তু ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণে তা বাস্তবায়িত হয়নি। শাহ সাহেব প্রেরণা দেয়ার যে কাজ শুরু করেছিলেন মাওলানা মাওদূদী সে কাজ সম্পাদন করার জন্য এগিয়ে এলেন এবং 'অন্ধ অনুকরণ' এর যুগের সমাপ্তি করলেন। তিনি বলেন, "আমার দৃষ্টিতে জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য তকলীদ[১] শুধু নাজায়েয এবং গুনাহ নয় বরং এর চেয়েও বড়। এখানে মনে রাখা দরকার যে, নিজের অনুসন্ধান ও গবেষণার ভিত্তিতে কোন বিশেষ স্কুলের তরীকা এবং নীতি অনুসরণ করা এবং তকলীদ করার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞ থাকা এক কথা নয় এবং শেষোক্তটাকেই আমি সঠিক মনে করি না।" কিন্তু ইজতিহাদের জন্য সকল লোককে প্রবেশাধিকার দিতে তিনি নারাজ। তিনি ইজতিহাদের জন্য কতিপয় শর্ত আরোপ করেছেন। শরীয়তে বিশ্বাস এবং আমল, আরবী ভাষা ও সাহিত্যে দক্ষতা, কুরআন ও হাদীসের অন্তর্জ্ঞান, প্রাচীন মুজতাহিদদের কাজের সঙ্গে পরিচিতি, সমকালীন অবস্থা ও সমস্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা এবং সন্দেহাতীত চারিত্রিক সৌন্দর্য হল ইজতিহাদ করার জন্য অপরিহার্য শর্ত।

---

১. পারিভাষিক শব্দ, এর অর্থ হল অন্ধ অনুকরণ।

www.pathagar.com

বলাবাহুল্য মাওলানা মওদূদীর দীনী চিন্তার পুনর্গঠনের কাজ শুধু পাক ভারতের লাখ লাখ তন্দ্রালস মুসলমানের মনে ইমানের অনির্বাণ আগুন জ্বালিয়ে দেয়নি, ফোরাত, তাইগ্রীস ও নীল নদের অববাহিকার অসংখ্য মানুষের শুষ্ক ও আধমরা মনে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার এক দুর্দমনীয় আকাংখা জাগিয়ে দিয়েছে। মুসলিম জাহানের দিশেহারা কাফেলাকে মনজিলের সন্ধান দিয়েছেন তিনি। হয়ত কাফেলা আবার মনজিলে পৌছবে। দূর দূরান্তরের নদনদী পাহাড় পর্বত আবার তাকে স্বাগতম জানাবে : হে বন্ধু, হে সুহৃদ, হে নবযুগের তারিক, নবযুগের মুসা, তোমাদের ইনতেজার করে যে, প্রহর গুনছিলাম।

তথ্যপঞ্জি

১. Towards understanding Islam—Abul Ala Moududi

২. Islamic Law and Constitution— "

৩. Revivalist Movement in Islam— "

৪. হাকীকাতে উবুদিয়াত— ইমাম ইবনে তাইমিয়া

৫. ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব—মওদূদী

৬. একমাত্র ধর্ম—মওদূদী

৭. কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা—মওদূদী

৮. মওদূদী সে মিলিয়ে—আসাদ গিলানী

৯. আলফিসানির বিপ্লবী জীবন— মুহাম্মদ নুরুয্যামান

প্রথম সংস্করণ : রচনাকাল-১৯৬৪

www.pathagar.com

প্রাক আযাদী যুগে মওদূদীর কাজ

—খুররম মুরাদ

পাকিস্তান কায়েমের পর এদেশে মাওলানা মওদূদী ইসলাম এবং দেশবাসীর অধিকার আদায়ের জন্য যে সংগ্রাম করছেন এবং এই উদ্দেশ্যে একাধিকবার কারাবরণ ও নানা বাধাবিপত্তি ও জুলুম-অত্যাচারের যে সকল পর্যায় তাঁকে অতিক্রম করতে হচ্ছে, তা আজ নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, আদর্শ নেতা এবং উন্নত চরিত্র ও বিরাট কৃতিত্বের অধিকারী হিসেবে কেবল পাকিস্তানেই নয় সারা বিশ্বে আজ তিনি সুপরিচিত। কিন্তু এ ব্যাপারে হয়তো এখনও অনেকেই অনবহিত যে, দেশ বিভাগের আগে ভারতের মুসলমানদের ধর্মীয়, চিন্তাগত এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে মাওলানা মওদূদীর বিরাট অবদান রয়েছে। তাঁর সঠিক মূল্য নিরূপণ করতে হলে উপমহাদেশের মুসলিম ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা একান্ত প্রয়োজন। ইংরেজরা ক্ষমতার চাবিকাঠি কেড়ে নিয়েছিলো এ দেশের মুসলমানদের হাত থেকে, এ জন্য স্বাভাবিকভাবে মুসলমানরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়। সঙ্গে সঙ্গে শাসকের মর্যাদা থেকে শাসিতে পরিণত হবার আঘাতও মুসলমানদের অন্তরে ইংরেজ বিদ্বেষকে আরও তীব্রতর করে তোলে। ইংরেজের বিরুদ্ধে মুসলমানদের পুঞ্জিভূত অসন্তোষের বিস্ফোরণ ঘটে ১৮৫৭ সালে আযাদীর লড়াইর মাধ্যমে। এই লড়াইর প্রধান উদ্যোক্তা ছিল মুসলিম আলেম সমাজ। সকল স্থানে এর নেতৃত্বের জিম্মাদারী তাঁরা পালন করেন। এ ব্যাপারে আলেম সমাজ অসাধারণ কুরবানীর নমুনাও পেশ করেন। কিন্তু গোটা কয়েক বিশ্বাসঘাতকের দরুণ এই লড়াইয়ে মুসলমানরা অকৃতকার্য হন। ফলে এই অকৃতকার্যতাই তাদের সমূহ পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তীকালে ওলামায়ে কেরাম ফায়সালা করেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে স্থানে স্থানে ইসলামী মাদ্রাসা কায়েম করে ইসলামী তাহযীব তমদ্দুনের সংরক্ষণ এবং আযাদী আন্দোলনকে টিকিয়ে রাখতে হবে। অবশ্য কোন জীবন বিধান ব্যবহারিক জীবন থেকে বাদ পড়ার পর জীবনের অপর কোন বিভাগে তার সঠিক রূপ ও শক্তি নিয়ে মোটেই বহাল থাকতে পারে

www.pathagar.com

না, এ ক্ষেত্রেও পরিণতি তাই হয়। অপর দিকে স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলিম জাতিকে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য ইংরেজদের সমর্থনের আহবান জানান। অথচ কোন আদর্শিক দল যদি এ নীতি অবলম্বন করে তাহলে তারা ভীরুতা, মুনাফিকী ও বৈপরীত্যের শিকার হতে বাধ্য। অন্যদিকে ইংরেজরা কখনো নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের প্রচারের জন্য আবার কখনো বা মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ন করার মানসে হিন্দুদেরকে সকল দিক দিয়ে উন্নত করে তোলার চেষ্টা করে এবং যুক্ত জাতীয়তাবাদের আওয়ায জোরদার করার চেষ্টা শুরু করে। মুসলমানগণ নিজেদের কর্মপন্থা নির্ধারণের চিন্তায় নিয়োজিত থাকাকালে আরও দু'টি বিরাট ঘটনা তাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। এক, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও হিন্দুদের প্রবল বিরোধিতায় তা বানচাল হয়ে যাওয়া, দুই, তুর্কী খিলাফত বহাল রাখার উদ্দেশ্যে খিলাফত আন্দোলন। ১৮৫৭ সালের পর এই আন্দোলন ছিল মুসলমানদের পরিচালিত অপর একটি সুষ্ঠু ও সুসংবদ্ধ আন্দোলন। কিন্তু মোস্তফা কামাল নিজে তুর্কী খিলাফতের অবসান ঘটিয়ে তুরস্ককে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করলে এই আন্দোলনের উদ্যোক্তারা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়েন। ১৯২৪ থেকে ৩৩ সালের মধ্যবর্তী সময়টুকু মুসলমানদের অত্যন্ত নৈরাশ্যের মধ্যে কাটে। ঐ সময়ই খিলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হয় এবং হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা শুরু হয়। তখন মুসলমানদের নেতৃত্বদানের মত কেউ ছিল না। ইসলাম এবং মুসলমানদের চতুর্দিক থেকে ভীষণভাবে হামলা শুরু হয়। তখনই হিন্দুদের দুরভিসন্ধিও ধরা পড়ে। দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরেজ-বিদ্বেষে বিক্ষুব্ধ কোন কোন মুসলিম আলেম অন্ধপ্রবণতার বশবর্তী হয়ে ইংরেজদেরই সৃষ্ট যুক্ত জাতীয়তাবাদের শিকারে পরিণত হন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় তখন কম্যুনিজমভাবাপন্ন লোক এবং নাস্তিকদের আড্ডাখানায় পরিণত হয়ে পড়ে। উপমহাদেশের মুসলিম মিল্লাতের এই দুর্যোগ মুহূর্তে মাওলানা মওদূদী তাঁর কাজের সূচনা করেন। তিনি ঐ সময় প্রধানত চারটি কাজ করে মুসলিম জাতির বিরাট কল্যাণ সাধন করেন। এক, তিনি ইসলামকে তার নির্ভুল ও সহজ সরল আকৃতিতে মানুষের কাছে তুলে ধরেন এবং একটি জীবন ব্যবস্থা ও সভ্যতা হিসেবে ইসলামের বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। দুই, তিনি সাহসিকতার সঙ্গে পাশ্চাত্যের মোকাবিলা করে ইসলাম সম্পর্কে মুসলমানদের পরাজিত ও অক্ষমতাসুলভ মনোভাবের পরিবর্তন সাধন করেন। তিন, মাওলানা মওদূদী কঠোর যুক্তি প্রমাণাদির সাহায্যে যুক্ত জাতীয়তাবাদের যুক্তি খণ্ডন করেন এবং মুসলমানদেরকে এই বিরাট ফিতনা থেকে রক্ষা করে

www.pathagar.com

তাদের সামনে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের চিত্র তুলে ধরেন। চার, তিনি মুসলিম জাতিকে একটি আদর্শিক দল (Ideological party) হিসেবে তুলে ধরে তাদেরকে সত্যিকার ইসলামের আহ্বায়করূপে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানান।

মাওলানা মওদূদী ভারতের বহুল প্রচারিত 'আলজমিয়ত' পত্রিকার মাধ্যমে তাঁর সাংবাদিক জীবনের সূচনা করেন। এ সময় জনৈক মুসলিম যুবক স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে হত্যা করলে ইসলাম বিরোধীরা এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রবল প্রচারণা শুরু করে। তারা ইসলামকে 'খুনীদের ধর্ম' বলে চিত্রিত করার চেষ্টা চালায়। তাদের অপপ্রচারের এই ঝড় এতই প্রবল আকার ধারণ করে যে, মুসলিম সুধী ব্যক্তিদের অনেককেই তখন এই অভিযোগ থেকে নিজের ধর্মকে রক্ষার জন্য এ কথা বলতে হয় যে, ইসলাম কেবল আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবেই জেহাদের অনুমতি দেয়। ঐ সময় ছাব্বিশ বছরের যুবক মাওলানা মওদূদী "আল জিহাদ ফিল্ ইসলাম" নামক একখানা উচ্চাঙ্গের গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেন এবং ধারাবাহিকভাবে পত্রিকায় প্রকাশের মাধ্যমে জিহাদ ও ইসলামী মতবাদকে সমাজের নিকট তুলে ধরেন। গ্রন্থখানা ভগ্নোৎসাহ মুসলমানদের জন্য মৃতসঞ্জিবনীর কাজ করে এবং তাদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করে।

১৯৩২ সালে দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ থেকে মাওলানা মওদূদী 'তরজমানুল কুরআন' নামক একখানা গবেষণামূলক উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি পাশ্চাত্য ও ইসলামের সংঘাতে সৃষ্ট যাবতীয় জটিল সমস্যার সমাধান পেশ করেন ও ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে বলিষ্ঠ যুক্তি ও দলীলের সহায্যে প্রমাণিত করেন। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত তিনি এ কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। তাঁর বলিষ্ঠ লেখনী ঐ সময় সারা ভারতে নিরপেক্ষ ও সৎচিন্তাশীল মহলে এক নবজাগরণের সূচনা করে। ১৯৩৬ ইসায়ী সনের শেষ ভাগে ডক্টর আল্লামা ইকবাল মাওলানা মওদূদীকে পাঞ্জাবে এসে কাজ করার আহবান জানান। আল্লামা ইকবালের সম্মুখে ফিকাহ্ শাস্ত্রকে নতুনভাবে প্রণয়ন করার একটি পরিকল্পনা ছিলো। মাওলানা মওদূদী এ দাওয়াত কবুল করেন এবং পূর্ব পাঞ্জাবের পাঠানকোট সংলগ্ন এলাকায় 'দারুল ইসলাম' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে তথায় স্থানান্তরিত হন। ১৯৩৭ সাল থেকে মাওলানা মওদূদী 'তরজুমানুল কুরআনের মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করেন এবং ভবিষ্যত বিপদের আশংকার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। ঐ সময় প্রকাশিত মাওলানার বিভিন্ন প্রবন্ধ 'মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমকাশ" ১ম

www.pathagar.com

খণ্ড ও ২য় খণ্ড এবং 'মাসআলা–এ কওমিয়াত' (মুসলমানদের রাজনৈতিক আন্দোলন, ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসর ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইন মোতাবেক সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। বিচ্ছিন্ন ভারতীয় মুসলমানরা তখন জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাবে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। মুসলমানদের হিন্দু সভ্যতার মধ্যে বিলীন করার জন্য Muslim mass contact আন্দোলন পরিচালিত হয়। মাওলানা মওদূদীই তখন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে মুসলমানদের সতর্ক করে দেন যে, ১৮৫৭ সালের ইনকিলাবের চেয়ে বর্তমান ইনকিলাব বহুগুণে জোরদার হয়ে তোমাদের মাথার উপর এসে উপস্থিত হয়েছে। তোমাদের জন্য এখনও ১০/১৫ বছরের সময় রয়েছে। যদি এখানে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক জাতীয়রাষ্ট্র (Secular democratic nation state) প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তাহলে ভারতভূমি থেকে ইসলাম ও মুসলমানের নাম নেশানা মুছে যাবে। তিনি "ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ" পুস্তকের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে মুসলিম সমাজের নিকট এ কথা তুলে ধরেন যে, জাতীয়তাবাদের পাশ্চাত্য ধারণা ইসলামের পুরাপুরি বিপরীত। এটি এমন এক সময়ের কথা বলা হচ্ছে যখন 'তরজুমানুল কুরআন'–এ প্রকাশিত এ সকল প্রবন্ধ আল্লামা ইকবালের ড্রয়িং রুম থেকে শুরু করে দারুন্নাদওয়া'র ছাত্রদের ও বিভিন্ন সুধীসমাবেশে এবং ভারতের মধ্যবিত্ত আগ্রহশীল বুদ্ধিজীবীদের ঘরে পূর্ণ আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা নিয়ে পঠিত হতো। মাওলানার এই প্রবন্ধগুলো যুক্ত জাতীয়তাবাদের যাদুর ঘর ধূলিস্যাৎ করে এবং মুসলমানদের দৃষ্টি খুলে দেয়। বলাবাহুল্য এ প্রবন্ধগুলোই মুসলিম লীগ তার নতুন সংগঠনকে মজবুত করার জন্য লক্ষ লক্ষ কপি ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করেছিল।

এ ব্যাপারে মাওলানার অপরাধ ছিলো এই যে, তিনি এ সকল প্রবন্ধের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসী আলেমদের যুক্ত জাতীয়তাবাদ সমর্থনের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন এবং কুরআন ও হাদীসের আলোকে তাদের যাবতীয় যুক্তির দাঁতভাঙ্গা জওয়াব দিয়েছিলেন। ফলে কংগ্রেসের সঙ্গে যে সব আলেম সংশ্লিষ্ট ছিলেন আজ পর্যন্তও তাঁকে তাঁরা সুনজরে দেখতে পারছেন না এবং তার সঙ্গে সহযোগিতা করছেন না। পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতার অপরাধে অভিযুক্ত মাওলানা মওদূদী আজ এক শ্রেণীর আলেমদের রোষে পতিত হবার কারণ এটিই। কংগ্রেসী সংবাদপত্রসমূহ ঐ সময় মাওলানা মওদূদীকে মুসলিম লীগ এবং ইংরেজদের এজেন্ট বলে প্রচার করতো। তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগও করা হয়েছে যে, তিনি উভয় পক্ষ থেকেই অর্থ

www.pathagar.com

পেতেন। এমনকি সেই বিরোধের কারণে আজ পর্যন্তও এদেশের সেই পুরানো কংগ্রেসী আলেমগণ তাঁর বিরুদ্ধে জোরে শোরে এই অপবাদ রটাচ্ছেন যে, মাওলানা মওদূদী পাকিস্তানের শত্রুতা সাধনের জন্য বিদেশ থেকে অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকেন।

ঠিক ঐ পরিস্থিতিতেই মাওলানা মওদূদী মুসলমানদের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হিসেবে এই প্রস্তাব পেশ করেন যে, ভারতে বিভিন্ন জাতির একটি কনফেডারেশন গঠন করা হোক। যদি এটা সম্ভব না হয় তাহলে মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

মাওলানা মওদূদী যে সময় আল্লামা ইকবালের আহবানে 'দারুল ইসলাম' প্রতিষ্ঠার জন্য পাঞ্জাব আসেন সে সময় তিনি একটি তত্ত্ব ও অনুশীলনমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন, কিন্তু এখানে আসার পর তাড়াতাড়ি তিনি অনুভব করতে পারলেন যে, ইসলামের তত্ত্ব ও অনুশীলনমূলক প্রতিষ্ঠান কায়েম করার চেয়ে একটি সর্বব্যাপী ও সুসংবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজন সর্বাধিক। এই আন্দোলনই নিজের সকল প্রকার চেষ্টা সাধনা ও কুরবানীর বিনিময়ে উপমহাদেশের মাটিতে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার শিকড় গেড়ে দেবে এবং নিজের খুন দিয়ে এই চারা গাছকে সঞ্জীবিত রাখবে। তিনি এও অনুভব করলেন যে, মুসলমানের আসল মর্যাদা, একটি জাতি হিসেবে তার জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন সংগ্রাম করার মধ্যেই নিহিত নয়, বরং একটি আদর্শিক দল হিসেবে নিজের সেই আদর্শের নিশানবরদার হওয়ার মধ্যেই তার সত্যিকার মর্যাদা রয়েছে। সুতরাং এই ভাবধারাকে সামনে রেখে তরজমানুল কুরআনের মাধ্যমেই তিনি নতুনভাবে ধারাবাহিক রূপে প্রবন্ধ লিখা শুরু করলেন। তিনি প্রথমত ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমানদের চিন্তা ও কাজের বৈপরীত্য এবং নিজেদের সত্যিকার পথ এবং মর্যাদা থেকে দূরে সরে যাওয়ার তীব্র সমালোচনা করেন। ঐ সময় পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের সঠিক মত ও পথ কি হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে তিনি সুস্পষ্ট ইশারা দেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেইসব মুসলিম লীগ নেতাদের কঠোর সমালোচনা করেন, যারা কেবল মুখে মুখে ইসলামের বুলি আওড়াত অথচ তাদের গোটা জীবন ছিল ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী। ঐ সময় তিনি বলেন, কোন আদর্শিক জামায়াতের নেতৃত্ব কখনো নিজ জামায়াতের মূলনীতি বিরোধী হতে পারে না। মাওলানা মওদূদী মুসলমানদের সমস্যার আসল সমাধান এভাবে পেশ করেন যে, মুসলমানদের ইসলামের চিরসজীব শাশ্বত সুন্দর নীতির পতাকাবাহীরূপে দাঁড়াতে হবে।

www.pathagar.com

কিন্তু মুসলমান জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশে এই কষ্টসাধ্য এবং ধৈর্য ও কুরবানী সাপেক্ষ ব্যাপারে সাড়া দিতে পারল না। ইতিমধ্যে মুসলিম লীগ ১৯৪০ সালে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব পাস করে। এই প্রস্তাবে পাকিস্তান মুসলমানদের জাতীয় লক্ষ্য হিসেবে গণ্য হয়। দু'এক বছরের মধ্যেই মুসলমানগণ একটি জাতি হিসেবে এই লক্ষ্যকে গ্রহণ করে নেয়।

এযাবত মাওলানা মওদূদী ভারতীয় মুসলমানদের যে খেদমত করে এসেছেন তা মূলত ছিল তত্ত্ব ও চিন্তার ক্ষেত্রে। এখন তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেলেন যে, পরিস্থিতি দ্রুত পট পরিবর্তন করছে। মুসলমানদের সামনে দু'টি বিরাট প্রশ্ন প্রকট হয়ে দেখা দেবে। এক, যদি মুসলমানরা ভারত বিভাগ আন্দোলনে ব্যর্থ হয়, তা হলে জাতির এই পরাজয়ে ইসলাম, ইসলামী সভ্যতা এবং মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার আর কোন উপায় থাকবে না। মুসলিম লীগ যদি তার আন্দোলনে ব্যর্থ হয়, তাহলে সে মুসলমানদের কোন সাহায্যই করতে পারবে না।

দুই, ভারত বিভক্ত হয়ে গেলে ভারতের বৃহত্তর অংশে কোটি কোটি মুসলমান অবশিষ্ট থাকবে, তাদের মধ্যে দীন ও ঈমানের সত্যিকার আলো জ্বালিয়ে রাখার কি ব্যবস্থা হবে? এবং মুসলিম লীগের নেতৃত্বে যদি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয় তাহলে একে তুরস্কের ন্যায় ধর্মহীন রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করণের প্রচেষ্টা থেকে রক্ষা করার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাবে?

এ দু'টি জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য ইসলামের সঠিক দাওয়াত পৌঁছানো, একটি সুসংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলা, মুসলমানদের সত্যিকার লক্ষ্য পথ স্থির করা এবং তাদের মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৪১ সালে মাওলানা মাওদূদী জামায়াতে ইসলামী গঠনের জন্য মুসলমানদের প্রতি আহবান জানান। এমনিভাবে পাক-ভারতে ইসলামী আন্দোলনের একটি দীপ শিখা জ্বলে উঠে। একমাত্র মাওলানা মওদূদীর মর্দে মুমিন সুলভ তীক্ষ্ণ দূরদর্শিতা, খোদা প্রদত্ত প্রজ্ঞা এবং জামায়াত গঠনের সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপের ফলে আজ পাক ভারত উপমহাদেশে সঠিক পন্থায় ইসলামের কাজ করার মত ইসলামী দল রয়েছে। বিশাল ভারতের আনাচে কানাচে বর্তমানে বিক্ষিপ্ত কোটি কোটি মুসলমানকে আশ্রয় দান, অমুসলমানদেরকে ইসলাম সম্পর্কে পরিচিত করানো, দাঙ্গা উপদ্রুত মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে আসা এবং মুসলমানদেরকে হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতিতে বিলীন হওয়া থেকে রক্ষা করা এবং ইসলামের সঠিক শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারের বিরাট দায়িত্ব পালন করছেন

www.pathagar.com

ভারতে বসবাসকারী জামায়াতে ইসলামীর কর্মীগণ। আজ হিন্দুস্থানী মুসলমানদের যাবতীয় সেবা কার্যে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ কেউই এগিয়ে আসছে না। অপর দিকে পাকিস্তানকে তার সত্যিকার আদর্শ অনুযায়ী সঠিক ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য এবং যাবতীয় অনৈসলামী কাজের সকল রাস্তা প্রতিরোধ করে দাঁড়াবার সৌভাগ্যও মাওলানা মওদূদী প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামী হাসিল করেছে। এবার আমরা পাকিস্তানে মাওলানা মওদূদীর অবদান সম্পর্কে আলোচনা করব।

মোট কথা ১৯৩৬ সাল থেকে ৬৪ সাল পর্যন্ত প্রায় তিরিশ বছরব্যাপী মাওলানা মওদূদী মুসলিম চিন্তা জগত থেকে বহু আবর্জনা সাফ করেছেন। সমসাময়িক সমাজে প্রতিষ্ঠিত মতবাদসমূহের সঙ্গে সংগ্রাম করে এ সবের ইন্দ্রজাল ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছেন। তিনি হিন্দু এবং ইংরেজ সৃষ্ট যুক্ত জাতীয়তাবাদের ষড়যন্ত্র জাল থেকে মুসলমানদের রক্ষা করেন। ইসলামকে তার সঠিক রূপে তিনি পেশ করেন। নওজোয়ানদেরকে ইসলামের উপর গর্ব করার এবং সত্যিকার ঈমান আনার নয়া সম্পদ দান করেন তিনি। শুধু তাই নয় তিনি অবিষ্যত বংশধরদের দিলের স্পন্দনকে ইসলামের সত্যিকার দাবীর সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল করেন এবং অবশেষে পাক-ভারত উপমহাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য এক নতুন আন্দোলন শুরু করেন। এবং তাঁরই বিচক্ষণতার জন্য আজ পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান উভয় দেশের মুসলমানদের আশ্রয় স্থল হিসেবে তাঁর আন্দোলন এক অটল পাহাড়ের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে।

অনুবাদ ঃ জুলফিকার আহমদ কিসমতী।

প্রথম সংস্করণ ঃ রচনাকাল-১৯৬৪

[ইঞ্জিনিয়ার খুররম মুরাদ বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা। তিনি উর্দু ইংরেজীতে একাধিক গ্রন্থ প্রনয়ন করেছেন। তিনি বর্তমানে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের নায়েবে আমীরের দায়িত্বে নিযুক্ত। ঢাকা মহানগরীর এমারতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত থাকাকালে উক্ত নিবন্ধ রচনা করেন।]

www.pathagar.com

বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দায়ী ইলাল্লাহ

—মুহাম্মদ নুরুযযামান

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দায়ী ইলাল্লাহ–আল্লাহর পথে আহবানকারী। তাঁর আচার–আচরণ, তাঁর কথাবার্তা, তাঁর বই পুস্তক, সংবাদপত্রের কলামে প্রকাশিত তাঁর নিবন্ধাদী তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ব্যক্তিগত স্বার্থ, ক্ষমতার লোভ বা নেতৃত্বের লিপ্সা তার জীবনের মূল লক্ষ্যকে কখনও প্রভাবিত করেনি।

বিংশ শতাব্দীর বিশ দশক ভারতীয় মুসলমানদের সংকট ও নৈরাশ্যের যুগ হলেও ব্যক্তি ও দলকে রাজনৈতিক ময়দানে প্রতিষ্ঠিত করার সম্ভাবনাও তখন বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাঁর যুগের সাধারণ রাজনীতিক বা আলেমে দীনের ন্যায় তিনি কখনও তা হাসিল করার কোশেশ করেননি। প্রতিশ্রুতিশীল উদীয়মান লেখক হিসেবে তিনি সারা ভারতবর্ষের মুসলিম শিক্ষিত সমাজের নিকট সুপরিচিত। সে সময় তিনি জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের বহুল প্রচারিত দৈনিক আল–জমিয়তের সম্পাদকের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯২৬ সালে উক্ত পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত তাঁর 'আল জিহাদ ফিল ইসলাম' তাকে খ্যাতির তুঙ্গে পৌছিয়ে দেয়। এর ঠিক দু'বছর পর জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ কংগ্রেসের সাথে মিলিত হয়ে যুক্ত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পক্ষে কাজ করতে ময়দানে নেমে যায়। তাঁর মত একজন উঁচু দরের নেতা এবং বলিষ্ঠ কলমের অধিকারী সাহিত্যিক সাংবাদিক ক্ষমতার ভাগ বাটোয়ারায় অংশগ্রহণ করতে চাইলে অতি সহজে তা করতে সক্ষম হতেন। বা তিনি যদি অন্যদের মত চিন্তা করতেন যে ভাগ বাটোয়ারার মাধ্যমে তিনি এবং তার বন্ধুগণ আইন পরিষদে দু'চারটা আসন লাভ বা কোন একটি উপমন্ত্রী–মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হয়ে দেশের কল্যাণ করবে, আদর্শের প্রচার খুব জোরালোভাবে করবেন তা হলে তা তিনি হাসিল করতে পারতেন। শুধু কংগ্রেস কেন মুসলিম লীগের দরজাও তাঁর জন্য অবারিত ছিল। তিনি যে কোন সময় মুসলিম লীগে যোগদান করে আইন সভার সদস্য পদ বা মন্ত্রীত্ব লাভ করতে পারতেন। মুসলিম লীগের হোমরা চোমরারা তাকে পেলে খুশী হতেন। তাঁর ক্ষুরধার লেখনীই মুসলিম লীগের পথ থেকে যুক্ত জাতীয়তাবাদের বিরাট প্রতিবন্ধক অপসারিত করছিল। কিন্তু তিনি তা করলেন না। জমিয়তে ওলামায়ে

www.pathagar.com

হিন্দ কংগ্রেসের সাথে যোগদান করার কারণে সাইয়েদ মওদূদী জমিয়তের পত্রিকা–দৈনিক আল জামিয়তের সম্পাদনার দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এখন স্বাভাবিকভাবে অনুসন্ধিৎসু মনে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় মাওলানা মওদূদী কেন এবং কি কারণে যুগের ছককাটা রাস্তায় পদচারণ করলেন না? আরও অসংখ্য প্রশ্ন মনকে তোলপাড় করে, কেন তিনি কংগ্রেস বা মুসলিম লীগে যোদগান করে পার্থিব ও বৈষয়িক উন্নতির জন্য কোন প্রচেষ্টা চালাননি বা পার্লামেন্টের আসন লাভ এবং মন্ত্রীত্ব হাসিল করে সরকারী প্রভাব প্রতিপত্তির মাধ্যমে আমর বিল মারূফ এবং নেহী আনিল মুনকারের কাজ করতে অগ্রসর হননি?

একজন 'দায়ী ইলাল্লাহ'–আল্লাহর পথে আহবানকারীর দৃষ্টিকোণ একজন সাধারণ রাজনৈতিক নেতার দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। একজন রাজনীতিবিদের প্রাথমিক এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য রাজনীতি কেন্দ্রিক। সাধারণ রাজনীতিবিদ রাজনীতির খাতিরে রাজনীতি করেন, রাজনীতির মাধ্যমে বৈষয়িক এবং ব্যবসায়ীক স্বার্থ সংরক্ষণ করেন। রাজনীতিবিদ যাবতীয় প্রচার প্রপাগান্ডা এবং পরিকল্পনা ক্ষমতা দখলের জন্য নিয়োজিত করেন। তিনি ক্ষমতা আরোহণের স্বপ্নে সারা জীবন বিভোর থাকেন। এ ধরনের রাজনীতিবিদ চিন্তা করেন, তার উন্নতি তার পার্টিরই উন্নতি এবং পার্টির উন্নতির অর্থ হল তার দেশের উন্নতি, তার ব্যর্থতার অর্থ হল তার দলের ব্যর্থতা এবং তার দলের ব্যর্থতার অর্থ হল দেশ ও জাতির ব্যর্থতা। অপরপক্ষে একজন আল্লাহর পথে আহবানকারীর ধ্যানধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান করেন। তিনি আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধান কার্যকরী করতে চান। তিনি তাঁর তাবলীগ প্রচার–প্রপাগান্ডার দ্বারা মানুষের মনে মানুষের স্রষ্টার মহব্বত এবং ভয়ভীতি সৃষ্টি করেন। তিনি মানুষের অন্তর রাজ্যে ইসলামের বীজ বপন করেন, খুব যত্নসহকারে সে বীজ থেকে উদগত চারাগাছের পরিচর্যা করেন। অপ্রতিকূল আবহাওয়া ও পরিবেশের আক্রমণ থেকে তার চারাগাছকে রক্ষা করার জন্য তিনি রাজনৈতিক শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজনীতির খাতিরে তিনি কখনও রাজনীতি করেন না। রাজনীতি তার মূল লক্ষ্য হাসিলের একটা মাধ্যম। রাষ্ট্রশক্তি তার ইনকিলাবের চূড়ান্ত পর্যায়। প্রাথমিক পর্যায় হল অন্তর্বিপ্লব এবং সমাজ বিপ্লব সংগঠন।

একজন দায়ী ইলাল্লাহ কোন মনগড়া পথে পদচারণ করেন না। তিনি সুন্নাতে রসূলের বাঁধন মুক্ত নন। তিনি রসূলে পাকের কদম মোবারকের পবিত্র নকসা অনুসরণ করে চলেন জীবনের সকল ক্ষেত্রে। হাট–বাজার, লেনদেন

www.pathagar.com

থেকে শুরু করে আইন আদালত ও পার্লামেন্ট পর্যন্ত। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের একজন খাঁটি প্রেমিক এবং আল্লাহর পথের একজন নিঃস্বার্থ আহবানকারী হিসেবে মাওলানা মওদূদী তাঁর জীবনের তামাম কর্মকান্ডে রসূল (সঃ) এর সর্বদা-প্রদীপ্ত উসওয়ায়ে হাসানার অনুসারী ছিলেন। ভারতের রাজনৈতিক সংকটকালে তিনি যে অনড় দৃঢ়তা, ইস্পাত কঠিন সংকল্প দুর্লভ ও অমূল্য চেতনা এবং মুমিন সুলভ সহীহ ও সূদূরপ্রসারী বিচক্ষণতা প্রদর্শন করেছেন তা আহরিত হয়েছে আল্লাহর রাসূলের অমূল্য উসওয়ায়ে হাসানার আনুগত্যের উৎস থেকে। সারা উপমহাদেশের অপ্রতিকূল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশেও তিনি ভীত ছিলেন না। অবশ্য তিনি ভীত সংকিত ছিলেন মুসলিম উম্মাহর উদাসীন ও নিষ্ক্রিয়তার জন্য। তিনি দিন রাত শংকিত এ জন্য ছিলেন যে, যদি ভারতের মুসলমানগণ জাতি হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে হিন্দু কংগ্রেসের যুক্ত জাতীয়তাবাদের সর্বনাশা তাণ্ডবী সয়লাবের গতিরোধ না করে তাহলে মুসলমানদের তাহযীব তমদ্দুনের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হবে।

সংঘাত ও সমস্যা

মাওলানা মওদূদী ১৯৩৭ ইংরেজী সনে লিখিত তার সারগর্ভ গ্রন্থ 'মুসলমান আওর মাওজুদা সিয়াসী কাশমকাশ'—মুসলমান এবং বর্তমান রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সংঘাত-এর ভূমিকায় সংঘাত ও সমস্যার যে চিত্র তুলে ধরেছেন তার কিঞ্চিত উদ্ধৃতি পাঠকদের সামনে পেশ করা হলো ঃ

"খেলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতার পর পুরা পনের বছরব্যাপী মুসলিম জাতির চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে যে শোচনীয় বিশৃংখলা ও নৈরাজ্য বিরাজ করতে থাকে সে দৃশ্য ছিল আমার জন্য অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও মর্মান্তিক। সে ব্যাপারে যখনই নিজের মতামত ব্যক্ত করার জন্য মুখ খুলতে চেয়েছি অমনি এ কথা ভেবে নীরব হয়ে গিয়েছি যে, ময়দানে ত আমার চেয়েও জ্ঞানী, অভিজ্ঞ, শক্তিমান ও প্রভাবশালী মনীষী অনেক রয়েছেন। তারা আজ হোক, কাল হোক, এ দূরবস্থার মূলে সক্রিয় ও আসল সমস্যাটা বুঝবেন এবং তা দূর করার জন্য মুসলিম হিসেবে যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত, তা ঐক্যবদ্ধভাবে করবেন। কিন্তু দিনের পর দিন গড়িয়ে গেল। সে আশা আর পূরণ হল না। অবশেষে ভারতবর্ষের মুসলমানদের ভাগ্য নির্ধারণের চরম মুহূর্তটি ঘনিয়ে এল। অন্তর্দৃষ্টিতে স্পষ্ট দেখতে পেলাম যে, এ মুহূর্তে যদি এ জাতি কোন ভুল পদক্ষেপ নিয়ে বসে, তাহলে তাকে অবধারিত ধ্বংসের গভীর আবর্তে নিক্ষিপ্ত হতে হবে। শুধু অন্তর্চক্ষু নয়, এর সাথে চর্মচক্ষু দিয়েও

www.pathagar.com

দেখতে পেলাম যে, যাদের কুশলতা ও বুদ্ধিমত্তার উপর এ জাতির ভবিষ্যত নির্ভরশীল, তারা এখনও সত্যিকার মুমিন সুলভ সূক্ষ্মদর্শিতা ও দূরদর্শিতা দিয়ে পরিস্থিতিকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে না এবং এ অক্ষমতা হেতু তারা এহেন নাজুক সময়ে মুসলমানদেরকে এত সব বিচিত্র পথে চালাচ্ছেন যার কোন একটিও মুক্তির পথ নয়। এ ক্রান্তি লগ্নে উপনীত হওয়া মাত্রই বিবেক আমাকে ডাক দিল যে, এখন আর চুপ করে বসে থাকার সময় নেই। মুসলিম জতিকে, মুসলিম নেতা ও আলেম সমাজকে, সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সকলকে সেই আসল বিপদ সম্পর্কে সাবধান করাই এখন ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে বড় খিদমত-যে বিপদ মুসলিম জাতি হিসেবে আমাদের সামনে সমুপস্থিত। আজ তাদেরকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন যে, তোমাদের হেদায়াতের আসল উৎস আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের আদর্শ জীবন। এ দু'টা জিনিষকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র নিজেদের ধ্যান-ধারণা ও কলাকৌশলের উপর নির্ভর করলে তা আমাদের ধ্বংস ও বিপর্যয়কেই শুধু অনিবার্য করে তুলবে।"

যখন পরিস্থিতির অবনতি ঘটে, যখন জাতির মূল্যবোধ-আকীদা-বিশ্বাস তাগুতের সয়লাব স্রোতে ভেসে যাওয়ার উপক্রম হয় তখন একজন দায়ী ইলাল্লাহ-আল্লাহর পথে আহবানকারীর হৃদয় বেদনা ভারাক্রান্ত হয়, চোখ তার ছলছল করতে থাকে। আহত বাজ পাখীর মত ছটফট করতে থাকেন এবং সারা দুনিয়ার কোন পরওয়া না করে নিজের যতটুকু শক্তি রয়েছে তার সবটুকু নিয়ে তা যত ক্ষুদ্র হোক না কেন কর্মের বিশাল ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মাওলানা মওদূদীর এ বক্তব্যেও আল্লাহর পথে আহবানকারীসুলভ মানসিক যন্ত্রণা এবং গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাই প্রতিফলিত হয়েছে। স্বার্থের মরফিয়া ইনজেকশনে যাদের দেহমন নিস্তেজ এবং অসাড় বা অজ্ঞানতা ও উদাসীনতার তিমিরে যারা নিমজ্জিত তাদেরকে আসন্ন বিপদের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করা খুবই দূরূহ কাজ। কালের গড্ডালিকা প্রবাহে তারা হয়ত ভেসে যাবে অচেনা-অজানার জগতে। কিন্তু যারা মুসলমান হিসেবে বেঁচে থাকতে চায়, শির উঁচু করে বাঘের মত বেঁচে থাকতে চায় তাদের সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী বলেন :

'......যারা মুসলমান হিসেবে টিকে আছেন, টিকে থাকতে চান, মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে চান এবং এরূপ আশা পোষণ করেন যে, এ উপমহাদেশে ইসলামী তাহযীব তমদ্দুন চিরঞ্জীব থাকুক আর আমাদের ভাবি বংশধর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত

www.pathagar.com

সত্য ও সঠিক পথে বহাল থাকুক তাদের যেন–তেনভাবে বর্তমান সময়টা কাটিয়ে দেয়ার কোন অবকাশ নেই। বরং এটা তাদের গভীর চিন্তা–ভাবনা করার সময়। এ নাজুক মুহূর্তে তারা যদি উদাসীনতা ও অবহেলার আচরণ করেন তাহলে সেটা হবে তাদের এক মস্ত বড় অপরাধ। এ অপরাধের শাস্তি শুধু আখেরাতেই হবে তা নয়, বরং ইহলৌকিক জীবনেই তা ভোগ করতে হবে। ইসলামী কৃষ্টি ও সভ্যতার নিদর্শনগুলো একটি একটি করে অত্যন্ত নিষ্ঠুর পন্থায় তাদের চোখের সামনে নির্মূল করা হবে আর তারা অসহায়ভাবে তা দেখতে থাকবে, তাদের জাতীয় অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করা হবে, ইসলাম ও কুফুরীর পার্থক্য নিরূপক বৈশিষ্ট্যগুলোকে একে একে ধ্বংস করা হবে আর যা নিয়ে মুসলিম জাতি দুনিয়ায় চিরকাল গর্ব করে এসেছে, সেই সব গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যকে একে একে উচ্ছেদ করা হবে। তারা এসব দৃশ্য দেখবে, অথচ কিছুই করতে পারবে না, এমন কি পারিবারিক অঙ্গনে স্বচক্ষে নিজেদের তরুণ বংশধরকে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য থেকে দূরে ইসলামী কৃষ্টি ও তমদ্দুনের সাথে সংশ্রবহীন এবং ইসলামী চরিত্র বিবর্জিত দেখবে, তথাপি এক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন দেয়ার ক্ষমতাও তাদের থাকবে না, ইসলাম ও ইসলামী কৃষ্টির মুলোৎপাটনের জন্য যে বাহিনী তৈরী হবে। তাদের সন্তানরা হবে সে বাহিনীরই সৈনিক, আর সেই কলিজার টুকরোগুলোর নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে তারা ক্ষতবিক্ষত হতে থাকবে, অথচ তার জবাবে একটা তীরও নিক্ষেপ করার সাধ্য তাদের থাকবে না।"

জনগণের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে উপমহাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো মুসলিম জাতিকে বিভ্রাট বিভ্রান্তি এবং বিশৃংখলার দিকে পরিচালিত করছিল তার তীব্র ও কঠোর সমালোচনা করেন সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী। অলসতা অযোগ্যতা ও হীনমন্যতার রোগে আক্রান্ত জাতির অন্তর থেকে প্রভাব পরাক্রমশালী বৃটিশ শাসকদের ভয় দূর করার জন্য বলেন ঃ

"সকল জাতির একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে। ইংরেজ জাতিরও একটা নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। আজ হোক, কাল হোক, তার সময় নিঃশেষ হবেই এবং পতন ঘটবেই। তারপর ক্ষমতায় সে জাতিই অধিষ্ঠিত হবে যার শক্তিও আছে এবং হিম্মতও আছে। শাসকসুলভ যোগ্যতা ও গুণাবলী থাকলে মুসলমানরাও হতে পারে ক্ষমতাসীন জাতি। আর যদি সে যোগ্যতা ও গুণাবলী তার মধ্যে না থাকে, তাহলে অবশ্যই পরাধীনতা ও গোলামীর লাঞ্ছনাময় জীবন এবং অবমাননাকর মৃত্যুই তার কপালের লিখন। ঘুণে খাওয়া লাঠির ওপর ভর করে

www.pathagar.com

কোন লাশ চিরদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। লাঠি একসময় না এক সময় সরে যাবেই এবং লাশ কোন না কোন সময় ধরাশায়ী হবেই।"

পৃথিবী একটা রণক্ষেত্র

বীরের মত কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুসলিম জাতি এবং তার আকীদা-বিশ্বাস এবং মূল্যবোধের ভিত্তিতে যে সাহিত্য সংস্কৃতি এবং তাহ্যীব তমদ্দুন গড়ে উঠেছে তাকে অনিবার্য অবলুপ্তি এবং সর্বনাশা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মাওলানা মওদূদী উপমহাদেশের মুসলমানদের আহবান করেন। তিনি বলেন ঃ

"এ পৃথিবী একটা রণক্ষেত্র। এখানে টিকে থাকার জন্য সংগ্রামের ধারা চালু রয়েছে। বেঁচে থাকার জন্য মোকাবিলা ও সংঘর্ষের শক্তি যাদের নেই, সংগ্রামে তাদের সাফল্যের কোনই সম্ভাবনা নেই। বিশেষত একটা যুগের সমাপ্তি ও অন্য যুগের সূচনাকাল জাতিসমূহের ভাগ্য নির্ধারণের সময় হয়ে থাকে। এমন ক্রান্তিলগ্নে নিষ্ক্রিয়তা ও শৈথিল্যের অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু ও ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নয়। কারও যদি নিজ থেকেই মৃত্যুবরণের ইচ্ছা থেকে থাকে তবে তা নিস্তব্ধ হয়ে এবং নিজের মৃত্যুর বিভীষিকায় নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকাই উচিত। কিন্তু বেঁচে থাকার ইচ্ছা যদি থাকে, তাহলে তাকে উপলব্ধি করতে হবে যে, এ সময়ের প্রতিটা মুহূর্ত অতীব মূল্যবান। এটা গড়িমসি করার সময় নয়। এটা এমন একটা সময় যখন কয়েক শতাব্দীর পরিবর্তন কয়েক মাস এবং কয়েক বছরে সম্পন্ন হয়ে থাকে।"

"যে বিপ্লবের আয়োজন এখন ভারতবর্ষ এবং সারা দুনিয়ায় চলছে তা ঝড়ের বেগে ধেয়ে আসছে। ভারতীয় মুসলমানদের হাতে এখন বড়জোর ১০ থেকে ১৫ বছর সময় আছে। এ অবসরে তারা যদি নিজেদের ত্রুটিগুলো সংশোধন না করে এবং নিজেদের মধ্যে বাঁচার শক্তি ও উদ্যম সৃষ্টি না করে তাহলে এরপর আর কোন সুযোগ ও সময় তাদের নিকট আসবে না। অতীতের হীনবল জাতিগুলোর যে পরিণতি হয়েছে, তাদেরকে সেই পরিণতিই ভোগ করতে হবে। কোন জাতির সাথে আল্লাহর আত্মীয়তা নেই যে, তার খাতিরে তিনি নিজের নিয়ম পালটে ফেলবেন।"

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর এসব বক্তব্য এবং ভবিষ্যতবাণী তার দূর দৃষ্টির প্রখরতার উপর আলোকপাত করে। আন্তর্জাতিক ময়দানে হানাহানি-মারামারি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করে তিনি যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন তা সত্যে পরিণত হল। পাশ্চাত্য জাতিগুলো নিজেদের উপনিবেশের

www.pathagar.com

ভাগবাটোয়ারা নিয়ে পরস্পর পরস্পরের উপর অতি অল্প দিনের মধ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ অবসানের প্রায় সাথে সাথেই মাওলানা মওদূদীর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক দশ বছরের মধ্যেই ভারতের ভাগ্যের ফায়সালা হয়ে গেল। এ সিদ্ধান্তকারী ফায়সালার আনুমানিক দশ বছর পূর্বে তিনি মুসলিম জাতিকে ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সামনে চলার জন্য আহ্বান করেন। তিনি বলেন, যুক্ত জাতীয়তাবাদের খপ্পর থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হলে স্পেন ও সিসিলির মুসলমানগণ যে দুর্দশার শিকার হয়েছিল সেরূপ দুর্দশা ও অস্তিত্বহীনতার শিকার ভারতের মুসলমানদের হতে হবে। তিনি কুরআন ও হাদীসের আলোকে ভারতবর্ষের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে যে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেন তা কংগ্রেসপন্থী জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের শক্তি খর্ব করে ফেলে এবং অনেকাংশে তাদের মুখ বন্দ করে দেয়। তিনি সুস্পষ্টভাবে ফতোয়া দেন যে, কংগ্রেসের যুক্ত জাতীয়তাবাদের সমর্থনে সংগ্রাম করা সম্পূর্ণ হারাম। তিনি বলেন :

"আমি আগেই বলছি এবং পুনরায় বলছি যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে ইংরেজ অমুসলিমদের হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে ভারতবর্ষের অমুসলিমদের হাতে সে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করা মুসলমানদের জন্য সম্পূর্ণ হারাম। আর এ ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া নীরব দর্শকের মত বসে বসে দেখাও তাদের জন্য হারাম, এ ক্ষমতা হস্তান্তর রুখবার জন্য অমুসলিম ইংরেজদের শাসন কর্তৃত্বে বহাল রাখার সহায়ক হওয়াও তাদের জন্য হারাম। ইসলাম এ তিন পথের প্রত্যেকটি আমাদের সামনে রুদ্ধ করে দিয়েছে।"

এ সংকট উত্তরণের জন্য ভারতীয় মুসলমানদের কি করতে হবে তার পথ নির্দেশনা তিনি এভাবে দিয়েছেন :

"এমতাবস্থায় আমরা যদি মুসলমান হিসেবে টিকে থাকতে চাই এবং স্পেন ও সিসিলিতে মুসলমানদের যে দুর্দশা হয়েছে সে দুর্দশা ভারতবর্ষের মুসলমানদের আমরা না দেখতে চাই তাহলে আমাদের সামনে একটি পথই খোলা রয়েছে। সে পথ হল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে তাকে বাতিলপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে হকপন্থী সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যাভিসারী করতে সচেষ্ট হতে হবে। এ উদ্দেশ্যে আমাদেরকে এমন এক আপোষহীন সংগ্রামে বদ্ধপরিকর হতে হবে–যার পরিণতিতে হয় আমরা সফলতা লাভ করব না হয় আমরা মৃত্যুবরণ করব।"

www.pathagar.com

অবিস্মরণীয় অবদানের স্বীকৃতি

মাওলানা মওদূদীর গভীর পাণ্ডিত্য, দরদভরা মন এবং 'দায়ী ইলাল্লাহ' সুলভ স্বচ্ছ সুন্দর ভাষা ও প্রজ্ঞা হিন্দু কংগ্রেসের ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন ভিন্ন করে মুসলমানদের মনে জাতি হিসেবে বেঁচে থাকার যে অদম্য উৎসাহ ও প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল তা ঐতিহাসিকভাবে সর্বজন স্বীকৃত। নিখিল ভারত মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের সেক্রেটারী,এবং কায়েদ আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং মরহুম লিয়াকত আলী খানের দক্ষিণ হস্ত জনাব জাফর আনসারী ভারতীয় মুসলমানদের এ ঐতিহাসিক সংকট উত্তরণে মাওলানা মওদূদী মুহতারামের অতুলনীয় ও অবিস্মরণীয় অবদানের পর্যালোচনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

"এ বিষয়ে মাওলানা আবুল আলা মওদূদী সাহেব 'মাসয়ালায়ে কওমিয়াত—ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ' শিরোনামে ধারাবাহিকভাবে নিবন্ধ লিখেন। অকাট্য যুক্তি ও শক্তিশালী প্রমাণাদি এবং বলিষ্ঠ বর্ণনা ভংগীর কারণে তা মুসলমানদের মনে অত্যধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে। অতি অল্প সময়ে খুবই দ্রুততার সাথে মুসলিম জনগণের মধ্যে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা যুক্ত জাতীয়তার মতবাদের ওপর নিদারুণ আঘাত হানে এবং মুসলমানরা একটা আলাদা জাতি এ অনুভূতি দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে। জাতীয়তা সংক্রান্ত এ আলোচনা নিছক তাত্ত্বিক আলোচনা ছিল না। কংগ্রেস ও জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের গোটা নীতি ও আদর্শের ওপর এর আঘাত পড়েছিল। হিন্দুদের সবচেয়ে মারাত্মক চক্রান্ত ছিল এই যে, মুসলমানদের মন থেকে তাদের স্বতন্ত্র জাতীয়তার অনুভূতিটা কোনভাবে উৎখাত করে তাদের জাতিসত্তার ভিত্তি নড়বড় করে দিতে হবে। যাতে মুসলিম জনগণ কংগ্রেসের ধাপ্পাবাজী বুঝতে পারে এবং নিজেদের ধর্ম ও ঈমানের দাবী পূরণের দিকে মনোনিবেশ করে তার জন্য স্বয়ং মুসলিম লীগও এ আলোচনার ধর্মীয় দিকটা অধিকতর লক্ষণীয় করে তুলে ধরার চেষ্টা চালায়।"

উর্দু সাপ্তাহিক 'চেরাগে রাহ' এর 'পাকিস্তানের আদর্শ' সংখ্যায় প্রকাশিত 'পাকিস্তান আন্দোলন ও আলেম সমাজ' শীর্ষক প্রবন্ধে মাওলানা জাফর আহমদ আনসারী আরও লিখেন ঃ

"আসলে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার আগেই বিভিন্ন দিক থেকে হুকুমতে ইব্রাহীমীয়া—ইসলামী রাষ্ট্র, মুসলিম ভারত ও খেলাফতে রব্বানী-খোদায়ী খেলাফত প্রভৃতি ধ্বনি উঠতে আরম্ভ করেছিল।"

www.pathagar.com

মুসলিম লীগে কেন যোগদান করেন নি?

এ প্রেক্ষাপটে খুব স্বাভাবিকভাবে অনুসন্ধিৎসু মনে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, কেন মাওলানা মওদূদী মুসলিম লীগের আন্দোলনে যোগদান করলেন না? তাঁর বলিষ্ঠ ইসলামী চিন্তাধারা সারা মুসলিম ভারতে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ার পরও তিনি 'হুকুমতে ইলাহিয়া' কায়েম করার জন্য কেন মুসলিম লীগের সাথে মিলিত হলেন না? অনেকের মনে এ ধারণাও জন্মে, তার মত যোগ্য লোক মুসলিম লীগে যোগদান করলে মুসলিম লীগের কেবিনেটে মন্ত্রীত্বের আসন অলংকৃত করতে পারতেন। পাকিস্তানের পার্লামেন্টে নিজের ও তাঁর মতের অনুসারী লোকদের জন্য কিছু সংখ্যক আসন দখল করতে পারতেন এবং এভাবে হুকুমতে ইলাহীয়াও প্রতিষ্ঠা করে দুনিয়া ও আখেরাতের অশেষ কল্যাণ সাধনে সক্ষম হতো না? তা হলে কি মাওলানা মওদূদী মস্তবড় ভুল করলেন? ১৯২৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত যে মনীষী বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করে অসংখ্য ও অগণিত নিবন্ধ লিখে মুসলমানদের জাতীয় সত্তার সতন্ত্র অস্তিত্ব প্রমাণ করলেন এবং জনগণের মনে আদর্শের আগুন জ্বালিয়ে দিলেন তিনি কেন এ কাজটি করতে পারলেন না বা কেন তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলেন? এটা কোন অনুভূতির অভাব নয় বা দূরদর্শিতারও অভাব নয়। অবশ্য পার্থিব স্বার্থ ও জাগতিক ফায়দার প্রতি তাঁর আকর্ষণের অভাব ছিল। অন্য লোক বা অন্য নেতা যে জিনিষকে কল্যাণ জ্ঞান করেছেন মাওলানা মুহতারাম সে জিনিষকে অকল্যাণের উৎস মনে করেছেন। একজন শ্রেষ্ঠ দায়ী ইলাল্লাহ হিসেবে তার জীবনের যে লক্ষ্য ছিল তারই প্রেক্ষাপটে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান বা. মুসলিম লীগের সাথে সহযোগিতার বিষয়টি পর্যালোচনা করেছেন। দায়ী ইলাল্লাহর জীবনের মহান লক্ষ্য বাস্তবায়নে মুসলিম লীগ যে ক্ষেত্রে সহায়ক বিবেচিত হয়েছে শুধু সে ক্ষেত্রে তিনি তার সাথে সহযোগিতা করেছেন। যেহেতু দায়ী ইলাল্লাহ কোন জাগতিক শক্তির ভয়ে ভীত থাকেন না বরং তিনি দুনিয়া ও আখেরাতের মালিকের করুণা ও সাহায্যের উপর সদা নির্ভরশীল থাকেন তাই তাঁর দাওয়াতের সত্যতা ও যথার্থতার খাতির সারা দুনিয়ার বিরোধিতা মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকেন। মাওলানা মওদূদীর জীবনেও আমরা সেটাই লক্ষ্য করি। সম্রাট আকবরের ঘৃণিত পদাংক অনুসরণ করে যখন নেহরু গান্ধি যুক্ত ভারতীয় জাতীয়তার নির্মাণের জন্য মুসলমানদের আহবান জানালেন এবং তাতে মুসলমানদের শিক্ষিত সমাজ, জনগণ এবং আলেম সমাজ গান্ধী নেহেরুর পথে অগ্রসর হলেন তখন মাওলানা মওদূদী কি করে এককভাবে ময়দানে ঝাঁপিয়ে

www.pathagar.com

পড়লেন তার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা আমরা করেছি। আদর্শের ক্ষেত্রে মাওলানা মওদূদীর সাথে মুসলিম লীগের সামঞ্জস্য ছিল। তাই এ ক্ষেত্রে আমরা সহযেগিতামূলক আচরণ লক্ষ্য করি। মুসলমান একটা স্বতন্ত্র জাতি এ কথা প্রমাণ করার জন্য মুসলিম লীগ হিমসিম খাচ্ছিল। মাওলানা মওদূদীর লেখনী তাদের এ অসুবিধা দূর করে দিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও মাওলানা মওদূদী মুসলিম লীগে যোগদান করতে পারলেন না। মুসলিম লীগে যোগদান করে বা মুসলিম লীগের মারফত পার্লামেন্টে পাঁচ দশটা আসন লাভ করে বা মন্ত্রীত্ব লাভ করে হুকুমতে ইলাহীয়া কায়েম করা সম্ভব নয়। কারণ মুসলিম লীগের নেতৃত্ব, তাদের আন্দোলন, তাদের কর্মসূচী, দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সহায়ক নয় বলে তিনি অনুভব করলেন। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুমহান উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য মুসলিম জনগণকে নৈতিকভাবে গড়ে তোলার কোন কর্মসূচী মুসলিম লীগের নিকট ছিল না। শুধুমাত্র রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করে পাশ্চাত্যের ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের অনুরূপ একটি মুসলিম জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র কায়েম করা তাদের লক্ষ্য ছিল। খোদায়ী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে ধরনের উন্নত আচরণ, নৈতিক মান এবং আল্লাহর নিকট জবাবদিহির ভয়ভীতি–নেতা ও কর্মীদের হওয়া উচিত তার অভাব মুসলিম লীগ সংগঠনের সর্বস্তরে বিদ্যমান ছিল। নৈতিক আচার–আচরণের কোন বিচার বিশ্লেষণ না করেই মুসলিম লীগ পরস্পর বিরোধী চিন্তাধারার লোককে (সমাজতন্ত্রী, নাস্তিক, অধার্মিক, সেকুলার, জায়গীরদার, জমিদার প্রভৃতি) এক প্লাটফরমে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। হুকুমাতে ইলাহিয়া কায়েম করার জন্য যে আন্দোলন পরিচালিত হবে তার অগ্রভাগে এমন সেনাপতি থাকবেন যার আচার আচরণ ও নৈতিকতার মডেল হবেন সাহাবায়ে কেরাম, যার কথা ও কাজে হুবহু মিল থাকবে এবং যিনি দিনের বেলা সংগ্রাম করবেন এবং রাতের বেলায় আল্লাহর সাহায্য ও করুণা ভিক্ষা করবেন। শুধু মুসলিম লীগ নেতৃত্বেই নয় তৎকালীন ভারতবর্ষের অন্যান্য মুসলিম সংগঠনের নেতাদের মনমানষিকতা ইসলামী নৈতিকতার সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল না। ১৯৩৭ সনে মুসলিম নেতৃত্বের অবস্থা পর্যালোচনা প্রসঙ্গে মাওলানা মওদূদী বলেন, "যারা মুসলমানদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তাদের জীবনে মুহাম্মদ (সঃ)–এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সামান্যতম ছাপও দেখা যায় না। কারও মধ্যে দেখা যায় পুরাপুরি ফিরিঙ্গিপনা, কারও মধ্যে রয়েছে আবার নেহেরু ও গান্ধীর অনুকরণ। কোথাও দেখা যায় আজানু জুব্বা ও পাগড়ীর মধ্যে লেপ্টে আছে কুৎসিত পাপাসক্ত মন ও নোংরা কদর্য চরিত্র। মুখে ওয়াজ–নসীহতের খই

www.pathagar.com

কোটে আর কার্যকলাপে বিরাজ করে জঘন্য বদদারী। বাইরে দীনের প্রদর্শনী থাকলেও ভেতরে রয়েছে খিয়ানত, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রবৃত্তির লালসা এবং স্বার্থের গোলামী।"

নেতৃত্বের জ্ঞানের দৈন্যতা ও ইসলামী রাষ্ট্র

১৯৪০ সালে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্রাচী হলে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী 'ইসলামী হুকুমত কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়' সম্পর্কে এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি উপমহাদেশের মুসলিম নেতৃত্বের অন্তসারশূন্যতা, নীতিহীনতা এবং অদূরদর্শিতার সমালোচনা এভাবে করেন :

"মুসলিম সমাজের নেতৃত্বের গণ্ডী স্থায়ীভাবে দখল করে আছে এমন সব লোক, যাদের সম্মুখে কোন শাশ্বত আদর্শ নেই, সুস্পষ্ট কোন কর্মসূচী নেই, সুনির্দিষ্ট কোন পথ নেই–উজ্জ্বল কোন ভবিষ্যত নেই। যখন যে কাজেই যে জাতীয় বা দলগত কোন স্বার্থলাভের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা কোথাও পরিদৃষ্ট হয়, তখনই তারা সে কাজ করতে অগ্রসর হয়–ন্যায় অন্যায়ের কোনই বিচার করে না। এই হচ্ছে তাদের নৈতিক মেরুদণ্ডের অবস্থা। এর ফলে মুসলমানদের একটি জাতীয় রাষ্ট্র অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে কিন্তু তার উপর ইসলামের কোন বাস্তব প্রভাবই থাকবে না, আল্লাহর ভয় এবং তাঁর বিধান পালন করে চলার কোন ভাবধারাই সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বস্তুত এই নেতৃত্বকে বলতে হয় সুবিধাবাদী ও স্বার্থশিকারী নেতৃত্ব এবং তাদের নেতৃত্বে যে রাষ্ট্র স্থাপিত হবে তা হবে ধর্মহীন জাতীয় রাষ্ট্র।"

কুরআন ও হাদীসের আসমানী আলোর ঝর্ণাধারা থেকে বঞ্চিত আধুনিক মুসলিম সমাজ যাদের হাতে তাদের দেশ ও জাতির নেতৃত্ব ন্যস্ত হয়েছে বা অদূর ভবিষ্যতে হবে তাদের জ্ঞানের দৈন্যতা মাওলানা মওদূদী পর্যালোচনা করেন। যেহেতু খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা দুনিয়ার কোথাও চালু নেই তাই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক মুসলিম সমাজ পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে একটি মুসলিম রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে কল্পনা করে থাকেন। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট ও তার বিরাট সম্ভাবনা অনুধাবন করতে ব্যর্থ এ ধরনের নেতৃত্ব কি করে ইসলামী হুকুমাত কায়েম করার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হতে পারে বা জনগণের ইসলামী হুকুমাতের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে পারে? যাদের আচার–আচরণ ইসলামের বিধি–বিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, যাদের জ্ঞান কুরআন ও হাদীসের উৎস

www.pathagar.com

থেকে উৎসারিত নয় তারা কি করে শিকল পরা বিশ্ব মানবতাকে মুক্ত ও আযাদ করার জন্য ইসলামের আলোকোজ্জ্বল আসমানী আইনের ভিত্তিতে একটা উদার উজ্জ্বল অজাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে? মাওলানা মওদূদী রহমতুল্লাহ আলাইহির মত ইসলামের একজন নিঃস্বার্থ সেবক এবং একজন উঁচুদরের দায়ী ইলাল্লাহ যিনি কুরআন ও হাদীসের আসমানী ঝর্ণায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত তিনি কি করে এ ধরনের লোকের সাথে মিলিত হয়ে এমন এক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংগ্রাম করবেন যার নামকরণ করা হবে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে কিন্তু কার্যত তা হবে পশ্চিমা মডেলের একটি জাতীয়তাবাদী সেকুলার রাষ্ট্র? মাওলানা মওদূদী (র) এ ধরনের নেতৃত্বের সহজাত দুর্বলতার উপর আলোকপাত করে বলেন :

"মুসলিম সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়াও যাহারা সামাজিক ধারণা ও মতবাদ ইউরোপীয় ইতিহাস, ইউরোপীয় রাজনীতি ও সমাজ বিজ্ঞান হইতে গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের মন ও মস্তিষ্কে এই আদর্শবাদের স্থান হইতে পারে না। যে সব স্বাধীন দেশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সে দেশেও যখনই এই ধরনের লোকদের হাতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব আসিয়াছে। 'জাতীয় রাষ্ট্র ব্যতীত রাষ্ট্রের অন্য কোন রূপই তাহারা কল্পনা করিতে পারে নাই। কারণ ইসলামী ভাবধারা এবং আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্রের কোনরূপ ধারণা তাহাদের মনে আদৌ বর্তমান ছিল না।"

"উপমহাদেশের যেসব লোক এই ধরনের শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিয়াছে তাহারাও এই রূপ অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। মুখে ইসলামী হুকুমাতের নাম অনেকেই হয়ত উচ্চারণ করে, কিন্তু ঘুরিয়া ফিরিয়া একই জাতীয় রাষ্ট্রের চিত্র ভিন্ন অন্য কিছুই তাহাদের মানষ চক্ষে ফুটিয়া উঠে না এবং জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ একই ধরনের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার প্রভাবেই তাহারা বারংবার বিভ্রান্ত হইতেছে। তাহারা যে পরিকল্পনাই রচনা করে তাহা জাতীয়তাবাদী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। সমস্ত দিক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া তাহারা কেবল এই কথাই মনে করে যে, মুসলমানের হাতে কোন রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থাকিলে তাহাই ইসলামী রাষ্ট্র হইবে।"

আমূল পরিবর্তন ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হতে পারে না

অনলবর্ষী বক্তা এবং বলিষ্ঠ সাহিত্যিক-সাংবাদিকের বলিষ্ঠ রচনা কোন বিশেষ মতবাদকে জনপ্রিয় করে তুলতে সক্ষম। কিন্তু জনগণের শুধু স্বীকৃতিই

www.pathagar.com

যথেষ্ট নয়। বরং বিশেষ মতবাদ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা অত্যাবশ্যক। শুধু জ্ঞান পর্যন্ত তা সীমাবদ্ধ রাখলেও মতবাদ বা মতাদর্শের সহায়ক কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম হতে পারে না। যদি সে মতাদর্শের দাবী অনুযায়ী মতাদর্শের অনুসারীগণ নিজেদের জীবন ধারা প্রচলিত করতে প্রস্তুত না হয় তাহলে কোন আদর্শবাদী নেতৃত্বও আদর্শের অনুরূপ রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করতে ব্যর্থ হবেন। একজন বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন দায়ী ইলাল্লাহ হিসেবে মাওলানা মওদূদী তার কর্মজীবনের শুরুতেই এ সত্যটি খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। ইসলামের ইতিহাসে সুপণ্ডিত এ মনীষী অতীত ইতিহাসের ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ব্যর্থতা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আদর্শের বীজ সমাজের সর্বস্তরে বপন করা ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করা যায় না। শুধু তাই নয় অতীত ইতিহাসের খাটি ইসলামী চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিগণ শাসন ক্ষমতায় নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব থাকা সত্ত্বেও শাসন ব্যবস্থাকে ইসলামী করণ করতে পারেননি, জনগণকে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা উপহার দিতে পারেননি বরং জনগণের অমনোযোগিতা, অসহযোগিতা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের বিরুধিতা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার ইসলামী নেতৃত্বের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দিয়েছে। সমাজ ও জনমত ইসলামী আদর্শে পুরাপুরি উদ্বুদ্ধ ও গঠিত না করে ইসলামী হুকুমাত কায়েম করার কারণে সাইয়েদ আহমদ শহীদের ইসলামী আন্দোলন যার নৈতিক ভিত্তি হুবহু সাহাবায়ে কেরামের মডেলে নির্মিত হয়েছিল মর্মন্তুদ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। শুধু তাই নয় মাওলানা মওদূদী ঐতিহাসিক দলীল প্রমাণের দ্বারা এ সত্য সুপ্রমাণিত করেছেন যে, সমাজে সৎ লোক থাকা সত্ত্বেও ইসলামী হুকুমাত কায়েম হতে পারে না বা কায়েম থাকতে পারে না। যদি সমাজ সার্বিকভাবে ইসলামী শাসন গ্রহণ করার বা পুরাতন সমাজব্যবস্থা বা প্রচলিত বিধিবিধান ভাঙ্চুর করার জন্য প্রস্তুত না থাকে। 'ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়' শীর্ষক বিষয়ে বক্তৃতা প্রদানকালে মাওলানা মওদূদী সমাজ জীবনের আমূল পরিবর্তন সাধনের আবশ্যকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন ঃ

শুধু হুকুম জারী করে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা যায় না

"রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূল শিকড় সমাজ জীবনের গভীর তলদেশে মজবুত হইয়া গাঁথিয়া থাকে। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজ জীবনের অভ্যন্তরে–উহার

www.pathagar.com

একেবারে মর্মমূলে কোন পরিবর্তন সূচিত না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কৃত্রিম উপায়ে শাসনতন্ত্রে বা শাসনযন্ত্রে কোনরূপ পরিবর্তন সৃষ্ট করা মোটেই সম্ভব নয়।"

"হযরত উমার বিন আবদুল আযীয (র)-এর কথাই ধরা যাক, তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনের একটা বিরাট জামায়াত তাঁহার পশ্চাতে শক্তিশালী পৃষ্ঠপোষক দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি এই ব্যাপারে ব্যর্থ হইয়াছিলেন। কারণ সমষ্টিগতভাবে তদানীন্তন সমাজ মন কোন প্রকার সংশোধন বা পরিবর্তন গ্রহণ করিবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহী ছিল না।'

মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী এ প্রসঙ্গে পাকভারত উপমহাদেশের দুইজন শাসনকর্তা যাদের ব্যক্তিগত তাকওয়া-পরহেজগারী এবং শাসন কর্তৃত্ব পরিচালনার যোগ্যতা অতুলনীয় ছিল এবং আব্বাসীয় খলীফা মামুনুর রশীদ যিনি বলপূর্বক সংস্কার সাধনে ব্যর্থ হয়েছিলেন-এর নাম উল্লেখ করে বলেন, "মুহাম্মদ তোগলক এবং আলমগীরের ন্যায় বিরাট শক্তিশালী বাদশাহের পক্ষে নিজেদের ব্যক্তিগত তাকওয়া পরহেজগারী সত্ত্বেও শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে কিছুটা পরিবর্তনের সূচনা করা সম্ভব হয় নাই। মামুনুর রশীদের মত পরাক্রমশালী শাসনকর্তা শাসন কার্যের পরিবর্তন সাধন করাত দূরের কথা, উহার বাহ্যিক দিকটির অতি সামান্য পরিবর্তন করিতে চাহিয়াও সফল হইতে পারেন নাই। ইহা এমন যুগের কথা যখনকার দিনে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা এবং ব্যক্তি বিশেষের শক্তি আধিপত্য অনেক অসাধ্য সাধন করিতে পারিত।"

ইসলামী ইস্যুর মাধ্যমে জনমত গঠন অপরিহার্য

পার্লামেন্ট পদ্ধতির তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কোন 'মুসলিম' নামক জাতির 'ধর্মহীন জাতীয় রাষ্ট্র' তার নামের পূর্বে ইসলামী রাষ্ট্রের লেবেল আঁটা থাকুক বা নাই থাকুক অথবা ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত এ ধরনের 'ধর্মহীন জাতীয় রাষ্ট্র'কে সত্যিকার ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা এক সুকঠিন কাজ। যেহেতু ভোটারদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা, শিক্ষা-দীক্ষা, মন-মানসিকতার উপর প্রতিনিধি নির্বাচনের বিষয়টি নির্ভরশীল। তাই ইসলামী ইস্যুর মাধ্যমে জনমত গঠন না করে বা ব্যাপক ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণকে কুরআন হাদীসের শিক্ষায় শিক্ষিত না করে নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলামী প্রতিনিধি পার্লামেন্টে প্রেরণ খুবই দুষ্কর।

www.pathagar.com

ইসলামী পদ্ধতিতে জনমত গঠন, জাতীয় ভিত্তিতে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে ইসলামী বিষয়াদির পক্ষে প্রচার প্রপাগাণ্ডার সুব্যবস্থা এবং ধর্ম সম্পর্কিত জনগণের ত্রুটিপূর্ণ, সীমিত সেকুলার ধ্যান-ধারণার আমূল পরিবর্তন সাধন না করলে ইসলামী ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে অজ্ঞ জনগণ সেকুলার রাজনীতিকদের হাতে নিছক পুতুলের মত খেলবে এবং সংকট মুহূর্তে শত্রুদের প্ররোচনায় ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রায় প্রদান করবে। কোন সেকুলার ইস্যুর মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার পক্ষে কোনরূপ জনমত গঠন করা মোটেই সম্ভব নয়। যদি কোন বিশেষ কারণে সেকুলার ইস্যুর মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের দাবীদারদের পক্ষে আংশিক জনমত গঠিত হয়েও যায় তাহলে তা মোটেই স্থায়িত্ব লাভ করবে না বা তার দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু করা যাবে না। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা স্থাপন করার যে প্রাথমিক যিম্মাদারী ঘাটি ও মজবুত ঈমানের অধিকারী মুসলমানের উপর ন্যস্ত করা যায় তা কোনভাবেই 'নামকাওয়াস্তে' মুসলমানের উপর অর্পণ করা যায় না। যদি কেহ কখনও ইতিহাসের শিক্ষার বিপরীত ইসলামী রাষ্ট্রের সুমহান প্রাসাদের যিম্মাদারী 'নামকাওয়াস্তে' মুসলমানের কাঁধের উপর ন্যস্ত করে তাহলে 'নামকাওয়াস্তে মুসলমান, তার ভার মোটেই বহন করতে পারবে না, বরং বোঝার চাপে তারা নুয়ে পড়বে এবং তার সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের বিল্ডিংটিও ধ্বসে পড়বে।

মাওলানা আবুল আলা মওদূদী (র) ধর্মহীন জাতীয় রাষ্ট্রের দুর্বলতার পর্যালোচনা করে বলেন ঃ

"আমি বুঝিতে পারি না একবার একটি 'ধর্মহীন জাতীয় রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেলে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতে তাহার পরিবর্তন করিয়া ইসলামী আদর্শে ঢালিয়া গঠন করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? গণতান্ত্রিক নিয়ম অনুসারে দেশের ভোটদাতাদের মনোনীত ও নির্বাচিত লোকদের হাতেই অর্পিত হয় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব, কিন্তু ভোটদাতাদের মধ্যে যদি ইসলামী মতবাদ ইসলামী স্বভাবচরিত্র ও দৃষ্টিভংগী এবং ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রত না হয়, তাহারা যদি ইসলামী রাষ্ট্রের নিরপেক্ষ বিচার ইনসাফ ও বুনিয়াদী নিয়মকানুন অনুযায়ী জীবন যাপন করিতে পূর্ব হইতে অভ্যস্ত না হয়, তাহা হইলে তাহাদের ভোটে কখনই প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তি নির্বাচিত হইয়া পার্লামেন্টে সদস্য হইতে পারিবে না। ফলে রাষ্ট্রশক্তি এমন সব লোকের কুক্ষিগত হইয়া পড়িবে যাহারা আদমশুমারীর রেজিস্টার বহিতে মুসলমান বলিয়া গণ্য হইলেও মতবাদ, চিন্তাধারা, আদর্শ ও কর্মপন্থার দিক দিয়া ইসলামের নামগন্ধও তাহাদের মধ্যে পাওয়া যায় না।"

www.pathagar.com

ভোটারদের ইসলামীকরণ না করার পরিণতি

ইসলামী ভাবধারায় জনমত গঠন এবং দীন সম্পর্কিত জনগণের ত্রুটিপূর্ণ এবং সীমিত ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন না করে নির্বাচন অনুষ্ঠান করার কারণে রাষ্ট্রক্ষমতা সেকুলার লোকদের হাতে চলে গেলে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব সাধারণত হয়ে থাকে তার দিকে ইঙ্গিত করে সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (র) বলেন, "এই ধরনের লোকদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা ন্যস্ত হওয়ার ফলে পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রলাভ করিয়াও আমরা ঠিক সেই অবস্থায়ই জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইব যে অবস্থায় ছিলাম স্বাধীনতালাভের পূর্বে একটি অমুসলিম রাষ্ট্রের অধীন, বরং তদপেক্ষাও নিকৃষ্ট ও মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে। কারণ, যে জাতীয় রাষ্ট্রের উপর ইসলামী হুকুমাতের লেবেল লাগান থাকিবে তাহা ইসলামী বিপ্লবের পথ রোধ করিবার ব্যাপারে অমুসলিম রাষ্ট্র অপেক্ষাও অধিকতর সাহসী ও নির্ভীক হইবে।"

মাওলানা মওদূদী আরও একটু অগ্রসর হয়ে এ ধরনের দুঃসাহসী শাসকদের নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্র সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী করেন ঃ

"এমন কি একটি অমুসলিম রাষ্ট্র যে সব অপরাধের দরুন কারাদণ্ড দিবে 'মুসলিম জাতীয় রাষ্ট্র' সেই সব ক্ষেত্রেই প্রাণদণ্ড ও নির্বাসন দণ্ড দান করিবে আর ইহা সত্ত্বেও মুসলিম জাতীয় রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ তাহাদের জীবদ্দশায় 'গাজী' ও 'বীর মুজাহিদ' এবং মৃত্যুর পর 'মহিমান্বিত' বলিয়া অভিহিত হইবে। অতএব মুসলিম জাতীয় রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার সাহায্যকারী হইতে পারে বলিয়া ধারণা করা একেবারেই ভুল।"

ব্যক্তি মানুষ সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শরীরের অঙ্গ সঠিক না থাকলে শরীর সবল ও সঠিক থাকে না। সমাজের ক্ষেত্রেও একই ধরনের নিয়ম প্রযোজ্য। সমাজের অঙ্গ সদস্য যদি দুর্বল হয় তাহলে সমাজ দুর্বল হবে, সমাজের সদস্য ব্যক্তি মানুষ দুর্বল হলে সমাজও দুর্বল হবে। যেরূপ ব্যক্তির বলিষ্ঠতা, নৈতিকতা, আচার-আচরণ, সত্যবাদিতা প্রভৃতি মহৎ গুণাবলী সমাজে প্রতিফলিত হয় ঠিক সেরূপ ব্যক্তি মানুষের দুর্বলতা, নীতিহীনতা, মন্দ আচার-আচরণ মিথ্যাবাদিতা সমাজের সাস্থ্য মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করে। ব্যক্তি মানুষের নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার উন্নয়নের উপর সমাজ ও রাষ্ট্রের যথাযথ উন্নয়ন ও বিকাশ পুরাপুরি নির্ভর করে। যে সমাজের মানুষের মধ্যে চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাব রয়েছে, লোভ লালসা ও স্বার্থপরতার মারাত্মক ব্যধিতে ব্যক্তি মানুষ আক্রান্ত, যে সমাজের মানুষ হরদম ধোকা প্রতারণায়

www.pathagar.com

লিপ্ত সে সমাজ ও রাষ্ট্র বিশ্ব সভায় কখনও শির উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। সমাজের মানুষ যে ধরনের হয় তার রাজনীতিবিদগণও সমাজের মানুষের চরিত্র থেকে ভিন্ন চরিত্রের অধিকারী হয় না। এ ধরনের রাজনীতিকগণই জনগণকে ভুলপথে পরিচালিত করে, নিজেদের স্বার্থ হাসিল করার জন্য জনগণের রাজনৈতিক শক্তির অপব্যবহার করে। সমাজ মানুষের নীতিহীনতার এক বাস্তব চিত্র মাওলানা মওদূদী এভাবে অংকন করেছেনঃ

নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা

"বর্তমানে মুসলমানদের নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা বড়ই মর্মান্তিক। ভাল মন্দ সকল প্রকার লোকই তাহাদের সমাজে বর্তমান। চরিত্রের দিক দিয়ে যত প্রকার মানুষ দুনিয়ায় অমুসলিম জাতিগুলোর মধ্যে পাওয়া যায়, ঠিক তত প্রকারের মানুষ এই মুসলিম নামধারী জাতির মধ্যেও বর্তমান। আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যাপারে অমুসলমান যত খানি সক্ষম ও নির্ভীক, মুসলমানগণও সে অপেক্ষা কোন অংশেই কম নয়। সুদ, ঘুষ, চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, মিথ্যা বলা, ধোঁকা ও প্রতারণা এবং অন্যান্য সমস্ত প্রকার অপরাধ অমুসলিমগণ যে হারে করে, মুসলমানগণ সে অপেক্ষা কিছুমাত্র কম করে না। বিশেষ স্বার্থ লাভ, এবং অর্থ উপার্জনের জন্য কাফেরগণ যে সব কৌশল অবলম্বন করে মুসলমানগণও তাহা করিতে কুণ্ঠিত হয় না।"

"মুসলিম আইন ব্যবসায়ী জানিয়া বুঝিয়াই প্রকৃত সত্যের বিরুদ্ধে ওকালতী করে। সেই মুহূর্তে একজন মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহকে যতখানি ভুলিয়া যায় একজন মুসলিম আইন ব্যবসায়ীও ঠিক ততখানিই ভুলিয়া যায়। একজন মুসলিম ধনশালী ব্যক্তি ঐশ্বর্য লাভ করিয়া কিংবা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দখল করিয়া সেই সব কার্যকলাপই করিয়া থাকে, যাহা করে একজন অমুসলিম ব্যক্তি।"

"যে জাতির নৈতিক অবস্থা এত হীন ও এত অধঃপতিত, তাহার সেই নানা মতের ও নানা প্রকৃতির বিরাট জনতার ভীড় জমাইয়া একটি বাহিনী গঠন করিয়া দিলে কিংবা রাজনৈতিক শিক্ষা-দীক্ষার সাহায্যে তাহাদেরকে শৃগালের ন্যায় চতুর করিয়া তুলিতে অথবা যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তাহাদের মধ্যে বাঘের হিংস্রতা জাগাইয়া তুলিলে অরণ্য জগতে প্রভূত্ব লাভ করা হয়ত বা সহজ হইতে পারে কিন্তু তাহার সাহায্যে মহান আল্লাহ তায়ালার দীন ইসলামের কোন প্রচার হওয়া বা ইসলামী হুকুমাত কায়েম হওয়া মোটেই সম্ভব নয়।"

www.pathagar.com

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী উপমহাদেশের মুসলিম নেতৃত্বের ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্রের অভাব, তাদের ইউরোপীয় পদ্ধতির সেকুলার জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা, তাদের সংগঠনের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা, অতি তাড়াতাড়ি লক্ষ্য অর্জনের প্রবণতা, শুধু রাজনৈতিক লক্ষ্য হাসিলের জন্য জনসাধারণকে ব্যবহার করার কর্মসূচী, জনসাধারণ ও সমাজের সার্বিক বা আংশিক সংস্কার সাধনে প্রবল অনীহা এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের নৈতিক অবস্থা লক্ষ্য করে মুসলিম লীগে যোগদান করা থেকে বিরত থাকেন। একজন দায়ী ইলাল্লাহের দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম লীগে যোগদান করাকে তিনি চূড়ান্তভাবে ক্ষতিকর মনে করেছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এক দশক পূর্বে যার বলিষ্ঠ লেখনী সারা ভারতের মনে আদর্শের আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছিল এবং মুসলমানগণ একটি আদর্শবাদী জাতি এ ধারণা জনমনে সৃষ্টি করেছিল সেই মনীষী মুসলিম লীগের সাথে কাজ করার কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পাননি। যদিও তিনি জানতেন। তিনি যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন সে ক্ষেত্র মুসলিম লীগ ব্যবহার করে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিবর্তে একটি জাতীয়তাবাদী মুসলিম রাষ্ট্র কায়েম করবে এবং জনগণকে এ ধারণা প্রদান করবে যে, তারা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছে, মন্ত্রী-মিনিষ্টার রাষ্ট্রপ্রধান প্রভৃতি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে জাতির কল্যাণের পরিবর্তে নিজেদের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবে তথাপি তিনি তাদের সাথে মিলিত হয়ে পার্থিব স্বার্থ হাসিল করার বা বাহবা কুড়ানোর চিন্তা এক দিনের জন্যও করেননি।

জোড়াতালি দিয়ে কার্য সিদ্ধি চাই না

নিখিল ভারত মুসলিম লীগের নির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে মুসলিম লীগে যোগদান করার জন্য তার উপর চাপ সৃষ্টি করা হলে তিনি ১৯৪৪ ইংরেজী সালের জুলাই থেকে অক্টোবর মাসে যে সব নিবন্ধাদি লিখেন তাতে তিনি স্পষ্ট করে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দকে জানিয়ে দেন ঃ

"আপনারা কখনও ধারণা করবেন না যে, আমি কোন মৌলিক মত পার্থক্যের দরুন এ কাজে অংশ নিতে চাই না। আসলে আমার সমস্যা দাঁড়িয়েছে এই যে, আমি বুঝতেই পারছি না যে, যদি অংশগ্রহণ করি তবে কিভাবে করব। অধিকন্তু চেষ্টা তদবীর আমার মনমানসকে মোটেই আকৃষ্ট করে না। জোড়াতালি দিয়ে কার্যসিদ্ধিতেও আমার কখনই আগ্রহ ছিল না। আপনাদের লক্ষ্য যদি হত প্রচলিত গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে ভেংগে নতুন সমাজ ব্যবস্থার সঠিক পুনর্নির্মাণ তাহলে আমি তাতে সর্বান্তকরণে যে

www.pathagar.com

কোন খেদমত আঞ্জাম দিতে প্রস্তুত ছিলাম। সেটা যখন হচ্ছে না তখন আমার জন্য এটাই সমীচীন যে, এ পর্যায়ে সক্রিয়ভাবে কোন কাজ না করে একজন শিক্ষার্থীর মত পর্যবেক্ষণ করতে থাকি যে, চিন্তাশীল লোকেরা এই আংশিক সংস্কার ও পুনর্গঠনের কি কি পন্থা উদ্ভাবন করেন আর কর্মকুশলীরা তা বাস্তবায়িত করে কি ফল উৎপন্ন করেন। যদি বাস্তবিক পক্ষে তারা এই পদ্ধতি অবলম্বন করে কোন উত্তম ফল উৎপন্ন করে দেখিয়ে দিতে পারেন তবে সেটা আমার জন্য হবে এক নতুন আবিষ্কার। সে ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, আমি তা দেখে সার্বিক সংস্কারের ধারণা পরিত্যাগ করে আংশিক সংস্কারের ধারণাটাই মেনে নেব।"

নিখিল ভারত নির্বাহী কমিটির উদ্দেশ্যে লিখিত নিবন্ধে মাওলানা মওদূদী একজন দায়ী ইলাল্লাহ হিসেবে তাঁর নিজের কাজকে পরিপূর্ণ সংস্কারের কাজ আখ্যায়িত করেছেন এবং তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে সঠিক পুননির্মাণে তিনি বিশ্বাসী। যেহেতু পরিপূর্ণ সংস্কারের কার্যসূচী ছাড়া প্রতিষ্ঠিত সমাজকে ইসলামীকরণ করা যাবে না তাই তিনি অসম্পূর্ণ কার্যসূচী বাস্তবায়ন করার জন্য মুসলিম লীগে যোগদান করতে পারেন না। কিন্তু একজন আল্লাহর পথে আহবানকারীর মনোভাব এবং দৃষ্টিভংগী কখনও নেতিবাচক হয় না। তাই তিনি মুসলিম লীগে যোগদান না করেও মুসলিমলীগকে চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন। ইউপি মুসলিম লীগ ইসলামী শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন করার জন্য যখন তার সাহায্য চাইল তখন তিনি সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গেলেন এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের সাথে মিলে ইসলামী শাসনতন্ত্রের প্রাথমিক রূপ রেখার খসড়া তৈয়ার করেন। মাওলানা ইসহাক সান্দালভীর (দারুল মুসান্নিফিন, আজমগড়, ভারত) সম্প্রতি প্রকাশিত 'ইসলাম কা সিয়াসী নিজাম' গ্রন্থের ভূমিকায় মাওলানা আবদুল মজিদ দরিয়াবাদী লিখেছেন ঃ

সম্ভবত ১৯৪০ সালে বা তার কিছু পূর্বে যখন ভারতে মুসলিম লীগ জনপ্রিয়তা ও সুখ্যাতির শীর্ষে তখন লীগ নেতৃত্ব ভাবলেন যে, যে ইসলামী রাষ্ট্র (পাকিস্তান) প্রতিষ্ঠার দাবী এত জোরদারভাবে তোলা হচ্ছে তার সংবিধান তথা মৌলিক আইনও নির্ভেজাল ইসলামী চরিত্রের হওয়া দরকার। এ উদ্দেশ্যে ইউপির প্রাদেশিক মুসলিম লীগ তার ধারণা অনুসারে শরিয়াতের বিশেষজ্ঞ কতিপয় সদস্য নিয়ে একটা ক্ষুদ্র কমিটি গঠন করে। এ কমিটিকে এ ধরনের একটি সংবিধান তৈরী করে লীগ নেতৃত্বের কাছে জমা দিতে বলা

www.pathagar.com

হয়। এই ইসলামী সংবিধান কমিটির চারজন সদস্যের নাম ত আমার বেশ মনে পড়ে ঃ

(১) মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী, (২) মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, (৩) মাওলানা আজাদ সুবহানী (৪) আবদুল মজিদ দরিয়াবাদী।

মুসলিম লীগের বিপদের বন্ধু

শুধু তাই নয় কোন কোন মহল যখন দ্বিজাতিতত্ত্বকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য মুসলমানদের পাকিস্তান প্রস্তাবকে ইহুদীদের জাতীয় আবাস ভূমির সাথে তুলনা করল তখন তিনি এগিয়ে এলেন মুসলিম লীগ এবং মুসলমানদেরকে এ নাহক হামলা থেকে রক্ষা করার জন্য। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন, "আমার মতে পাকিস্তান দাবীর সাথে ইহুদীদের জাতীয় আবাস ভূমির তুলনা প্রযোজ্য নয়। ফিলিস্তিন মূলতঃ ইহুদীদের জাতীয় আবাস ভূমি নয়। তারা সেখান থেকে চলে যাওয়ার পর দুই হাজার বছর অতীত হয়ে গেছে। ফিলিস্তিনকে যে অর্থে ইহুদীদের আবাসভূমি বলা যেতে পারে সে অর্থে জার্মানীর আর্য বংশোদ্ভূত লোকেরা মধ্য এশিয়াকে নিজেদের জাতীয় আবাস ভূমি বলতে পারে। ইহুদীদের আসল অবস্থা এটা নয় যে, একটি দেশ সত্যি তাদের জাতীয় আবাস ভূমি এবং সেটার স্বীকৃতি তারা নিতে চায়।...... তারা দাবী করছে যে, আমাদেরকে দুনিয়ার বিভিন্ন কন্দর থেকে উঠিয়ে এনে সে দেশটিকে বসবাস করতে দেয়া হোক এবং শক্তিবলে সেটাকে আমাদের জাতীয় আবাসভূমি বানিয়ে দেয়া হোক। পক্ষান্তরে পাকিস্তান দাবীর ভিত্তি হচ্ছে এই যে, যে অঞ্চলে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেটা কার্যতই মুসলমানদের আবাসভূমি। .....সেখানে স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠার অধিকার লাভ হওয়া উচিত।"

শুধু তাই নয় সীমান্তে গণভোট গ্রহণ করার সময় মাওলানা মওদূদী ঘোষণা করলেন ঃ "আমি নিজে যদি সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসী হতাম তবে এই গণভোটে আমার রায় পাকিস্তানের পক্ষেই পড়ত। যেসব অঞ্চলে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেসব অঞ্চলকে অবশ্যই মুসলিম জাতীয়তার অংশে শামিল হওয়া উচিত।" (অর্ধ সাপ্তাহিক কাওসার, ৫ জুলাই ১৯৪৭ ইংরেজী।)

www.pathagar.com

মুসলিম লীগের বিশ্বাসঘাতকতার শিকার

একজন দায়ী ইলাল্লাহ সর্বাবস্থায় হক ও ইনসাফের সমর্থনকারী। বিশ্ব মানবতার তিনি অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁর কর্মধারা মানুষকে সর্বাবস্থায় উপকৃত করে। তিনি তাঁর কথা ও কাজের দ্বারা যালিম এবং মযলুম উভয়কে সাহায্য করেন। যালিমের যুলুমের প্রতিবাদ তিনি করেন। তাতে যালিমের কর্মের পরিধি সংকোচিত হয় এবং যুলুমের কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে ব্যর্থ হয়। মাওলানা মওদূদীর লেখনী তাঁর কর্মসূচী মযলুম মুসলমানদেরকে একটি যালিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের যুলুম থেকে রক্ষা করেছে। কিন্তু আল্লাহর পথে এই আহবানকারীর সাথে তার জাতি সেই ঘৃণ্য আচরণ করেছে যে আচরণ কায়েমী স্বার্থবাদীমহল এবং রাষ্ট্র ও সমাজ নেতাগণ যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং তাদের খাটি অনুসারীদের সাথে করে থাকে। আমরা ইতিপূর্বে যা আলোচনা করেছি এবং স্বয়ং মুসলিম লীগ নেতাদের স্বীকৃতির যে উদ্ধৃতি আমরা দিয়েছি তা থেকে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, মাওলানা মওদূদীর বলিষ্ঠ লেখনী একটি আদর্শিক রাষ্ট্রের জন্য যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন তার উপরই পাকিস্তানের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু এ মনীষীর সাথে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ সেই আচরণ করল যে আচরণ একটি ধর্মহীন সেকুলার জাতীয় রাষ্ট্র ইসলামের সেবকদের সাথে করে থাকে। যদিও মুসলিম লীগ জনগণের নিকট ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল এবং যুগ যুগের নির্যাতন ও পরাধীনতার পর মুসলমানগণ খোলাফায়ে রাশেদার মডেলে একটি আদর্শিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখছিল কিন্তু মুসলিম লীগ নিজেদের ওয়াদা বেমালুম ভংগ করল, আদর্শের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল, জনগণের স্বপ্ন ধুলিস্যাত করে দিল এবং পাকিস্তান যাতে কোনভাবেই কোন দিন ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত না হতে পারে তার জন্য যাবতীয় কুটিল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। তাদের এ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের প্রথম এবং প্রধান শিকার হলেন সেই মনীষী যিনি দুই যুগের বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে জনগণের মনে আদর্শের আগুন জ্বালিয়েছিলেন এবং হিন্দু কংগ্রেসকে ধরাশায়ী করেছিলেন। এ ধরনের ধর্মহীন সেকুলার রাষ্ট্র নেতাদের সম্পর্কে স্বয়ং মাওলানা মওদূদী চল্লিশ দশকের শুরুতে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা তারা তাঁর উপর কার্যকরী করতে দ্বিধাবোধ করল না। তারা অত্যন্ত ন্যক্কারজনকভাবে তাঁকে জেলের মধ্যে বন্ধী করে রাখল, তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করল, তাঁর সাহিত্য যাতে সরকারী কর্মচারী এবং মিলিটারীদের হাতে পৌছতে না পারে তার ব্যবস্থা করল, তাঁর বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে ফাঁসির আদেশ জারি করল, জনগণের মনে তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে

www.pathagar.com

ভুল ধারণা ও সন্দেহ সৃষ্টি করার জন্য ভাড়াটে মোল্লা মওলবীদেরকে লেলিয়ে দিল এবং তারা সে সব কথা পত্র-পত্রিকায় ছড়াতে লাগল যেসব কথাবার্তা একদিন কংগ্রেস ও নেহরুর ইঙ্গিতে মুসলিম নামধারী ব্যক্তিগণ দ্বিজাতিতত্ত্বের আদর্শিক জনক মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে প্রচার করত। মাওলানা মওদূদী তথা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরোধিতার ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ব্যক্তিগত পর্যায়ে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে এমন মিথ্যা ও ধোকার আশ্রয় নিল যা কখনও একজন অমুসলিম নেতা করতে পারত কিনা তাতে সন্দেহ রয়েছে। জনাব লিয়াকত আলী খান যাকে পাকিস্তানের মুসলমানগণ কায়দে মিল্লাত বলে সম্মান করত এবং মুসলিম লীগের ক্ষমতার লড়াইতে নিহত হওয়ার পর যাকে পাকিস্তানের জনগণ শহীদে মিল্লাত উপাধি প্রদান করেছিল সেই মরহুম লিয়াকত আলী খান পাকিস্তানের পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে কিভাবে মিথ্যা কথা বলতেন তার এক চিত্র পাকিস্তান শরিয়ত কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মালিক গোলাম আলী তার প্রখ্যাত নিবন্ধ 'ইসলামীয়া কলেজ থেকে জিলদার পার্ক'-এ প্রদান করেছেন। ইসলামী রাষ্ট্রে কখনও একজন অমুসলমান রাষ্ট্র প্রধান হতে পারে না। এ কথা মাওলানা মওদূদীও তার বিভিন্ন নিবন্ধ ও পুস্তকে উল্লেখ করেছেন। পাকিস্তান পার্লামেন্টের একজন অমুসলিম সদস্য এ ধরনের একটি পুস্তকের উল্লেখ করে বল্লেন যে, আপনারাত ইসলামী রাষ্ট্রের কথা বলেন অথচ মাওলানা মওদূদী লিখেছেন যে, একজন অমুসলমান ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হতে পারবে না। লিয়াকত আলী খান তার প্রতিবাদ করে বল্লেন, Do you know where the author is ? He is the Jail and will remain there. অর্থাৎ তিনি তার এ উক্তির দ্বারা হিন্দু সদস্যকে সান্ত্বনা দিলেন যে, তার চিন্তা করার কোন কারণ নেই। সরকার এ ধরনের লেখককে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন এবং কারাগারই তার উপযুক্ত স্থান। তারপর তিনি আরও একটু অগ্রসর হয়ে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে একটা মিথ্যা কথার দ্বারা অন্য একটা মিথ্যা কথা প্রমাণ করতে চাইলেন। যেহেতু মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী ইংরেজী জানতেন না তাই তিনি তার নামে একটা মিথ্যা চালিয়ে দিলেন। তিনি বল্লেন : Maulana Shabbir Ahmed Usmani is here. you can Ask him. A non-Muslim can be the Head of an Islamic state. যখন পরবর্তী পর্যায়ে মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানীর দৃষ্টি এ ব্যাপারে আকৃষ্ট করা হল তখন তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে তার প্রতিবাদ করে বল্লেন, কোন অমুসলিম ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান হতে পারে না।

www.pathagar.com

মুসলিম লীগের সম্মানিত উঁচু দরের এ নেতা স্বয়ং পার্লামেন্টে যে নীতিহীন গর্হিত আচরণ প্রদর্শন করলেন, সে আচরণ ইসলামী রাষ্ট্রের একজন নগণ্য খাদেমও করতে ইতস্তত বোধ করত। এ ধরনের নৈতিকতা বিবর্জিত নেতৃত্বের সাথে মিলিত হয়ে একজন দায়ী ইলাল্লাহ কি করে কাজ করতে পারেন? যিনি রসূলুল্লাহর 'উসওয়ায়ে হাসানার' একনিষ্ঠ অনুসারী। তিনি কি করে সেক্যুলার নেতাদের সেক্যুলার প্রোগ্রাম বাস্তবায়িত করে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করবেন? একজন দায়ী ইলাল্লাহ হিসেবে মাওলানা মওদূদী এ সত্যটি তাঁর কাজের প্রারম্ভেই উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বলেন, "একটি গাছ ভূগর্ভ ভেদ করিয়া উদ্ভূত হওয়ার সময় হইতে পূর্ণাঙ্গ বৃক্ষে পরিণত লাভ করা পর্যন্ত যদি কমলা লেবুর গাছ থাকে, তাহা হইলে হঠাৎ ফল ধারণের সময়ে তাহা আম ফলাইতে পারে না। অনুরূপভাবে ইসলামী রাষ্ট্রও কোন অলৌকিক ঘটনায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।" যদি মুসলিম লীগ নেতৃত্ব মাওলানা মওদূদীর ইসলামী বিপ্লবের আহবানে সাড়া দিত কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিজেদের জীবন ধারা সংশোধন করে নিত, জনগণের আচার-আচরণ ইসলামী বিধান মোতাবেক পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করত এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার উপযোগী কর্মসূচী জনগণের সামনে পেশ করত তাহলে পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে আত্ম-প্রকাশ করত এবং আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ধারা ভিন্নখাতে প্রবাহিত হত। ইতিহাসের এক বিশেষ ক্রান্তিলগ্নে মাওলানা মওদূদীর আদর্শ উদ্দীপক রচনাবলী মুসলিম জনসাধারণের মনে যে আদর্শের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল তাকে ব্যাপক সাংগঠনিক তৎপরতার মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশিত পথে সমাজ ও রাষ্ট্র পুনর্নির্মাণের কাজে ব্যবহার করলে সুনিশ্চিতভাবে একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হত। খোলাফায়ে রাশেদার অন্তর্ধানের পর খলীফা নামধারী মুসলিম রাজা বাদশাহদের নির্যাতনমূলক সেক্যুলার রাজনীতির কারণে মুসলিম জাতি ইসলামের যে মূল শিক্ষাটি বেমালুম ভুলে গিয়েছিল মাওলানা মওদূদীর রচনাবলী গোটা জাতির সামনে তা তুলে ধরল। মাওলানা মওদূদীর ইসলামী সাহিত্যের দর্পনে গোটা মুসলিম জাতি নিজেদের অধঃপতন ও ব্যর্থতার আসল কারণ উপলব্ধি করতে পারল। তার দীনী ও রাজনৈতিক সাহিত্য পাঠ করে সাধারণ মানুষও উপলব্ধি করতে পারল যে, খেলাফতে ইলাহিয়া কায়েম না হওয়া পর্যন্ত ইসলামী জীবন বিধানকে বাতিল মতবাদের উপর বিজয়ী করা যাবে না। দায়ী ইলাল্লাহ হিসেবে মাওলানা মওদূদীর এটা এক অতুলনীয় কৃতিত্ব যে, সাধারণ মুসলমানও উপলব্ধি করতে সক্ষম হল যে, ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইসলামী রাজনৈতিক শক্তির

www.pathagar.com

বিকাশ সাধন অপরিহার্য। এ মনীষীর সাহিত্য সাধারণ মুসলমানের নিকট দিবালোকের মত স্পষ্ট করে দিল যে, আল্লাহর দীন মসজিদ মাদ্রাসার চার দেয়ালের ভিতরে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকার জন্য আসেনি বরং রাজনৈতিক শক্তির সঠিক বিকাশের মাধ্যমে মসজিদের চার দেয়ালের বাইরের প্রশস্ত পৃথিবী হাট বাজার স্কুল কলেজ কোর্ট কাচারী থেকে শুরু করে পার্লামেন্ট পর্যন্ত আল্লাহর আইনের অধীন করে দিতে হবে। এবং এভাবেই রসূল (সঃ) আগমনের উদ্দেশ্য هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق বাস্তবায়িত হবে। বস্তুত মাওলানা মওদূদী রাজনীতিকে পুনরায় ইবাদতের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে নবী করীম (সঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের যুগে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন, খেলাফতের অবসানের পর দীনের এ সুমহান দায়িত্ব মাওলানা মওদূদী (র)–এর পর্যায়ে অন্য কোন মনীষী পালন করতে পারেননি। রাজতন্ত্রের বিভ্রান্তিকর প্রচারণা এবং সূফীবাদের বৈরাগ্যবাদী চিন্তাধারা মুসলমান জাতির ইসলামী ধ্যান–ধারণা, আচরণ দৃষ্টিভংগী প্রভৃতি এমনভাবে পাল্টিয়ে দিয়েছিল যে, তারা ইসলামী ফেকাহের কতিপয় মাসয়ালা মাসায়েলের সমষ্টিকে ইসলাম মনে করতেন বা ইসলামের পাঁচটি ভিত্তিকে গোটা ইসলাম মনে করতেন বা কোন খানকাহে বসে যিকির আযকার করাকে দীন ইসলাম জ্ঞান করতেন। মসজিদ ও খানকার বাইরের দুনিয়াটা যে পুরাপুরি তাগুতের অধীন এবং এ তাগুতের শির চূর্ণবিচূর্ণ করে তাগুতের শিকল পরা মানুষকে মুক্ত করার জন্য যে, যুগে যুগে আল্লাহ সুবহানাহু আম্বিয়ায়ে কেরাম পাঠিয়েছেন এ কথা দীনের তথাকথিত সেবকগণ ভুলে গিয়েছিলেন।

মওদূদী আলেমদেরকে বিপদে ফেলেছেন

পাকিস্তানের অন্যতম দীনী মাদ্রাসা জামেয়া আরবীয়া গুজরান ওয়ালার শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মঈনুদ্দীন সমকালীন আলেমে দীনের চিত্র এভাবে অংকন করেছেন :

"মাওলানা মওদূদী (র) ইসলামকে একটি জীবন বিধান হিসেবে পেশ করেন এবং প্রমাণ করেন যে, ইসলাম প্রত্যেক যুগের সকল সমস্যার সমাধান পেশ করে। আমাদের যুগের আলেমদের এ সম্পর্কে কোন ধ্যান–ধারণাই ছিল না। আধুনিক যুগ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক, আইন সম্পর্কিত এবং চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে যে সব সমস্যার সৃষ্টি করে রেখেছেন তার সমাধান কি তা তারা জানতেন না। তাদের জ্ঞান বুদ্ধি ও কর্মকুশলতা সীমাবদ্ধ ছিল শুধু এই সব বিষয়ে যা গতানুগতিকভাবে চলে আসছিল। যেমন

www.pathagar.com

রাফে' ইয়াদাইন, আমীন বিল জিহর, অযূ, গোসল প্রভৃতি। এখন তারা যখন দেখলেন যে, মাওলানা মওদূদীর সাহিত্যের প্রভাবে সাধারণ শিক্ষিত লোক উক্ত সমস্যাগুলোর সমাধান এ সব আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করে তখন তাদের নিকট দুটা পথ খোলা ছিল। হয় তারা বলতেন যে, এসব সমস্যার সমাধান তারা জানেন না না হয় তারা নৈতিক সাহসিকতার সাথে বলতেন যে, এসব সমস্যার সমাধান তাদের জানা নেই কিন্তু এ সবের সমাধান মাওলানা মওদূদীর জানা রয়েছে। তারা এদুটা পথের কোনটা অবলম্বন না করে তৃতীয় পথ অবলম্বন করেন। তারা তাদের মনের ঝাল ঝাড়বার জন্য মাওলানা মওদূদীর প্রতি গালিবর্ষণ, ফতোয়াবাজি, অমূলক অভিযোগ উত্থাপন প্রভৃতি হীনতম আচরণ শুরু করেন। কারণ তারা মনে করতেন যে, এই একমাত্র ব্যক্তি যে তাদেরকে এক নতুন বিপদে ফেলেছে।"

আধুনিক শিক্ষিত মুসলিম নামধারী পণ্ডিত ব্যক্তিগণ মাওলানা মওদূদী মুহতারামের ইসলামী চিন্তাধারার পুনর্জাগরণ এবং পূর্ণবিন্যাসের প্রচেষ্টাকে 'A cry in the wilderness'–অরণ্যে রোদন জ্ঞান করতেন বা বলতেন He is fighting for a lost cause–একটি পরাজিত বিষয়ের জন্য সংগ্রাম করছেন। বস্তুত তারা পাশ্চাত্যের তথাকথিত সেকুলার দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতেন। পাশ্চাত্যের সেকুলার মতবাদ, সমাজতন্ত্র, কমিউনিজম, ডারউইনের বিবর্তনবাদ, পশ্চিমা মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদ প্রভৃতির তাগুতী সয়লাব প্রতিরোধ করার যোগ্যতা দীনী মহল হারিয়ে ফেলেছিল।

যা আলেমদের সাধ্যের অতীত ছিল

পাকিস্তানের প্রখ্যাত আলেমে দীন, বহুগ্রন্থ প্রণেতা এবং শিয়ালকোর্টের দারুল উলূমের প্রিন্সিপাল মাওলানা মুহাম্মাদ আলী কান্দুলবী 'ইমাম ইবনে তাইমিয়ার পর' শীর্ষক প্রবন্ধে মাওলানা মওদূদীর দীনী অবদানের আলোচনা প্রসঙ্গে সমকালীন ওলামায়ে কেরামের এ সম্পর্কিত অক্ষমতার উপর এভাবে আলোকপাত করেছেন :

"মাওলানা মওদূদী যে কাজ করে গেলেন তা সাধারণ আলেমদের সাধ্যের অতীত। কাদিয়ানী মতবাদ, পারভেজী মতবাদ (হাদীসকে অস্বীকার করার এক সূক্ষ্ম ও গভীর ষড়যন্ত্র), পাশ্চাত্য সভ্যতা ও স্বৈরাচারের প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তিনি যে স্টাইল ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন আলেম শ্রেণী তাতে পুরাপুরি

www.pathagar.com

অক্ষম ও অপরাগ ছিলেন। তাই এসব বাতিল মতবাদের ধারকবাহকগণ মৌলভীদের জন্য অতটা ভীত-শংকিত ছিল না যতটা ভীতশংকিত ছিল মাওলানা মওদূদীর জন্য। মাওলানা মওদূদীর বিরাট অবদান যে, তিনি আধুনিক দর্শনের মাধ্যমে ভ্রান্ত মতবাদের মুকাবিলা করেছেন এবং এ ব্যাপারে তিনি সফলতাও লাভ করেছেন। 'কতিপয় আলেম' তার যে বিরোধিতা করেন তার কোন দীনী বুনিয়াদ নেই বললে চলে। মূলত তা রাজনৈতিক ধরনের, কিন্তু তাতে দীনী রং চড়ান হয়েছে। কতিপয় লোক যারা নিজেদেরকে মনে মনে বুযুর্গ বা শ্রেষ্ঠ ধারণা করত তারা মাওলানার নিকট গিয়ে নিরাশ হত এবং তার বিরোধিতা শুরু করে দিত।"

মাওলানা মওদূদী দীনী চিন্তার পুনর্গঠনে যে অতুলনীয় অবদান রেখেছেন তার শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ের জন্য কোন পণ্ডিত ব্যক্তির সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই। তাঁর সাহিত্য, তাঁর সম্মানিত খেদমত, তাঁর তুলনাহীন অবদান তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর বহন করে। তার দীনী অবদানের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে মুসলিম দুনিয়ার অন্যতম মণীষী সৈয়দ কুতুব শহীদ তাঁকে 'যুগের ইমাম' হিসেবে সম্বোধন করেছেন। আরব দুনিয়ার প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী এবং দীনী ব্যক্তিত্ব ডক্টর মুস্তাফা ঝরকা তাঁকে 'ইলমে শরিয়াতের ইমাম' উপাধি প্রদান করেছেন। ইরানী বিপ্লবের অন্যতম নেতা আল্লামা আয়াতুল্লাহ ইয়াহইয়া নূরী তাঁকে 'শ্রেষ্ঠ ইসলামী নেতা' বলেছেন এবং ফিলিস্তিনের মুফতীয়ে আযম তাঁকে 'ইমামুল মুসলিমীন' নামে আখ্যায়িত করেছেন। মাওলানা মওদূদীর দীনী চিন্তা ধারার পুনর্গঠনের শ্রেষ্টত্বের স্বীকৃতি প্রদান করে ইসলামী চিন্তাবিদ মুহাম্মদ কুতুব বলেনঃ রাজনীতি ও দীন স্বতন্ত্র এ বাতিল ধারণা মাওলানা মওদূদী মুছে ফেলেছেন। সূদানের ইসলামী চিন্তাবিদ এবং পার্লামেন্টের সদস্য ইয়াসীন উমর বলেন, মাওলানা মওদূদী ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে ইসলামী বিপ্লবের পথ নির্মাণ করেছেন।

শায়রুল্লাহর প্রভুত্ব খতম করতে হবে

ইসলামী বিপ্লবের পথ পুননির্মাণ কাজে তিনি আখেরী নবী মুহাম্মাদ মোস্তফা (সঃ)কে উসওয়ায়ে হাসানা—অনুসরণযোগ্য উৎকৃষ্ট মডেল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আদম আলাইহিসসালাম থেকে শুরু করে আখেরী নবী মুহাম্মাদ (সঃ) পর্যন্ত প্রত্যেক নবী মানবতার সংশোধন ও পুনর্গঠনের জন্য যে আসমানী কর্মসূচীর মাধ্যমে মানব জাতিকে আহবান করেছেন মাওলানা মওদূদী (র) সেই বিপ্লবী কর্মসূচীর মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লবের আহবান

www.pathagar.com

করেছেন। তিনি কুরআন ও হাদীসের গভীর অধ্যয়নের পর এ সত্যে উপনীত হয়েছেন যে, গায়রুল্লাহর-পীর দরবেশ, রাজনৈতিক নেতা, সমাজ ও রাষ্ট্রের অধিনায়ক বা অর্থনৈতিক উপায় উপকরণের অধিকারী প্রভৃতির প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব, স্বেচ্ছাচারিতা, দায়িত্বহীনতাই মানুষের তামাম বিপর্যয়ের মূল কারণ। গায়রুল্লাহর অবৈধ প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের মূলোৎপাটন করে সমাজ জীবনকে শান্তি-শৃংখলা ও সংহতির সোনালী পথে পরিচালিত করতে হলে সুমহান স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব ও প্রভুত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রে কায়েম করতে হবে। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা বান্দার অপরিহার্য কর্তব্য এবং সাধ্যানুযায়ী নিজের যাবতীয় যোগ্যতার ব্যবহার করে এ দায়িত্ব পালন করার মধ্যে দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের কল্যাণ রয়েছে। গায়রুল্লাহর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব পরিপূর্ণভাবে নির্মূল করতে হলে চূড়ান্ত পর্যায়ে রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। মাওলানা মওদূদী এ সিদ্ধান্তেও উপনীত হয়েছেন যে, আম্বিয়ায়ে কেরামের অনুসৃত কর্মসূচী খালেস তাওহীদের পয়গাম ছাড়া অন্য কোন কর্মসূচীর মাধ্যমে যে জনমত গঠিত হবে সে জনমতের দ্বারা কোন রাজনৈতিক শক্তি হাসিল করা হলে তা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োগ করা যাবে না। মানুষ, সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের অসংখ্য সমস্যা থাকতে পারে কিন্তু মূল সমস্যা-গায়রুল্লাহর অবৈধ কর্তৃত্ব সমাধান না করে মানুষের জীবনের অন্য কোন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান রাজনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করে, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান যখন বহু কষ্টে করা হয় তখন নৈতিক সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। সমাজের বহুমুখী সমস্যার মধ্যে রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্যা একটা মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। বর্তমান শতাব্দীতে গণতন্ত্র ও জনগণের নামে সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অতীতের বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের চেয়েও বেশী মজবুত ও সুদৃঢ় তার ভিত্তিমূল। অতীতের রাজতন্ত্রে এক ব্যক্তি বা এক বংশের স্বার্থ জড়িত থাকত কিন্তু বর্তমানকালের সামরিক একনায়কত্বের সাথে সমাজের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শ্রেণীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে সামরিক একনায়কত্ব অপসারণ করার কাজটি খুবই কঠিন ও দুরূহ প্রমাণিত হয়। বর্তমানকালের গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণায় অনুপ্রাণিত জনগণ সামরিক একনায়কত্ব অপসারণ করার জন্য যে সেক্যুলার কর্মসূচী অবলম্বন করে তাতে 'এক নায়কত্বের' অপসারণ প্রায়ই হয় না। যা হয় তা হল একজন ডিক্টেটরের স্থান অপর একজন ডিকটেটর দখল করে অথবা ব্যক্তির পরিবর্তে রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন হয় এবং এ ধরনের রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন হওয়ার পর গণতন্ত্রের নামে এমন সব অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড শুরু করে দেয় যা পূর্ববর্তী

www.pathagar.com

ডিকটেটরের নির্যাতন, দুর্নীতি এবং স্বেচ্ছাচারিতার কাল রেকর্ড ভংগ করে। এ বাস্তব সত্য অনুধাবন না করার কারণে দুনিয়ার অসংখ্য জনপদে এবং বিশেষত অনুন্নত তৃতীয় বিশ্বে শান্তি ও সংহতি মারাত্মকভাবে বিপন্ন, আইন ও শৃংখলা বিপর্যস্ত এবং মৌলিক মানবাধিকার পদদলিত।

খণ্ডিত প্রোগ্রাম কেন গ্রহণ করেননি?

গায়রুল্লাহর কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব বিপর্যস্ত সমাজ থেকে নির্মূল করার জন্য মাওলানা মওদূদী সেক্যুলার প্রোগ্রাম বা কোন খণ্ডিত কার্যসূচীর পরিবর্তে খালিস তাওহীদী কার্যক্রম পেশ করেছেন এবং তাও তাঁর মনগড়া গবেষণা লব্ধ নয় বরং তা কুরআন ও হাদীসের আসমানী উৎস থেকে উৎসারিত। তিনি বলেন :

"এই ব্যাপারে সমগ্র দুনিয়ার মধ্যে আমরা কেবলমাত্র একজনের নিকট হইতেই পরিষ্কার, সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ পথ নির্দেশ পাইতে পারি, তিনি হইতেছেন বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সঃ)। নিছক ভক্তি ও শ্রদ্ধার কারণেই এই ব্যাপারে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি তাহা নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে ইসলামী আন্দোলনের বিশাল ও সুদীর্ঘ পথের চড়াই উৎরাই এবং খাদ ও গহ্বর সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে একমাত্র তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন ব্যতীত গত্যন্তর নেই।"

"ইসলামী আন্দোলনের প্রাথমিক উদ্বোধন হইতে শুরু করিয়া বাস্তব ক্ষেত্রে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা পর্যন্ত এবং উহা প্রতিষ্ঠার পর সেই রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র, শাসনতন্ত্র, স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতি এবং উহার শাসন-শৃঙ্খলা বিধানকে পূর্ণতার দিকে পরিচালিত করা পর্যন্ত প্রত্যেকটি অধ্যায়ের এবং প্রত্যেকটি দিকের সুস্পষ্ট, বিস্তারিত ও মৌলিক নির্দেশ একমাত্র হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর জীবন চরিতেই পাওয়া যায়।"

নবী করীম (সঃ) কেন আরবদেশে বিরাজমান সমস্যার সমাধানের জন্য তার জাতিকে আহবান করেননি তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ক্ষুধা, দারিদ্র, অত্যাচার, অনিয়ম, মক্কার কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালকদের যুলুম-নির্যাতন, উপনিবেশিক শক্তির ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র প্রভৃতির যে কোন একটি সমস্যা যে কোন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য যথেষ্ট প্রমাণিত হত। আপাত দৃষ্টিতে যে কোন রাজনীতিকের নিকট মনে হত মক্কার কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র আবু লাহাব, আবু জাহাল, আবু সুফিয়ান, ওলীদ, নজর বিন হারিস প্রমুখের হাত থেকে কেড়ে না

www.pathagar.com

নেওয়া পর্যন্ত আরবের মাটিতে কোন আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হবে না বা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক মুক্তিও সাধিত হবে না। কিন্তু নবী করীম (সঃ) খণ্ডিতভাবে কোন একটি সমস্যার সমাধান করার জন্য সেক্যুলার কার্যক্রম কেন প্রদান করেননি তার বিশ্লেষণ করেছেন মাওলানা মওদূদী। তিনি বলেন ঃ

"হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) সর্ব প্রথম যখন ইসলাম প্রচারে আদিষ্ট হইলেন, তখন দুনিয়ার নৈতিক, সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক অসংখ্য সমস্যা অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করিয়াছিল। অবিলম্বে সেই সমস্যাবলীর আশু সমাধানও সকল দিক দিয়াই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অনুভূত হইয়াছিল। রোমান ও ইরানী সাম্রাজ্যবাদ সর্বগ্রাসী মুখ ব্যাদান করিয়া আরব সীমান্তের অপর পারেই দণ্ডায়মান ছিল। অবৈধ অর্থনৈতিক শোষণের যত উপায় হইতে পারে, তাহা সবই অবাধে চলিতেছিল। নৈতিক পতন, অপরাধ প্রবণতা ও পাপের ঘুণ সমগ্র মানুষের অস্থিমজ্জা ও মেরুদণ্ড দুর্বল করিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। হযরতের নিজের জন্মভূমিতেও এই ধরনের জটিল সমস্যা মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং দেশ একজন সুদক্ষ নেতার নিপুন হস্তের উদগ্রীব প্রতীক্ষায় রহিয়াছিল। সমগ্র জাতি অজ্ঞতা, নীতিহীনতা, দারিদ্র্য, ব্যভিচার ও ঘরোয়া বিবাদ বিষম্বাদে নিমজ্জিত হইয়াছিল।"

"ইরাকের শষ্য শ্যামল উর্বর প্রদেশসহ ইয়ামন পর্যন্ত আরবের সমস্ত সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল ইরান সরকারের অধিকৃত ছিল। উত্তরে মূল হেজাযের সীমান্ত পর্যন্ত রোমকদের প্রবল আধিপত্য চলিতেছিল। হেজাযের পুঁজিপতি ইয়াহুদীদের নির্মম শোষণ ও উৎপীড়ন মারাত্মক হইয়া দেখা দিয়াছিল। আরবদেরকে তারা চক্রবৃদ্ধি সূদ প্রথার দুশ্ছেদ্য জালে জড়াইয়া একেবারে অষ্টোপাশে বাঁধিয়া লইয়াছিল। পূর্ব উপকূলের অপর তীরবর্তী আবিসিনিয়ায় (ইথিওপিয়া) খৃষ্টান রাজত্ব চলিতেছিল। এই খৃষ্টান সরকারই মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে মক্কা নগরী আক্রমণ করিয়াছিল। হেজায ও ইয়ামনের মধ্যবর্তী স্থানে 'নাজারান' নামক যে জাতি বাস করিত তাহারা উল্লেখিত খৃস্টানদের যেমন স্বধর্মী ছিল, তেমনি উহাদের সহিত তাহারা অর্থনৈতিক সন্ধিচুক্তিতেও আবদ্ধ ছিল। এইভাবে তখন ছোটবড় অসংখ্য প্রকার সমস্যা বর্তমান ছিল।"

মূল সমস্যার দিকে আহবান

"যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা বিশ্ব মানবের পথ নির্দেশ ও নেতৃত্বের জন্য পাঠাইয়াছিলেন, তিনি তদানীন্তন পৃথিবীর এবং তাহার নিজের দেশের এই সব

www.pathagar.com

জটিল সমস্যার দিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। বরং তিনি সকল দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া একটি মাত্র মূল কথার উপর পর্বতের ন্যায় অটল হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছিলেন" :

ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت

"আল্লাহ ছাড়া অন্যসব প্রভুত্ব শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ কর এবং কেবলমাত্র এক আল্লাহরই দাসত্ব কবুল কর।"

"পাঠকের জিজ্ঞাসু মনে এই প্রশ্ন জাগিয়া উঠে যে, বিশ্বনবী সাম্প্রতিক সকল বড় বড় সমস্যার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কেবলমাত্র একটি কথা লইয়াই অবিচলভাবে দাঁড়াইলেন কেন? কি তাহার মূলীভূত কারণ? তবে কি তাঁহার দৃষ্টিতে এই সব সমস্যার কোন গুরুত্বই ছিল না, কিংবা তিনি কি সেইগুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করার প্রয়োজন বোধ করেন নাই? ইহা নিশ্চিতরূপে অসম্ভব। কারণ, উত্তরকালে এই মহান নেতা এহেন সকল সমস্যার দিকে মনোযোগ দিয়া একে একে সকল সমস্যারই সুন্দরতম সমাধান দান করিয়াছিলেন, এই কথা দুনিয়ার মানুষের নিকট বিন্দুমাত্র অবিদিত নয়।"

শুধুমাত্র একটি দফার মাধ্যমে বিপর্যস্ত মানবতার পুননির্মানের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে মাওলানা মওদূদী বলেন :

"প্রাথমিক অবস্থায় সকল দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া কেবল মাত্র একটি মূল কথার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেওয়ার ও উহার সমাধানে পূর্ণ শক্তি নিয়োগের একমাত্র কারণ এই ছিল যে, ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যে কোন বিপর্যয়ের মূলীভূত কারণ হইতেছে মানুষের নিজেকে স্বাধীন, স্বেচ্ছাচারী, ও দায়িত্বহীন জ্ঞান করা—অন্য কথায় নিজেই নিজের 'প্রভু' হইয়া বসা, অথবা নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালাকে ত্যাগ করিয়া অন্য কাহাকেও প্রভুত্ব ও নিরংকুশ কর্তৃত্বের অধিকারী মনে করা। 'সেই অন্য কেহ' কোন মানুষ বা মানুষ ছাড়া অন্য কিছুও হইতে পারে।"

"আল্লাহকে ছাড়িয়া অন্য কাহাকেও প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী মনে করিবার মারাত্মক বিষ যতদিন পর্যন্ত ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়া থাকিবে ততদিন ইসলামী দৃষ্টিভংগী অনুসারে কোন বাহ্যিক সংশোধন প্রচেষ্টাই সফল হইতে পারে না এবং ততদিন ব্যক্তিগত অধঃপতন

www.pathagar.com

বা সামাজিক উচ্ছৃংখলতা দূর করাও সম্ভব নয়। যে কোন চেষ্টা সেখানে ব্যর্থ হইতে বাধ্য। তখন একদিক হইতে দোষক্রটি বা বিপর্যয় দূর হইলেও অন্যদিক হইতে তাহা দ্বিগুণ হইয়া আসিয়া প্রবেশ করিবে।"

স্বেচ্ছাচারিতার ধারণা দূর করতে হবে

"সুতরাং স্থায়ী ও কার্যকরী সংশোধন প্রচেষ্টার একটি মাত্র উপায় হইতে পারে এবং তাহা এই যে, একদিকে মানুষের মন ও মস্তিষ্ক হইতে স্বেচ্ছাচারিতা ও খোদমোখতারীর ধারণা দূর করিতে হইবে এবং তাহাকে এই কথা পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, যে পৃথিবীতে তুমি বাস করিতেছ মনে করিও না যে, উহার মালিক ও বাদশাহ কেহ নাই। কারণ প্রকৃতপক্ষেই উহার একজন মালিক ও বাদশাহ বিদ্যমান আছেন। তাঁহার মালিকানা ও বাদশাহী তোমার স্বীকৃতি বা সমর্থনের সাপেক্ষ নয়, আর তাঁহাকে উচ্ছেদ করিবার ক্ষমতাও কাহারও নাই । তাহার আধিপত্যের সীমা অতিক্রম করিয়া বাহিরে চলিয়া যাইবার সামর্থ তোমার নাই। আল্লাহ তায়ালার এই অটল ও অক্ষয় প্রভুত্ব বর্তমান থাকিতে নিজেকে স্বেচ্ছাচারিতার অধিকারী বলিয়া ধারণা করা তোমার চরম নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। অবাস্তব ও অস্বাভাবিক ধারণার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবীরূপে তোমার নিজের উপরই বর্তিবে।"

"অতএব বুদ্ধিমত্তা এবং বাস্তববাদের দিক দিয়া সোজাসুজিভাবে তাহারই হুকুম ও বিধানের সম্মুখে মাথানত করিয়া তাহারই পূর্ণ অনুগত দাস হইয়া থাকাই তোমার কর্তব্য। ....এইভাবে মানুষের মন ও মস্তিষ্ক হইতে স্বেচ্ছাচারের ধারণা চিরতরে দূর করিতে হইবে। অন্যদিকে মানুষকে এই বাস্তব ব্যাপারটিও ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, এই সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতিতে মাত্র একজন বাদশাহ বর্তমান, তিনিই ইহার একচ্ছত্র মালিক এবং একমাত্র স্বাধীন ও স্বেচ্ছাধিকারী কর্তা।"

"এখানে প্রভুত্ব বা হুকুম চালাইবার জন্য কাহারও কোন অধিকার নাই। বস্তুতই এখানে অন্য কাহারও কোন হুকুম চলিতেছেও না। অতএব মানুষ তোমরা তাহাকে ছাড়া অন্য কাহারও প্রভুত্ব ও দাসত্ব স্বীকার করিও না, অন্য কাহারও হুকুম মানিও না। কাহারও আনুগত্য স্বীকার করিও না, কাহারও সম্মুখে মাথা নত করিও না। এখানে হিজ হাইনেস (His Highness) কেহ নয়। সকল 'হাইনেস' সেই একমাত্র সত্তারই, অন্য কাহারও নয়। এখানে হিজ

www.pathagar.com

হলিনেস (His Holiness) কেহ নয়, সমস্ত 'হলিনেস' একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। এখানে হিজ লর্ডশিপ (His Lordship) কেহ নাই, লর্ডশিপ নিরংকুশভাবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। এখানে অপর কোন বিধানকর্তা নাই, একমাত্র আল্লাহর বিধানই এখানে চলিতে পারে। এখানে অপর কোন সরকার, কোন অন্নদাতা, ভাগ্যনিয়ন্তা কোন হর্তাকর্তা এবং প্রার্থনা ও ফরিয়াদ শুনিবার মত শক্তিমান অপর কেহই নাই। শক্তি ও সামর্থের চাবিকাঠিও এখানে আল্লাহ ব্যতীত অপর কাহারও হাতে নয়। এখানে অপর কাহারও শ্রেষ্ঠত্ব বা উচ্চতা স্বীকৃত হয় না। আকাশ হইতে পাতাল পর্যন্ত প্রতি অনুপরমাণুই সেই এক আল্লাহরই অনুগত দাস। রব–সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, ক্রমবিকাশদাতা, মালিক প্রভু এবং মাওলা একমাত্র তিনিই। সুতরাং তুমি অন্যের সকল প্রকার গোলামী, আনুগত্য এবং আইনের বশ্যতা পরিহার করিয়া একমাত্র আল্লাহর গোলাম, অনুগত ও আইনানুগামী হও।"

""গভীরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, সকল প্রকার সংশোধন প্রচেষ্টার ইহাই হইতেছে মূল ও বুনিয়াদী কথা। এই বুনিয়াদের উপরই ব্যক্তি চরিত্র ও সমাজ ব্যবস্থার গোটা ইমারত সম্পূর্ণ নূতন করিয়া গড়িয়া উঠে এবং আদি পিতা আদম (আ) হইতে আজ পর্যন্ত মানব জীবনে যত সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত প্রকার সমস্যার সৃষ্টি হইতে পারে, এই মূল কথার উপর ভিত্তি করিয়া অভিনব উপায়ে তাহার সমাধান করা অত্যন্ত সহজ সাধ্য।"

সরাসরি আহবান

বিশ্ব নবী মুহাম্মাদ মোস্তফা (সঃ)–এর ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত ও কর্মসূচী ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মাওলানা মওদূদী আরও লিখেন ঃ

"বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এই বুনিয়াদী সংশোধনের আহবান জানাইয়াছেন সরাসরিভাবে, কোন পূর্ব প্রস্তুতি বা কোন প্রারম্ভিক কার্যক্রম ব্যতীতই। .... জনগণের সম্মুখে এই দাওয়াতই পেশ করিয়াছেন এবং ইহাকেই কার্যকরী করিতে চাহিয়াছেন। ইসলামী আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য তিনি বাঁকা পথে অগ্রসর হন নাই। কিংবা প্রথমে কোন সামাজিক বা মানবহিতকর কাজ করিয়া লোকদের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া এই আহবান পেশ করার পন্থা অবলম্বন করেন নাই। অথবা রাজনৈতিক আধিপত্য অর্জন করিয়া সরকারী ক্ষমতার দ্বারা তাঁহার মতবাদ জনগণের উপর

www.pathagar.com

চাপাইবার চেষ্টাও করেন নাই। এইভাবে বাঁকা চোরা পথ বা কাজ হাসিল করার অবৈধ উপায়ের আশ্রয় লওয়া তিনি মাত্রই পছন্দ করিতেন না। বরং আরবের ধূসর মরুর বুকে সহসা এক ব্যক্তি শির উঁচু করিয়া উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন : لا اله الا الله "আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই"।

"এই বিরাট মৌলিক ঘোষণা বাণী ব্যতীত অন্য কোন দিকে কখনই তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় নাই। কেবল নবী-জনোচিত সাহস ও সত্য প্রচারের দুরন্ত আবেগই তাঁহার প্রত্যক্ষ ও বলিষ্ঠ প্রচারের মূল কারণ বলিলে ভুল করা হইবে। বস্তুত ইসলামী আন্দোলনের প্রকৃত কার্যক্রম স্বভাবতই এইরূপ। ইহা ছাড়া অন্যান্য উপায়ে যে প্রভাব শক্তি ও আধিপত্য অর্জন করা সম্ভব, তাহা এই বিরাট সংস্কারধর্মী আন্দোলনের পক্ষে কিছুমাত্র সহায়ক হইতে পারে না।"

"কাজেই ইসলামী আন্দোলন পরিচালনার জন্য অপরিহার্য বিশেষ কর্মকৌশল ও দূরদৃষ্টি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে যে, তাওহীদের এই বিপ্লবী দাওয়াতের জন্য কোন প্রাথমিক কার্যক্রমের আবশ্যক নাই বরং ইহা প্রত্যক্ষভাবেই পেশ করিতে হইবে।"

মাওলানা মওদূদী একজন খাটি 'দায়ী ইলাল্লাহ'-এর দৃষ্টিকোণ থেকে মহানবী মুহাম্মাদ মোস্তফা (সঃ) এর ইসলামী আন্দোলনের কার্যক্রম সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে :

এক : আল্লাহর রসূলের কদম মোবারকের পবিত্র নকসা অনুসরণ করে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালেমার ভিত্তিতে দুনিয়ার যাবতীয় সমস্যা সমাধান করতে হবে। যেরূপ অতীতে আম্বিয়ায়ে কেরাম তাওহীদের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্রের তামাম সমস্যার সমাধান করেছেন। আগামীদিনগুলিতেও আখেরী নবীর অনুসারীগণকে তাদের যাবতীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান তাওহীদের ভিত্তিতে করতে হবে।

দুই : প্রত্যক্ষ ও সরাসরি 'তাওহীদের' দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামী সমাজ বিপ্লব সৃষ্টি করতে হবে এবং একমাত্র প্রত্যক্ষ এবং সরাসরি পদ্ধতিতে ইসলামের মূল দাওয়াত প্রদান করার মাধ্যমেই ইসলামী আন্দোলন সফলতা অর্জন করবে। পরোক্ষ দাওয়াত প্রদানের পদ্ধতি ইসলামী আন্দোলনের জন্য চোরাই পথের শামিল এবং চোরাই পথে কখনও ইসলামী আন্দোলন সফলতা লাভ করতে পারে না।

www.pathagar.com

তিন ঃ পরোক্ষ পদ্ধতিতে বা খণ্ডিত পদ্ধতিতে আন্দোলন করে যে জনমত হাসিল করা হবে বা জনমতের মাধ্যমে বা এ ধরনের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে যে প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জিত হবে তা কখনও ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে মোটেই সহায়ক নয়।

চার ঃ প্রত্যক্ষভাবে দাওয়াত প্রদান করে ইসলামী আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য দায়ী ইলাল্লাহ সুলভ কর্মকুশলতা ও দৃষ্টিভংগী থাকতে হবে।

নেতৃত্বের দৃঢ়তা

এ বিপ্লবী আন্দোলনের মহানবী রচিত বৈজ্ঞানিক কার্যক্রমকে বাস্তবায়িত করে যুগ যুগান্তের কারারুদ্ধ মানবতাকে এমন এক নেতৃত্ব মুক্তি প্রদান করতে পারে যাদের চরিত্রের দৃঢ়তা অতুলনীয়। যাদের সংকল্প ইস্পাত কঠিন এবং মনোবল ঈমানী তেজে উদ্দীপ্ত। মাওলানা মওদূদীর দৃষ্টিতে নেতৃত্বের সংকল্পের দৃঢ়তা কি তা তার বক্তব্য থেকে সুস্পষ্টভাবে আমরা অবগত হতে পারি। তিনি লিখেন ঃ

"দীন ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের জন্য এমন এক দুরন্ত ও অনমনীয় নেতৃত্বের আবশ্যক যাহা এই বিপ্লবী আন্দোলনের কর্মপথে ইসলামের মূলনীতি হইতে এক ইঞ্চি পরিমাণ বিচ্যুতিও কখনই বরদাশ্ত করিবে না। এমনকি এহেন আদর্শগত দৃঢ়তার ফলে সমস্ত মুসলমান যদি অনাহারে মরিয়াও যায় কিংবা একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইতেও বাধ্য হয় তবুও সে কখনও এক বিন্দু আদর্শ বিচ্যুতি ঘটিতে দিবে না।"

ইসলামী সমাজ বিপ্লব সংগঠন করে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য নবী করীম (সঃ) সমাজের মানুষের নিকট প্রত্যক্ষভাবে তাওহীদের এক দফা দাওয়াত প্রদানের যে বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম রচনা করেছেন তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেন ইসলামী নেতৃত্ব এক ইঞ্চি পরিমাণও বিচ্যুতির শিকার না হয়। নেতৃত্বের এ ধরনের দৃঢ়তাই ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র বিপ্লবের সফলতার সোপান রচনা করবে। নবী করীম (সঃ)–এর সমাজ ও রাষ্ট্র বিপ্লবের তরীকা অনুসরণ করে যখন কোন জনপদে ইসলামী নেতৃত্ব অগ্রসর হবেন এবং তাওহীদের তাৎপর্য জনগণের নিকট ব্যাখ্যা করবেন তখন সমাজের প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী মনুষ বা কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণী সম্মিলিতভাবে সত্যের বাণী বাহকদের উপর চিতা বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে।

www.pathagar.com

বিপ্লবী ঘোষণা

যদি প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী মহল এ কথা বুঝিতে পারে যে; 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-কালেমার মাধ্যমে এ কথা ঘোষণা করা হচ্ছে যে, "আল্লাহ ব্যতীত আমার কোন বাদশাহ, কোন শাসনকর্তা নাই, কোন গভর্নমেন্ট বা কোন সরকার আমি মাত্রই স্বীকার করি না, আল্লাহর বিধান ব্যতীত কোন আইন-শৃংখলা আমি মানি না, কোন বিচার আদালতের আওতার মধ্যে আমি পড়িতে বাধ্য নই, কাহারও আদেশ আমার পক্ষে আদেশ নয়, কোন নিয়ম, শাসন, কোন প্রথাও আমি পালন করিয়া চলিতে বাধ্য নই, আল্লাহ ব্যতীত কাহারও বিশেষ কোন বৈষম্যমূলক অধিকার, কাহারও রাজশক্তি, কাহারও অতিপ্রাকৃতিক পবিত্রতা, ও পাপহীনতা এবং কাহারও স্বেচ্ছাচারমূলক উচ্চতর ক্ষমতা আমি মাত্রই স্বীকার করি না, এক আল্লাহ ছাড়া বিশ্ব ভূবনের আর সব কিছুর বিরুদ্ধে আমি স্পষ্টভাবে বিদ্রোহী, সব কিছু থেকেই আমি স্বতন্ত্র, নির্ভীক ও বিমুখ।" তাহলে সমাজের যাবতীয় শাসক-শোষক, উজির নাজির সম্মিলিতভাবে সত্যের সৈনিকদেরকে আক্রমণ করবে, তাদেরকে নির্যাতন করবে, অর্থনৈতিক উপায় উপকরণ বন্ধ করে দিবে।

এ দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম ইসলামী আন্দোলনের জন্য খুবই অপরিহার্য। হক ও বাতিলের সংঘর্ষের মাধ্যমে সাহসী, দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী শ্রেষ্ঠ মানুষই ইসলামী আন্দোলনের সারিতে যোগদান করবে। দুর্বল চিত্ত ও স্বার্থপর মানুষ এ থেকে দূরে থাকবে বিধায় কখনও এ আন্দোলনকে দুর্বলতা ও পংকিলতা কলুষিত করবে না। এ ছাঁটাই বাছাইয়ের মাধ্যমে যারা ইসলামী আন্দোলনে টিকে থাকবে তারা হবে লৌহদানার মত শক্ত, যাদেরকে দুনিয়ার কোন শক্তি চিবুতেও পারবে না এবং হজমও করতে পারবে না। ইসলামী আন্দোলনর সঠিক কর্মসূচী বস্তবায়নে নেতৃত্বের দৃঢ়তাই এমন এক কর্মী বাহিনী সৃষ্টি করবে যাদের সংকল্পের দৃঢ়তার সাথে চারিত্রিক মজবুতি থাকবে এবং তাদের ত্যাগ তিতিক্ষা, এবং কুরবানী ও সংকল্পের দৃঢ়তা ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র বিপ্লবের সফলতার ভিত্তি স্থাপন করবে। সংখ্যায় নগণ্য হলেও সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর তাদের প্রভাব প্রতিফলিত হবে। এবং এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হলেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন কর্তৃত্ব প্রদানের প্রতিশ্রুতি পালন করবেন বলে আশা করা যায়।

ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র পুনপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনের জন্য যে মজবুত কর্মী বাহিনীর প্রয়োজন তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী বলেন ঃ

www.pathagar.com

"সেই জন্য চাই এমন সব একনিষ্ঠ কর্মী, যাহারা খাঁটিভাবে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে— কোন প্রকারের লাভ ক্ষতির বিন্দুমাত্র পরোয়া না করিয়াই যাহারা আল্লাহর আইন ও বিধানের উপর মজবুত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। এই ধরনের কর্মী আমাদের বংশানুক্রমিক মুসলিম সমাজের মধ্য হইতেই আসুক কিংবা অন্য কোন জাতি হইতেই আসিয়া এই দলে নতুনভাবে শামিল হউক তাহাতে কোনই পার্থক্য হইবে না। কিন্তু এই কথা অবধারিত সত্য যে, এই ধরনের বিপ্লবী কর্মী ব্যতীত এই বিরাট কাজ কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না।............<u>পঁচিশ-পঞ্চাশ লক্ষ লোকের ভীড় অপেক্ষা এই ধরনের ১০ জন মাত্র বিপ্লবী কর্মী ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অধিকতর কৃতিত্ব ও সাফল্যের সহিত পরিচালনা করিতে পারে।</u>......... ইসলামের লেবেল আঁটা নামকাওয়াস্তের মুসলমান ইসলামের সংগ্রামী আন্দোলনে কোন অংশই গ্রহণ করিতে পারে না।............জাল স্বর্ণমুদ্রার বিপুলতা অপেক্ষা একটি খাটি স্বর্ণ মুদ্রাই ইসলামের দৃষ্টিতে অধিকতর মূল্যবান।"

ইসলামী জনমত

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ইসলামী আন্দোলনের যে রূপ-রেখা উপরে পেশ করেছেন এবং ইসলামী আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য যে ধরনের নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনী সৃষ্টি করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি আজীবন সে রূপ-রেখার উপর আমল করেছেন। অল্প সময়ের জন্যও তিনি তা থেকে বিচ্যুত হননি। জনসাধারণ, কর্মী এবং আন্দোলন পরিচালনাকারী নেতৃত্বের দৃষ্টি অতি অল্প সময়ের জন্যও অন্য কোন সমস্যার দিকে ধাবিত হতে দেননি। তাঁর ইসলামী আন্দোলনের একজন সাধারণ কর্মীও এ সত্য গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন যে, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব কায়েম করা ছাড়া মুসলিম দুনিয়ার কোন একটি সমস্যা—সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা শাসনতান্ত্রিক —সমাধান করা সম্ভব নয়। তিনি যে কথা কর্মী সমাবেশে বলতেন সে কথাই সাধারণের উপযোগী করে জনসভায় বলতেন। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে যে যে বিষয় তিনি আপত্তিকর মনে করতেন সে সব বিষয় সম্পর্কে তিনি জনসাধারণকে তাঁর সাহিত্য, তাঁর বক্তৃতা প্রভৃতির মাধ্যমে অবহিত করতেন। নিছক ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি সমস্যার বিচার বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা প্রদান করতেন। তাতে সাধারণ মানুষও ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হত। তিনি যেভাবে তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে এ কথা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, মানুষের জীবন অবিভাজ্য এবং তার সমস্যাও আল্লাহর

www.pathagar.com

আনুগত্যহীনতার তাগুতী উৎস থেকে উৎসারিত হয়েছে। সেভাবে তার বক্তৃতা, বিবৃতি প্রভৃতির মাধ্যমে একই কথা জনগণের সামনে উপস্থাপিত করেছেন যে, মূল সমস্যার সমাধান করা অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া সম্ভব নয়। তিনি খণ্ডিতভাবে কোন সমস্যা অবলোকন করেননি। তার ফলশ্রুতিতে যত ছোট আকারেই হোক না কেন, যে জনমত সৃষ্টি হয়েছে তা পুরাপুরি ইসলামী জনমত হয়েছে এবং আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে তা দেশ ও জাতির ওপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর আন্দোলনের ফলে যে জনমত সৃষ্টি হয়েছে তা কখনও সমস্যা ভিত্তিক সেকুলার আন্দোলনের মত ক্ষণস্থায়ী হয়নি। বস্তুত যখন মানুষ নিজেকে দায়ী ইলাল্লাহ মনে করে তখন তার যাবতীয় কাজকর্মে তার সেই সুমহান দৃষ্টিকোণ প্রতিফলিত হয় বা তার সামনে যখন কোন সমস্যা উপস্থাপিত হয় তখন তিনি দায়ী ইলাল্লাহর দৃষ্টিকোণ থেকেই তার বিচার বিশ্লেষণ করেন। মাওলানা মওদূদী রহমতুল্লাহ আলাইহির জীবনে এ বাস্তবতা পরিলক্ষিত হয়।

হিন্দুস্থানে কাজের নকসা

দেশ বিভাগের পূর্বেই তিনি আঁচ করতে পারলেন যে, ভারতবর্ষ হিন্দু ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে যাবে। উভয় এলাকায় কাজ করার জন্য বহু পূর্ব থেকেই তিনি কর্মসূচী প্রণয়ন করলেন। ১৯৪৭ সালের ২৫শে ও ২৬শে এপ্রিল মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর বিভাগীয় কর্মী সম্মেলনে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী যে ভাষণ প্রদান করেন তাতে তাঁর তীক্ষ্ণ বিচক্ষণতার আভাষ পাওয়া যায়। তিনি ভারতের বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, অতি সত্বর ভারত বিভক্ত হয়ে যাবে এবং হিন্দুগণ তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা এবং মুসলমানগণ তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় নিজেদের মর্জি মোতাবেক স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। তাতে কাজের বর্তমান পদ্ধতি একেবারেই বদলে যাবে। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে হিন্দুদের যে জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হতে যাচ্ছে তা সংখ্যালঘু মুসলমানদের নিকট তিনটি দাবী পেশ করবে :

এক : তোমরা তোমাদের স্বতন্ত্র জাতীয়তার দাবী এবং তার ভিত্তিতে স্থায়ী অধিকার আদায়ের দাবী প্রত্যাহার করে ভারতীয় জাতীয়তার মধ্যে বিলীন হয়ে যাও।

দুই : অথবা এর জন্য তৈরী না হলে সকল প্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে ক্ষুদ্র অচ্ছুতদের মত জীবন যাপন করতে তৈরী হও।

www.pathagar.com

তিন ঃ অথবা এতেও রাজী না হলে তোমাদেরকে এমনভাবে নির্মূল করার ক্রিয়া শুরু করা হবে যাতে জাতীয় রাষ্ট্রের সীমার ভিতরে তোমাদের কোন নামনিশানা থাকবে না।

তিনি বলেন, হিন্দুদের এ তিনটি দাবীর প্রেক্ষাপটে মুসলমানদেরকে তিনটি পথের যে কোন একটি গ্রহণ করতে হবে ঃ

এক ঃ জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের পথ অনুসরণ করে হিন্দু জাতীয়তার মধ্যে নিজেদেরকে বিলীন করার জন্য তৈরী হতে হবে।

দুই ঃ মুসলিম জাতীয়তাবাদের বর্তমান রীতিনীতির ওপর চলতে চলতে নিজেদেরকে একেবারে নিঃশেষ করে ফেলতে হবে।

তিন ঃ জাতীয়তাবাদ এবং তার রীতিনীতি–দাবীদাওয়া প্রভৃতি প্রত্যাখ্যান করে খালিসভাবে ইসলামী পথনির্দেশনা গ্রহণ করতে হবে। এ পথে চলার দাবী হল তথাকথিত জাতীয় স্বার্থের জন্য সংগ্রাম করার পরিবর্তে মুসলমানগণ ইসলামের সংস্কারমূলক দাওয়াতের জন্য নিজেদের সকল চেষ্টা চরিত্র নিয়োজিত করবে।

হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রে ইসলামী আন্দোলনের বাণীবাহকগণ ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত করার জন্য কোন্ পদ্ধতিতে কাজ করবেন মাওলানা মওদূদী তার একটা রূপরেখা এভাবে পেশ করেন।

এক–হিন্দু–মুসলমানদের মধ্যে জাতিগতভাবে যে সংঘাত সংঘর্ষ এ যাবত চলে আসছে তা বন্ধ করতে হবে এবং এটাই হবে সবচেয়ে প্রথম কাজ। এ সংঘাতের মূল কারণও তিনি খুব সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করে বলেন, এটা আমার দৃষ্টিতে নেহায়েত ভ্রান্ত কাজ ছিল যে, ইসলামের জন্য কাজ করার পরিবর্তে মুসলমানগণ তথাকথিত জাতীয় স্বার্থ ও দাবীদাওয়া আদায়ের জন্য সংগ্রাম করবে। এখন এ ধরনের সংগ্রাম অব্যাহত রাখা শুধু ভুলই নয় বরঞ্চ আত্মঘাতী।

দুই–মুসলমানদের মধ্যে খুব ব্যাপকভাবে ইসলামী জ্ঞান সম্প্রসারিত করতে হবে ইসলামী দাওয়াত ও তার প্রচারের প্রেরণা তাদের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে। তাদের নৈতিক, তামাদ্দুনিক ও সামাজিক জীবন এমনভাবে পরিশুদ্ধ করতে হবে যে, প্রতিবেশী অমুসলমানগণ তাদের সমাজের তুলনায় মুসলিম সমাজকে সুস্পষ্টরূপে অধিকতর ভাল মনে করতে পারেন।

www.pathagar.com

যোগ্য ব্যক্তিই গণআন্দোলনের রূপ দিতে পারেন

তিন–ইসলামী দাওয়াতের কাজে যথাসম্ভব বেশী মানসিক শক্তি ব্যবহার করতে হবে। ইসলামী দাওয়াতকে একটি গণআন্দোলনের রূপ দিতে হলে যারা ইসলামী আন্দোলন পরিচারনার জন্য সর্বপ্রকার যোগ্যতা রাখেন তাদেরকে দায়িত্ব দিতে হবে।

চার–যারা আমাদের কর্মী এবং ভবিষ্যতে যারা কর্মী হবেন তাদের সকলকেই ভারতের স্থানীয় ভাষাগুলো ভালভাবে শিখতে হবে। সে ভাষায় লেখা ও বক্তৃতার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। সে সব ভাষায় ভবিষ্যতে সাহিত্য রচনা করতে হবে। যত শীগগীর সম্ভব ঐসব ভাষায় প্রয়োজনীয় সাহিত্য তৈরী করতে হবে।

দায়ী ইলাল্লাহর দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যা অবলোকন করে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ভারতবর্ষে ইসলামী আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য মাদ্রাজ সম্মেলনে যে রূপরেখা পেশ করেছিলেন তার ভিত্তিতে পরবর্তীকালে পরিচালিত হয়েছে বিশ কোটি মুসলিম অধ্যুসিত ভারতবর্ষে ইসলামী আন্দোলন, তার দূরদৃষ্টির কারণে এবং তার প্রদত্ত হেদায়েতের আলোকে ভারতবর্ষের চৌদ্দটি আঞ্চলিক ভাষায় রচিত হয়েছে ইসলামী সাহিত্য এবং প্রকাশিত হয়েছে অসংখ্য পত্র–পত্রিকা ও সাময়িকী। মাওলানা মওদূদীর প্রতিষ্ঠিত ও নির্দেশিত এ আন্দোলন ভারতবর্ষের নির্যাতিত মুসলমানদের আকীদা–বিশ্বাস, তাহযীব–তামাদ্দুন সংরক্ষণ তথা ভারত বর্ষে ইসলামের পুনর্জাগরণের এক নির্ভরযোগ্য বিপ্লবী আন্দোলন।

পাকিস্তানে ইসলামী আন্দোলনের নকশা

১৯৪৭ সালের ৯ই এবং ১০ই মে দারুল ইসলাম, পাঠানকোটে অনুষ্ঠিত উত্তর ভারত জামায়াতে ইসলামীর কর্মী সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী পাকিস্তানে ইসলামী আন্দোলন কোন্ রূপ–রেখায় পরিচালিত হবে তা বিশ্লেষণ করেন। তিনি পাকিস্তানে জনমত গঠনের মাধ্যমে খোদায়ী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে খোদায়ী রাষ্ট্র কায়েম করার ঘোষণা প্রদান করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, তার প্রস্তাবিত গণতান্ত্রিক খেলাফত কায়েম হবে আল্লাহর আনুগত্য ও রসূলুল্লাহর হেদায়াতের ভিত্তিতে এবং তা পাকিস্তান তথা সারাবিশ্বের জন্য ধর্মনিরপেক্ষ

www.pathagar.com

জাতীয় গণতন্ত্রের তুলনায় অনেক বেশী কল্যাণ বয়ে আনবে। তিনি এক প্রশ্নের জবাবে জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী দৃষ্টিকোণও ব্যাখ্যা করেন। "একটি অনৈসলামী শাসনতন্ত্রের অধীনে ধর্মহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাকে তিনি আমাদের তাওহীদের আকীদা বিশ্বাস ও আমাদের দীনের পরিপন্থী আখ্যায়িত করেন"। ইসলামী আকীদা ও মতবাদের পক্ষে জনমত গঠন করে শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। নির্বাচনে কখন অংশগ্রহণ করা উচিত, বা তার জন্য কোন্ ধরনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা প্রয়োজন অথবা অন্য কথায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য কোন্ ধরনের পূর্বশর্ত পালন করতে হবে তার এক চমৎকার ইঙ্গিত মাওলানা মওদূদী এভাবে প্রদান করেছেন, "আমাদের কথা এই যে, জনমত যদি আমাদের অনুকূল হয়ে যায় এবং দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে দেশবাসীর মধ্যে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার চাহিদা সৃষ্টি হয়, তাহলে তারপর নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা চরিত্র একেবারে শরিয়াত সম্মত।"

কতিপয় ধাপ অতিক্রম করা অপরিহার্য

অতপর মাওলানা মওদূদী শাসনতান্ত্রিক উপায়ে পাকিস্তান তথা যে কোন মুসলিম জনপদে ইসলাম কায়েম করার জন্য কতিপয় স্তর বা ধাপ অতিক্রম করতে হবে বলে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেন। প্রথম স্তরে তিনি জাহেলী চিন্তাধারার আবর্জনা মুক্ত করে জনগণের চিন্তার পরিশুদ্ধি ও তাদের চরিত্র গঠনের আবশ্যকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ স্তর অতিক্রম করার পরই দ্বিতীয় স্তরের কাজ শুরু হয়ে যাবে। অর্থাৎ পরিশুদ্ধ চিন্তার অধিকারী ব্যক্তিদেরকে সংঘবদ্ধ করতে হবে। তালীম ও তরবিয়াতের মাধ্যমে তাদের মান এমন এক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে যাতে তারা ইসলামী শাসনতন্ত্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। তৃতীয় স্তর অত্যন্ত কঠিন এবং একমাত্র দক্ষ ও সুনিপুন নেতৃত্বের দ্বারাই তা করা সম্ভব। এ পর্যায়েই 'ইসলামী দাওয়াতকে একটি গণআন্দোলনের রূপ' এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে জনগণের মধ্যে 'ইসলামী শাসনের চাহিদা সৃষ্টি হয়', তারা তার জন্য দাবী উত্থাপন করে এবং তারা যেন তাদের গণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড ইসলামী দাবী অনুযায়ী সমাধান করতে পারে।' চতুর্থ স্তরে নেতৃত্বের বিপ্লব সাধনের মাধ্যমে সৎ ও যোগ্য লোকদেরকে সামনে অগ্রসর করতে হবে এবং অসৎ নেতৃত্বকে পেছনে ফেলে দিতে হবে। মাওলানা মওদূদীর দৃষ্টিতে এ চারটি

www.pathagar.com

স্তরই হল ইসলামী বিপ্লবের চারটি মূলনীতি। যার ভিত্তিতে আমরা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তনের সংগ্রাম করব।'

সেকুলার ধারা ও ভাষা আন্দোলন

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগ লক্ষ কোটি মানুষের ত্যাগ ও কুরবানী লব্ধ রাষ্ট্রকে একটি ধর্মহীন জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী এ দলটি নিজেদের ক্ষমতাকে অটুট রাখার জন্য দেশে তথাকথিত 'গণতান্ত্রিক' একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে। সরকারী দলের স্বজনপ্রীতি, ধোকা, প্রবঞ্চনা, অনৈসলামিক কার্যকলাপ, রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা, ইংরেজদের রচিত নিরাপত্তা আইনের অন্যায় প্রয়োগ, পত্র-পত্রিকার আযাদী অপহরণ প্রভৃতি নতুন রাষ্ট্রের জনগণের মনে এক দারুণ হতাশার সৃষ্টি করে এবং তার সাথে সাথে জনগণের দুঃখ-দুর্দশাও বৃদ্ধি পায়। মুসলিম লীগ সরকারের সৃষ্ট এসব সমস্যার সমাধান করার জন্য বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীগণ আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের বিকাশের জন্য তৎপর হন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদান করার দাবী সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের সকল স্তরের মানুষের একটি অরাজনৈতিক দাবী হলেও বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী এবং নেতাগণ ভাষা আন্দোলনকে একটি জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করেন। ভাষা আন্দোলনের হাতিয়ার দিয়েই তারা ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে ১৯৫৪ সালে পরাজিত করেন। রাজনীতির এ সেকুলার ধারার স্থপতি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও তার বামপন্থী ভক্তবৃন্দ এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তার নেতা। এ আন্দোলনের পার্শ্ব নেতার দায়িত্ব পালন করেন মরহুম এ, কে, ফজলুল হক এবং নেযামে ইসলাম পার্টির প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট মাওলানা আতহার আলী। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের সিলমোহর প্রদান করার জন্য মরহুম শেরে বাংলাকে এবং ইসলামের বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টি করার জন্য মাওলানা আতহার আলী সাহেবকে আন্দোলনে জড়িত করা হয়েছিল। বামপন্থীদের পরিকল্পনা মোতাবেকই হোক বা ক্ষমতার আসন ভাগ বাটোয়ারার কারণেই হোক রাজনীতির এ ধারা দেশের কোন কল্যাণ সাধন করার পরিবর্তে একের পর এক রাজনৈতিক বিভক্তির মাধ্যমে দেশকে রাজনৈতিক সংকটের দিকে ঠেলে দেয়।

www.pathagar.com

ইসলামী ধারার রূপতি

এ ধারার সম্পূর্ণ বিপরীত একটি শক্তিশালী রাজনীতির ধারার প্রবর্তন করেন মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী। পাঠানকোট সম্মেলনে প্রদত্ত মূলনীতির ভিত্তিতে তিনি পাকিস্তানে ইসলামী আন্দোলনের কাজ শুরু করেন। মাওলানা মওদূদী পাকিস্তানে হিজরত করে আসার মাত্র ছয় মাসের মধ্যে পাকিস্তানের মূল সমস্যার দিকে জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লাহোর আইন কলেজে প্রদত্ত ভাষণে পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার জন্য যে ৪ দফা কার্যক্রম পেশ করেছিলেন তার ভিত্তিতেই পরবর্তীকালে গড়ে উঠেছিল ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার গণআন্দোলন। তাঁর মূল দাবী হল ঃ পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ও বাদশাহী একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এবং পাকিস্তান সরকার ইসলামী শরিয়াত মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। আইনের বুনিয়াদ হবে ইসলামী শরিয়াত, তার বিপরীত যাবতীয় আইন বাতিল করতে হবে এবং শরিয়াতের বিপরীত কোন আইন ভবিষ্যতে পাসও করা যাবে না। এ এক বিরাট সুকঠিন কাজ। চিত্তাকর্ষক সাময়িক সমস্যার পক্ষে জনমত গঠন করার জন্য বেশী কাঠখড়ি না পোড়ালেও চলে কিন্তু দীনী সমস্যা, যা মূলতঃ মানব জাতির একমাত্র মৌলিক সমস্যা এবং যে সমস্যার সকল সমাধান হয়ে গেলে বাকী তামাম সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে যায়, জনগণের নিকট আকর্ষণীয়ভাবে পেশ করা এবং তাকে ধীরে ধীরে গণআন্দোলনের রূপ দেয়া এক জটিল কাজ এবং তার জন্য প্রয়োজন হয় দিন রাতের পরিশ্রম, প্রখর খোদায়ী অন্তর্দৃষ্টি, লক্ষ্য সম্পর্কে স্বচ্ছ ধ্যান-ধারণা এবং নেতৃত্বের দৃঢ় মনোবল। অতি অল্প দিনের মধ্যে মাওলানা মওদূদী ৩৮৫ জন রুকনদের ক্ষুদ্র এক বাহিনী নিয়ে হ্যাণ্ডবিল, পোস্টার, পত্র-পত্রিকায় চিঠি, বিবৃতি, প্রবন্ধ প্রকাশ এবং ছোটবড় সকল শহরে জনসভা, পথসভা, সুধী সমাবেশ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের খালেস ইসলামী দাবীকে গণআন্দোলনের রূপ দান করলেন। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন করে দিলেন। জনসাধারণের মধ্যে ইসলামী চেতনা সৃষ্টি হল। স্কুল-কলেজ, হাট-বাজার শহর-গ্রাম থেকে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবী উত্থাপিত হল। তিনি সুনিপুন সেনাপতির মত জামায়াতে ইসলামীর এ দাবীকে সর্বস্তরের জনগণের দাবীতে রূপান্তরিত করলেন। তিনি পাকিস্তানের প্রত্যেকটি মাযহাবী গ্রুপ শিয়া সুন্নী সকল শ্রেণীর আলেমকে সুকৌশলে মাঠে নামিয়ে দিলেন। যারা মকতব মাদ্রাসার চার প্রাচীরের মধ্যে বসে তা'লীম তরবিয়াতের কাজে ব্যস্ত থাকতেন

www.pathagar.com

এবং মাঝে মাঝে মাওলানা মওদূদী ও তার জামায়াতের বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজী করতেন তারাও ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবীতে সোচ্চার হলেন। বস্তুত এ ধরনের গণআন্দোলনের রূপ প্রদান না করলে পাকিস্তানকে সাংবিধানিক দিক থেকেও ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে টিকিয়ে রাখা মুশকিল হত। মুসলিম লীগ ও সরকারী আমলাদের নেতৃত্বে পাকিস্তান কুরআন ও সুন্নাহর দিকে যাত্রা করার পরিবর্তে তাহা হোসেনের মিশর এবং মোস্তফা কামালের তুরস্কের দিকে যাত্রা করত। বলাবাহুল্য মাওলানা মওদূদী তাঁর অতুলনীয় সাংগঠনিক প্রতিভা এবং আল্লাহ প্রদত্ত অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা আম্বিয়ায়ে কেরামের অনুসৃত পথ অবলম্বন করে ইসলামী দাওয়াতকে গণআন্দোলনের রূপ প্রদান করলেন।

সাহাবায়ে কিরামের মডেল

পাকিস্তানের সেকুলার আমলাগণ এবং মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ মাওলানা মওদূদীর কালজয়ী প্রতিভা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অবহিত ছিলেন। তারা খুব ভালভাবে জানতেন যে, মাওলানা মওদূদী দ্বিজাতিতত্ত্বের আদর্শিক জনক, এবং তার খুরধার লেখনীই ভারতবর্ষের মুসলমানদের মনে আদর্শের আগুন জ্বালিয়েছিল অন্যথায় মুসলমানগণ কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদে মিলে মিশে একাকার হয়ে যেত এবং স্পেন ও পূর্ব ইউরোপের মুসলমানদের মত ভারতীয় মুসলমানগণ জাতি হিসেবে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে যেত। তাদের এ উপলব্ধি মাওলানা মওদূদী ও ইসলামী আন্দোলনের জন্য বয়ে আনল কুটিল প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। তারা ভাবলেন পরিপূর্ণ সেকুলার রাষ্ট্রে পাকিস্তানকে রূপান্তরিত করার পথে মাওলানা মওদূদীই একমাত্র প্রতিবন্ধক বা তাদের পথের কাঁটা। তাই ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবীকে নস্যাত করার জন্যই তাঁকে কারারুদ্ধ করা হল। কারাগারে থাকাকালেও মাওলানা মওদূদীর ইসলামী আন্দোলন দুর্বার গতিতে চলতে লাগল এবং দীর্ঘদিন কারাবাসের পর আইনের আশ্রয় নিয়ে তিনি মুক্তিও পেয়ে গেলেন। আন্দোলনের দুর্বার গতি এবং তাঁর মুক্তিলাভ পাকিস্তানের আমলাদের নিকট খুব অপছন্দনীয় ব্যাপার ছিল। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছিল তিনি যদি সারাজীবন লৌহ কপাটের অন্তরালে থাকতেন বা কোন শক্তির দ্বারা ইসলামী আন্দোলনের নাম নিশানা পাকিস্তানের বুক থেকে তারা মুছে ফেলতে পারত তাহলে যেন তারা খুশী হত। মাওলানা মওদূদীকে দুনিয়া থেকে চিরতরে সরিয়ে দেয়ার জন্য তারা প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিল। পাঞ্জাবের মামদোত-দওলতানা চক্রের চক্রান্তে কাদিয়ানী দাঙ্গার সৃষ্টি হল এবং রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব ও অপরাধ নিরাপরাধ মওদূদীর

www.pathagar.com

কাঁধে চাপিয়ে দিল এবং নিজেদের ঘোরতর অপরাধের জন্য মাওলানা মওদূদীকে ফাঁসির দণ্ডাদেশ প্রদান করল। বস্তুত এটা ছিল আধুনিক ইতিহাসের সেকুলার আমলা ও রাজনীতিকদের ইসলামের বিরুদ্ধে জঘন্য ষড়যন্ত্র। ইসলামের দুশমনদের এ কুটিল ষড়যন্ত্র মাওলানা মওদূদীর চরিত্রের সৌন্দর্য ও মাধুর্য দুনিয়ার সকল মানুষের নিকট অবারিত করে দিল। এ আদেশ শুনে তিনি যখন সাধারণ নেতা বা মানুষের মত হতাশা-নিরাশার আঘাতে ভেঙ্গে পড়লেন না বা কোনরূপ হা হুতাস করলেন না বরং ধৈর্য ও প্রশান্তির সাথে সবকিছু গ্রহণ করলেন তখন দুনিয়ার মানুষ বুঝতে পারল যে, মাওলানা মওদূদী সাধারণ পর্যায়ের একজন রাজনৈতিক নেতা বা একজন সাধারণ আলেমে দীন নন বরং তিনি তাঁর লেখার প্রতিচ্ছবি আন্দোলনের মূর্তপ্রতীক, এক অসাধারণ নেতা এবং সাহাবায়ে কেরামের মডেলের এক উঁচুদরের দায়ী ইলাল্লাহ।

জীবনের এ চরম সংকটের সময়ও তিনি তাগুতের নিকট জীবন ভিক্ষা করার প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ বিপদের সময়ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার ফায়সালার উপর কামিল মুমিন হিসেবে আস্থা রেখেছেন। এ দুর্দিনে তার প্রতিষ্ঠিত দল জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাওয়াতকে দুর্বার গণআন্দোলনে রূপান্তরিত করেছিল। সারা দুনিয়ার প্রতিবাদ ও বিক্ষোভে এবং সর্বোপরি আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে মৃত্যুদণ্ডাদেশ মওকুফ করা হয় এবং পঁচিশ মাস লৌহ কপাটের অন্তরালে থাকার পর ১৯৫৫ সালে মুক্তি লাভ করেন। বলাবাহুল্য মাওলানা মওদূদী কারাগারে থাকা অবস্থায়ই পাকিস্তান গণপরিষদ আদর্শ প্রস্তাব গ্রহণ করে যাতে মাওলানা মওদূদীর বক্তব্য ও দাবী প্রতিফলিত হয় এবং তার সুপারিশের ভিত্তিতেই ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র রচিত হয়।

বিরাট সাফল্য

১৯৫৬ সালের এ ইসলামী শাসনতন্ত্র শুধু পাকিস্তানের ইসলামী আন্দোলনের নয় বরং বিশ্বের গোটা ইসলামী আন্দোলনের এক বিরাট সাফল্য। তাঁর আন্দোলনের এ সাফল্য সারা দুনিয়ার ইসলামী সমাজ বিপ্লবের বাণী বাহকদের নিকট এ সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে যে, বক্তৃতা-বিবৃতি, হ্যাণ্ডবিল, পোস্টার, জনসভা, সুধী সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল, প্রভৃতির মাধ্যমে ইসলামী সমাজব্যবস্থা কায়েম করার দাবীকে যদি কোন ইসলামী সংগঠন একটি গণআন্দোলনের রূপ দান করতে সক্ষম হয় এবং তার ফলশ্রুতিতে

www.pathagar.com

হাট-বাজার, মসজিদ-মাদ্রাসা, স্কুল-কলেজ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান এবং সর্বস্তরের মানুষ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ইসলামী সংবিধান প্রণয়নের দাবী উত্থাপন করে তাহলে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও একটি মুসলিম জনপদকে ইসলামী রাষ্ট্রে উন্নীত করা সম্ভব।

মাওলানা মওদূদীর (র) এ বিরাট সাফল্যের সাথে একটি তিক্ত অভিজ্ঞতাও আগামী দিনের ইসলামী সমাজ বিপ্লবের বাণীবাহকদের জন্য ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে থাকল যে, নিছক রাজনৈতিক আন্দোলনের সাফল্যই যথেষ্ট নয় বা ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন বা দেশকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা প্রদান করা দ্বারা কোন ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব নয়। যদি বহিশত্রু এবং আভ্যন্তরীণ মুসলিম নামধারী মুনাফিক চক্র বা তাগুতী শক্তির সবল আক্রমণ প্রতিরোধ করার শক্তি সঞ্চয় করা না যায়। ইসলাম বিরোধী সেকুলার চক্র রাজনৈতিক ময়দানে মাওলানা মওদূদীর নিকট পরাজয় বরণ করে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে উৎখাত করার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল।

ইসলামী শাসনতন্ত্রের বুকে সীমারের খঞ্জর

সেনাবাহিনীর ইসলাম বিরোধী কাদিয়ানী এবং সেকুলার পদস্থ কর্মকর্তাগণ এবং হোমরা চোমরা-আমলাগণ তাদের মার্কিন মুরব্বীদের সাহায্য ও পরামর্শে কুখ্যাত সামরিক ক্যু দাতার তথাকথিত সামরিক বিপ্লবের মাধ্যমে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার বুকে সীমারের খঞ্জর চালিয়ে দিল। ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসের পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনীর এ বিপ্লব ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাথে জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা। মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতার চেয়ে আইয়ুব খানের বিশ্বাসঘাতকতা অনেক বেশী মারাত্মক। মীর জাফর একটি পতনমুখ জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল, আর আইয়ুব খান একটি দ্রুত সম্প্রসারণশীল ইসলামী আন্দোলন এবং ইসলামী খেলাফতের বুকে ছুরিকাঘাত করেছিল।

এ চরম বিশ্বাসঘাতকতার কারণে মাওলানা মওদূদী কি পরিমাণ আঘাত পেয়েছেন তা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। তবে গোটা জাতির ব্যাথা-বেদনা এক পাল্লায় এবং মাওলানা মওদূদীর ব্যাথা-বেদনা অপর পাল্লায় রেখে ওজন করলে শেষোক্ত পাল্লাই ভারী হবে। কারণ ইসলামী খেলাফতের তিনি স্থপতি

www.pathagar.com

ও নির্মাণকারী। মুসলমানদের সহস্র বছরের স্বপ্নকে তিনি বাস্তবে রূপদান করার জন্য দিনরাত অবিরাম এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। বস্তুত আইয়ুব খান তার ষড়যন্ত্রমূলক ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাসকে এক শতাব্দী পেছনে নিয়ে গিয়েছে। তার বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে পাকিস্তান ভেঙ্গে দু'টুকরা হয়ে গিয়েছে। হাজার হাজার মুসলমান বিড়ম্বনার শিকার হয়েছে।

সর্বাবস্থায় একজন দায়ী ইলাল্লাহ তাঁর দায়িত্ব সম্পাদন করেন। কোন কঠিন অবস্থাও তাঁকে নিরুৎসাহিত করতে পারে না। তিনি আল্লাহর উপর ভরসা করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরিস্থিতি ও পরিবেশ অনুযায়ী দীনের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। একজন দায়ী ইলাল্লাহ চাইলেই আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয় না। আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানীর উপর তা নির্ভরশীল এবং আল্লাহ তায়ালা কোন কপট ও অকৃতজ্ঞ জনপদের উপর খেলাফতের নিয়ামত চাপিয়ে দেন না। এ বাস্তব সত্য ইসলামী আন্দোলনের সর্বস্তরের জনশক্তিকে ভালভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

আইয়ুবী আমলের কাল অধ্যায়ে মাওলানা মওদূদী সাধারণ রাজনীতিকদের মত নীরব বসে থাকলেন না। ইসলামের প্রচার ও সম্প্রসারণের তালীম তরবিয়াত এবং সাহিত্য রচনা ও গবেষণার কাজে তিনি তাঁর নিজের এবং তার আন্দোলনের সহকর্মীদেরকে লাগিয়ে দিলেন। জামায়াতে ইসলামীর সাইন বোর্ড, জামায়াতে ইসলামীতে ফরম পূরণ করে যোগদান, জনসভা অনুষ্ঠান, পার্টির পক্ষ থেকে হ্যাণ্ডবিল, পোস্টার লাগান ছাড়া বাকী সব কাজই জামায়াতে ইসলামীর কর্মীগণ করলেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে কুরআনের তাফসীর মাহফিল অনুষ্ঠিত হল। মাওলানা মওদূদীসহ তাঁর দলের লেখক কর্মীগণ আইয়ুবী আমলের এ অবকাশকে গবেষণা, অধ্যয়ন এবং সাহিত্য রচনার কাজে ব্যয় করলেন। ইসলামী গণআন্দোলন কালে জনমনে যে চেতনার সৃষ্টি হয়েছিল সে চেতনাকে দৃঢ় ও মজবুত করলেন তাফসীর মাহফিলের মাধ্যমে, ইসলামী রাজনৈতিক আন্দোলনে যে জনশক্তি যোগ দিয়েছিল তিনি তা'লীম ও তরবিয়াতের মাধ্যমে তাদেরকে কর্মীর পর্যায়ে উন্নীত করলেন। যখন আইয়ুব খান নতুন আইয়ুবী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করলেন এবং কুখ্যাত সামরিক আইন প্রত্যাহার করলেন তখন মাওলানা মওদূদী কালবিলম্ব না করে ২৪ ঘন্টার মধ্যে তার পার্টি বহাল হওয়ার ঘোষণা প্রদান করলেন। অতপর তিনি আইয়ুবী শাসনতন্ত্রের দোষত্রুটির পর্যালোচনা করেন এবং তা সংশোধন করার ১২ দফা সুপারিশ পেশ করেন।

www.pathagar.com

প্রত্যেক স্বৈরশাসন দেশ ও জাতির কল্যাণ ও স্থায়িত্বের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মুসলিম নামধারী স্বৈরশাসকগণ সাধারণভাবে জনগণের নিকট যে ভাবমূর্তি তুলে ধরতে চান তা হলো, স্বৈরশাসক জনগণের অকৃত্রিম বন্ধু, তাদের সুখ-দুঃখের সাথী, তাদের অধিকার ও আযাদীর রক্ষক, গণতান্ত্রিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের পরিবর্তে খাঁটি গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা, রাষ্ট্রের সংহতি বিধানকারী এবং সর্বোপরি ইসলামের অকৃত্রিম এবং নির্ভীক খাদেম। আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনে দেশ জাতি ও ধর্মের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হলেও তিনিও অনুরূপভাবে তার শক্তিশালী প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর নিকট এ কথা খুব জোরালভাবে তুলে ধরেন যে, তিনি পাকিস্তানের সংহতির রক্ষক, গণতন্ত্রের সেবক এবং দীন ইসলামের খাদিম। প্রত্যেক স্বৈরশাসকের ন্যায় বেসামরিক আমলা, পুলিশ, সামরিক বাহিনী এবং সুযোগ সন্ধানী রাজনীতিকদের মদদপুষ্ট হয়ে আইয়ুব খানও জনগণের স্বার্থ ও কল্যাণের নামে জনগণের উপর তার স্বৈরশাসন ও স্বেচ্ছাচারিতা অত্যন্ত জঘন্যভাবে চালাচ্ছিলেন। যেরূপ প্রত্যেক দেশে বামপন্থী এবং জাতীয়তাবাদী শক্তি নিজেদের ভবিষ্যত রাজনৈতিক লক্ষ্য বাস্তবায়িত করার জন্য সামরিক শাসককে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মদদ করে, ঠিক সেরূপ পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের জাতীয়তাবাদী এবং বামপন্থী রাজনৈতিক চক্র একদিকে আইয়ুবের স্বৈরশাসনের সহযোগিতা করছিল এবং অপরদিকে পাকিস্তানের রাজনীতিকে ধর্মহীন সেকুলার এবং বামপন্থী ধারায় প্রবাহিত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল।

শাসকের বিরুদ্ধে নয় শাসনের বিরুদ্ধে

মাওলানা মওদূদী ইসলামী বিপ্লবের অগ্রযাত্রার জন্য আইয়ুবী শাসনের অবসান অনিবার্য জ্ঞান করতেন। কিন্তু সাধারণ রাজনীতিবিদদের চেয়ে একজন দায়ী ইলাল্লাহর দৃষ্টিকোণ এবং কার্যক্রম ভিন্ন। রসূলে করীমের ওসয়ায়ে হাসানার অনুসরণকারী একজন দায়ী ইলাল্লাহ কোন মানুষ বা নেতার শত্রু নন, তিনি তাদের বন্ধু, শত্রুতা তাদের সাথে নয় শত্রুতা তাদের অনুসৃত নীতি ও কার্যক্রমের বিরুদ্ধে। যেরূপ রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শত্রুতা এবং তার অভিযান উমর (রা) বিন খাত্তাব, আবু সুফিয়ান বা খালিদ বিন ওলিদের বিরুদ্ধে কখনও ছিল না। ঠিক সেরূপ কোন দায়ী ইলাল্লাহ কোন স্বৈর-শাসকের বিরোধী নন তিনি বিরোধী স্বৈরশাসনের। কুরআনের আসমানী হেদায়াত তাকে এ প্রজ্ঞা দান করেছে যে, আল্লাহ তার কোন নবীকে কখনও কোন সমকালীন রাজা বাদশাহ বা শাসককে উৎখাত করার জন্য প্রেরণ

www.pathagar.com

করেননি। নমরুদকে শাসনচ্যুত করার জন্য ইবরাহীম (আ) কে পাঠান হয়নি, তাকে কল্যাণের পথে আহবান করার জন্যই নবী প্রেরণ করা হয়েছিল। ফেরাউনকে উৎখাত করে মিসরের শাসন ক্ষমতা অন্য কোন তাগুতের হাতে প্রদান করার বা নিজে সরাসরি গ্রহণ করার জন্য মুসা (আ) নবীকে পাঠান হয়নি। নবুওয়ত প্রদানের শুভলগ্নে তাকে হেদায়াত দেয়া হয়েছিল"।

فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى

তোমরা তার সাথে নরমভাবে কথা বল, সম্ভবত সে নসীহত কবুল করতে পারে বা ভীত হতে পারে"।-(তাহা)

স্বৈরশাসন খতম করার ইসলামী পদ্ধতি

বস্তুত কোন স্বৈরশাসককে ক্ষমতাচ্যুত বা অপসারণ করা ইসলামের লক্ষ্য নয়। বরং ইসলামের লক্ষ্য হল স্বৈরশাসককে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করার জন্য দাওয়াত প্রদান করা। ইসলামী দাওয়াতকে কবুল করে স্বৈরশাসক তার নিজের ও জাতির দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ সাধন করতে পারে। যদি হেদায়াতের এ পথ সে অনুসরণ না করে তার বিরোধিতা করে তাহলে ইসলামী দাওয়াতের বিরোধিতা করার কারণে যে সাংঘর্ষিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে তাতে বাতিল শক্তি বা স্বৈরশাসক উৎখাত হবে বা মারাত্মকভাবে ক্ষত বিক্ষত হবে বা আল্লাহ সুবহানাহু তাকে দুনিয়ার যিন্দেগীতে অত্যধিক কঠোরতার সাথে স্বৈরশাসন পরিচালনা করার বা সীমা লংঘন করার অবকাশ দিতে পারেন। এ বিষয়টি আল্লাহর ইচ্ছা, করুণা এবং হুকুমের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল বলে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র বিপ্লবের মূল বাণীবাহক আম্বিয়ায়ে কেরাম ধৈর্যের সাথে আল্লাহর ফায়সালার অপেক্ষা করতেন। নূহ (আ) থেকে শুরু করে আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সঃ) পর্যন্ত প্রত্যেক নবী তাঁর যুগের তাগুতী শক্তির সাথে ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করেছেন। মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীও অতুলনীয় ছবর ও ইস্তেকামাতের সাথে তাগুতী রাজনৈতিক শক্তির মোকাবিলা করেছেন। তাগুতী শক্তি মাওলানা মওদূদী ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীকে ভয়ঙ্কর শত্রু মনে করত এবং মাওলানার ইসলামী আন্দোলনকে ভিন্নখাতে পরিচালিত করার চেষ্টা করত। মাওলানার সামনে বাধার পাহাড় তারা খাড়া করে দিত। সাধারণ মানুষ ভাবত পথ বুঝি বন্ধ হয়ে গেল। মাওলানা পাহাড়কে এড়িয়ে নতুন রাস্তা নির্মাণ করে আন্দোলন পরিচালনা করতেন। বাতিল খণ্ডিত যুদ্ধে অবতীর্ণ

www.pathagar.com

হওয়ার জন্য প্রলোভনের এক দুনিয়া তাঁর সামনে হাজির করত। তিনি খোদায়ী অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা তা প্রত্যাখ্যান করতেন এবং তাঁর পার্টির জনশক্তিকে তা থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখতে উপদেশ দিতেন। তাগুত তাকে সাময়িক সমস্যার আবর্তে জড়ানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করত, কিন্তু তিনি দৃঢ়তার সাথে সে আহবানের মোকাবিলা করতেন এবং তাঁর কর্মীদেরকে নসীহত করতেন, সারা দুনিয়ার মানুষ মরে গেলেও আপনারা স্থানীয় সমস্যায় কখনও নিজেদেরকে জড়িত করবেন না। বাতিল ব্যর্থ মনোরথ হয়ে তাঁর আন্দোলনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে তাকে উস্কানি দিত। বাতিল চাইত এভাবে তার শক্তি বিনষ্ট করে দিতে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের মাধ্যমে। আর তিনি দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করতেন। আইয়ুব শাহীর ভয়ে পাকিস্তানের সর্বস্তরের মানুষ আতঙ্কিত ছিল, তার স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ করার সাহস খুব অল্প লোকেরই ছিল। অধিকন্তু পাকিস্তানের বিরোধী সেকুলার রাজনৈতিক দলসমূহ সেকুলার আন্দোলনের মাধ্যমে আইয়ুব বিরোধী ব্যূহ রচনা করার পূর্বেই তিনি ইসলামী ইস্যুর ভিত্তিতে আইয়ুবশাহীর মোকাবিলা করার জন্য কার্যক্রম পেশ করলেন। আইয়ুব বিরোধী স্বৈরশাসন খতম করার জন্য তিনি যে ছয়দফা কার্যসূচী প্রণয়ন করেন তার মূল চালিকা শক্তি ছিল ইসলাম। কুরআন ও সুন্নাহর আইন প্রচলন করে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে শাসকদের সৃষ্ট দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের অবসান করার জন্য তিনি শাসক চক্রকে উদাত্ত আহবান জানান। জনগণের স্বাধীন রায় ও মতের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাই রাষ্ট্র পরিচালনা করার একমাত্র হকদার। সরকারী বা সশস্ত্র বাহিনীর কোন লোক রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আগ্রহশীল হলে তার কর্তব্য হবে সরকারী চাকুরি থেকে ইস্তফা দিয়ে রাজনীতিতে সরাসরি যোগদান করা। তিনি নাগরিক অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি প্রদান করার জন্যও দাবী উত্থাপন করেছিলেন। সৎলোক নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র গণতন্ত্রায়ন ও ইসলামীকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

গণআন্দোলনের রূপদান

তিনি ইসলামী দাওয়াতকে গণআন্দোলনের রূপ প্রদান করার জন্য এক অভিনব কার্যসূচী প্রদান করলেন। তিনি তাঁর কর্মীদেরকে গণতন্ত্র ও ইসলামী শাসনতন্ত্রের পক্ষে স্বাক্ষর সংগ্রহ করার জন্য ময়দানে নামিয়ে দিলেন। তার ফলশ্রুতিতে সারাদেশে ইসলামী শাসনতন্ত্রের জন্য সাড়া পড়ে গেল। জাতীয়

www.pathagar.com

পরিষদের সভাপতির নিকট যে স্বাক্ষরনামা প্রদান করা হয়েছিল তার দৈর্ঘ ছিল ১৮ মাইল। মাওলানা মওদূদী এ ধরনের অভিনব ও চিত্তাকর্ষক পদ্ধতিতে জনগণের দৃষ্টি ইসলামী ইস্যুর দিকে আকৃষ্ট করতেন। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল তিনি বৃহত্তর ইসলামী স্বার্থের প্রেক্ষাপটে দেশ ও জাতির জন্য যা কল্যাণকর মনে করতেন এবং যে কার্যক্রম তিনি প্রণয়ন করতেন তা অতি নিপুনতার সাথে ওলামায়ে কেরাম ও রাজনীতিবিদদের সামনে পেশ করতেন বা এমন পরিস্থিতি ও পরিবেশ সৃষ্টি করতেন যাতে ওলামায়ে কেরাম ও রাজনীতিবিদগণ অনুরূপ কার্যক্রম গ্রহণে বাধ্য হতেন বা এ ধরনের কার্যক্রমকে তারা নিজেদের কার্যক্রম মনে করতেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে ইসলামী দাওয়াতকে গণআন্দোলনের রূপ প্রদান করেছেন এবং প্রত্যকবারই তিনি সুকৌশলে দেশের সর্বস্তরের মানুষকে তার সাথে জড়িত করেছেন। যদিও এসব গণআন্দোলনের সিংহভাগ কৃতিত্ব মাওলানা মওদূদীর এবং তার ফায়দা পুরাপুরি না হলেও খুব বেশীরভাগ জামায়াতে ইসলামী পেয়েছে। কিন্তু তিনি কখনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্যান্যদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি করেননি যে, এসব আন্দোলনের কৃতিত্ব তাঁর বা তাঁর দলের। মোট কথা কোনরূপ সস্তা বাহবা কুড়ানোর কোন প্রবণতা তার কখনও ছিল না এবং ইসলামী দাওয়াতের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন জিনিস প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করুক তা তিনি চাইতেন না। তাঁর শত্রুর মাধ্যমেও ইসলামের সম্প্রসারণ হলে তিনি দুঃখীত না হয়ে খুশী হতেন। একজন দায়ী ইলাল্লাহর নিকট তাঁর Cause-ই সবচেয়ে বেশী প্রিয়।

মাওলানা মওদূদীর নেতৃত্বের বলিষ্ঠতা এবং তাঁর দৃষ্টির প্রখরতার কারণে আইয়ুব বিরোধী গণঅসন্তোষ এবং ঘৃণা সেকুলার রাজনীতির খাতে প্রবাহিত হওয়ার পরিবর্তে ইসলামী গণআন্দোলনের ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। ১৯৬৩ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁর প্রচেষ্টায় পাকিস্তানের সকল গণতন্ত্রমনা আইয়ুব বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাতে তিনি ইসলামের প্রেক্ষাপট থেকেই দেশের বিরাজমান অস্বাভাবিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেন। তাঁর প্রচেষ্টা ও পর্যালোচনার ফলে উপস্থিত নেতৃবর্গ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ১৯৫৬ সালের ইসলামী শাসনতন্ত্র বাতিল করে আইয়ুব খান দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে জঘন্য ষড়যন্ত্র করেছেন এবং আইয়ুবের স্বেচ্ছাচারিতা এবং দেশের মধ্যে বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিরতা দূর করার জন্য ১৯৫৬ সালের ইসলামী শাসনতন্ত্র পুনরায় চালু করা একান্ত আবশ্যক। পাকিস্তানের প্রবীন রাজনীতিবিদ নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান, যিনি

www.pathagar.com

এক কালে পাকিস্তান আওয়ামী লীগের বরেণ্য নেতা ছিলেন, 'সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ও গণতন্ত্রের সংগ্রাম' শীর্ষক তাঁর তথ্যবহুল রাজনৈতিক নিবন্ধে মাওলানা মওদূদীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার এবং উল্লেখিত সম্মেলনে তিনি যে অবদান রেখেছেন তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। অথচ এ সম্মেলন আহবান করার পূর্বে পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আইয়ুব খান বিরোধী একটি নেতিবাচক আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন।

নেতিবাচক আন্দোলনে বাধা দান

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান যখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা প্রদান করলেন। তখন সেকুলার রাজনৈতিক দলগুলো সেকুলার প্রোগ্রামের ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। মাওলানা মওদূদী তাদের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে দেননি। তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলামী সমাজব্যবস্থা কায়েম করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং বিশেষভাবে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও তার দলের বিরোধীতা সত্ত্বেও মাওলানা মওদূদী ৯ দফা নির্বাচনী ফরমূলার মধ্যে 'ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম এবং পার্লামেন্টারী পদ্ধতির শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য দুটা দফা অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি দায়ী ইলাল্লাহ হিসেবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামের রূপ প্রদান করেন। যেহেতু পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থায় প্রেসিডেন্টের পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হন এবং প্রেসিডেন্ট একজন নিছক সাংবিধানিক অবিভাবকের মর্যাদা ভোগ করেন তাই প্রেসিডেন্টের পদে এমন একজন মহিলার নিয়োগ আপত্তিজনক হতে পারে না যিনি দেশে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার ওয়াদা করেছেন এবং নিজে ক্ষমতা ব্যবহার না করে প্রধানমন্ত্রীর হাতে দেশের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রদান করার প্রতিশ্রুতি জাতির কাছে প্রদান করেছেন তার নির্বাচনী মেনিফেস্টোর মাধ্যমে। এভাবে মাওলানা মওদূদী নির্বাচনী অভিযানকে ইসলামী গণআন্দোলনের রূপ প্রদান করলেন। রাজনৈতিক কর্মী ও জনগণের মধ্যে অভূতপূর্ব ইসলামী চেতনা সৃষ্টি হল। তারা বুঝতে পারল যে, শুধু আইয়ুব খানের অপসারণের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই বরং বৃহত্তর কল্যাণের জন্য আইয়ুব খানের অপসারণের সাথে সাথে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা তথা আল্লাহর যমীনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বামপন্থী রাজনৈতিক দল ইসলামী পুনর্জাগরণে ভীতশংকিত ছিল, কিন্তু সরাসরি এবং প্রকাশ্যে তারা ইসলামী সমাজব্যবস্থা কায়েমের

www.pathagar.com

বিরোধিতা করারও সাহস পাচ্ছিল না। তারা গোপনে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সাথে মিলিত হয়ে জাতির আশা-আকাংখার বিরুদ্ধে কাজ করে। এ সত্ত্বেও জনতার রায় ইসলামের পক্ষে যেত যদি নির্বাচনে আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে কারচুপি এবং জালিয়াতি না করা হত।

প্রচেষ্টা নস্যাত করার ষড়যন্ত্র

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পরবর্তী দিনগুলো খুবই বেদনাদায়ক ও ষড়যন্ত্রমূলক। পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার মাওলানা মওদূদীর প্রচেষ্টাকে নস্যাত করার জন্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান প্রশাসনিক যন্ত্রকে পুরাপুরি কাজে লাগান। জনগণের নিকট বিরোধী দলের অনৈক্য তুলে ধরার জন্য সরকারী সাহায্য সহযোগিতায় জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলগুলোর আঞ্চলিক দাবীদাওয়ার প্রচার করা হয়। ঠিক এ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দ্বিপাক্ষিক সামরিক চুক্তি থাকা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে পাকিস্তানকে সাহায্য করা তো দূরের কথা প্রয়োজনীয় 'স্পেয়ার পার্টস' পর্যন্ত সরবরাহ করেনি। পাকিস্তানের পরিবর্তে ভারতকে সাহায্য সহযোগিতা করার নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবলম্বন করে। রাজনৈতিক সলাপরামর্শ থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক এবং সামরিক সাহায্য সহযোগিতার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের আমলাতন্ত্র এবং সামরিক জান্তা পরিপূর্ণভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল ছিল। একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের এ আচরণ অপরদিকে পাকিস্তানের তথাকথিত মার্কিন প্রীতির জন্য সোভিয়েট রাশিয়ার হুমকি আইয়ুব খান ও তার দোসরদের ক্ষমতার ভিত্তিমূল প্রচণ্ডভাবে নড়ে উঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পদাঘাতে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আইয়ুব খান যুক্তরাষ্ট্রকে 'বেদাবের' সামরিক ঘাঁটি ব্যবহারের অনুমতি প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পাকিস্তানের অবশিষ্ট সম্পর্কটুকুও নষ্ট হয়ে যায় এবং মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ এবং মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিসিঞ্জারের নেতৃত্বে ইহুদী লবী পাকিস্তানকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। জুলফিকার আলী খান ভুট্টো যিনি আইয়ুব খান ও ইসকান্দার মীর্জার Shaw Boy হিসেবে রাজনীতি শুরু করেছিলেন। আইয়ুব খানের পতনযুগে মার্কিনীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মার্কিনীরাই তাকে ভবিষ্যতের খণ্ডিত পাকিস্তানের নেতা হিসেবে হাতে তুলে নেয় এবং তার মারফতেই তারা পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার কার্যসূচী বাস্তবায়িত করার

www.pathagar.com

প্রচেষ্টা চালায়। ভবিষ্যত কার্যসূচী বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে জুলফিকার আলী খান ভুট্টো প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে উল্টা সিধা উপদেশ প্রদান করে দেশে এক বিরাট সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন। তিনি ইসলাম বিরোধী সেকুলার শিয়া ও কাদিয়ানী জেনারেলদের উপর অশেষ প্রভাব বিস্তার করে আইয়ুব খানকে পদচ্যুত করেন এবং তার স্থলে জেনারেল ইয়াহিয়াকে অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতায় বসান। জুলফিকার আলী ভুট্টো তদানিন্তন পূর্বপাকিস্তানের বামপন্থী এবং জাতীয়তাবাদী দলগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করেন। সম্ভবত তার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি পূর্বপাকিস্তানী সেকুলার বামপন্থী এবং জাতীয়তাবাদী নেতাদের সাহায্য সহযোগিতা লাভের জন্য চেষ্টা করেন। ইয়াহিয়া সত্তুরের নির্বাচনের পরও যাতে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন তার জন্য জুলফিকার আলী খান ভুট্টো এবং শেখ মুজিবর রহমানের সাথে অলিখিত সমঝোতায় উপনীত হন। ভবিষ্যত নির্বাচনের ফলাফল কি হবে সে সম্পর্কে অনিশ্চিত এ দুই নেতা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল ছিলেন। নির্বাচনের পূর্বে রাজনৈতিক মহল থেকে এ অভিযোগ উথাপিত হয় যে, ইয়াহিয়ার সামরিক সরকার মুজিব-ভুট্টোর সাথে যেভাবে দহরম মহরম করছেন তাতে নির্বাচনের উপর অশুভ প্রভাব পড়বে। শুধু তাই নয় রাজনৈতিক মহল আরও অভিযোগ করেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তার মনোনীত এ দুটা দলের লোকদেরকে নির্বাচনে জয়যুক্ত করার জন্য গোপনে সরকারী অর্থ ব্যয় করছেন। নির্বাচনে লিপ্ত বিভিন্ন পার্টি তখন এ অভিমত প্রকাশ করেন যে, সরকারী অর্থ যদি নির্বাচনে ব্যয় করতেই হয় তাহলে সমানভাবে সকল পার্টিকে প্রদান করা উচিত। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দল এ অভিযোগ উথাপন করে যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করার যে ওয়াদা করেছিলেন তা তিনি রক্ষা করেননি। তিনি ও তার প্রশাসনযন্ত্র অত্যন্ত ন্যক্কারজনকভাবে পক্ষপাতিত্ব করেছে। নির্বাচনের সময় আইন ও শৃংখলা রক্ষা করার যিম্মাদারী সরকার মোটেই পালন করেনি। প্রশাসন যন্ত্রের সক্রিয় সহযোগিতায় বিশেষ রাজনৈতিক দলের কর্মীগণ ভোট কেন্দ্র দখল করে এবং জনগণের পরিবর্তে নিজেরা তাদের দলের প্রার্থীর বাক্সে ভোট প্রদান করে। পাকিস্তানবাদী এবং আদর্শবাদী রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য এটা ছিল এক নতুন অভিজ্ঞতা।

পাকিস্তানের ইতিহাসের এ দুঃখজনক অধ্যায়ের উপর আমরা কিঞ্চিত আলোকপাত এ জন্য করছি যাতে আমরা উপলব্ধি করতে পারি মাওলানা

www.pathagar.com

মওদূদী কোন্ পরিস্থিতি ও পরিবেশের মধ্যে তার দীনী আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। একটা দেশের গোটা প্রশাসনযন্ত্র যদি দুর্নীতি পরায়ণ হয়ে যায় বা কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করে বা দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রের দাবার গুটি হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাহলে একজন দায়ী ইলাল্লাহ কি করে দেশে সুস্থ রাজনীতির বিকাশ বা তার আদর্শবাদকে জয়যুক্ত করবেন? যখন কোন জনপদের সকল মানুষ আত্মহত্যা করতে চায় তখন দায়ী ইলাল্লাহ তো কোন ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়ে তাদেরকে রক্ষা করতে পারেন না। তার কাজ হল আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্টা করে ছোট খোদাদের যুলুম নির্যাতনের অবসান ঘটানোর জন্য আল্লাহর বান্দাহদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তাদের কাছে তওহীদের ভিত্তিতে সমাজ রাষ্ট্র গঠন করার যৌক্তিকতা এবং তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা। গোটা জাতি যদি তাদের বুদ্ধি বিবেচনাকে কাজে লাগিয়ে হক উপলব্ধি না করে এবং হক প্রতিষ্ঠা করার জন্য অগ্রসর না হয় তা হলে একজন দায়ী ইলাল্লাহ খোদায়ী রাষ্ট্রের নিয়ামত কোন অকৃতজ্ঞ জাতির উপর চাপিয়ে দিতে পারেন না। দুনিয়ার কাজকর্ম চলার জন্য আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে যে প্রাকৃতিক নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন তা তার বিপরীত।

নিরাশার মধ্যে আশার আলো

আইয়ুব খানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে শুরু করে সত্তুরের নির্বাচন পর্যন্ত যে রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালিত হয় তাতে মাওলানা মওদূদী ও তার জামায়াতের অংশগ্রহণের ধরন ও প্রকৃতি কি ছিল এবং গোটা আন্দোলনের উপর তার প্রভাব কোন্ ধরনের ছিল তা বিচার বিশ্লেষণ করার আবশ্যকতা রয়েছে। কোনরূপ প্রতিবাদের ভয়ভীতি ছাড়া অত্যন্ত নিশ্চয়তার সাথে এ কথা বলা যেতে পারে যে, আইয়ুব খান ইসলামের অগ্রযাত্রা প্রতিরোধ করার জন্যই ক্ষমতা দখল করেছিলেন। তার সরকারের গোটা মেশিনারী, পুলিশ, মিলিটারী এবং আমলা বাহিনী তাকে এ কাজে সক্রীয় সহযোগিতা প্রদান করে। 'মোল্লাতন্ত্রের' ভয়ে আতংকিত আইয়ুব খান ইসলাম বিরোধী আঞ্চলিক ভাবধারা বিকাশের সুযোগ দান করেন এবং ইসলামী শক্তি যাতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে তার কোশেশ তিনি করেন। সরকারের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সাহায্য সহযোগিতা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারী অর্থানুকূল্যে সেকুলার ধ্যান-ধারণার সম্প্রসারণ পাকিস্তানের ভিত্তিমূলে দারুণ আঘাত হানে। আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় যুবকদের এক অংশ খুব দ্রুত

www.pathagar.com

আক্রান্ত হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির ঐতিহাসিক পটভূমি, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং জাতির আশা-আকাংখার সাথে সম্পূর্ণ অপরিচিত এ ধরনের যুবকগণ বামপন্থী এবং জাতীয়তাবাদী দলগুলোর কার্যক্রম সমর্থন করতে শুরু করে। তারা সরকারী আমলা ও রাজনীতিকদের বেইনসাফী যুলুম নির্যাতনের জন্য রাষ্ট্রের উপর দোষারোপ করতে শুরু করে। শাসকদের অবিমৃষ্যকারিতা, আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, শোষণ, নির্যাতন, জনগণকে ন্যূনতম গণতান্ত্রিক ও মানবীয় অধিকার থেকে বঞ্চিতকরণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নিষিদ্ধ বিধিবিধান সমাজে কার্যকরী করা, দেশী এবং বিদেশী ষড়যন্ত্রের ঘাত প্রতিঘাত দেশের যুব সমাজের মনে নিদারুণ হতাশা ও নৈরাশ্য সৃষ্টি করে। নৈরাশ্যের আঁধার সমুদ্রে মাওলানা মওদূদীর ইসলামী সমাজ বিপ্লবের দাওয়াত ছিল আশার প্রদীপ্ত আলো।

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার রাজনীতি

আইয়ুব-ইয়াহিয়া এবং তাদের সেকুলার দোসরগণ ভাংগন ও বিপর্যয়ের রাজনীতির মাধ্যমে দেশকে বিশৃংখলা ও অশান্তির দিকে ঠেলে দিয়েছেন বারবার এবং মাওলানা তাঁর আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দ্বারা জাতিকে তওহীদের সহজ সরল পথে পরিচালনার কোশেশ করেছেন। পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার সুস্পষ্ট দাবীর ভিত্তিতে তিনি আইয়ুব বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শরীক হয়েছেন। এ দীর্ঘ সময় তিনি যে আন্দোলন করেছেন তাতে কোন নেতিবাচক বা সেকুলার ধর্মী কার্যক্রম কখনও ছিল না। তিনি অত্যন্ত নিপুনতার সাথে তথাকথিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পর্যালোচনা করে ইসলামী দফা এমনভাবে সংযোজিত করতেন সেকুলার রাজনীতিকগণ মনে মনে অপছন্দ করলেও প্রকাশ্যে তার কোন বিরোধিতা করার সুযোগ পেতেন না এবং জামায়াতে ইসলামীর কর্মীগণ যখন মাঠে ময়দানে সভা মিছিল এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করতেন তখন একজন সাধারণ মানুষও অনুভব করত যে, মাওলানা মওদূদী ও তার জামায়াত পাকিস্তানের সমাজ ও রাষ্ট্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে দেশ ও জাতিকে তথাকথিত প্রভূদের দাসত্ব শৃংখল থেকে মুক্ত ও আযাদ করতে চান

মাওলানা মওদূদীর ইসলামী আন্দোলনের প্রভাব কত বেশী ছিল তা এ কথা থেকেই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বারবার জাতিকে এ আশ্বাস প্রদান করেন যে, তিনি ইসলাম ও পাকিস্তানের বিরোধী নন। তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ দৃঢ়তার সাথে প্রায়ই

www.pathagar.com

প্রত্যেক জনসভায় বলতেন, তাঁকে ভোট প্রদান করলে তিনি ইসলাম ও পাকিস্তানের জন্য কাজ করবেন। পশ্চিম পাকিস্তানেও জুলফিকার আলী খান ভুট্টো ও ইসলামী দাওয়াতের প্রভাব খুব ভালভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি নির্বাচনী অভিযানে মুসাওয়াতে মুহাম্মাদী—মুহাম্মাদ মোস্তফার (সঃ) সাম্য প্রতিষ্ঠা করার শ্লোগান প্রদান করে পাকিস্তানের যুগ যুগান্তের বঞ্চিত ও নির্যাতিত মানুষের হৃদয়-মনকে প্রতারিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ না করার পরিণতি

মাওলানা মওদূদী কেন এমন এক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেন, যে নির্বাচনে তাঁর দল মারাত্মকভাবে পরাজিত হল? মাওলানা মওদূদী নির্বাচনের মাধ্যমে পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র কার্যকরী করে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে জনগণের খেলাফত এবং এমন এক সুষম অর্থ ব্যবস্থা কায়েম করতে চেয়েছিলেন যাতে মানুষের বুনিয়াদী প্রয়োজন স্বীকৃত হবে। তাঁর দৃষ্টিতেও এটা একটা সুকঠিন কাজ ছিল। যেহেতু পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমানদেরকে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন তাই নির্বাচনে তাদের ভোটের উপরই তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ যে দীন ইসলামে বিশ্বাস স্থাপন করে না তাকে কি করে ইসলামী কার্যক্রম সমর্থন করার জন্য আহ্বান করা যায়? তাই নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলামী খেলাফত কায়েম করার জন্য তিনি স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতির উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ একজন সাধারণ মানুষও এ কথা ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, যদি কোন বিশেষ নির্বাচনী এলাকায় শতকরা ১৫ ভাগ অমুসলিম ভোটার থাকে তাহলে ইসলামী রাষ্ট্র ও খেলাফতের সমর্থক একজন প্রার্থীকে জয়যুক্ত করা খুবই কঠিন হবে। কারণ আমাদের দেশে সাধারণত শতকরা ৫০ থেকে ৫৫ ভাগ ভোট প্রদান করা হয়। মোট ভোটের শতকরা ১৫ ভাগ অমুসলিম ভোটের সাথে আরও ১০ থেকে ১৫ ভাগ মুসলিম ভোট পেয়ে ইসলামী খেলাফত বিরোধী যে কোন সেকুলার প্রার্থী জয়লাভ করতে পারেন। মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর আপত্তি থাকা সত্ত্বেও সেকুলার সামরিক সরকার সেকুলার রাজনীতির সফলতা বা ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য পাকিস্তানের আদর্শে আঘাত প্রদানকারী যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার দাবীকে সাধারণ জনগণের নিকট পৌছানোর জন্য মাওলানা মওদূদী নির্বাচনকে একটা উৎকৃষ্ট মাধ্যম মনে করতেন।

www.pathagar.com

ঘাতপ্রতিঘাত এবং ষড়যন্ত্রের পটভূমিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল মাওলানা মওদূদীকে খুবই উদ্বিগ্ন করেছিল। তিনি নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর তার জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার বৈঠক আহবান করেন এবং তাতে এ অভিমত প্রকাশ করেন যে, রাজনৈতিক দিক থেকে দেশ দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। তিনি নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনা প্রসঙ্গে এ ভবিষ্যতবাণী করেন যে, আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদী দলগুলো তাদের রাজনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য রক্তক্ষয়ী আঞ্চলিক দাঙ্গা সৃষ্টি করবে। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও সংগ্রামের পরিবর্তে শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পাকিস্তানকে দুই ভাগে ভাগ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় শুরার উক্ত বৈঠকে এ সিদ্ধান্তও গৃহীত হয় যে, 'যদি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে যেতে থাকে তাহলে জামায়াত এর বিরোধিতা করবে না।' শুধু তাই নয় এ ব্যাপারে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীকে এখতিয়ার প্রদান করা হয়। শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁর আওয়ামী লীগ ধৈর্য ও প্রজ্ঞার পরিচয় প্রদান করলে শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশকে বিভক্ত করা যেত, না-হক নিরীহ মানুষের বুকের রক্ত ঝরত না এবং ভারত বাংলাদেশে তার সাম্রাজ্যবাদী থাবাও বিস্তার করতে পারত না। ভুট্টো-মুজিব এক সূতার দুই দিক—আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের দুই পথিকৃত এবং উভয়ই ইয়াহিয়া খানকে শিখন্ডী খাড়া করে নিজেদের রাজনৈতিক মতলব হাসিল করার জন্য শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিবর্তে রক্তাক্ত বিপ্লবের কর্মসূচীকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন। শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিবর্তে কেন রক্তাক্ত সংঘর্ষের দিকে জাতিকে ঠেলে দেয়া হয়েছিল এ প্রশ্ন আগামী দিনের মানুষ অবশ্যই করবে।

নির্বাচনের অব্যবহিত পরই মাওলানা মওদূদী রক্তাক্ত বিপ্লবের পরিবর্তে শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে দেশকে বিভক্ত করার প্রয়োজনীয়তার উপর যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন তাতে তাঁর দায়ীসুলভ মনোভাবেরই অভিব্যক্তি ঘটেছে। যেহেতু একজন দায়ী ইলাল্লাহ আপাদমস্তক মানুষের শুভাকাংখী এবং কল্যাণ আকাংখী তাই মানুষের অমঙ্গলের পদধ্বনি তাকে ব্যাকুল ও উদ্বিগ্ন করে। না-হকভাবে কোন মানুষের বুকের রক্ত ঝরুক তা কখনও মাওলানা মওদূদী পসন্দ করতেন না। এতে তাঁর আল্লাহ প্রদত্ত প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টিরও প্রকাশ ঘটেছে।

www.pathagar.com

দায়ী ইলাল্লাহ হিসেবে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহমতুল্লাহ আলাইহির অতুলনীয় কীর্তি হল দীন ইসলামের পুনর্জাগরণ ও পুনপ্রতিষ্ঠার সুমহান কাজকে তিনি ওয়াজ-নসীহতের স্তর থেকে বিরামহীন সংগ্রাম ও দুর্বার আন্দোলনের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, সাহাবায়ে কেরামের তিরোধানের পর দীনের এ সুমহান যিম্মাদারী তাঁর মত ব্যাপক পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা সহকারে আর কেহ পালন করতে সক্ষম হননি। বিশ্বব্যাপী ইসলামী চিন্তাবিদগণ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, মাওলানা মওদূদীর প্রচেষ্টা এবং গবেষণালব্ধ সাহিত্য মুসলিম জাতির মনে এ কথা দৃঢ়ভাবে অংকিত করে দিয়েছে যে, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং রুবুবিয়াত আল্লাহর যমীনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলামী রাজনৈতিক শক্তির বিকাশ সাধন অপরিহার্য। সেকুলার রাজনীতিকগণ রাজনীতিকে যেভাবে গদি দখলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে রাজনৈতিক অঙ্গনকে কলুষিত করেছেন ঠিক সেভাবে মাওলানা মওদূদী রাজনীতিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য ব্যবহার করার ধ্যান-ধারণা প্রদান করে রাজনীতিকে শ্রেষ্ঠ ইবাদতের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন।

দায়ী ইলাল্লাহ হিসেবে ইসলামী সমাজ বিপ্লবের পদ্ধতির যে রূপ-রেখা পেশ করেছেন তার বাস্তব অনুসরণ এবং কার্যকরী করণের মধ্যেই ইসলামী বিপ্লবের সাফল্য নির্ভরশীল। একমাত্র তাওহীদের বিপ্লবী দাওয়াতকে গণআন্দোলনের রূপ প্রদান করলেও বাতিল ও তাগুতী শক্তির সাথে যে সংঘর্ষ হবে তাই ইসলামী সমাজ বিপ্লবকে সাফল্যের প্রান্তরে নিয়ে যাবে। যদি জনপদের মানুষ সার্বিকভাবে আল্লাহর দীন কবুল করে আল্লাহর রুবুবিয়াত ও সার্বভৌমত্ব মানুষের সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

www.pathagar.com

মওদূদীর রাজনৈতিক চিন্তাধারা

—হাফেয হাবীবুর রহমান

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী সাম্প্রতিক ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে দেশ-বিদেশের সর্বত্র সুপরিচিত। ইসলামী চিন্তাধারা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানগর্ভ রচনাবলী বিশ্বের সুধীমহলে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। বিশেষত মুসলিম জাহানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনগুলো তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীর প্রভাবে দিন দিন প্রভাবিত হতে চলেছে। তাঁর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারা আধুনিক মুসলিম যুগ-মানসে অনৈসলামী মতবাদগুলোর (ism) অনুপ্রবেশকে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করছে। এর ফলে শুধু প্রাচ্যেই নয়, পাশ্চাত্যের বিদগ্ধ মহলেও তাঁর সম্পর্কে একটা গভীর কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা জেগেছে। পাশ্চাত্যের প্রাচ্য ভাষাতত্ত্ববিদগণ (Orientalists) বেশ কিছুকাল থেকে তাঁর চিন্তাধারা সম্পর্কে ক্রমাগত আলোচনা ও সমালেচনা করে চলছেন। সেখানকার কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর মতাদর্শের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার রহস্য সম্পর্কে যথারীতি গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এটা অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, এসব গবেষণা ও সমালোচনার ভেতরে মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারা সুষ্ঠুভাবে প্রতিফলিত করার চাইতে তাঁর একটা বিকৃত ও কদর্যরূপ দেবার প্রবণতাই বেশী প্রকট। এটা পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের চরম অসহিষ্ণুতা ও ইসলাম বিদ্বেষী মানসিকতারই বহিপ্রকাশ মাত্র। মুসলিম জাতির কোন সৎ চিন্তাশীল আদর্শ নায়ককে তাঁরা কোন দিন বরদাশত করতে পারেননি। মাওলানা মওদূদীকেও তাই তারা সহ্য করতে পারছেন না। এ কারণেই তাঁর চিন্তাধারা সম্পর্কে তাদের এত কৌতূহল, আর এজন্যই তার সম্পর্কে এত অপপ্রচার ও বিষাক্ত প্রচারণার তোড়জোড়। ইদানিং এই অপপ্রচারের ঢেউ এদেশের বুদ্ধিজীবী মহলকেও কিছুটা স্পর্শ করেছে। ফলে এদের একাংশের মধ্যে মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারা সম্পর্কে কিছুটা বিভ্রান্তি ও ভুল বুঝাবুঝি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই পটভূমিতে আমরা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারা, বিশেষত তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে বর্তমান নিবন্ধের অবতারণা করছি।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক চিন্তার উৎস ও বৈশিষ্ট্য

রাজনীতি ও রাষ্ট্রদর্শন সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর বিশিষ্ট চিন্তাধারা সম্যকরূপে অনুধাবন করতে হলে প্রথমেই এ প্রশ্নের মীমাংসা করে নিতে হয় তাঁর চিন্তাধারার মৌল উৎস ও বৈশিষ্ট্য কি? তিনি কি নতুন কোন রাজনৈতিক মতবাদ পেশ করেছেন? এর জবাব এই যে, মাওলানা মওদূদীর গোটা চিন্তা বা তাঁর কোন অংশবিশেষ কোন নতুন উৎস থেকে উৎসারিত হয়নি। বরং যে নিজস্ব উৎস হারিয়ে আজকের মুসলমান নতুন উৎসের সন্ধানে ঘুরে ফিরছে এবং বিজাতীয় উৎসের বিষাক্ত ধারায় অবগাহন করে তার অস্তিত্বের প্রায় বিলোপ ঘটাতে চলছে, সেই উৎসটিই তিনি খুঁজে বের করেছেন। শুধু বের করেছেন বললেই যথেষ্ট হয় না, সেটিকে তিনি নতুন করে আবিষ্কার করেছেন। বলাবাহুল্য সে উৎসটি আর কিছুই নয়, সেটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও নবীর সুন্নাত। এ দু'টি উৎসমূল থেকেই মাওলানা মওদূদীর গোটা চিন্তা-তাঁর মূল কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা ও পত্রপল্লব সবকিছুই উৎসারিত হয়েছে। যে কুরআন ও হাদীসকে আজ মুসলমানরা পর্যন্ত নিছক ধর্মগ্রন্থ হিসেবে অপাংক্তেয় করে রেখেছে তার ভেতরেই তিনি আবিষ্কার করেছেন দুনিয়ার সবচাইতে শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রদর্শন-তার মধ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন প্রাচীন ও আধুনিককালের তামাম রাজনৈতিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান। এদিক থেকে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা কোন নতুন চিন্তা নয়, এ হচ্ছে পুরানো চিন্তারই নব মূল্যায়ন মাত্র।

পরন্তু তাঁর এই চিন্তাধারার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র এই যে, তিনি 'রাষ্ট্র বিজ্ঞান' পর্যায়ে কোন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মতবাদ পেশ করেননি। কারণ তাঁর মতে, মানুষের জীবন একটি অখণ্ড, অবিভাজ্য ইউনিট, এর একটি অংশকে অন্যান্য অংশ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে বিচার করা চলে না। ঠিক তেমনি জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পৃথক চিন্তা ও কর্মনীতিও অবলম্বন করা যায় না। বরং তার অখণ্ড ও অবিভাজ্য সত্তার ন্যায় তার অনুসৃত চিন্তা ও কর্মনীতিও অবিচ্ছেদ্য হওয়া উচিত। তাই তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা কোন স্বতন্ত্র দর্শন নয়, এ হচ্ছে তাঁর পেশকৃত ইসলামী জীবন দর্শনেরই অংশবিশেষ। তাঁর সে চিন্তাধারায় সমাজ বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রদর্শন যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি পেয়েছে অর্থশাস্ত্র ও আধ্যাত্মবাদ। এর সবগুলোই হচ্ছে একটি অপরটির পরিপূরক। আধুনিক কালের সমাজ ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের ন্যায় এক চোখা নীতি অবলম্বন করে মানুষের চিন্তা ও মনোরাজ্যে তিনি সংঘাতের সৃষ্টি করেননি।

www.pathagar.com

তাঁর এই সুসম ও ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তাধারাই তাঁকে আধুনিককালের সমাজ ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে।

ধর্ম ও রাষ্ট্র

রাষ্ট্র বিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনায় ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ণয়ে প্রায়ই বিতর্কের সৃষ্টি হতে দেখা যায়। এ বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে ইউরোপে মার্টিন লুথার কর্তৃক উদ্ভাবিত ধর্ম ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত 'আপোস ফর্মুলা' থেকে। মাওলানা মওদূদী এ বিতর্কের অবসান করেছেন ইসলামের বৈপ্লবিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে। তাঁর মতে, ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে এমনি 'আপোস ফর্মুলা' শুধু খৃস্টান ইউরোপের সপক্ষেই গ্রহণ করা সম্ভব মুসলমানদের পক্ষে নয়। কারণ, মানব জীবনের সমস্ত চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে রাষ্ট্রের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করা সংকীর্ণ খৃষ্টধর্মের পক্ষে মোটেই সম্ভবপর নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে ইসলামের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইসলাম প্রচলিত ধর্মগুলোর মত কোন সংকীর্ণ ধর্মমত নয়। তিনি এ সম্পর্কিত কুরআনী পরিভাষাগুলো ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ যে 'দীন' শব্দটির ধর্ম অর্থে ব্যবহার করা হয়, তার মানে আদতেই 'ধর্ম' নয়। 'দীন' এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে 'আনুগত্য' আর পারিভাষিক মানে হচ্ছে 'জীবন পদ্ধতি' (Code of life) পরন্তু কুরআন শুধু দীন নয়, বরং আদ্দীন অর্থাৎ 'একমাত্র জীবন পদ্ধতি'র কথা বলেছে। এর ভেতরে ধর্ম ও রাষ্ট্রকে পৃথক করার কোন প্রশ্নই ওঠে না ধর্ম ও রাষ্ট্র হচ্ছে এখানে 'পরস্পর জমজ-ভাইর মত' বরং তার চাইতেও ঘনিষ্ঠতর। এদের মধ্যে কোনরূপ বৈষম্যের প্রাচীর দাঁড় করালে গোটা জীবন পদ্ধতি শুধু বিকলাঙ্গই হবে না, তার প্রাণবস্তুও নিঃশেষ হয়ে যাবে।

ধর্মবিমুখ গণতন্ত্র

আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান অবদান হচ্ছে ধর্মবিমুখ (Secular) জাতীয় গণতন্ত্র। ইউরোপের পোপবাদ, সামন্তবাদ ও রাজতন্ত্র পীড়িত মানুষের কাছে এই মতবাদটি নিসন্দেহে আশীর্বাদ বয়ে এনেছিলো। কিন্তু তবু এ এক অনস্বীকার্য সত্য যে, দুনিয়ার নিপীড়িত মানবতার কল্যাণ সাধনে এ মতবাদটি আজো সমর্থ হয়নি। যে, দেশেই এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছে, সেখানেই এ এক মহা অকল্যাণের হেতু বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। গণতন্ত্রের এই শোচনীয় ব্যর্থতার মূলে মাওলানা মওদূদী কয়েকটি বুনিয়াদী কারণ প্রত্যক্ষ করেছেন। এর পয়লা কারণ হচ্ছে ধর্মবিমুখতা বা সেকুলারিজম।

www.pathagar.com

ধর্মবিমুখতার মানে হচ্ছে : মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সামগ্রিক জীবন এবং কাজকর্মের সঙ্গে ধর্ম, আল্লাহ বা তাঁর দেয়া বিধিবিধানের সম্পর্ক নেই। দুনিয়ার মানুষ পার্থিব ও বৈষয়িক ব্যাপারগুলো নিজস্ব বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে চালিত ও সম্পাদন করার নিরংকুশ অধিকারের মালিক। নিজের ইচ্ছামত সে কাজ করবে এবং সে জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মনীতি, আইন-কানুন, মত ও পথ নিজেই রচনা করবে। এ সব ব্যাপারে ধর্ম বা আল্লাহর কোন হস্তক্ষেপের অধিকার নেই, তেমনি তাঁর সন্তোষ-অসন্তোষ বা পসন্দ অপসন্দেরও কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে গণপ্রভুত্ব বা পিপলস সভরেনটি। গণপ্রভুত্ব বলতে বুঝায় সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে নির্বাসিত করে জাতির সংখ্যাগুরুর মতামতকে সেখানে অধিষ্ঠিত করা। ধর্মকে বাদ দিয়ে সংখ্যাগুরু যাকে 'সত্য' বলবে, তাকেই সত্য এবং যাকে 'মিথ্যা' বলবে, তাকেই মিথ্যা বলে গ্রহণ করতে হবে। সংখ্যাগুরুর রচিত ও নির্ধারিত আইন কানুন, নিয়মনীতিই জাতির জীবন পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত হবে এবং এই সংখ্যাগুরুই তাতে রদবদল করার নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী হবে।

জাতির সংখ্যাগুরুর হাতে এইভাবে সত্য-মিথ্যা ও হালাল-হারাম নির্ধারণের কর্তৃত্ব তুলে দেবার ফলে স্বভাবতই যথেচ্ছাচারের সৃষ্টি হতে বাধ্য। এই যথেচ্ছাচার কোন্ পর্যায়ে গিয়ে পৌছতে পারে, তার দৃষ্টান্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে মাওলানা মওদূদী মদ্য নিবারণ সম্পর্কে মার্কিন কংগ্রেসের দুটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেছেন। উক্ত কংগ্রেস প্রথমে সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে মদ্যপানকে 'হারাম' ঘোষণা করেছিল, কিন্তু পরে জনমতের চাপে, আবার মদ্যপানকে 'হালাল' ঘোষণা করতে হয়। বস্তুত এই পরিবর্তনশীল চরিত্রই হচ্ছে গণতন্ত্রের প্রধান দুর্বলতা।

জাতীয়তাবাদ

জাতীয়তাবাদ (Nationalism) হচ্ছে গণতন্ত্রেরই একটি আনুষঙ্গিক মতবাদ। এর সার কথা হচ্ছে আল্লাহকে নির্বাসিত করে জাতিকে তার স্থলাভিষিক্ত করা। জাতিই হবে মানুষের প্রভু-পূজ্য ও উপাস্য। জাতির স্বার্থই হবে ভাল-মন্দের একমাত্র মানদণ্ড। জাতীয় উন্নতি, জাতীয় সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্যের ওপর তার আধিপত্য ও কর্তৃত্ব স্থাপিত করাই হবে একমাত্র লক্ষ্য ও কর্তব্য। জাতির উদ্দেশ্যে ব্যক্তির সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার কেবল সংগতই নয়-অবশ্য কর্তব্যও। বস্তুত জাতিকে এইভাবে আল্লাহর

www.pathagar.com

আসনে অভিষিক্ত করার ফলেই যুগে যুগে দেশে দেশে হানাহানি, রক্তপাত ও যুদ্ধবিগ্রহের ধারা চলে আসছে। বর্তমান শতকের প্রথম চার দশকের মধ্যেই যে দু'-দু'টি সর্বনাশা মহাযুদ্ধ হয়ে গেলো এবং আরো একটি যুদ্ধের পাঁয়তারা চলছে, তার মূলেও কি এই জাতিপূজাই ক্রিয়াশীল নয়?

এতো হচ্ছে জাতিপূজা বা জাতীয় প্রভুত্বের পরিণাম। কিন্তু জাতিগঠনের মূল উপাদানটা কি? এ হচ্ছে কতকগুলো বিশেষ ধারণার সমষ্টি। এর মধ্যে গোত্রবাদ, স্বাদেশিকতা, ভাষা প্রীতি, বর্ণপ্রীতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মাওলানা মওদূদীর মতে, এর কোন একটি মতবাদও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কারণ মানুষ যেখানে জন্মগ্রহণ করে, তার পরিধি এক বর্গ গজের বেশী নয়। এই ক্ষুদ্রতম স্থানের বাইরে যে শত সহস্র মাইল এলাকা জুড়ে একটি সীমারেখা টেনে তাকে স্বদেশ বলে গ্রহণ করে। এই স্বদেশের কল্যাণ সাধনই তার জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে গোটা দুনিয়াকে স্বদেশ বলে গ্রহণ করে তার মঙ্গল বিধানে সে আত্মনিয়োগ করতে পারে না কেন?

গোত্র ও ভাষা প্রীতিও ঠিক একই রূপ অবৈজ্ঞানিক ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির বংশধররা একটি জাতি হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারলে আদি মানুষের বংশধর-গোটা মানব গোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধ হতে বাধা কোথায়? তেমনি ভাষা হচ্ছে মানুষের চিন্তা ও মতের বাহন। কিন্তু তাই বলে একই ভাষাভাষী লোকদের চিন্তা ও মতবাদও অভিন্ন হবে, এমন কোনই কথা নেই। বরং বাস্তব ক্ষেত্রে এর বিপরীতই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। চিন্তা ও মতের বিভিন্নতার কারণে একই ভাষাভাষী লোকেরা দুনিয়ায় বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, আবার বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকেরা একই মতবাদ গ্রহণ করে একটি নির্দিষ্ট পতাকাতলে সমবেত হয়েছে। কাজেই মানুষের ঐক্য, সংহতি ও কল্যাণের প্রশ্নে ভাষাগত ঐকের মূল্য কতটুকু?

বর্ণ প্রীতিকে মাওলানা মওদূদী জাতীয়তার সবচাইতে কদর্য ধারণা বলে অভিহিত করেছেন। কারণ বর্ণগত বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষ মানুষ পদবাচ্য হয়নি, সে মনুষ্যত্বের গরিমা লাভ করেছে তার আত্মা ও মানবিক গুণরাজির বদৌলতে। এর কোন বর্ণ বা রূপ নেই, সাদা বা কালো যে কোন বর্ণের মানুষের মধ্যে এটি থাকতে পারে। কার্যত হচ্ছেও ঠিক তাই। সাদা চামড়াদের বীভৎস আচরণ আর কালো চামড়াদের মনুষ্যত্ববোধ আজ কি কোন প্রমাণের অপেক্ষা রাখে? তবু সাদা চামড়াদের বর্ণগত আভিজাত্যের দোহাইকে তাদের বুদ্ধিবৃত্তির দেউলিয়াপনা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?

www.pathagar.com

ইসলামী জাতীয়তা

এই প্রসঙ্গে মাওলানা মওদূদী ইসলামী জাতীয়তার ধারণাও পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ ইসলাম মানুষের মধ্যে কোন বৈষয়িক, বস্তুভিত্তিক বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পার্থক্য স্বীকার করেনি। জন্মভূমি, বংশ-গোত্র, বর্ণ-ভাষা ইত্যাদির কৃত্রিম ভেদ বৈষম্যকে চূরমার করে সে সমগ্র মানুষের সামনে একটি আদর্শ-একটি মূল্যবোধ পেশ করেছে। এই মূল্যবোধ গ্রহণকারীরা গোত্র-বর্ণ-ভাষা-দেশ নির্বিশেষে একটি জাতি-একটি 'উম্মত'। পক্ষান্তরে এর অগ্রাহ্যকারী হচ্ছে অনুরূপ এক ভিন্ন জাতি। ইসলামী জাতীয়তার এই মাপকাঠি অনুসারে একই পরিবারের দুই ব্যক্তি দু'টি ভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, আবার দুই ভিন্ন দেশের দুজন লোক একই জাতিভুক্ত হতে পারে। এইভাবে ইসলাম জাতীয়তার অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক ধারণাগুলোর ভিত্তিভূমি চূরমার করে তাকে এক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে।

কমিউনিজম

কমিউনিজম (Communism) বা সাম্যবাদ হচ্ছে প্রধানতঃ একটি অর্থনৈতিক মতবাদ। তবু এর একটি নিজস্ব দর্শন (মার্কসবাদ) আছে এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই কারণেই কমিউনিজম একটি রাজনৈতিক মতবাদে পরিণত হয়েছে। এই মতবাদের উদগাতা কার্ল মার্কসের দার্শনিক চিন্তাধারা সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী বলেন ঃ মার্কস গোটা মানব সমাজের এমন এক চিত্র এঁকে গিয়েছেন, যাতে মানব জাতিকে এক 'আদিম হিংস্র শ্বাপদ ও অবিরাম পরস্পর 'যুদ্ধমান' জীবরূপে দেখানো হয়েছে। নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য স্বজাতির সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম করাই মানুষের স্বভাব বলে তাতে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এমন কি, মানুষ নিছক স্বার্থের বশবর্তী হয়েই বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে, হীন স্বার্থের দরুনই বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সংগ্রাম ও সংঘর্ষে রত হয়েছে। মানব ইতিহাসের সমস্ত বিকাশও নাকি এই স্বার্থলোভী শ্রেণী সংগ্রামের দৌলতেই সম্ভব হয়েছে।

ইতিহাসের এই 'অপূর্ব' ব্যাখ্যার পর মার্কস কমিউনিজম নামে যে উদর সর্বস্ব রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মতবাদটি দাঁড় করিয়েছেন তা কার্যকরী করার সম্ভাব্য ফল কি হতে পারে, মাওলানা মওদূদী তারও আভাস দিয়েছেন। কমিউনিজমের পেশকৃত ব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনা ও অর্থবন্টনের জন্য (যেহেতু সেখানে ব্যক্তি মালিকানার কোন অবকাশ থাকবে না) প্রথমে সমাজ কর্তৃক

www.pathagar.com

একটি সংক্ষিপ্ত দল নির্বাচিত হবে। রাষ্ট্রের অর্থ সম্পদ ও যাবতীয় উপায় উপাদান স্বভাবতই উক্ত দলটির কুক্ষিগত হয়ে পড়বে এবং তার মারফতেই তা জনগণের মধ্যে বিলিবন্টন শুরু হবে। ফলে অনিবার্যরূপে গোটা সমাজ তার অধীন ও মুষ্টিবদ্ধ হয়ে পড়বে। সমগ্র দেশে তার মর্জির বিরুদ্ধে টু শব্দ করার অধিকার বা দুঃসাহস কারো থাকবে না। তার বিরুদ্ধে কোন সুসংবদ্ধ শক্তি মাথা জাগিয়ে তাকে পদচ্যুত করে তার হাত থেকে রাষ্ট্র শক্তি কেড়ে নিবে–এমন সুযোগও কারো থাকবে না। কারো উপর থেকে এই দলটির কৃপাদৃষ্টি একবার উঠে গেলে বুঝতে হবে যে, এই হতভাগ্যের পক্ষে এই বিশাল পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোনই অধিকার নেই। কারণ সারাটি দেশের যাবতীয় ধনসম্পদ ও উপায় উপাদানের মালিক হবে একজন, সেই একচ্ছত্র মালিকই আবার সারাটি দেশের শাসনকর্তা।

বস্তুত এই শক্তিও প্রভুত্ব এবং এহেন নিরংকুশ কর্তৃত্বের তীব্র মাদকতায় মত্ত হয়ে জালেম, শোষক ও নিপীড়ক না হওয়া কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়, বিশেষ করে সেই ব্যক্তি বা দলটি যদি কোন উচ্চতর লোকাতীত শক্তির আনুগত্য স্বীকার না করে এবং তাঁর কাছে জবাবদিহি করার ধারণায় বিশ্বাসী না হয়, তাহলে তাকে প্রতিরোধ করার আর কোনই উপায় থাকতে পারে না।

কমিউনিজমের যে সম্ভাব্য পরিণামের কথা মাওলানা মওদূদী উল্লেখ করেছেন, তার প্রতিটি শব্দই হুবহু সত্য প্রমাণিত হয়েছে। যারা খোলা চোখে এবং নিরাসক্ত মনে কমিউনিজমের গত সাতচল্লিশ বছরের ইতিহাস প্রত্যক্ষ করেছেন, তারাই এ সত্য স্বীকার করছেন। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি আর মহাশূন্য গমনের সাফল্য যত জোরে শোরেই প্রচার করা হোক না কেন, সেখানে মানুষের মনুষ্যত্ব সাজাপ্রাপ্ত আসামীর চাইতেও কঠিন দাসত্ব–শৃংখলে আবদ্ধ। এহেন মতবাদ যে সভ্যতা ও মানবতার পক্ষে ধ্বংসাত্মক, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

ইসলামী রাজনীতি

এবার মাওলানা মওদূদীর পেশকৃত ইসলামী রাজনীতি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক। ইসলামী রাজনীতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা এখানে উদ্দেশ্য নয়, তার অবকাশও নেই। তাই এখানে শুধু তাঁর দু'টি মূলভিত্তির উপর আলোকপাত করার প্রয়াস পাবো। এর থেকেই ইসলামী

www.pathagar.com

রাজনীতির বৈশিষ্ট্য এবং অন্যান্য মতবাদ থেকে তার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করা যাবে।

প্রভুত্ব বা সার্বভৌমত্ব

রাষ্ট্র বিজ্ঞানে প্রভুত্ব বা সার্বভৌমত্বের (Sovereignty) প্রশ্নটি কত জটিল, তা কারো অবিদিত নয়। আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানীরা এর মীমাংসা করতে গিয়ে হিমসিম খেয়েছেন, তবু এর সুষ্ঠু মীমাংসা তারা পেশ করতে পারেননি। পাদ্রী-পোপ, রাজা-বাদশাহ ও ডিক্টেটরদের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতার অপব্যবহার দেখে কেউ কেউ জনগণের সার্বভৌমত্বের (Popular Sovereignty) পক্ষে ওকালতি করেছেন। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, জনগণের সার্বভৌমত্ব একটি অবাস্তব ও কাল্পনিক জিনিস। আসলে জনগণের নামে ব্যক্তি বা দলবিশেষই এ ক্ষমতা ভোগ করে থাকে। আধুনিক কালের গণতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট দেশগুলোই এ কথার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ। রাজতান্ত্রিক ও ডিক্টেটরবাদী দেশের ন্যায় এসব দেশেও সার্বভৌম ক্ষমতার দেদার অপব্যবহার হচ্ছে। তাই মাওলানা মওদূদী ইসলামী রাজনীতির আলোকে এ জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করেছেন। তিনি বলেন : মানুষের ন্যায় অক্ষম, অসমপূর্ণ ও অদূরদর্শী কোন সত্তা প্রভূত্ব বা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না। কারণ প্রভূত্ব ক্ষমতা হচ্ছে এক মারাত্মক ধরনের নেশা, এই নেশা সেবনের পর কোন মানুষই প্রকৃতিস্থ থাকতে পারে না। তাছাড়া প্রভূত্বের কর্তব্য ও দায়িত্ব যথারীতি পালন করার জন্য যে নিস্বার্থতা, নিষ্কলুষতা এবং যে নিরপেক্ষতা অপরিহার্য, অক্ষম মানুষ তা কোথায় পাবে? এ জন্যই যেখানে মানুষের উপর মানুষের প্রভূত্ব ও খোদায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে জুলুম-নির্যাতন, শোষণ-পীড়ন, অশান্তি-উচ্ছৃংখলা, অবিচার, অসাম্য ও ক্ষমতার অপব্যবহার কোন না কোনভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছেই কখনো কোথাও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

এই কারণেই ইসলাম প্রভূত্ব বা সার্বভৌম ক্ষমতাকে কেবল আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এখানে অন্য কারো অধিকার স্বীকৃত হয়নি। এখানে আইন প্রণেতা (Lawgiver)-ও কেবল মাত্র আল্লাহ। আদেশ ও নিষেধ করবার অধিকার কোন মানুষের নেই, এমন কি আল্লাহর নবীরও এই অধিকার নেই। কারণ তিনিও শুধু আল্লাহর নির্দেশই মেনে চলে থাকেন। এই প্রসঙ্গে মাওলানা মওদূদী কুরআনের 'ইলাহ' ও 'রব' শব্দ দু'টির ব্যাখ্যা করে বলেন যে, এতে শুধু আল্লাহর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভূত্বের কথাই বলা

www.pathagar.com

হয়নি, বরং তাঁর বৈষয়িক, রাজনৈতিক ও আইনগত প্রভুত্বের কথাও বিধৃত হয়েছে। এ সম্পর্কিত কুরআনী নির্দেশগুলো বিশ্লেষণ করার পর মাওলানা মওদূদী প্রভুত্ব সম্পর্কিত ইসলামী ধারণার নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর উল্লেখ করেছেন ঃ

(১) কোন ব্যক্তি, বংশ-পরিবার, শ্রেণী বা দল এমন কি রাষ্ট্রও প্রভুত্বের (Sovereignty) অধিকারী নয়। প্রভু বা সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ তিনি চাড়া অন্য সবাই আল্লাহর দাসানুদাস ও প্রজা মাত্র। (২) আইন রচনা ও বিধান প্রণয়নের অধিকারও আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। সমগ্র মুসলমান মিলেও নিজেদের জন্য স্বাধীনভাবে কোন আইন রচনা করতে পারে না, কিংবা আল্লাহর দেয়া আইনের পরিবর্তন বা সংশোধন করারও তারা অধিকারী নয়। (৩) আল্লাহর তরফ থেকে নবী (সঃ) যে বিধান দুনিয়ায় নিয়ে এসেছেন, তাই হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদী আইন। ইসলামের রাষ্ট্র-সরকার কেবল আল্লাহর এই আইন জারি করবে।

খিলাফত

প্রভূত্ব বা সার্বভৌম ক্ষমতা নির্ধারনের পর স্বভাবতই দুনিয়ায় মানুষের মর্যাদা নিরূপণের প্রশ্ন ওঠে। মাওলানা মওদূদী এ সম্পর্কে কুরআনী ভাষণের ব্যাখ্যা করে বলেন যে, ইসলাম মানুষকে প্রভুত্বের বদলে খিলাফতের (প্রতিনিধি) মর্যাদা দান করেছেন এবং এ জন্য অনুরূপ পরিভাষায়ই ব্যবহার করেছে। তাঁর মতে, ইসলামী সংবিধান অনুযায়ী যারাই দুনিয়ায় জীবনযাপন ও শাসনকার্য চালাবেন, তারা অনিবার্যরূপে উচ্চতর (আল্লাহর) প্রতিনিধি (Vicegerent) হবেন। তাঁরা মানুষের জীবন ও রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে আল্লাহর দেয়া এখতিয়ার ও অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। দ্বিতীয়ত ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিই আল্লাহর প্রতিনিধি-খলীফা। আল্লাহর তরফ থেকে প্রদত্ত এই খিলাফত হচ্ছে 'সর্বজনীন খিলাফত' (Popular Vicegereney); কোন ব্যক্তি, পরিবার, গোত্র বা শ্রেণী বিশেষের জন্য এটা নির্ধারিত নয়। আর সেই হেতু মানুষের পরস্পরের মধ্যে কোন পার্থক্য, তারতম্য বা ভেদাভেদ নেই। তৃতীয়ত ইসলামী আদর্শে গঠিত সমাজে কোন ব্যক্তি বা দলের পক্ষে ডিক্টেটর হয়ে বসার আদৌ সুযোগ থাকতে পারে না। এই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই আল্লাহর খলীফা বিধায় জনগণের খিলাফত অধিকারকে হরণ করে নিরংকুশ প্রভু ও হর্তাকর্তা হয়ে বসা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। বরং সামাজিক শাসন ও শৃংখলা রক্ষার জন্য

www.pathagar.com

ইসলামী সমাজের প্রত্যেক নাগরিক তথা প্রত্যেক খলীফা যখন নিজ নিজ খিলাফত অধিকার ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে, তখন সে-ই হয় ইসলামী সমাজের 'শাসনকর্তা' (Ruler) পক্ষান্তরে যখন কোন 'শাসক' নিরংকুশ ডিক্টেটর হয়ে বসে, তখন সে 'খলীফা' না হয়ে পরস্বাপহরণকারীর ভূমিকাই গ্রহণ করে। চতুর্থত ইসলামী সমাজের নারী পুরুষ প্রত্যেক বয়স্ক ও সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন মুসলমানই ভোট দেবার অধিকার পাবে। কারণ, এরা প্রত্যেকেই আল্লাহ প্রদত্ত খিলাফতের অধিকারী। এই অধিকার প্রয়োগের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বিদ্যাশিক্ষা বা ধনসম্পত্তির কোন নির্দিষ্ট মানের শর্ত আরোপ করেননি। কাজেই এ ক্ষেত্রে কেউ বিন্দুমাত্র বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে সে যালেম নামে অভিহিত হবে এবং এমনি যুলুমের জন্য তাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন

এ পর্যন্ত মাওলানা মওদূদীর রাজনৈতিক চিন্তাধারা সম্পর্কে আমরা তত্ত্বমূলক (Theoretical) আলোচনা করেছি। এবার আমাদের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সমস্যাবলীর আলোকে তাঁর চিন্তাধারার প্রতি কিছুটা আলোকপাতের চেষ্টা করবো।

একথা সর্বজনবিদিত যে, মাওলানা মওদূদী কোন কল্পনাবিলাসী রাজনীতিজ্ঞ নন। তিনি যে রাজনৈতিক মতবাদ পেশ করেছেন, মুসলমানদের বাস্তব জীবনেও তিনি তার প্রতিফলন দেখতে চেয়েছেন। এ জন্যই তিনি সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনগুলো সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারেননি। এ দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক আন্দোলনকেই তিনি ইসলামের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মানদণ্ডে যাচাই করেছেন এবং যে আন্দোলনই এই মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়েছে, কঠোর ভাষায় তিনি তার সমালোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে হিন্দু কংগ্রেসের সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং মুসলিম লীগের মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম আন্দোলনটি ভারতের সমস্ত অধিবাসীকে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে একটি মাত্র 'জাতি' আখ্যা দিয়ে তাদের জন্য একটি ধর্মবিমুখ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র (Secular Democratic state) গঠনের দাবী জানাচ্ছিল। দ্বিতীয় আন্দোলনটি এরই পাল্টা দাবী হিসেবে মুসলিম সংখ্যাগুরু অঞ্চলে মুসলমানদের একটি রাষ্ট্র কায়েমের দাবী তুলছিলো। এই দুটি আন্দোলনের

www.pathagar.com

মধ্যে কিছুটা বাহ্যিক পার্থক্য ছাড়া নীতি ও আদর্শের ক্ষেত্রে কোন মৌলিক পার্থক্য ছিল না। তাই ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এই দুটি আন্দোলনের ক্ষতিকর অগ্রহণযোগ্য দিক তিনি মুসলমানদের সামনে তুলে ধরেছেন। ঐ সময় তিনি দু'টি মৌল সত্যকে অত্যন্ত জোরালোভাবে তুলে ধরেনঃ প্রথমতঃ মুসলমানরা একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী বিধায় ভিন্ন সংস্কৃতির অনুসারীদের সঙ্গে মিলে তারা কখনো 'এক জাতি' গঠন করতে পারে না। দ্বিতীয়ত মুসলমানরা নিছক একটি সম্প্রদায় হিসেবে আলাদা হওয়ার কিংবা তাদের জন্য একটি ধর্মহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার ভেতরে কোন কল্যাণ নেই। তাদের মঙ্গল রয়েছে ইসলামী আদর্শ ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে গঠিত সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে নিহিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মুসলিম লীগের কার্যক্রমের অন্তর্নিহিত ত্রুটিবিচ্যুতির কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন। কারণ এই প্রতিষ্ঠানটি দেশের মুসলিম জনসাধারণের কাছে ইসলামের নামে আবেদন জানালেও এর কর্মনীতি ও কর্মপদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ ধর্মবিমুখ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উপযোগী। এই কর্মপদ্ধতির সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে তিনি এই মর্মে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন ঃ "মুসলমান জাতীয় ধর্মহীন রাষ্ট্র (National secular state) ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মোটেই সহায়ক হতে পারে না, বরং তার বিপরীত এ জিনিসটি আরো বাধা ও প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে এবং ইসলামী বিপ্লবের পথে অমুসলিমদের কুফরী রাষ্ট্রের চাইতেও অধিকতর বেপরোয়া ও নির্ভীকতার সঙ্গে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে।"

অবিভক্ত ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান

কিন্তু এই নীতিগত সমালোচনা করে তিনি এ দেশের মুসলিম জাতিকে কোন অনিশ্চয়তার মাঝে নিক্ষেপ করেননি। তাদের নিজস্ব জীবন লক্ষ্য তথা ইসলামী সভ্যতার পুনরুজ্জীবনের বাস্তব, কার্যকরী ও বৈজ্ঞানিক কর্মপন্থাও নির্দেশ করেন। সেই সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যাবলীর আশু সমাধান সম্পর্কেও তিনি বাস্তব দৃষ্টিতে চিন্তা করেন এবং তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনটি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করেন। এই প্রস্তাবগুলো তাঁর সম্পাদিত 'তর্জুমানুল কুরআন' পত্রিকার ১৯৩৮ সালের অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। স্মরণ থাকে যে, মুসলিম লীগের 'পাকিস্তান প্রস্তাব' গৃহীত হয় তারও দু'বছর পরে–১৯৪০ সালে। এখানে সংক্ষেপে প্রস্তাব তিনটি উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

তিনটি প্রস্তাব

প্রথম প্রস্তাব : দুই বা ততোধিক জাতি-বিশিষ্ট দেশে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েমের সঠিক ও সুবিচারপূর্ণ পন্থা হলো :

প্রথমত : তা আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। অন্য কথায় তা একটা মাত্র জাতির রাষ্ট্র নয়, বরং বিভিন্ন জাতির একটি রাষ্ট্র হবে।

দ্বিতীয়ত : উক্ত ফেডারেশনে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক জাতিরই সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা (Cultural Autonomy) থাকবে। অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির তার নিজস্ব জীবন ক্ষেত্রে নিজে সংগঠন ও সংশোধনের জন্য কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারবে।

তৃতীয়ত : যৌথ দেশীয় বিষয়াদির জন্য তার কর্ম পদ্ধতি সম-শরীকানার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

প্রস্তাবিত ফেডারেশনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে মাওলানা মওদূদী বলেন : এ কথা রাজনৈতিক প্রজ্ঞা সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করবেন যে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের অর্থাৎ পৃথক পৃথক ভূখণ্ড বিশিষ্ট জাতির মধ্যে যেমন এ ধরনের ফেডারেশন হতে পারে, তেমনি বিভিন্ন জাতির (অর্থাৎ একই ভূখণ্ডে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্ম ও তমদ্দুন বিশিষ্ট জাতির) মধ্যেও গঠিত হতে পারে। অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই ফেডারেশনের নীতি প্রয়োগে ভিন্ন পন্থা অবলম্বিত হবে। বিভিন্ন রাষ্ট্র ও কেন্দ্রের মধ্যে যেভাবে ক্ষমতার বিলি বন্টন হয়, বিভিন্ন জাতির বেলায় তার থেকে ভিন্ন পন্থায় হবে। প্রথম জিনিসটিকে ভারতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন (Provincial Autonomy) নামে অভিহিত করা হয়েছে আর দ্বিতীয় জিনিসটির নাম দিয়েছি আমরা সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা (Cultural Autonomy)।

এই প্রসঙ্গে তিনি ফেডারেশন গঠনের মৌলনীতিসমূহ বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করেন এবং এ ব্যাপারে উত্থাপিত প্রশ্ন ও সন্দেহগুলোর জবাব দেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব : আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের উল্লেখিত প্রস্তাব গৃহীত না হলে দ্বিতীয় পন্থা এই হতে পারে যে, বিভিন্ন জাতির জন্য পৃথক পৃথক ভূখণ্ড নির্দিষ্ট করে দিতে হবে, যেখানে তারা নিজেদের গণতান্ত্রিক আদর্শে রাষ্ট্রগঠন করতে পারবে। সেই সঙ্গে পঞ্চাশ বছর কিংবা তার চাইতে কিছু কম বেশী সময় লোক বিনিময়ের জন্য নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই

www.pathagar.com

সর্বাধিক পরিমাণ আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন দান করতে হবে। ফেডারেশনের হাতে থাকবে ন্যূনতম ক্ষমতা। এই অবস্থায় আমরা অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে মিলে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র গঠনে শুধু সম্মতই হবো না, বরং তাকে অগ্রাধিকার দান করবো।

এই প্রসঙ্গে মাওলানা মওদূদী হায়দারাবাদ থেকে প্রকাশিত ডক্টর আবদুল লতিফের 'ভারতের সাংস্কৃতিক ভবিষ্যত' (Cultural Future of India) নামক পুস্তকে বিধৃত 'ভূখণ্ড নির্ধারণ পরিকল্পনা' সমর্থন করে বলেন, উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে পূর্ব বাংলা, হায়দারাবাদ, ভূপাল, জুনাগড়, আজমির, দিল্লী, উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত ও বেলুচিস্তান এলাকা মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এইভাবে পঁচিশ বছরের মধ্যেই ভারতের অন্যান্য ভূখণ্ড থেকে হিজরত করে মুসলমানরা উক্ত এলাকাগুলোতে এসে জমায়েত হবে এবং হিন্দুরা নিকটবর্তী এলাকায় চলে যেতে পারে। অবশিষ্ট এলাকায় অচ্যুতরা নিজেদের পৃথক জাতি গঠন করতে চাইলে তাদের জনসংখ্যা অনুপাতে স্থায়ী ভূখণ্ড নির্ধারিত করে দেয়া যেতে পারে। অনুরূপভাবে শিখদেরকেও তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে একটি এলাকা দেয়া যেতে পারে।

তৃতীয় প্রস্তাব ঃ এই প্রস্তাবটিও গৃহীত না হলে সর্বশেষ পন্থা হিসেবে আমরা দাবী জানাবো ঃ আমাদের জাতীয় রাষ্ট্রগুলো সম্পূর্ণ আলাদাভাবে গঠন করতে হবে, তাদের ফেডারেশন হবে পৃথক। অনুরূপভাবে হিন্দু রাষ্ট্রগুলোরও আলাদা ফেডারেশন হবে। অতপর ঐ দুই বা ততোধিক ফেডারেল রাষ্ট্রের মধ্যে এক ধরনের মৈত্রী (Confederacy) প্রতিষ্ঠিত হবে, যাতে করে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য যথা প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ এবং বাণিজ্যিক সম্পর্কের জন্য নির্ধারিত শর্তের ভিত্তিতে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

এই তিনটি প্রস্তাব পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে মাওলানা মওদূদী প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায় ও তাদের ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকদের এই মর্মে সতর্ক করে দেন যে, এর অনুরূপ অন্য কোন প্রস্তাব কেউ পেশ করলে তাও আমরা গ্রহণ করবো, কিন্তু বর্তমান শাসনতন্ত্র কিংবা একজাতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থাই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

অবিভক্ত ভারতের রাজনৈতিক সমস্যাবলীর বাস্তব সমাধান এবং মুসলমানদের আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক ভবিষ্যত সম্পর্কে এই ছিল মাওলানা মওদূদীর সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার সঙ্গে কেউ দ্বিমত প্রকাশ

www.pathagar.com

করতে পারেন, কিন্তু তিনি যে, মুসলমানদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের জন্য, অন্য কথায় তাদের জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লীগ প্রস্তাবেরও আগে থেকে কার্যকরীভাবে চেষ্টা করে আসছেন, এর থেকে এ সত্যই অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন হয়।

শেষ কথা

মাওলানা মওদূদীর রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং ভারতীয় মুসলমানদের মুক্তি সংগ্রামে তাঁর অবদানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে পেশ করা হলো। নিরপেক্ষ ও নিরাসক্ত পাঠক এর থেকে তাঁর চিন্তাধারার ব্যাপকতা, গভীরতা ও বাস্তবধর্মীতা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করতে সমর্থ হবেন বলে আশা করি। সেই সঙ্গে যারা তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের অপব্যাখ্যা করে, তাঁর রচনাবলী থেকে উদ্ভট তত্ত্ব ও তথ্য 'আবিষ্কার' করে একটা ধূম্রজাল সৃষ্টি করছেন, তাদের মতলবটাও পাঠকদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এই শ্রেণীর মতলবীদের উদ্দেশ্যে আমাদের বক্তব্য ঃ দুনিয়ার এক শ্রেণীর মানুষকে চিরকাল বিভ্রান্ত করে রাখা যেতে পারে, সমস্ত মানুষকেও কিছু কালের জন্য বিভ্রান্ত করা যেতে পারে কিন্তু চিরকালের জন্য সমস্ত মানুষকে বিভ্রান্ত করে রাখা কিছুতেই সম্ভব নয়।

এই প্রবন্ধ রচনায় যেবস পুস্তক থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য নেয়া হয়েছে ঃ

(১) একমাত্র ধর্ম- মাওলানা মওদূদী

(২) মুসলমানদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত ”

(৩) ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ ”

(৪) অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান ”

(৫) ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ ”

(৬) ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত কর্মসূচী ”

(৭) তাহ্‌রিকে আজাদিয়ে হিন্দ আওর মুসলমান ”

প্রথম সংস্করণ ঃ রচনাকাল-১৯৬৪ ইং

www.pathagar.com

নতুন দ্বীনে এলাহীর ফিতনার উৎসাদনে মওদূদী সাহিত্যের অবদান

—মুহাম্মদ নূরুয্যামান

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী ইতিহাসের এক দুর্লভ ব্যক্তিত্ব। ইসলামের মহান সন্তান ইমাম চতুষ্টয়ের তিরোধানের পর সাইয়েদ মওদূদীর সমপর্যায়ের কোন ব্যক্তিত্ব জন্মগ্রহণ করেননি। ইসলামের এ সুমহান সন্তানের আবির্ভাবের পূর্বে আরব জাহানে ইমাম গাজ্জালীও, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া এবং ভারতবর্ষে শায়খ আহমদ সারহিন্দ যিনি মুজাদ্দিদ আলফেসানী নামে ইতিহাসখ্যাত এবং শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী দীনী চিন্তার পুনর্গঠনে বিপুল খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। মুসলিম শাসকদের অজ্ঞানতা, অযোগ্যতা এবং অবিমিষ্যকারিতার দরুন মুসলিম জাহানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনৈসলামী চিন্তা ও ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। খেলাফত আলা মিনহাজাতুন নবুওয়াত-নবুওয়াতের পদ্ধতির রাষ্ট্র ব্যবস্থার অবর্তমানে ইসলামী জাহান একটা রুহ শূন্য অবয়বে পরিণত হয়েছিল। আল্লামা গাজ্জালীর যুগের কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিকগণ গ্রীক ও রোমান দর্শন ও সাহিত্যের দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন। গ্রীক দর্শন ও যুক্তি শাস্ত্রের মানদণ্ড ও ভাষার মাধ্যমে ইসলামের বিচার বিশ্লেষণ করতেন। খৃষ্টান পাদ্রী ও পুরোহিতদের ইসলাম বিরোধী ভাবধারাপুষ্ট সূফীদের খানকায় ও আস্তানা মুসলমান সাধারণের মন থেকে ইসলামের জিহাদী ভাবধারা সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে দিয়েছিল। ইমাম গাজ্জালী রহমতুল্লাহ আলাইহি নিরলস প্রচেষ্টা ও সাধনার দ্বারা ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে গ্রীক সাহিত্য ও দর্শনের নগ্ন সয়লাব থেকে রক্ষা করেন। ইমাম ইবনে তাইমিয়া শিরক বিদআত ও এলহাদের বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক জিহাদ পরিচালনা করে ইসলামী সমাজ জীবনকে খালেস তাওহীদমুখী করার প্রচেষ্টা চালান। সাইয়েদ আহমদ সারহিন্দী মোগলদের হিন্দুয়ানী রসম রেওয়াজের বিরুদ্ধে কঠোর আওয়াজ তোলেন। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী নির্ভেজাল তাওহীদের ভিত্তিতে ইসলামী চিন্তার পুনর্গঠনের চেষ্টা করেন। এ চারজন সুমহান ইসলামী চিন্তাবিদদের অবদান অবিস্মরণীয়। কিন্তু তাদের যুগের রাষ্ট্রশক্তির বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষাপটে তাদের সংস্কার

www.pathagar.com

কাজ এক বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সমাজ বিপ্লব সংগঠন করার জন্য তারা কোন আন্দোলন পরিচালনা করতে পারেন নি বা রাজনৈতিক ইনকিলাব সংগঠন করে সমাজ বিপ্লবকে পরিপূর্ণতা প্রদান করার পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারেননি। খেলাফত আলা মিনহাজাতুন নবুওয়াত প্রতিষ্ঠা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে তাঁরা সমর্থ হননি।

বালাকোটের শহীদ সাইয়েদ আহমদ বেরেলবী শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী রহমতুল্লাহ আলাইহির ভাবশিষ্য ছিলেন। তাঁর মহান ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ভারতবর্ষে একটা খালেস ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে মুজাহিদদের একত্রিত করে সামরিক ট্রেনিং এবং দীনী তা'লীম তরবিয়াত প্রদান করে একটি ক্ষুদ্র শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠন করেন। তার সামরিক বাহিনী সাহাবায়ে কেরামের মডেলে–রুহবানুল লাইল ওয়া ফুরসাতুন্নাহার—রাতের দরবেশ এবং দিনের ঘোড়সোয়ার–গঠিত হয়েছিল। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া তাদের জীবনের অন্য কোন লক্ষ্য ছিল না। নারী এবং অর্থের প্রতি তাদের কোন আকর্ষণ ছিল না। এ শহীদী কাফেলার কোন মুজাহিদ আশেপাশের কোন মেয়েলোকের দিকে চোখ তুলেও তাকাতেন না এবং গনীমতের মাল প্রায়ই বায়তুলমালে জমা দিয়ে দিতেন। তিনি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে একটি ক্ষণস্থায়ী ইসলামী রাষ্ট্র খেলাফত আলা মিনহাজাতুন নবুওয়াত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রহমতুল্লাহ আলাইহি মুজাহিদ আন্দোলনের উন্নত নৈতিকতা, চারিত্রিক সৌন্দর্য এবং ইসলামী শাসন পদ্ধতির সৌন্দর্যের উপর আলোকপাত করে বলেন,

'তারা একটি ক্ষুদ্রতম এলাকায় স্বল্পকালীন রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ লাভ করেন। এ সময় তারা যথার্থ খেলাফত আলা মিনহাজাতুন নবুওয়াত (নবুওয়াতের পন্থানুযায়ী খেলাফত)–এর পদ্ধতিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেন। ফকীরী শাসন, সাম্য, পরামর্শ সভা, ন্যায় বিচার, ইনসাফ, শরিয়াতের আইন, হক অনুযায়ী গ্রহণ করা এবং হক অনুযায়ী খরচ করা, দুর্বল হলেও মযলুমের সাহায্য করা, শক্তিশালী হলেও যালিমের বিরোধিতা করা, আল্লাহভীরুতার সাথে দেশ শাসন করা এবং সততার ভিত্তিতে রাজনীতি পরিচালনা করা ইত্যাদি সকল দিক দিয়েই সেই ইসলামী খেলাফতের পূর্ণাঙ্গ নমুনা পেশ করেন। সিদ্দীক (রা) ও ফারুকের (রা) আমলের খেলাফতের চিত্রকে তারা পুনর্জ্জীবিত করেন।'

www.pathagar.com

"শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাইহি ও তাঁর পুত্রগণ হক পরস্ত আলেম ও সৎলোকদের যে মহান দল সৃষ্টি করেন। অতপর সাইয়েদ আহমদ বেরেলবী রহমতুল্লাহ আলাইহি ও শাহ ইসমাইল শহীদ রহমতুল্লাহ আলাইহি সৎ ও আল্লাহভীরু লোকদের যে বাহিনী গঠন করেন, তার বিবরণ পড়ে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হই। মনে হয় বুঝি আমরা ইসলামের প্রথম যুগের সাহাবা ও তাবেঈনের জীবন চরিত পাঠ করছি। আমরা অবাক হয়ে ভাবি যে, আমাদের এত নিকটতর যুগে এমন অদ্ভুত উন্নত চরিত্রের লোকদের আগমন হয়েছিল। কিন্তু এই সঙ্গে খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে, এত বড় সংস্কার ও বিপ্লবী আন্দোলন, যার নেতৃবৃন্দ ও কর্মীগণ এমন সৎ, আল্লাহভীরু ও অক্লান্ত মুজাহিদ ছিলেন, তাঁরা চরম প্রচেষ্টা চালান সত্ত্বেও হিন্দুস্থানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হননি কেন? অথচ এর বিপরীত পক্ষে সাতসমুদ্র তের নদীর পার থেকে আগত ইংরেজ এখানে নির্ভেজাল জাহেলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। ভক্তির উচ্ছ্বাসে অন্ধ হয়ে এ প্রশ্নটির জবাব দানে বিরত থাকার অর্থ এই দাঁড়াবে যে, লোকেরা সত্য, সততা, আল্লাহভীরুতা ও জেহাদকে আল্লাহর দুনিয়ায় সংশোধনের ক্ষেত্রে দুর্বল প্রভাবের অধিকারী মনে করতে থাকবে। এ চিন্তা তাদেরকে নিরাশ করবে যে, এতো বড় সৎ ও আল্লাহভীরু লোকদের প্রচেষ্টায় যখন কিছু হলো না তখন ভবিষ্যতেও আর কিছু হবে না। এ ধরনের সন্দেহ আমি লোকদের মুখে শুনেছি। বরং হালে যখন আমি আলিগড়ে যাই, তখন স্ট্রেচী হলের বিরাট সমাবেশে আমার সম্মুখে এই সন্দেহই পেশ করা হয়। এ সন্দেহ অপনোদন করার জন্য আমাকে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিতে হয়। উপরন্তু আমি এও জানি যে, অধুনা উলামা ও সৎলোকদের যে বিরাট দল আমাদের মধ্যে আছেন, তাদেরও বেশীরভাগ এ ব্যাপারে একেবারে চিন্তা শূন্য। অথচ এ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালান হলে এমন সব শিক্ষা আমরা লাভ করতে পারি যার আলোকে আগামীতে আরও বেহতর ও অধিকতর নির্ভুল কার্য সম্পাদিত হতে পারে।

কিন্তু ইসলামের মহান ইনকেলাবী পয়গামের ভিত্তিতে জনগণের আচার-আচরণ লেন-দেন চিন্তাধারা, ধ্যান-ধারণা পরিবর্তিত ও পরিশুদ্ধ হওয়ার পূর্বেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে তাগুতের আক্রমণ মোকাবিলা করতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ মারাত্মকভাবে ব্যর্থ হন। তিনি ও তাঁর অনুসারীগণ নিজেদের মূল্যবান জীবন কুরবানী করেও নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে পারলেন না। তাঁদের মর্মন্তুদ শাহাদতের পর

www.pathagar.com

হাজার বছরের আকাঙ্খিত ইসলামী রাষ্ট্র এমনভাবে বিলুপ্ত হল তার কোন চিহ্নও পরবর্তীদের জন্য থাকল না।

মুজাহিদ আন্দোলনের ব্যর্থতা

আল্লামা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী মুজাহিদ আন্দোলনের ব্যর্থতার পর্যালোচনা প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন তাতে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তাঁর তাজদীদ ও এহ্ইয়ায়ে দীন গ্রন্থে লিখেন ঃ

'সাইয়েদ আহমদ ও শাহ ইসমাইল শহীদ যে এলাকায় অবস্থান করে জিহাদ পরিচালনা করেন এবং যেখানে তারা ইসলামী হুকুমাত কায়েম করেন, সে এলাকাটিকে পূর্ব থেকেই এ বিপ্লবের জন্য ভালভাবে প্রস্তুত করেননি। তাদের সেনাবাহিনী অবশ্যি উন্নত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছিলেন। .... এই এলাকায় রাজনৈতিক বিপ্লব অনুষ্ঠানের জন্য প্রথমে স্থানীয় লোকদের মধ্যে নৈতিক ও মানসিক বিপ্লব অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল। এর ফলে স্থানীয় লোকেরা ইসলামী রাষ্ট্রকে বুঝবার এবং তার সাহায্যকারী হবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারত। উভয় নেতা এ বিভ্রান্তির শিকার হন যে, সীমান্তের লোকেরা যেহেতু মুসলমান এবং অমুসলিম শাসকদের দ্বারা নির্যাতিত, কাজেই তারা ইসলামী শাসনকে স্বাগতম জানাবে।.... কিন্তু অবশেষে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, নামের মুসলমানকে সত্যিকার মুসলমান মনে করা এবং সত্যিকার মুসলমানের দ্বারা যে কাজ সম্ভব তাদের নিকট থেকে সে কাজের আশা রাখা একটা নিছক প্রতারণা ছিল। তারা খেলাফতের বোঝা বহন করার শক্তি রাখত না। তাদের উপর এ বোঝা রাখার ফলে তারা নিজেরা ভূপতিত হয়েছে এবং এই পবিত্র ইমারতটিকেও ভূপতিত করেছে।

ভারতবর্ষ তথা গোটা মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্নে আল্লামা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রহমতুল্লাহ আলাইহির আবির্ভাব। পরাধীন মুসলিম বিশ্বের আযাদীর উষালগ্নে তাঁর আত্মপ্রকাশ। সাইয়েদ আহমদ বেরেলবী রহমতুল্লাহ আলাইহি ও তাঁর সাথী ইসমাইল শহীদ রহমতুল্লাহ আলাইহির শাহাদতের প্রায় একশত বছর পর সাইয়েদ মওদূদী তাঁর সংস্কার ও পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেন। সাইয়েদ আহমদ ও সাইয়েদ মওদূদীর যুগের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান রয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ এবং উনবিংশ শতাব্দী ভারতবর্ষের মুসলমানদের জন্য দুর্যোগকাল। একদিকে মুসলিম রাষ্ট্রশক্তি অতি

www.pathagar.com

দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছিল অপরদিকে শিখ, মারাঠা ও ইংরেজরা ক্ষমতা বিস্তার করার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করছিল। মুসলিম রাজন্যবর্গ এবং ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো ইতিহাসের এ দুর্যোগ মুহূর্তে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং প্রভাব বলয় বৃদ্ধি করার মারাত্মক চিন্তায় লিপ্ত ছিল। সাইয়েদ আহমদ শহীদ জাতির এ দুর্দিনে মুসলিম মিল্লাত ও তার তাহযীব তামাদ্দুনকে বিজাতীয় হামলা থেকে রক্ষা করার জন্য জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হন। সাইয়েদ মওদূদীর যুগের প্রেক্ষাপট প্রায় এক। ভারতবর্ষে ইংরেজদের শাসনকাল দ্রুত নিঃশেষিত হচ্ছিল। এবং ইংরেজদের পরিত্যক্ত আসন দখল করার জন্য ভারতের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের মাধ্যমে আপ্রাণ চেষ্টা-সাধনা করছিল।

সাইয়েদ আহমদ শহীদের যুগে মুসলমানদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়ার জন্য শিখ, মারাঠা ও ইংরেজগণ জাতি হিসেবে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মুসলমানদের নিস্প্রাণ লাশের উপর ক্ষেপা ও অভুক্ত কুকুরের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। শত্রু-বন্ধুর ছদ্মবেশে নয় বরং বৈরী জঙ্গী পোশাকে অস্ত্র হাতে মুসলমানদের উপর হামলা করেছিল। গোটা মুসলিম জাতি শত্রুকে ভালভাবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছিল। মুসলিম উম্মতের যেসব বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করত মুসলিম উম্মত তাদেরকেও দুশমন, বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর হিসেবে আখ্যায়িত করত এবং মনে প্রাণে ঘৃণা করত। কিন্তু সাইয়েদ মওদূদীর যুগের প্রেক্ষাপট একই ধরনের হলেও সংগ্রাম ও ষড়যন্ত্রের ধরন সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। শত্রু বন্ধুর ছদ্মবেশে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিল। তাই তাদেরকে সহজে শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত বা চিহ্নিত করতে মুসলিম উম্মত ব্যর্থ হয়েছিল। মুসলিম উম্মতের যেসব ব্যক্তি তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তারা ছিলেন জাতির সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, কুরআন হাদীসের জ্ঞানের অধিকারী এবং ওয়ারিসে রসূল নামে খ্যাত। তাদেরকে মীরজাফরের শ্রেণীভুক্ত করা বা জাতির দুশমনদের সাহায্যকারী হিসেবে আখ্যায়িত করা খুবই কঠিন ছিল। সাইয়েদ আহমদ শহীদের যুগে মুসলমানদের প্রভাব প্রতিপত্তি এবং অস্তিত্ব বিপন্ন ছিল কিন্তু সাইয়েদ মওদূদীর যুগে মুসলমানদের অস্তিত্বের চেয়ে তাদের তাহযীব তামাদ্দুন-আকীদা-বিশ্বাস এবং দীন মারাত্মকভাবে বিপদের সম্মুখীন ছিল। ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ঘৃণা ও ক্ষোভ পুঞ্জীভূত ছিল। যে কোন মূল্যে ইংরেজকে দেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য মুসলমানগণ বদ্ধপরিকর ছিল। ভালমন্দ তলিয়ে দেখারও তাদের হুস ছিল না। ইংরেজ

www.pathagar.com

ভারতীয় মুসলমানদের মুখের রুটি কেড়ে নিয়েছিল, তাদের তখতে তাউস ও সুলতানাত ছিনিয়ে নিয়েছিল, তাদের জায়গীরদারী দখল করে নিয়েছিল, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছিল এবং নাহক তাদেরকে হত্যা করেছিল।

ভয়াবহ বিপদের মারাত্মক পদধ্বনি

এক শতাব্দী পর ইংরেজকে বিতাড়িত করে যাদেরকে দিল্লীর তখতে বসানোর জন্য মুসলমানগণ ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিল তারা তাদের স্বদেশবাসী বটে কিন্তু তারা তাদের মিত্র নয়, বরং শত্রু। বিগত দুই শতাব্দীর ইতিহাস তাদের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যের ইতিহাস। মুসলমানদের রক্তে তাদের হাত বারবার রঞ্জিত হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরী সাইয়েদ আহমদ শহীদ এবং শাহ ইসমাইল শহীদ তাদের হাতে বালাকোটের ময়দানে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেছেন। ১৭৫৭ সালে তাদের ষড়যন্ত্রের কারণে পলাশীর আমবাগানে বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। ১৮৫৭ সালের গণ-অভ্যুত্থানের তারাই বিরোধিতা করেছিল, পত্র-পত্রিকায় তার নিন্দা করেছিল এবং তাদের ষড়যন্ত্রের কারণে বিপ্লব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল এবং তার সাথে সাথে ভারতের মুসলমানদের উপর নেমে এসেছিল ইংরেজ ও হিন্দুদের মিলিত যুলুম ও নির্যাতন। মুসলমানদের অন্যতম নেতা বাংলার শার্দুল শহীদ তীতুমীর তাদের হাতে নির্যাতিত ও নিগৃহীত হয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত তাদের প্ররোচনায় শাহাদাত বরণ করেছেন। এহেন একটি শক্তিকে বিশ ও ত্রিশ দশকের ভারতীয় মুসলমানগণ দিল্লীর রাজ তখতে বসানোর জন্য পাঁয়তারা করছিল। অবশ্য মুষ্টিমেয় ইংরেজী শিক্ষিত নব্য একদল মুসলমান মুসলমানদের স্বাতন্ত্রের দাবী উত্থাপন করেছিলেন। তাদের অবস্থাও প্রণিধানযোগ্য। হিন্দু ও ইংরেজদের ভ্রান্ত শিক্ষানীতির কারণে এ নব্য ইংরেজী শিক্ষিত মুসলমানগণ নিজেদের তাহযীব তামাদ্দুন আকীদা বিশ্বাস এবং এমনকি নিকট অতীতের বৃটিশ বিরোধী মুসলমানদের আযাদী আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কেও সঠিক ওয়াকেফহাল ছিলেন না। সাইয়েদ আহমদ শহীদের আন্দোলনের কোন ইতিহাস বৃটিশ আমলে লিখিত হয়নি। ইংরেজদের প্রচারণার কারণে তা ফকির ও ওয়াহাবী আন্দোলন নামে খ্যাত ছিল এবং তার জ্ঞানও ছিল ভাসাভাসা। ১৮৫৭ সালের গণবিপ্লবকে সিপাহী বিপ্লব নামে ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয় মুসলমানরা জানত। অধিকন্তু হিন্দুদের সম্মিলিত ও সহিংস বিরোধীতার কারণে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যাওয়ার কারণে মুসলিম লীগের মধ্যে ছিল এক পরাজিত মনোবৃত্তি।

www.pathagar.com

তাই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যখন বন্ধুর ছদ্ম বেশে জাতীয়তাবাদের ফরমুলার পক্ষে জনমত গঠন করার জন্য বলিষ্ঠ প্রচার প্রপাগাণ্ডা শুরু করল তখন তা মোকাবিলা করার মত উপায়-উপকরণ মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের হাতে ছিল না। ওলামা সমাজ যারা ভারতের মুসলমানদের এক হাজার বছরের ইতিহাসের সাথে সুপরিচিত, ভারতের আযাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব যাদের পূর্বসূরীরা দিয়েছেন এবং কুরআন হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমানদের অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে নতুন পথের সন্ধান দিতে পারতেন বা যারা হিন্দু কংগ্রেসের 'যুক্ত জাতীয়তার' ত্রুটিপূর্ণ ও ক্ষতিকারক দিক তুলে ধরতে সক্ষম ছিলেন তারা কংগ্রেসের সাথে মিলে গেলেন। এ ছিল এক ভয়াবহ বিপদের মারাত্মক পদধ্বনি।

ইসলামের অস্তিত্ব বিপন্ন ছিল

বিংশ শতাব্দীর বিশ ত্রিশ দশকে ভারতবর্ষে ইসলামের অস্তিত্ব যে মারাত্মক হুমকীর সম্মুখীন হয়েছিল তা অনুধাবন করার জন্য হিন্দু কংগ্রেসের যুক্ত জাতীয়তার মৌলিক উপায়-উপকরণ এবং এ সম্পর্কিত হিন্দু নেতাদের দৃষ্টিভংগী সর্বাগ্রে পর্যালোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। যুক্ত জাতীয়তার গভীরতা উপলব্ধি না করে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর সুমহান রাজনৈতিক তথা দ্বীনী খেদমত পুরাপুরি মূল্যায়ন করা খুবই কঠিন ও দুরূহ ব্যাপার। তাই আমরা সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় যুক্ত জাতীয়তাবাদের রচয়িতাদের বক্তব্য, অতপর কংগ্রেসের এ ধ্যান-ধারণার সমর্থনকারী ইংরেজী শিক্ষিত প্রভাবশালী মুসলিম নামধারী খ্যাতিসম্পন্ন নেতাদের দৃষ্টিভংগী এবং সুপরিচিত খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ও ওলামায়ে কেরামের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করব এবং সর্বশেষে এ যুগের শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করব। এ থেকে দিবালোকের মত এটা আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হবে যে, চিন্তা ও কলমের জগতে প্রায় নিঃসঙ্গ এবং এককভাবে যুবক মওদূদী তাঁর যৌবনের আল্লাহ প্রদত্ত যাবতীয় যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে ত্রিশ কোটি মানুষের সমর্থনপুষ্ট হিন্দু কংগ্রেসের ষড়যন্ত্র জালকে ছিড়ে ছিন্নভিন্ন করে দিলেন, হিন্দু নেতাদের মুখোশ এমনভাবে উন্মোচন করলেন যে, তারা আর নিজেদেরকে মুসলমানদের বন্ধু হিসেবে মিথ্যা পরিচয় দিতে পারল না। তাদের সমর্থনে যে সম্মানিত উলামায়ে কেরাম লেখনী ধারণ করেছিলেন। মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর কোন্ ধরনের বলিষ্ঠ লেখনী তাদেরকে জনগণ থেকে

www.pathagar.com

সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করেছিল তাও আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে। সাইয়েদ মওদূদী দুর্দশাগ্রস্ত ভারতীয় মুসলমানদেরকে চিন্তার গোলামী থেকে মুক্তি প্রদান করার জন্য যখন কলম ধারণ করেন তখন তিনি ছাব্বিশ–সাতাশ বছরের যুবক ছিলেন। তিনি যখন লেখনী ধারণ করেছিলেন তখন হিন্দু কংগ্রেস এবং তাদের সমর্থনকারী উলামায়ে কেরাম সাইয়েদ মওদূদীর প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন। কিন্তু ইস্পাত কঠিন সংকল্পের অধিকারী মুসলমানদের দুর্দিনের দিশারী ইসলামের এ মহান সন্তান তার নিরলস প্রচেষ্টার দ্বারা ইতিহাসের গতি ফিরিয়ে দিলেন। তিনি তাঁর কাজের শুরুতে ঘোষণা করেছিলেন যে, "আকীদা–বিশ্বাসের দিক থেকে যে জিনিস আমাদের নিকট হক ও ন্যায়সঙ্গত, তার যুগ যদি (অন্যের দৃষ্টিতে) নিঃশেষিত ও অতিবাহিত হয়েই যায় তাহলে আমাদের এতটুকু শক্তি সামর্থ থাকা চাই যাতে কান পাকড়াও করে যামানাকে ন্যায় ও হকের দিকে পুনরায় নিয়ে আসতে পারি। এটা নেহায়েত ভীরু ও কাপুরুষের কাজ যে, অমুক জিনিস এখানে প্রচলিত আছে বিধায় চল তাকে গ্রহণ করি এবং এ ধরনের উপলব্ধি করে তা গলধঃকরণও করে নেই।" সম্ভবত তখন তাঁর বিরোধীরা তাঁর অসীম সাহস ও দুর্লভ প্রতিভার আন্দাজ করতে পারেননি। তারা বুঝতে পারেননি যে, যুবক মওদূদী চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করবেন, কানপাকড়াও করে যামানাকে হকের নিকট নিয়ে আসবেন এবং ভারতীয় মুসলমানদের আশা–আকাংখার রূপায়ন, আদর্শ ও আকীদার ভিত্তিতে করবেন।

কংগ্রেসের ষড়যন্ত্র

মাওলানা মওদূদী বলিষ্ঠ ভাষা ও অদ্ভূত আকর্ষণীয় ভংগীতে কংগ্রেসের ষড়যন্ত্র এভাবে প্রকাশ করেছেন ঃ ১৮৮৫ সালে বানার্জী ও দাদাভাই নওরোজী যেভাবে 'ভারতীয় জাতি'র কথা বলতেন আজ গান্ধিজী ও নেহরুজীও তাই বলেন। বরং তারা তো শুধু বলেই ক্ষান্ত থাকতেন। আর এরা তো জোরপূর্বক চাপিয়ে দিতে চান। গান্ধীজী প্রশ্নের আকারে জিজ্ঞাসা করেন যে, ভারত কি এক জাতি ও এক দেশ না বহু জাতি ও বহু দেশের সমাবেশ? অতপর তিনি নিজে ইহার জবাব দেন যে, মাদ্রাজের প্রধানমন্ত্রী যদি এক দেশে একভাষা চালু করার জন্য ফৌজদারী আইনের বাধ্যকারী শক্তি প্রয়োগ করেন, তাহলে ভারতকে যারা একদেশ ও এক জাতি মানেন তাদের আপত্তি করা উচিত নয়। কিন্তু নেহরুজী জিজ্ঞাসার প্রয়োজনও অনুভব করেন না। তিনি

www.pathagar.com

অকাট্য ভাষায় ঘোষণা করেন যে, ভারতে শুধুমাত্র একটা জাতি বাস করে যার নাম ভারতীয়। আলাদা আলাদা জাতিসমূহের এখানে অস্তিত্ব নেই।

ভারতীয় মুসলমানদের সুদীর্ঘ এক হাজার বছরের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস এবং মুসলমানদের তাওহীদী বিপ্লবী সত্ত্বা যা মুশরিক ও পৌত্তলিক জাতি সমূহের সত্ত্বার সাথে নিসন্দেহাতীতভাবে সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যশীল ব্যতিক্রমধর্মী ভারতের সরজমিন থেকে মুছে ফেলার জন্য মিঃ গান্ধী এবং জওয়াহের লাল নেহরু যুক্ত জাতীয়তার যে মারাত্মক ফাঁদ পাতলেন তার নমুনা জাতির সামনে এক এক করে তুলে ধরলেন আল্লামা মওদূদী।

যুক্ত জাতীয়তার মরণ ফাঁদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে কংগ্রেসের তদানিন্তন অন্যতম নেতা যুক্ত প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী ১৯৩৮ সালের ৪ঠা এপ্রিল প্রাদেশিক আইন সভায় প্রদত্ত ভাষণে ঘোষণা করেন ঃ

"হিন্দু বা মুসলিম সভ্যতাকে কায়েম রাখা এবং তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে চালু করার জন্য যিনিই পীড়াপীড়ি করেন, তিনি নিশ্চিতভাবে ভারতের ক্ষতিসাধনে লিপ্ত। আমি বলতে চাই যে, আজকের ভারতে এ উপসর্গটা না থাকাই বাঞ্ছনীয়। আমরা এমন একটা ভারতীয় সভ্যতা চাই, যা হিন্দু, মুসলমান, অন্য ধর্মাবলম্বী এবং যে কোন বহিরাগত— যে ভারতকে নিজের আবাসভূমি করে নিয়েছে—এ সকলের জন্যই এক ও অভিন্ন। যদি কোন ব্যক্তি যথার্থভাবে দেশের উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হন তবে তাকে এমন বক্তব্য পেশ করতে হবে যা দ্বারা আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি না হয়, যা সকলের জন্যই ক্ষতিকর। তাকে এমন সব বিষয়ের উপর জোর দিতে হবে, যা দ্বারা ভারতীয় সভ্যতার বিনির্মাণ সম্ভব হয়। বিভেদ ও উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বক্তব্য প্রদান নিশ্চিতভাবে দেশের সাথে শত্রুতা করার শামিল। তাই দেশের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে ছেলে ও মেয়েদের স্কুলে হিন্দু কিংবা মুসলিম সভ্যতা কায়েম রাখার বক্তব্যের উপর আর কেউ জোর দিবেন না, এটাই আমি আশা করি।"

"যখন হিন্দু ও মুসলমানের সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হবে, কেবল তখনই ভারতীয় সভ্যতা জীবিত থাকতে পারবে।"

দ্বীনে ইলাহী প্রতিরোধ করার আহবান

যুক্ত জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে মিঃ গান্ধী যে, ভারতের সকল ধর্মের লোকের মিশ্রনে এক নতুন ধর্মমত সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন সময়মত তা বাধা

www.pathagar.com

প্রদান না করলে তার পরিণতি আকবরের 'দীনে ইলাহী' থেকেও যে মারাত্মক ও ক্ষতিকারক বিবেচিত হত তা তার নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়। 'স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য' শীর্ষক নিবন্ধে সাইয়েদ মওদূদী গান্ধীজীর উদ্ধৃতি প্রদানের সময় যে মন্তব্য করেছিলেন তাও আমরা পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। তিনি বলেন ঃ

"এর নেতা একজন মহাত্মা যিনি মিঃ নেহরুর ভাষায় 'খোদ কংগ্রেসের চেয়েও বৃহৎ। তিনি সত্য (Truth) এবং অহিংসা (Non violenec) নামক নিরেট হিন্দু মতাদর্শের নিশানবাহী প্রচারক হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন। তার চিন্তাধারা স্বাধীনতা আন্দোলনের দার্শনিক ও তাত্ত্বিক ভিত্তিরূপে গণ্য। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, অহিংসা শুধু নীতি নয়, বরং ধর্ম ও বিশ্বাসের মর্যাদা রাখে। তারই নেতৃত্বে সমগ্র ভারতবাসীর জন্য সরকারী পর্যায়ে সাধারণ শিক্ষার রূপরেখা তৈরী করা হয়। এবং তাতে তার ধর্মমত ও বিশ্বাসকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে যে, অধিবাসীদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব নয়। এর বিপরীত জনগণের মন থেকে 'সবার উপর ধর্ম' এ ধারণা মুছে ফেলতে পারে এমন শিক্ষা জনগণের উপর বাধ্যতামূলকভাবে চাপিয়ে দেয়া সরকারের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী-যিনি পীড়াপীড়ি করে নিজের ধর্মমতকে 'ওয়ারধা' পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি নিজের ধর্মমত ব্যতীত অন্য সকল ধর্মকে শিক্ষা ব্যবস্থার বহির্ভূত করার স্বপক্ষে নিম্নরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন ঃ

"সকল ধর্মের প্রতি সমান গুরুত্ব দেয়া এমন জরুরী জিনিষ যে, এর পক্ষে আমি অত্যন্ত অনমনীয় মত পোষণ করি। এ ধরনের একটা আনন্দদায়ক পরিস্থিতে (অর্থাৎ সকল ধর্মকে এক দৃষ্টিতে দেখা এবং সকল ধর্মকে সমভাবে সত্য বলে অনুধাবন করার পরিস্থিতি) যতক্ষণ আমাদের উত্তরণ হচ্ছে না, ততক্ষণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃত ঐক্য প্রতিষ্ঠার কোন আশা আমি দেখছি না। বিভিন্ন ধর্মের শিশুদেরকে যদি শিখান হয় যে, তাদের ধর্ম অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা উত্তম কিংবা একমাত্র অমুক ধর্মই সত্য তাহলে আমার মতে এ কাজটা হবে নানা ধর্মের অনুসারী শিশুদের মধ্যে ভাবের বিকাশকে ধ্বংস করে দেয়ার শামিল। জাতির ওপর (ভারতীয় জাতি) যদি এরূপ মনোভাবই চড়াও হয়ে থাকে তাহলে প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের জন্য আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া অপরিহার্য হয়ে দেখা দিবে আর সে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একে অপরের ধর্মের উপহাস করার অবাধ স্বাধীনতা থাকবে, অথবা সকল ধর্মেরই নাম নেয়া নিষিদ্ধ করে দিতে হবে। এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণের পরিণাম এত

www.pathagar.com

ভয়াবহ যে, তা কল্পনা করাও যায় না। নৈতিকতার মৌলিক নীতিমালা সকল ধর্মে একই রকম। এ নীতিমালা শিশুদেরকে শিখাতেই হবে। ওয়ারধা পরিকল্পনাধীন স্কুলসমূহে এতটুকু ধর্মীয় শিক্ষাকেই যথেষ্ট মনে করা উচিত।"

বলাবাহুল্য মিঃ গান্ধী একজন উঁচু দরের বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইসলামের প্রকাশ্য বিরোধিতার পথ পরিহার করে 'সকল ধর্মের মৌলিক নীতি মালা' প্রবর্তনের অন্তরালে ভারতের মাটি থেকে ইসলামকেই উৎখাত করতে চেয়েছিলেন।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী হিন্দু নেতাদের 'যুক্ত জাতীয়তাবাদ' পরিকল্পনার তীব্র সমালোচনা করে বলেন ঃ

"এসব ভাষণ ও নিবন্ধাদী থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, অখণ্ড জাতীয়তাবাদের ভারতীয় প্রবক্তারা যে রাষ্ট্র গড়তে চায়, তা এক অর্থে ধর্মীয় রাষ্ট্র–যদি ধর্মের দ্বারা মহাত্মাগান্ধীর ধর্মকে বুঝান হয়। আর অন্য অর্থে তা ধর্মহীন বরং ধর্মবিরোধী রাষ্ট্র যদি ধর্ম অর্থে ভারতের সেসব অধিবাসীর ধর্মকে বুঝান হয় যারা গান্ধীর ধর্মের অনুসারী নয়। সে সব অধিবাসীর প্রতি রাষ্ট্রের আচরণ নিরপেক্ষ নমনীয়তার আচরণ হবে না, বরং চেকোশ্লাভাকিয়ার মত সহানুভূতিহীন এবং খানিকটা বিরোধীসুলভ আচরণ হবে। কেননা, এটা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হচ্ছে যে, ঐ রাষ্ট্রের কাম্য হবে বিভিন্ন জাতির সভ্যতা ও কৃষ্টি কোন না কোনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক, তাদের ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ পাল্টিয়ে যাক, এবং তারা সকল ধর্মকে সমান মনে করুক অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট ধর্মের অনুসারী না থাকুক। কেননা একটা, ধর্মের অনুসারী হতে হলে তাকে সবচেয়ে ভাল ও বিশুদ্ধতম ধর্ম মনে করা স্বাভাবিকভাবেই অপরিহার্য। সুতরাং এরূপ ধারণা করার আর কোন অবকাশই থাকে না যে, এরূপ রাষ্ট্র কোন ধর্মীয় ব্যবস্থাকে আইনত স্বীকৃতি দেবে এবং তাকে ধর্মীয় শিক্ষাদান ও আভ্যন্তরীণভাবে ধর্মানুসারীদেরকে সংগঠিত করার সেই সব ক্ষমতা ও এখতিয়ার দিবে–যার উদাহরণ আমি ইতিপূর্বে ইউরোপের একাধিক দেশ থেকে দিয়েছি।"

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী হিন্দু নেতাদের এসব নিবন্ধ ও বিবৃতি পর্যালোচনা করে মুসলমান উম্মাহর নিকট যে উপসংহার উপস্থাপিত করেন তা নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ ভারতের সকল মানুষকে এক জাতিতে পরিণত করা হবে। এবং তাতে পৃথক জাতি সত্ত্বা বিলুপ্ত হবে।

www.pathagar.com

দুই : 'গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র' ব্যবস্থা প্রচলন করে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের প্রাধান্য প্রদান করা হবে এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মতামত সুস্পষ্টভাবে অবহেলিত হবে।

তিন : ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে বিভিন্ন ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মমতের বিরোধিতা করা হবে। শুধু ধর্মীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় তাদের ধর্মমত সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবে।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী এ উপসংহার জাতির সামনে উপস্থাপিত করার পর মুসলিম উম্মতের কি কর্তব্য হবে তা বিচার বিবেচনা করার জন্য তাদের সামনে কতিপয় প্রশ্ন তুলে ধরেন।

মুসলিম জাতীয়তাকে বিলুপ্ত করবে

তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন :

এক : আমাদের বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, এ ধরনের রাষ্ট্র আসলে কি ধরনের তাৎপর্য বহন করে?

দুই : মুসলমান হিসেবে আমরা কি এ ধরনের রাষ্ট্রকে আমাদের লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করতে পারি?

তিন : এধরনের রাষ্ট্রে আমাদের মুসলমানিত্ব কি আদৌ বজায় থাকতে পারে?

চার : এ ধরনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পরিচালিত সংগ্রামের অংশগ্রহণ করা কি আমাদের জন্য বৈধ?

পাঁচ : নীরব দর্শক হয়ে এর প্রতিষ্ঠাকে মেনে নেয়া কি আমাদের জন্য সঙ্গত হবে?

মাওলানা মওদূদী জাতির এ সংকটময় মুহূর্তে বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করেন যে, "সকল অধিবাসীকে এক জাতিতে পরিণত করার অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠকে সংখ্যালঘুর উপর যুলুম করা এবং তাকে গোলাম বানিয়ে রাখা ও সমূলে ধ্বংস করার অবাধ লাইসেন্স দেয়া ছাড়া আর কিছু নয়। এ ধরনের দেশে জাতীয় রাষ্ট্র মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির রাষ্ট্র এবং ধর্মহীন রাষ্ট্র হবে। সেখানে নিজের স্বতন্ত্র জাতিসত্তা নিজস্ব ধর্মকে অস্বীকার করতে হবে শুধু সংখ্যালঘুদের, সংখ্যাগুরুদের নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি নিজের এসব কিছু বহাল রেখেও সব কিছুই করতে পারবে। কিন্তু সংখ্যালঘুরা নিজের ধর্ম,

www.pathagar.com

সভ্যতা, ভাষা, সাহিত্য ও জীবন দর্শনের নামও মুখে আনতে পারবে না। এ ধরনের দেশে সকল অধিবাসীকে এক জাতিতে পরিণত করার অর্থ এটা নয় যে, তারা আসলেই এক জাতি। এর অর্থ বরঞ্চ এই যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সকল শক্তি কুক্ষিগত করে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীসমূহের জাতীয়তাকে নিশ্চিহ্ন করবে এবং নিজেদের জাতীয়তায় বিলীন ও একাকার করে দেয়ার দূরভিসন্ধি করবে।'

বলাবাহুল্য বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ দশকে ইসলামের এ সুমহান সন্তান 'জাতীয়তাবাদী' গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র' শীর্ষক নিবন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন তা ভারতবর্ষে হুবহু এবং অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছে। মুসলমানদের মুখের ভাষা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কেড়ে নিয়েছে। বৃটিশ আমলে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে যে ভাষা সারা ভারতে প্রচলিত ছিল তা এ জন্য বর্জন করা হয়েছে যে, সে ভাষা কুরআন শরীফে ব্যবহৃত বর্ণমালায় লিখিত হয়। তার স্থলে হিন্দু ঐতিহ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য দেবনাগরী তথা সংস্কৃত বর্ণমালার হিন্দী নাম দিয়ে উর্দুর স্থলে নতুন ভাষা সৃষ্টি করা হয়েছে। মুসলমানদের সভ্যতা সংস্কৃতি বিপন্ন হয়েছে। তাদের উপাসনার স্থান বিদায় করে দখল করার অভিযান সারা ভারতে চালু করা হয়েছে। এমনকি আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত এবং ইতিহাস বিখ্যাত মুসলিম কীর্তি তাজমহলকে হিন্দুদের নির্মিত সৌধমন্দির হিসেবে ঘোষণা দান করার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে দাবী উঠেছে। মুসলমানদের আসমানী কিতাব কুরআনের বিরুদ্ধে ভারতে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

স্বাধীন ভারতের স্থপতি এবং যুক্ত জাতীয়তাবাদের অন্যতম জন্মদাতা জওয়াহেরলাল নেহরু মুসলিম উম্মাহ, ইসলামী তাহযীব তামাদ্দুনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে যে মারাত্মক প্রচারণা পরিচালনা করেন, তার কিঞ্চিত উদ্ধৃতি নিম্নে দেয়া হলো :

'আসলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অর্থই হলো, সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘুকে ভয় দেখিয়ে ও হুমকি দিয়ে নিজের বশীভূত করে রাখে।

ভারতে মুসলিম জাতীয়তার ধারণা মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোকের মনগড়া এক আকাশকুসুম কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। সংবাদপত্র এ জিনিষটাকে যদি এত বেশী প্রচার না করত তাহলে অতি অল্প সংখ্যকই তা জানত। আর বেশী লোক যদি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেও ফেলত, তাহলে তার সাথে বাস্তব সাক্ষাৎ ঘটার পর তার বিলোপ সাধিত হত।

www.pathagar.com

"ভারতে মুসলিম জাতীয়তার উপর গুরুত্ব দেয়ার অর্থ কি দাঁড়ায়? এর অর্থ এটাই যে, এক জাতির মধ্যে আর একটা জাতি রয়েছে যা এক জায়গায় বাস করে না। সর্বত্র ছিটান ছড়ান রয়েছে, যা অস্পষ্ট এবং অনির্দিষ্ট। এখন রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এ ধারণাটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত মনে হয়। আর অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা অবাস্তব এবং একে বিবেচনার যোগ্য মনে করাই কঠিন।"

সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর হামলা

তিনি ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব সম্পর্কে জনমনে সন্দেহ সৃষ্টি করার জন্য মন্তব্য করেন ঃ কিন্তু কথা হল এই ইসলামী সভ্যতা জিনিসটা কি? এটা কি আরব, ইরানী ও তুর্কীদের বড় বড় কীর্তির স্মৃতি, যাকে বংশগত সম্পর্কের কারণে এখানে ধরে রাখা হয়েছে? না কি এর অর্থ ভাষা, শিল্পকলা, সংগীত, রীতি, প্রথা, ও ঐতিহ্য? আমার তো মনে পড়ে না যে, আজকাল কেউ ইসলামী সংগীত বা ইসলামী শিল্পকলার কথা উচ্চারণ করে থাকে।

"ইসলামী সভ্যতা জিনিসটা কি, তা বুঝবার জন্য আমি বহু চেষ্টা করেছি। কিন্তু স্বীকার করছি যে, তাতে সফল হইনি। আমি দেখতে পাই উত্তর ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বল্প সংখ্যক মুসলমান এবং তাদের মতই কিছু হিন্দু ফার্সী ভাষা ও ঐতিহ্যের দ্বারা প্রভাবিত। যখন সাধারণ মানুষের দিকে তাকাই তখন ইসলামী সভ্যতার প্রধান প্রধান যে কয়টি প্রতীক দেখতে পাই তা হলো ঃ বিশেষ ধরনের নাতিদীর্ঘ এক পায়জামা, এক বিশেষ পদ্ধতিতে গোঁফ কামানো বা ছাঁটা, দাড়িকে বাড়তে দেয়া এবং এক ধরনের নল বিশিষ্ট বদনা, ঠিক তারই প্রত্যুত্তরে হিন্দুদের ও কিছু রসম রেওয়াজ রয়েছে। অর্থাৎ ধুতি পরা, মাথায় টিকি রাখা এবং মুসলমানদের বদনা থেকে ভিন্ন আকৃতি এক ধরনের ঘটি রাখা। এসব বৈষম্যপূর্ণ রীতি প্রথা প্রধানতঃ শহরে সীমাবদ্ধ। যা আছে তাও ক্রমে ক্রমে লোপ পাচ্ছে। হিন্দু ও মুসলিম কৃষক ও শ্রমিকের মধ্যে বলতে গেলে কোন পার্থক্যই করা যায় না। শিক্ষিত মুসলমানরা তো খুব কমই দাড়ি রেখে থাকেন। অবশ্য আলীগড়ের লোকেরা লাল টুপীর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। (আমাদের দেশে এটি তুর্কী টুপী নামে পরিচিত। অথচ খোদ তুরস্কে এখন আর কেউ তার ধার ধারে না)। মুসলিম মহিলারা শাড়ী পরা শুরু করেছে এবং ধীরে ধীরে পর্দার বাইরে আসতে শুরু করেছে।"

www.pathagar.com

নতুন ভারতবর্ষের রূপকার মুসলিম বা ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতিকে শুধু অস্তিত্বহীন হাস্যস্পদ ও অপ্রয়োজনীয় বস্তু হিসেবে চিত্রিত করেননি বরং আরও একটু অগ্রসর হয়ে ভারতীয় মুসলমানদেরকে উপদেশ খয়রাত করেছেন। অর্থাৎ গোঁফ-দাড়ি-বদনা স্বর্বস্ব যে সভ্যতাকে মুসলমানরা নিজেদের বলে দাবী করছে তা আর কালের ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করে টিকে থাকতে সক্ষম নয়। তার অবলুপ্তি অবধারিত। তিনি বলেন ঃ

"এখনতো জাতীয় সভ্যতার দিনকালও দ্রুত বয়ে যাচ্ছে, এখন সারা দুনিয়াই একটা একক সভ্যতার রূপ ধারণ করতে চলেছে। এটা অনিবার্য ও অপ্রতিরোধ্য প্রবণতা।"

"সাম্প্রতিককালে ভারতীয় মুসলমানদের উপর ক্রমাগত অনেক আঘাত এসেছে এবং তাদের সযত্নে লালিত বহু ধ্যান-ধারণা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। ইসলামের সংগ্রামী পুরুষ তুরস্কে সে খেলাফতেরই বিলুপ্তি ঘটিয়েছে, যার জন্য ভারতের মুসলানগণ ১৯২০ সালে এত লড়াই করেছে এবং একের পর এক এমন সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যা তাকে ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। মিসরও একই পথে যাত্রা করেছে। আরব দেশগুলোরও অবস্থা তদ্রূপ। কেবলমাত্র সৌদি আরব ব্যতিক্রমধর্মী। এ দেশটি অনেক পশ্চাদপদ। ইরান তার সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রাগৈসলামিক ইতিহাসের দিকে নজর দিচ্ছে। মোটকথা, সর্বত্রই ধর্মকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে এবং ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ জঙ্গী পোশাকে আবির্ভূত হচ্ছে।"

মুসলমানদের বৃটিশ এজেন্ট হিসেবে আখ্যায়িত

মিঃ জওয়াহেরলাল নেহরু এভাবে মুসলিম আকীদা-বিশ্বাস, তাহযীব তামাদ্দুনকে বিকৃতভাবে পেশ করার পরও সন্দেহমুক্ত হতে পারেননি। তিনি সুনিশ্চিত হতে পারেননি যে, মুসলমানগণ তার উপদেশের খয়রাত দুহাতে কুড়িয়ে নিবে। তাই তিনি তাদের দৃষ্টি তাদের ঘৃণিত শত্রুর বিরুদ্ধে আকর্ষণ করার জন্য নতুন পটভূমি তৈয়ার করলেন। তিনি মুসলিম জাতিকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে, মুসলিম জাতিসত্ত্বা এবং ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতির কথা যারা বলছে তারা মূলত বিদেশী ইংরেজদের এজেন্ট এবং ইংরেজদের শাসনকে সুদৃঢ় করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য তাতে তাদের নেই।

তিনি বলেন, "ভারতে মুসলিম জাতীয়তা ও ইসলামী সভ্যতার উপর খুবই জোর দেয়া হয় এবং হিন্দু ও মুসলিম সভ্যতা যে পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ

www.pathagar.com

আলাদা তা খুব করে বলা হয়। অতপর অপরিহার্যভাবে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, ভারতে বৃটিশদের চিরদিন থাকা দরকার, যাতে তারা উভয় জাতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে এবং মধ্যস্থতা করতে পারে।"

"মুসলিম জাতীয়তার (কথা বলার) অর্থ এ দাঁড়ায় যে, এখানে হয় স্বৈরাচারী শাসন চলুক, নতুবা বিদেশী শাসন চলুক।"

"এখন মুসলিম জাতিসত্তা ও ইসলামী সভ্যতার কি অবস্থা দাঁড়াবে? এ দুটো কি তাহলে কেবল উত্তর ভারতে ইংরেজদের স্নেহময় শাসনে পরিপুষ্ট হতে থাকবে।"

পরিহাস আর কাকে বলে? হিন্দুদের ষড়যন্ত্র ও কুচক্রান্তে ভারতের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হল, হিন্দুরা বার সমুদ্র তের নদীর ওপার থেকে ইংরেজদের ডেকে নিয়ে এল, ভারতের স্বাধীনতা তারা ইংরেজদের হাতে তুলে দিল, ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনকে তারা বারবার বাধা দিল আর তারা আজ মসুলমানদেরকে ইংরেজদের দোসর বলছে?

ওলামায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা

ভারতবর্ষ থেকে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে খতম করার নীল নক্সা অবলোকন করে যুবক মওদূদী ঘোষণা করলেন :

"এ হলো আযাদী অর্জনের জন্য জাতীয়তাবাদের ধারক ও বাহকদের প্রদর্শিত ও অনুসৃত পথ ও পদ্ধতি। দেশের সকল অধিবাসীকে একক জাতিতে পরিণত না করা পর্যন্ত আযাদী অর্জনকে তারা সম্ভবই মনে করেন না। আর মুসলিম জাতীয় সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় জাতীয়তায় বিলীন করে না দেয়া পর্যন্ত দেশের সমগ্র অধিবাসীকে এক জাতিতে রূপান্তরিত করা তাদের মতে অসম্ভব। তাই অবশ্যম্ভাবীভাবে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হচ্ছে যে, স্বাধীনতা অর্জনের এ পথ ও পদ্ধতি অবলম্বনের দরুন মুসলিম জাতি আগে খতম হয়ে যাবে এবং তার পরে স্বাধীনতা অর্জিত হবে।"

এ মন্তব্য করে মাওলানা মওদূদী ক্ষান্ত হননি। তিনি কংগ্রেসের যুক্ত জাতীয়তাবাদের সমর্থক মুসলিম নেতা ও ওলামায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করেন :

"এখন এ প্রেক্ষাপটে আমি ওলামা, মুফতী এবং একই সাথে ইসলাম ও জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা মুসলমানদেরকে জিজ্ঞাসা করি, এহেন জাতীয়তাবাদ ও ইসলাম কি সুস্পষ্টভাবে পরস্পরের বিরোধী নয়?

www.pathagar.com

অতপর কংগ্রেসের সাথে যুক্ত হয়ে আযাদীর জন্য সংগ্রাম করাকে তিনি কুরআন-হাদীস এবং বিবেকের বিরোধী বলে মন্তব্য করেন। হিন্দু কংগ্রেসের প্ররোচনা ও প্রচারনায় মোহগ্রস্ত ওলামায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করেন এ পদ্ধতিতে স্বাধীনতা অর্জন করা কুরআন হাদীস, বিবেক-মোটকথা কোন কিছুর আলোকেই কি মুসলমানদের ওপর ফরয? ফরযতো দূরের কথা আমি জিজ্ঞাসা করি, স্বাধীনতার জন্য জাতীয় আত্মহত্যার এ পথ অবলম্বন করা কি কোন মুসলমানের জন্য বৈধ হতে পারে? আর এ পন্থায় স্বাধীনতার সংগ্রামকারীদের সাথে জোটবদ্ধ হওয়া কি কুরআনের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন শিক্ষার পরিপন্থী নয়?

তিনি জোরাল কন্ঠে ঘোষণা করেন ঃ

'আমি আগেও বলেছি, এখনও আবার বলছি, আযাদীর এ আন্দোলন সুনিশ্চিতভাবে মুসলমানদেরকে ধর্মান্তরিত করার আন্দোলন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের শুদ্ধি আন্দোলনের সাথে এ শুদ্ধির তাত্বিকভাবে এবং ফলাফলের দিক দিয়ে কোনই পার্থক্য নেই। কোন মুসলমান যখন ইসলাম থেকে বিচ্যুত এবং ইসলামী সমাজ ও সংঘ থেকে খারিজ হয়ে যায়, তখন চাই সে হিন্দু ধর্মাবলম্বী হয়ে যাক কিংবা ধর্মহীন হয়ে যাক তাতে কিছুই আসে যায় না। অবশ্য শ্রদ্ধানন্দের শুদ্ধি এবং কংগ্রেসের শুদ্ধিতে এতটুকু পার্থক্য রয়েছে যে, একটা প্রকাশ্য ধর্মচ্যুতি আর অন্যটা ছদ্মরূপী এবং প্রতারণাময় ধর্মচ্যুতি। প্রথমটির সাথে কোন নগণ্য মুসলমানও সহযোগিতার কথা মুখেও আনতে পারত না। আর দ্বিতীয়টির কাফেলায় ফেকাহবিদ, হাদীসবেত্তা ও তাফসীর বিশারদরা পর্যন্ত কর্মতৎপর রয়েছেন। এ হিসেবে এ আন্দোলন পূর্বোক্ত আন্দোলনের চেয়ে হাজারগুণ বেশী বিপজ্জনক।

ইসলাম খতম করার ষড়যন্ত্র

তিনি হিন্দু কংগ্রেসের সাথে মিলে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আন্দোলন করাকে 'ইসলাম খতম' করার এক 'ষড়যন্ত্র' আখ্যায়িত করে বলেন ঃ

"আমি এ কথা আগেও বলেছি যে, এ পন্থায় যে স্বাধীনতা অর্জিত হবে তা এই সাত কোটি বা আট কোটি মুসলিম বংশোদ্ভূত লোকের দেহের স্বাধীনতা হতে পারে কিন্তু তা কোন মতেই 'মুসলিম' নামক জাতির স্বাধীনতা হতে পারে না। মুসলমানদের জন্য মুসলমান হিসেবে তা স্বাধীনতা পদবাচ্য হবে না, বরং তাদের জাতীয়তা, তাদের সভ্যতা, তাদের সমাজ কাঠামোর পূর্ণবিনাশ

www.pathagar.com

এবং ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা দেড়শ বছর পূর্বে যে কাজটি শুরু করেছিল, সেই কাজের পরিপূর্ণতা দান ছাড়া একে আর কিছু বলা যাবে না। আসলে এটা এক ভয়াবহ চক্রান্ত। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীকে আঘাত হানার আগে ইসলামের উপর আঘাত হানা এবং ঐ সাম্রাজ্যবাদকে খতম করার আগে ইসলামকে খতম করাই এর উদ্দেশ্য। কোন বিবেকবান মুসলিম যদি মুসলিম থাকতে চায় তবে সে নিজের ধর্ম ও জাতীয়তার বিরুদ্ধে পরিচালিত এ চক্রান্তে কিভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে, তা আমার কল্পনারও বাইরে।"

ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতকে খতম করার নীল নক্সা

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী কংগ্রেসের আন্দোলনকে পূর্ববর্তী ইসলাম বিরোধী আন্দোলনের চেয়ে 'হাজার গুণ বেশী বিপজ্জনক' কেন আখ্যায়িত করলেন তা আমরা সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছি। পূর্ববর্তী আন্দোলনের উদ্যোক্তাগণ প্রকাশ্যে মুসলমানদের হামলা করত। তাতে মুসলমানগণ সহজে দুশমনের দুরভিসন্ধি উপলব্ধি করতে পারত এবং তা থেকে আত্মরক্ষা করার চিন্তা-ভাবনা করত। যে ব্যক্তি নামকা ওয়াস্তে মুসলমান—যে ব্যক্তি মুসলমানের গৃহে জন্মগ্রহণ করেছে বলে নিজেকে মুসলমান জ্ঞান করত সে ব্যক্তিও ইসলামের শত্রুদেরকে ঘৃণা করত। কিন্তু কংগ্রেসের আন্দোলনের প্রকাশিত উদ্দেশ্য ছিল দেশ থেকে ঔপনিবেশিক শক্তি ইংরেজদেরকে বিতাড়ন এবং ভারতবর্ষের আযাদী অর্জন। কিন্তু এ আন্দোলনের দার্শনিক ভিত্তি ছিল পৌত্তলিক হিন্দু ধর্মের কতিপয় মৌলিক নীতি যা অহিংস ধর্মমত এবং সব ধর্মের মৌলিক নীতি বলে হিন্দুদের নেতা গান্ধীজী প্রচার করতেন। এতে সাধারণ মুসলমান এবং তৎকালীন ওলামায়ে কেরাম বিশেষভাবে দেওবন্দের প্রভাবাধীন আলেম সমাজ গান্ধীর অহিংস ধর্মমত বা তার প্রচারিত সব ধর্মের মূল নীতি যে বস্তুত হিন্দু ধর্মের এক নতুন সংস্করণ এবং তার ভিত্তিতে নতুন ভারতবর্ষ নির্মিত হলে হিন্দু ধর্মমত ও দর্শন সুপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় আকীদা বিশ্বাস সমূলে উৎপাটিত হবে তা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন। মুসলিম ভারতের পুনর্জাগরণ আন্দোলনের নেতা মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, ভারতের আলেম সমাজের শিরকুল মণি মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী, কুরআনের প্রখ্যাত তাফসীর লেখক মাওলানা হামিদ উদ্দিন ফারাহীর ভাবশিষ্য ও স্থলাভিষিক্ত মাওলানা আমিন আহসান ইসলাহী, নব্য আলেম সমাজের নেতা এবং প্রখ্যাত গবেষক

www.pathagar.com

মাওলানা সুলায়মান নাদভী, মশহুর আলেমে দীন এবং রাজনৈতিক নেতা মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী প্রমুখ ছিলেন তৎকালীন মুসলিম ভারতের স্বীকৃত নেতা এবং আলেমে দীন। দীন ইসলাম বা মুসলিম ভারতের পক্ষে কথা বলার অধিকার তাদের ছিল স্বীকৃত। তাঁরা যখন কোন মত ব্যক্ত করতেন তখন ধরে নেয়া হতো যে, তা নিখিল ভারতের মুসলিম জনগণের মত। জাতি হিসেবে মুসলমান এবং তাদের ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক নেতৃবর্গ ইংরেজদের উপর খুব সঙ্গতভাবে অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং ইংরেজদেরকে এ দেশ থেকে তাড়ানোর জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। গান্ধী যখন মুসলিম নেতৃবর্গের সাথে আলাপ করলেন, তাদের নিকট অহিংস নীতির ছদ্মাবরণে নতুন ধর্মমত পেশ করলেন এবং তার ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিতভাবে আন্দোলন করে ইংরেজকে এ দেশ থেকে তাড়ানোর জন্য আহবান জানালেন তখন মুসলমানদের ধর্মীয় নেতৃবর্গ তলিয়ে দেখেননি যে, গান্ধীর প্রচারিত তথাকথিত অহিংসনীতি মূলত হিন্দু ধর্মের প্রবর্তিত আধুনিক সংস্করণ এবং এর ভিত্তিতে যে ভারতবর্ষ নির্মিত হবে তাতে হিন্দু ষোলআনা হিন্দু থেকে যাবে কিন্তু মুসলমান তার বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ হারিয়ে এমন এক সেকুলার জনগোষ্ঠীতে বিলীন হয়ে যাবে যার পরিপূর্ণ নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সংখ্যাগুরু হিন্দুদের হাতে থাকবে। মুসলিম ভারতের তাহযীব তামাদ্দুন আকীদা বিশ্বাসের অনিবার্য অবলুপ্তির মুহূর্তে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী কংগ্রেসের দুরভিসন্ধি জাতির কাছে ফাঁস করে দিলেন, তিনি দলীল প্রমাণের দ্বারা ঘোষণা করলেন। গান্ধী যা বলছেন তা সত্য নয়, তার স্কীম বাস্তবায়িত হলে ইসলামের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে এবং মুসলমান জাতি হিসেবে বেঁচে থাকবে না। তিনি তাঁর বক্তব্যের পক্ষে পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহরুর ইসলাম বিরোধী বক্তব্য এবং যুক্ত জাতীয়তার ধ্যান-ধারণা পেশ করে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, যুক্ত জাতীয়তাবাদ ভারতবর্ষে মুসলমানদের জন্য কোন্ ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করবে।

ডক্টর আশরাফ

নেহরুর রেকর্ড করা গান বাজাচ্ছেন

অতপর মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী হিন্দু-মুসলিম যুক্ত জাতীয়তাবাদের সমর্থনকারী সেকুলার মুসলিম নেতৃবর্গের মন্তব্যের পর্যালোচনা জাতির সামনে পেশ করেন। কংগ্রেসের স্নেহভাজন ডক্টর মুহাম্মদ আশরাফ মুসলমানদেরকে কংগ্রেসের প্লাটফরম থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করার জন্য এভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন ঃ

www.pathagar.com

"বিগত সাত আট বছরে যখনই সামাজিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোন উন্নয়নমূলক ও প্রগতিবাদী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে অমনি হিন্দু–মুসলমান সংক্রান্ত প্রশ্ন তোলা হয়েছে। আমার বেশ মনে পড়ে এক সময় যখন কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে যুক্ত প্রদেশের কাউন্সিল অধিবেশনের প্রশ্ন তোলেন তখন প্রতিক্রিয়াশীলরা সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষা নিয়ে বাকবিতণ্ডা শুরু করে দেয়।..."

অতপর এ ধরনের প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করার জন্য বলেন :

"এ কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, কোন বস্তু যতই পুরান, জরাজীর্ণ, ও ক্ষয়প্রাপ্ত হোক তা আপনা আপনি ধ্বসে পড়ে না। অগ্রগামী সামাজিক শক্তিসমূহ আপন চেষ্টার দ্বারা তা ধ্বসিয়ে দেয়।"

মাওলানা মওদূদী তাঁর নিবন্ধে ডক্টর মুহাম্মদ আশরাফের সম্পূর্ণ মন্তব্যের উদ্ধৃতি প্রদান করে বলেন :

"লক্ষ্য করুন, শিক্ষা পরিকল্পনায় মুসলিম শিশু কিশোরদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষার অন্তর্ভূক্তির দাবী তোলাটা নাকি প্রতিক্রিয়াশীলতা, সাম্রাজ্যবাদের তল্পীবাহন এবং দেশকে পেছনের দিকে তৎপর লোকদের কাজ। আর পরিবেশ ও পরিস্থিতির বৈপ্লবিক দাবী নাকি এখন এ দাঁড়িয়েছে যে, এই পুরান, জরাজীর্ণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত বস্তুটিকে অগ্রগামী সামাজিক শক্তিগুলো চেষ্টা সাধনা দ্বারা ধ্বসিয়ে ফেলুক।

ডক্টর আশরাফ ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনার এক স্থানে লিখেন : 'লোকেরা ইসলামী কৃষ্টি ও সভ্যতা নিয়ে আলোচনা করার সময় এ কথা ভুলে যান যে, এই সভ্যতা ও তামাদ্দুন এক বিশেষ পরিবেশে লালিত হয়েছিল এবং সর্বাবস্থায়ই মুসলিম শাসক শ্রেণীর সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল, ... অবশ্য ইসলামী কৃষ্টি ও সভ্যতার মর্মার্থ আজকাল যতখানি সংকীর্ণ ও সংকুচিত হয়ে গেছে সেকালে এমনটি ছিল না। আজ যদি মুসলমানরা টুপি পাগড়ির পরিবর্তে গান্ধী টুপী পরে, অথবা দু'চারজন হিন্দু যদি হিন্দী বর্ণমালা চালু করার পক্ষে প্রচারাভিযানে নামে, তাহলে ইসলামী সভ্যতার বেঁচে থাকাই যেন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, একটা বিশেষ ধরনের পোশাক যদি কোন মুসলমান না পরে অথবা যদি বিশুদ্ধ ও সুললিত উর্দু ভাষায় কথা বলতে না পারে, তাহলে তার পক্ষে সাংস্কৃতিকভাবেই শুধু নয়, ধর্মীয়ভাবেও মুসলমান থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এটা বাস্তব সত্য যে, যারা

www.pathagar.com

দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ–এর পরিবেশে লালিত পালিত ও বড় হয়েছেন, কেবলমাত্র সেইসব ভাগ্যবান মুসলমানই উৎকৃষ্ট মানের মুসলমানরূপে পরিগণিত হয়ে থাকেন। (চাই তারা বংশগতভাবে কায়স্থ এবং কাশ্মীরী ব্রাহ্মনই হোক না কেন) দেওবন্দ ও ফিরিঙ্গী মহলের পোশাক পরিধানকারী আলেমদের বেশ ভূষা অনুকরণকারীরাও উন্নতমানের মুসলমান বিবেচিত হয়ে থাকেন।"

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ডক্টর আশরাফের এ মন্তব্যের পর্যালোচনা এভাবে করেন :

দেখুন, তথাকথিত প্রগতিবাদীদের পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতা কত উঁচু মানের! তাদের এই সুললিত বাণীসমূহ পড়ার সময় আমাদের মনে হতে থাকে যেন পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু তার কথাগুলোকে রেকর্ড করে দিয়েছেন, আর সেই রেকর্ডই নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে বাজান হচ্ছে। নিজেদের পীর মোর্শেদ পণ্ডিত জওয়াহের লালের মতই তারাও ইসলামী তাহযীব ও তামাদ্দুন সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে আসলে নিজেদের অজ্ঞতাই ফাঁস করে দিচ্ছেন। এসব কথাবার্তা থেকে মনে হয় তারা শুধু ইসলামী তাহযীব তামাদ্দুন সম্পর্কেই অজ্ঞ নন বরং খোদ তাহযীব তামাদ্দুনের তাৎপর্য কি? তাও জানেন না, অথবা যদি জানেনও তবে ইচ্ছাকৃতভাবে জগাখিচুড়ী ব্যাখ্যা দিয়ে মুসলমান জনগণকে ধোকা দেয়ার চেষ্টা করছেন।

সেকুলার বুদ্ধিজীবীদের এ ধরনের জ্ঞানের দৈন্যতার উপর আলোকপাত করে মাওলানা মওদূদী বলেন :

"তাহযীব বা সভ্যতা বলতে তারা বোঝেন সংস্কৃতির বাহন ও আলামতসমূহকে, শাসক শ্রেণীর চালচলনকে, পোশাকের কাট–ছাঁট এবং রকমারী খাবার ও মিষ্টান্নকে, বাদ্যশিল্প, চিত্রকলা ও খোদায়ী শিল্পকে এবং মনোভাব ব্যক্ত করার বিচিত্র উপকরণকে। তারপর সংস্কৃতির এই বাহনগুলোতে কালের আবর্তনে যেসব রূপান্তর ও বিবর্তন ঘটে সেগুলোতে তারা এ হিসেবে কোন পার্থক্য করেন না যে, কোন্ রূপান্তরগুলো এক বিশেষ সভ্যতার প্রভাবাধীন সংঘটিত হয়েছে আর কোন্ কোন্‌টি সংঘটিত হয়েছে ভিন্ন আরেকটা সভ্যতার অধীন। কেবল বাহ্যিক অবয়বে কিছু পরিবর্তন দেখেই তারা নিজ নিজ ভাষণ দেয়া শুরু করে দেন এই বলে যে, ঐ দেখ ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে তোমাদের সংস্কৃতি বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। আর সংস্কৃতি যখন পরিবর্তিত হয়েছে তখন সভ্যতারও ওলটপালট হয়েছে। সুতরাং ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি কোন স্থির, নির্বিকার ও অপরিবর্তনশীল জিনিসের নাম

www.pathagar.com

নয়। ইতিপূর্বে তোমরা যেমন রকমারী পরিবর্তন গ্রহণ করেছ, তেমনি এখনও সেই সব পরিবর্তনকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও, যা পরিস্থিতি ও পরিবেশের বিপ্লবাত্মক দাবী। অথবা অন্য কথায় জওয়াহের লাল ও তার শীষ্যদের দাবীর মুখে অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। ভেবে অবাক হতে হয় যে, এসব লোক প্রকাশ্যে এমন জ্বলজ্যান্ত মূর্খসুলভ কথাবার্তা লেখা ও প্রচার করার ধৃষ্টতা কিভাবে দেখায়।"

তারা কি মনে করে সারা ভারতে
একজন শিক্ষিত মানুষও নেই?

এ প্রসঙ্গে মাওলানা মওদূদী রহমতুল্লাহ আলাইহি ইসলামের অজ্ঞ পণ্ডিতদেরকে প্রশ্ন করেন ঃ 'তারা কি ধরে নিয়েছেন যে, সারা ভারত জুড়ে কেবল বেওকুফ ও মূর্খ লোকেরাই বাস করে এবং একজনও লেখাপড়া জানা মানুষ এখানে বাস করে না।?'

ইসলামী তাহযীব তামাদ্দুন সম্পর্কে শুধু আশরাফ সাহেবরাই নন বা শুধু গান্ধী-নেহরু নন আরও বহু মুসলিম নামধারী মূর্খ পণ্ডিত এ ধরনের অজ্ঞতার পরিচয় দেন এবং তাতে সাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। তৎকালীন ওলামায়ে কেরাম সম্ভবতঃ নেহরু-গান্ধী-আশরাফ সাহেবদের ইসলামী তাহযীব তামাদ্দুন সম্পর্কিত উক্তির বাহ্যিক দিকটা দেখে বিষয়টাকে খুব হালকা জ্ঞান করেছেন এবং তার অন্তর্নিহিত গুঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা করেননি। সম্ভবত তারা ভেবেছেন যে, এসব লোক দাড়ি টুপি রকমারী খাদ্য প্রভৃতিকে যেভাবে ইসলামী তাহযীব আখ্যায়িত করছে, তা যদি কালের আবর্তনে পরিবর্তিত হয়েই যায় তাহলে কোন কিছু বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এসব ওলামায়ে কেরাম ভালভাবে তলিয়ে দেখেননি যে, এক সুগভীর পরিকল্পনার মাধ্যমে ইসলামী তাহযীব তামাদ্দুনকে ভারতবর্ষ থেকে উৎখাত করার জন্য ইসলামী সংস্কৃতিকে দাড়ি-গোঁফ-বদনা সর্বস্ব একটা হালকা ও হাস্যস্পদ জিনিষ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। বস্তুত ইসলামী সংস্কৃতি যদি বিশেষ ধরনের বদনা এবং এক বিশেষ ধরনের দাড়ি ছাঁটা বা গোঁফের কাটিং বুঝায় তাহলে তা পরিবর্তীত হয়ে গেলে ইসলামের কি ক্ষতি হল এবং তার জন্য ওলামায়ে কেরাম কেনইবা প্রতিবাদ মুখর হবেন?

www.pathagar.com

ইসলামী তাহযীব তামাদ্দুনকে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলেন

মাওলানা মওদূদী নেহরু-গান্ধী ও আশরাফ সাহেবদের সমালোচনা প্রসঙ্গে ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখার উপর আলোকপাত করেন। তাঁর এ মন্তব্য এত গোছাল ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ যে, এ যাবত এ সম্পর্কে যে সব মন্তব্য বিভিন্ন মনীষী করেছেন তার মধ্যে তা শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার রাখে। তার এ আলোচনা ভারতবর্ষে ইসলামী তাহযীব তামাদ্দুনকে অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে বলে মন্তব্য করলে অত্যুক্তি হবে না। অবশ্য আমাদের এ উক্তির গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য প্রয়োজন হল মাওলানা মুহতারামের এ সম্পর্কিত মন্তব্য এবং গান্ধী-নেহরু-আশরাফ সাহেবদের পরিচালিত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দু'একটা নমুনার বিবরণ অধ্যয়ন করা।

মাওলানা মওদূদী বলেন :

"যদিও এখানে বিশদভাবে বলার অবকাশ নেই। তবু সাধারণ পাঠকের অবগতির জন্য প্রাসঙ্গিকভাবে এতটুকু কথা নিবেদন করছি যে, আসলে তাহযীব বা সভ্যতা এমন একটা চিন্তা-পদ্ধতি, জীবন-দর্শন এবং নির্বাচন ও অগ্রাধিকার প্রদানের মানদণ্ডের নাম, যা একটা গ্রহণযোগ্য কলেবরের মানব গোষ্ঠির মনমগজকে আচ্ছন্ন ও বশীভূত করে ফেলে এবং তারই প্রভাবাধীন সেই মানব গোষ্ঠী পৃথিবীতে জীবনযাপনের বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রণালীর মধ্য থেকে কোন বিশেষ পদ্ধতি ও প্রণালীকে গ্রহণ করে। আর তামাদ্দুন তথা সংস্কৃতি বা কৃষ্টি সেই নির্দিষ্ট জীবন যাপন পদ্ধতির নাম যাকে উক্ত সভ্যতার আওতাধীন গ্রহণ বা অবলম্বন করা হয়। আমরা যে জিনিসটাকে ইসলামী সভ্যতা নামে আখ্যায়িত করি তা লাক্ষ্ণৌ ও দিল্লীর সুললিত ও অলংকার সমৃদ্ধ উর্দু নয় এবং দেওবন্দ ও ফিরিঙ্গী মহলের আলেম সমাজের পোশাক পরিচ্ছদও নয়। ইসলামী সভ্যতা হল কুরআন ও রসূলের আচরণ থেকে গৃহীত জীবন-যাপনের মূলনীতি, চিন্তা-পদ্ধতি ও মানবিকতার সমষ্টির নাম। এই সভ্যতার চতুসীমার মধ্যে কোন সংস্কৃতি যতক্ষণ সীমিত থাকবে, ততক্ষণ তা ইসলামী সংস্কৃতি থাকবে, চাই তার ভাষা-সাহিত্য, আচার-আচরণ, চাল-চলন, আদত-অভ্যাস ও রীতি-প্রথা, তার খাদ্য-মিষ্টান্ন, তার পোশাক-পরিচ্ছদ, পারস্পরিক ব্যবহার ও লেন-দেন, তার ললিতকলা-যত পরিবর্তনই সংগঠিত হোক না কেন। কেবলমাত্র বাহ্যিক আলামত বা বাহনের পরিবর্তন হেতু কোন সংস্কৃতি ইসলামী সভ্যতার বহির্ভূত হয়ে যায় না। তবে

www.pathagar.com

যদি তা এমন মৌলিক ধরনের পরিবর্তন হয় যে, ইসলামী সভ্যতার মূল নীতিমালা ও বিধিসমূহে তার সপক্ষে কোন বৈধতার সনদ নেই, তাহলে সে সংস্কৃতি অবশ্যই অনৈসলামী সংস্কৃতিতে পরিণত হবে। উদাহরণ স্বরূপ মুসলমানগণ প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য আবধি বহু রকমের পোশাক পরিধান করে। কিন্তু ইসলামী সভ্যতা সতর অর্থাৎ দেহের নির্দিষ্ট গোপণীয় স্থানসমূহ আবৃত করার যে মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে এ সকল রকমারী পোশাক সেই মূলনীতিকে মেনে চলে। তাই এই সমস্ত পোশাক তার সকল বিচিত্র ও বিভিন্নতা সত্ত্বেও ইসলামী সংস্কৃতির পোশাক বলেই গণ্য হবে। কিন্তু যখন কোন পোশাক এই সীমার মধ্যে থাকতে ব্যর্থ হবে তখন আমরা তাকে অনৈসলামী পোশাক বলব। অনুরূপভাবে খাদ্য সম্পর্কে হালাল-হারামের যে সীমা ইসলামী সভ্যতা নির্দ্ধারণ করে দিয়েছে তার অধীন যত রকমের খাদ্য মুসলমানদের ঘরে তৈরী হোক, ইতিহাসের আবর্তনে তা যত রকম বিচিত্র আকার ধারণ করুক এবং খাওয়ার রীতিনীতিতে যত রকমের পরিবর্তন আসুক তা ইসলামী সংস্কৃতির গণ্ডীর মধ্যেই থাকবে। কিন্তু যখন মুসলমানদের খাদ্য হালালের সীমা লংঘন করবে, তখন আমরা বলব যে, তারা ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। জীবনের অন্য সকল ব্যাপারও এই মূলনীতির আলোকেই বিচার করতে হবে। আরব, ভারত, তুর্কিস্তান, ইরান এবং উত্তর আফ্রিকার সংস্কৃতিতে বাহ্যত যত পার্থক্যই থাকুক, যতক্ষণ তার ভিতরে ইসলামী সভ্যতার প্রাণশক্তি বর্তমান থাকবে এবং যতক্ষণ তা ইসলামী শরিয়তের মূলনীতির অধীন থাকবে ততক্ষণ একইভাবে তা ইসলামী তামাদ্দুন বা ইসলামী সংস্কৃতি নামে আখ্যায়িত হবে। কিন্তু যখন তা অন্য সভ্যতার আধিপত্য মেনে নেবে এবং ইসলামী সভ্যতার প্রাণশক্তি তথা ইসলামী শরিয়তের পরিপন্থী রীতিনীতি ও কার্যকলাপকে প্রশ্রয় দেবে, তখন নিসন্দেহে এ কথা বলা যাবে যে, অমুক অমুক দেশে ইসলামী সংস্কৃতিকে বিকৃত করা হচ্ছে।"

সম্রাট আকবরের পথে চলার আহবান

মুসলিম নামধারী তথাকথিত সেকুলার নেতা এবং বুদ্ধিজীবী যে দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্ত জাতীয়তা অবলোকন করতেন এবং যে উপায় উপকরণের সাহায্যে গান্ধী-নেহরুর অখণ্ড জাতীয়তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন তার এক চমৎকার নমুনা মাওলানা মওদূদী জাতির সামনে পেশ করেছেন। তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেসের সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল এবং বিহারের

www.pathagar.com

খ্যাতনামা কংগ্রেসী নেতা ডক্টর সৈয়দ মাহমুদের যুক্ত জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত মন্তব্যের উদ্ধৃতি প্রদান করেন ঃ

"প্রশ্ন এই যে, ভারতে আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি? একটি সম্মিলিত জাতীয়তা, তার সকল প্রয়োজনীয় উপকরণসহ গড়ে তুলতে আমরা কি প্রস্তুত? যদি এর জবাব নেতিবাচক হয় তাহলে এটা সর্বজনবিদিত যে, ভারত একটা বহুজাতি অধ্যুষিত ভৌগলিক এলাকার নাম। আমরা কি এটাই চাই যে, প্রত্যেক জাতি পৃথক পৃথকভাবে নিজেদের সমস্যার সমাধান করুক এবং ভারতীয় যুক্ত রাষ্ট্রকে শুধু মানবীয় ও বস্তুগত সাহায্য দিয়ে যাক? ভারতীয় সমস্যার সমাধান যদি এটাই হয়ে থাকে, তাহলে এ কথা না বলে উপায় নেই যে, আমাদের বর্তমান চেষ্টা সাধনা সব ব্যর্থ হয়ে গেছে।"

"....... কিন্তু আমাদের প্রশ্নের জবাব যদি হাঁ বোধক হয় এবং আমাদের যদি এটাই কাম্য হয় যে, সম্রাট আকবর এবং অন্যান্য মধ্যযুগীয় শাসকবৃন্দ আমাদের জন্য যে পথ রচনা করে দিয়ে গেছেন, সেই পথেই অগ্রসর হবো, তাহলে পূর্ণ দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা নিয়ে আমাদের এ পথে এগিয়ে যাওয়া কর্তব্য। কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন যে, এই সমাধানেও মুসলমানদের জন্য একটি ক্ষতি নিহিত আছে কিন্তু উপায় নেই। যেহেতু এখন তৃতীয় কোন সমাধান বর্তমান নেই তাই মুসলমানদের দেশের খাতিরে এবং নিজেদের খাতিরে এটা মেনে নেয়া উচিত।"

মাওলানা মওদূদী এ অনৈসলামিক ধ্যান-ধারণার কঠোর সমালোচনা করে বলেন ঃ ".....এ ব্যক্তিটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধারণ মুসলমানদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং জওয়াহরলাল নেহরুর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ অনুকূল। মুসলিম জনগণ স্বাধীনতা চায় এ জন্য যে, দেড়শ বছরের অমুসলিম শাসনে তাদের জাতীয়তা ও সভ্যতার যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করে নিতে পারবে। আর এ ভদ্রলোক স্বাধীনতা চান এ জন্য যে, এ যাবত মুসলমানদের যেটুকু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা যেন পরবর্তী সময়ে তার স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করে শেষ ধাপে গিয়ে উপনীত হয়। মুসলমানদের নিস্তেজ হয়ে যাওয়া জাতীয়তা যেন ভারতের অখণ্ড জাতীয়তার মধ্যে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়, আমাদের ঐতিহ্যগত কৃষ্টি ও সভ্যতার কোন বৈশিষ্ট্যই যেন অবশিষ্ট না থাকে।...'

".... তিনি ভারতকে শুধু একটি ভৌগলিক নাম নয় বরং একটি একক জাতিতে পরিণত করতে চান' তিনি চান আকবর ও মধ্যযুগীয় অন্যান্য

www.pathagar.com

শাসকদের তৈরী করা পথেই মুসলমানরা চলুক। অর্থাৎ তারা ভারতীয় লবণ খনিতে পতিত হয়ে লবণে পরিণত হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাক।"

মাওলানা মওদূদী এ ধরনের প্রস্তাবকারীকে জিজ্ঞাসা করেন, "এ সব কিছু মুসলমানরা কিসের খাতিরে করবে? –আল্লাহ ও রসূলের খাতিরে না দেশের খাতিরে এবং নিজেদের খাতিরে? জওয়াহেরলালের জাতীয়তার ধ্যানধারণার সাথে ডক্টর সাহেবের চিন্তাধারার কি কিছুমাত্র পার্থক্য আছে? নিজেদের মুসলিম নামটি মুসলমানদের কাছে বড়ই গৌরবের একে তো তা স্বয়ং আল্লাহর দেয়া নাম, তদুপরি এটা এমন নাম, যার চেয়ে সম্মানজনক ও গৌরবজনক নাম পৃথিবীর কোন জাতির ভাগ্যে জুটেনি। অথচ ডক্টর মাহমুদ সাহেবের কাছে এই আলাদা নামে মুসলমানদের চিহ্নিত হওয়াটা মনোপূত নয়। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পারসিক এবং এ ধরনের অন্য সকল নাম তার মতে অবলুপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং সকল ভারতবাসীর শুধুমাত্র ভারতীয় নামে আখ্যায়িত হওয়া উচিত, যাতে পৃথক জাতি সত্ত্বার অনুভূতি আর অবশিষ্ট না থাকে।"

আকবরী দৃষ্টিকোণের সমালোচনা

ডক্টর মাহমুদের বক্তব্য এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত করল যে, ভারতের যুক্ত জাতীয়তাবাদ আকবরের অনুসৃত দ্বীনে এলাহীর পথ অনুসরণ করে নির্মিত হবে। নতুন যুক্ত জাতীয়তার পথ ও লক্ষ্য যে, আকবরের দ্বীনে এলাহীর পথ ও লক্ষ্য থেকে মোটেই ভিন্ন নয় এ কথা উলামায়ে কেরামের মধ্যে সর্বপ্রথম মাওলানা মওদূদীই জাতির নিকট পেশ করেন। তিনি ডক্টর মাহমুদের বিবৃতির পর্যালোচনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

"মুসলিম ভারতের ইতিহাসে সম্রাট আকবরের শাসন আমলেই সর্বপ্রথম রাজনৈতিক অভিলাসের যূপকাষ্ঠে ধর্মকে বলি দেয়ার সূচনা হয়। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ স্বীয় গ্রন্থ 'তাজকারাতে' এই দুর্ভাগ্যকালীন আমলের যে বিবরণ দিয়েছেন তা পড়লে পাঠক বুঝতে পারবেন, সেটা কিরূপ দুর্যোগপূর্ণ যুগ ছিল। দ্বীনে এলাহীর প্রবর্তনের ঘটনাটা ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে ইতিহাসের প্রথম ভয়াবহতম চক্রান্ত যা সর্বশক্তি নিয়োগ করে ধর্মহীনতা ও নাস্তিকতার বিস্তার ঘটায় এবং মুসলমানদেরকে ভৌগলিক জাতীয়তাবাদে বিলীন করে দিতে উদ্যত হয়। সে যুগের সকল মনীষী এ চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী শেখ আহমদ সারহিন্দী এর বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

জেহাদ শুরু করেন। দারাশেকো যে বিদ্রোহী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, সেটা ছিল এ নোংরা চক্রান্তেরই বিষময় কুফল। সম্রাট আলমগীর এ বিষ দূর করার জন্য পঞ্চাশ বছর ধরে চেষ্টা চালাতে থাকেন আর এই বিষই শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের রাজনৈতিক শক্তিকে ঘুণের মত খেয়ে শেষ করে দেয়। মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের নবতর আন্দোলন আসলে সেই পুরান আন্দোলনেরই নব উত্থান মাত্র। তাই তারা এ ভয়াবহ আপদকে আপদ হিসেবে নয় বরং 'সোনালী অতীতের ঐতিহ্য' হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। কুপ্ররোচনা লাভের জন্য তারা তার স্মৃতিই রোমন্থন করে থাকেন। অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তা গড়ে তোলার এ প্রথম উদ্যোগকে তারা ভারতীয় মুসলমানদের 'অপূর্ব কৃতিত্ব'রূপে বিবেচিত হবার যোগ্য মনে করেন। 'অখণ্ড জাতীয়তা' সম্পর্কে তাদের ধারণা এটাই যে, দ্বীনে এলাহীর উদ্যোক্তাদের মতই আজকের ভারতীয় মুসলমানরাও নিজেদের ভাগ্যকে এ দেশের অন্যান্য অধিবাসীদের ভাগ্যের মধ্যে চির দিনের মত বিলীন করে দিক। বলাবাহুল্য পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু এ ছাড়া আর কিছুই চান না।"

সমাজতন্ত্রীদের মুখোশ উন্মোচন

সমাজতন্ত্র ও কম্যুনিজম ইসলামের তৌহিদী ধ্যান-ধারণা ও মতাদর্শের সাথে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী এবং অসমাঞ্জস্যশীল হলেও কংগ্রেসের সমর্থনকারী তথাকথিত মুসলিম নামধারী সমাজতন্ত্রী এবং কম্যুনিস্টগণ মুসলিম জনগণকে কংগ্রেসের প্লাটফরমে নিয়ে আসার জন্য এমনভাব বক্তব্য পেশ করতেন যে, তারা যেন ধর্মের একনিষ্ঠ সেবক ও খাদিম, স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই, আর যদি কোন সম্পর্ক থাকে তাহলেও চিন্তার কোন কারণ নেই। কারণ, দেশের প্রখ্যাত আলেম সমাজ কংগ্রেসের জন্মলগ্ন থেকে কংগ্রেসের সাথে রয়েছেন। মাওলানা মওদূদী সমাজতন্ত্রী ও কম্যুনিস্টদের মুখোশ জনগণের সামনে উন্মোচন করে দিলেন। কংগ্রেস মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য একটা ইসলামী আদর্শ বিভাগ গঠন করেছিল। সে বিভাগের সাথে সেকুলার মুসলমান নামধারী পণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে ছিলেন কট্টর কম্যুনিস্টগণ। এ ধরনের এক নেতা যার নাম মানাযার রিজভী, তিনি 'মিঃ জিন্নাহর অন্তসারশূন্য নেতৃত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেন ঃ "জিন্নাহ সাহেব উদাত্ত কণ্ঠে বললেনঃ 'সারা ভারতের মুসলমানরা এক হয়ে যাও।' প্রশ্ন হল, সারা ভারতের মুসলমানরা কি জন্য

www.pathagar.com

এক হবে? এক হওয়ার প্রয়োজনটা কি? এর উদ্দেশ্যই বা কি? যদি তাওহীদ, রিসালত ধর্মীয় আকীদা বিশ্বাস এবং ধর্মীয় তৎপরতার ক্ষেত্রে এক হওয়ার কথা বলা হয়ে থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে তারা একই আছে। পুরাপুরি ঐক্যবদ্ধ আছে। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনই মতবিরোধ নেই। জিন্নাহ সাহেবকে আমরা আশ্বাস দিচ্ছি যে, ভবিষ্যতেও কোন মতবিরোধ হবে না। কিন্তু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে ও স্বার্থের ব্যাপারে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া অসম্ভব। তারা কখনও ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে না, হওয়া উচিতও নয়। মুসলমানদের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সমান নয়।"

"আজকের ভারতে দু'টো পথের একটি আমাদের বেছে নিতে হবে। একদিকে রয়েছে পুঁজিবাদী শোষণ এবং গোলামী অপর দিকে রয়েছে প্রগতি, সমাজতন্ত্র ও স্বাধীনতা। এ দুয়ের মাঝখানে তৃতীয় কোন পথ নেই। মধ্যবর্তী কোন পথ আমাদের থাকতে পারে না "এ দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ারই ফল রাশিয়ার নতুন সরকার-যা পৃথিবীর বুকে বেহেশত। সেখানে বেকারত্ব, ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার নাম-নিশানাও নেই।"

"এসব ব্যাপার নিয়ে ধর্ম বিশ্বাসের ভয় কিসের? ধর্মে যদি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি থেকে থাকে তবে তা চিরঞ্জীব ও চির উজ্জ্বলই থাকবে। ধর্ম সম্পর্কে বেশী চিন্তা করেন আমাদের ফেকাহবিদ এবং হাদীস বেত্তাগণ, বিলাসী ধনাঢ্য ব্যক্তিরা নয়। আর এ ফেকাহবিদগণ, হাদীসবেত্তাগণ এবং আলেম সমাজ জাতীয় আন্দোলনের সূচনাকাল থেকেই আমাদের পক্ষে রয়েছেন। কিন্তু আজ আমাদের লক্ষ্য ধর্মীয় নয়, নিছক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। আমাদেরকে আজকের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে। আলেমদের একটি শ্রেণী একটি জিনিসকে হারাম বলে ঘোষণা করেন আবার অন্য এক গোষ্ঠী তাকে হালাল বলে ঘোষণা দেন। তাদেরই এক দল আজ কংগ্রেসের আন্দোলনকে নিষিদ্ধ বৃক্ষ বলে আখ্যায়িত করছেন আর অপর গোষ্ঠীর মতে এ আন্দোলন কল্যাণময়। এতদসত্ত্বেও এ ব্যাপারে কোন গ্যারান্টি দেয়া যায় না যে, আমরা যখন একটা একক সমাজ ও নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি পতন করা শুরু করব 'যখন আমরা ব্যক্তি মালিকানা খতম করে দেশের সম্পদ ও উৎপন্ন দ্রব্যকে নতুন পদ্ধতিতে বন্টন করতে আরম্ভ করব, তখন আলেমদের ঐ গোষ্ঠীটি আমাদের সাথে থাকবেন কিনা?"

www.pathagar.com

গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসমান ওলামায়ে হিন্দ

ওলামায়ে কিরাম দ্বীন ইসলামের পতাকাবাহী। ইসলামের শত্রুদের ষড়যন্ত্র জাল ছিন্ন ভিন্ন করে দ্বীন ইসলামের হেফাযত করেছেন তারা যুগে যুগে। রাজনীতিক ও শাসকদের ইসলাম বিরোধী হুকুম আহকামের প্রতিবাদ তারাই করেছেন মাঠে ময়দানে। প্রয়োজনবোধে বুকের তাজা খুন ঢেলে দিয়ে তাগুতী শক্তিকে মোকাবিলা করেছেন। উপমহাদেশের সাধারণ মুসলমানের অবিচল বিশ্বাস ছিল তাদের সম্মানিত ওলামায়ে কেরামের উপর। কিন্তু ভারতের এ স্বাধীনতা আন্দোলনে ওলামায়ে কেরাম প্রথমবারের মত তাদের মনসবী দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিলেন। সংখ্যাগুরু হিন্দু রাজনীতিকদের ইসলামী আদর্শ বিরোধী যুক্ত জাতীয়তাবাদের অন্তর্নিহিত বিপদ অনুধাবন করতে মারাত্মকভাবে ব্যর্থ হলেন। শুধু তাই নয় কংগ্রেসের আন্দোলন যা রাজনৈতিক দিক থেকে ছিল সম্পূর্ণ বিপজ্জনক এবং ধর্ম ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে পুরাপুরি আত্মহত্যার শামিল, তার সক্রীয় সাহায্য সহযোগিতার জন্য প্রতিষ্ঠিত ওলামায়ে কেরাম এগিয়ে এলেন। তারা কংগ্রেসের নতুন দীনে এলাহিয়া প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে নিজেদের মুক্তির আন্দোলন মনে করলেন। বস্তুত ভারতবর্ষের মুসলমানদের জন্য এটা ছিল এক সুকঠিন বিপদ। ভারতীয় মুসলমানদের এ দুর্দিনে যুবক মওদূদী কুরআন ও হাদীসের আলোতে এ ভয়াবহ বিপদের পর্যালোচনা না করলে ভারতে ইসলামের মধ্য এশিয়ার পরিণতি হত। নিখিল ভারতীয় ভিত্তিতে যারা ভারতীয় মুসলমানদের নেতৃত্ব প্রদান করতেন তাদের জনকয়েকের বিবৃতির অংশ এবং মাওলানা মওদূদীর বক্তব্য ও প্রতিক্রিয়া থেকে ভয়াবহ পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুধাবন করা যাবে।

পরাজিত মানসিকতা ও সুলায়মান নাদভী

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী এসব ওলামায়ে কেরামের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

'এটা মুসলমানদের জন্য চরম দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে, যারা তাদের জাতীয় স্বভাব প্রকৃতিকে সবচেয়ে ভালভাবে উপলব্ধি করতে, তাদের আবেগ ও অনুভূতিকে সবচেয়ে সঠিকভাবে জানতে ও তাদের অন্তরাত্মার যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম ছিলেন এবং যাদের কাছে প্রত্যাশা করা যেত যে, তারা এ জাতির প্রকৃত সমস্যাবলী বুঝে তার জন্য কোন কার্যকর সমাধান

www.pathagar.com

নির্ণয় করে দেবেন, আজ তারাও যুগের প্রবহমান গড্ডালিকা স্রোতে ভেসে চলেছেন। অজ্ঞাতসারে তাদের মুখ দিয়ে সে সব কথা বেরুচ্ছে যা এ সে দিন পর্যন্তও অমুসলিমদের মুখ দিয়ে অধিকতর প্রকাশ্য অভিযোগের আকারে বের হত। উদাহরণস্বরূপ, আমি মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নাদভীর মাদ্রাজে প্রদত্ত সাম্প্রতিক ভাষণের উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। মাওলানা নাদভী যে একজন উচুদরের পণ্ডিত, সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ এবং চিন্তাবিদ ও গবেষক ব্যক্তি, সে কথা আমি আগেও স্বীকার করতাম আজও করি। তার বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে তার সুমহান ব্যক্তিত্বকে খাটো করে দেখান আমার উদ্দেশ্য নয়। এর দ্বারা আমি শুধু এ কথাই বুঝাতে চাই যে, সমসাময়িক বিজয়ী চিন্তাধারা আমাদের জাতির এত উচ্চ স্তরের চিন্তাবিদ ও সূক্ষ্মদর্শী আলেমের উপরও বিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে। মাওলানা নাদভী বলেন ঃ

"বর্তমান সময়ে মাত্র তিনটা উপায়ই অবশিষ্ট আছে। হয় মুসলমানরা ঘরের দরজা বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকুক। যখন স্বাধীনতার সংগ্রাম শেষ হয়ে যাবে, তখন দরজা খুলে বের হয়ে আসবে এবং অলিগলিতে স্বাধীনতা ভিক্ষা করে বেড়াবে। অথবা তারা নিজেদের আলাদা শিবির গড়ে তুলুক এবং স্বাধীনতার সৈনিকরা কখন আপন বাহুবলে সংগ্রামে জয়লাভ করে ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আহরণ করে তাই দেখতে থাকুক। সেই বিজয় যখন আসবে, তখন তারা এগিয়ে আসবে এবং বিজয়ী সৈনিকদের সাথে যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ নিয়ে ঝগড়া করবে। নয়ত, স্বাধীনতার যোদ্ধাদের কাতারে শামিল হয়ে তাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করুক এবং নিজেদের সুমহান জাতীয়তার মর্যাদা অনুপাতে আপন চেষ্টায় আপনার জন্য উপযুক্ত স্থান করে নিক।"

মাওলানা মওদূদী এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

"চিন্তা করুন, কিরূপ ধারণার ভিত্তিতে এ কথা বলা হয়েছে। এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শ্রোতাদের মানসপটে মুসলমানদের যে ছবি অংকিত হয় তা হলো এই ঃ কয়েক বছর যাবত মুসলমানরা যে স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে বিরত রয়েছে এবং এখনও থমকে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার কারণ শুধু এই যে, তারা কাপুরুষত বটেই এবং সেই সাথে তারা হিংসুটে ও সুযোগ সন্ধানীও, যখন স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর সৈনিকরা, যাদের বিপুল সংখ্যাগুরু অংশ যে অমুসলিম তা বলাই বাহুল্য, তারা যখন বাঘের মত বীরদর্পে শিকার ধরার কাজ সমাপ্ত করবে তখন মুসলমানরা জঙ্গলের নিকৃষ্ট প্রাণীদের ন্যায় এসে তাতে ভাগ বসাতে চেষ্টা করবে। এর সাথে অমুসলিমদের সম্পর্কে যে মর্যাদাপূর্ণ ও

www.pathagar.com

সম্মানজনক চিত্র এ বক্তব্যে তুলে ধরা হয়েছে, তা কিরূপ পরাজিত মানসিকতা সুলভ তাও লক্ষ্য করার মত। তারা যেন আযাদী সংগ্রামের বাঘা সৈনিক। সারা ভারতের স্বাধীনতার জন্য তারা যুদ্ধে লিপ্ত। তাছাড়া এ আযাদী সংগ্রামকে এত পবিত্র, নির্দোষ ও নিঃস্বার্থ লড়াই মনে করা হয়েছে যে, এতে কোন স্বার্থ পরতার সন্দেহ করা যেন একেবারেই অসম্ভব। এমন পবিত্র যুদ্ধ, এমন মহিমান্বিত জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে মুসলমানদের বিরত থাকার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ তো থাকতেই পারে না। একটা কারণই শুধু অবশিষ্ট থাকে যে, আসলে মুসলমানরা ভীরু, কাপুরুষ, দুর্বলচিত্ত ও হিংসুটে।"

নেহরুর চশমা চোখে মাওলানা ইসলাহী

অতপর মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহীর এ সম্পর্কিত বক্তব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেন ঃ

"আমার এক অতি শ্রদ্ধেয় ভাই, যিনি শুধু উঁচুদরের পণ্ডিত ও জ্ঞানীই নন, বরং উদ্দেশ্যের সততা ও আন্তরিকতার দুর্লভ গুণেও ভূষিত এবং এ যুগের প্রখ্যাত তাফসীরকার মাওলানা হামীদুদ্দীন ফারাহী রহমতুল্লাহ আলাইহির স্থলাভিষিক্তরূপেও স্বীকৃত।" এক সাম্প্রতিক নিবন্ধে লিখেছেন ঃ

"সংঘবদ্ধ করার এ সমস্ত আয়োজন ও তৎপরতা নিছক সংখ্যাগুরুর ভয়ভীতি থেকেই উদ্ভূত। এ সব ভয়ভীতি বাস্তব না অবাস্তব? কিছুক্ষণের জন্য না হয় মেনেই নিলাম যে, বাস্তব। তবে সঙ্গে সঙ্গে এ কথা উল্লেখও করতে চাই যে, এ সংঘবদ্ধতা নতুন নয়। ১৮৫৭ সালের পর ঠিক একই শ্লোগান এবং একই ধরনের মাতামাতির মাধ্যমে ইংরেজদের উদ্যোগে এটা শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৮৮৫ সালের পরেতো এমন কোন ইংরেজ বড় লাট আসেননি, যিনি সংখ্যাগুরুর অত্যাচার থেকে বাচানোর উদ্দেশ্যে মুসলমানদের সংঘবদ্ধ করাকে নিজ সরকারের স্বীকৃত নীতি বলে ঘোষণা করেননি।"

"আপনি যদি মুসলমানদেরকে সত্যি সত্যি সংঘবদ্ধ করতে চান তাহলে তাদেরকে সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘুর ভয় দেখানোর দরকার নেই। শুধু আল্লাহর ভয় দেখান।"

দীর্ঘ আলোচনার পর কুরআন থেকে যুক্তি প্রদান করে তিনি এভাবে উপসংহার করেছেন, "তোমাদের সামনেও সাহসিকতা প্রদর্শন ও সংগ্রামী তৎপরতা পরিচালনার একটা ময়দান রয়েছে। (অর্থাৎ আযাদী সংগ্রাম) এ

www.pathagar.com

ময়দানে যদি তোমরা প্রবেশ কর তাহলে বিজয় তোমাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু সংখ্যাগুরুর ভয় এবং তাদের অর্থসম্পদ ও উপকরণাদির প্রাচুর্য তোমাদেরকে ঘাবড়ে দিয়েছে, তাই সংকল্প ও সাহস হারা হয়ে তোমরা কাপুরুষতার ঘৃণ্য নোংরা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছ।"

মাওলানা মওদূদী বলেন : 'লক্ষ্য করুন, আমাদের জাতির একদল লেখক আমাদের সমস্যাকে কিরূপ ভ্রান্তভাবে তুলে ধরেছেন। যে চশমা চোখে এঁটে পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু মুসলমানদের সমস্যা পর্যবেক্ষণ করতেন, আমাদের এক ভাইও ঠিক সেই চশমা চোখে লাগিয়েছেন। আরও মজার ব্যাপার এই যে, এখানে চশমার উপর রুশ কারখানার পরিবর্তে কুরআনী পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের নামের লেবেল লাগান রয়েছে যাতে বেচারা মুসলমানদের আত্মরক্ষার আর কোন পথই খোলা না থাকে। দুনিয়ার চোখেত সে আগেই ধিকৃত হয়েছে। এখন ধর্মের আদালত থেকেও তাকে ভ্রষ্টতার ফতোয়া শুনতে হবে।'

অতপর মাওলানা মওদূদী অন্তর্দৃষ্টি ও প্রজ্ঞার সাথে আসল সমস্যা পর্যালোচনা করে বলেন : 'আরও মজার ব্যাপার এই যে, একদিকে গণতন্ত্রের এ বিধিত মেনে নেয়া হচ্ছে যে, দু'জন মুসলমান তা সে মুসা (আ) ও হারুন (আ)-ই হোক না কেন, তাদের মতামত গ্রহণযোগ্য হবে না যদি ফেরাউন বা সামেরীর দলবল থেকে ছয়জন তাদের বিরুদ্ধে মতামত দেয়। অপরদিকে এ উপদেশও দেয়া হচ্ছে যে, মুসলমানদেরকে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর ভয় দেখানোর দরকার নেই, শুধুমাত্র আল্লাহর ভয় দেখান উচিত, সে সাথে এ নসিহতও করা হচ্ছে যে, গণতন্ত্রের এ বিধিকে মেনে নিয়ে তোমরা যদি সাহসিকতার সাথে কাজের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড় তবে তোমরা বিজয়ী হবে। নচেত কাপুরুষতার পংকিল মাটিতে বৃথাই গড়াগড়ি খেতে থাকবে। এ কথার পরিষ্কার অর্থ এটাই দাঁড়ায় যে, ইংরেজ ও হিন্দুরা সমবেতভাবে তোমাদেরকে যে বিষ খাওয়াতে চাইছে, তা সাহস করে খেয়ে ফেল। ইনশাআল্লাহ তোমরা শহীদের মর্যাদা লাভ করতে পারবে। আর সেটাইত সত্যিকার বিজয় ও সাফল্য। অন্যথায় এ বিষ যদি খেতে অস্বীকার কর এবং কালামে পাকের এ আয়াতে বর্ণিত মূল নীতি-"পবিত্র ও অপবিত্র সমান হতে পারে না যদিও অপবিত্রতার আধিক্য তোমাকে মুগ্ধ করে-বাস্তবায়িত করার জন্য কাপুরুষের মত জিদ ধর, তাহলে 'বিবেকবান' লোকেরা জওয়াহেরলাল নেহরুর সাথে মিলিত হয়ে তোমাকে 'বৃটিশ সরকারের তল্পীবাহক বলে গাল দিবে।"

www.pathagar.com

মাওলানা আযাদের উদ্ভট ব্যাখ্যা

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী বলেন ঃ "এ মনীষীর জীবনে যে আমূল পরিবর্তন ঘটে তা আমার দৃষ্টিতে চলতি শতাব্দির সবচেয়ে মর্মন্তুদ ঘটনা। গত বছর যখন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মুসলিম গণসংযোগের উদ্যোগ নেয়া হয়, তখন একই সাথে সংবাদপত্রে মাওলানা সাহেবের এক সেনাপতিসুলভ ভাষণও ছাপা হয়। সে ভাষণে তিনি এক জায়গায় বলেন, মুসলমানদের শুধু কংগ্রেসে এ জন্যই যোগ দিতে হবে, কর্তব্য পালনের নিশর্ত দাবী এটাই।' অতপর তিনি তাঁর সমগ্র ভাষণটিতে ইনিয়ে বিনিয়ে এ কথাই বলেছেন যে, ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের বৃটিশ পদ্ধতির ভিত্তিতে পরিচালিত কংগ্রেসী আন্দোলনে যদি মুসলমানরা চোখ বুজে অংশগ্রহণ না করে, তাহলে বুঝতে হবে যে, তারা কাপুরুষ ও ভীরু এবং তাদের জন্য অবধারিত রয়েছে লাঞ্চনাময় মৃত্যু।"

মাওলানা আযাদ বলেন ঃ "এসব ভয়ভীতি ও আশংকা দূর করার একটা উপায় আছে। সেটা হলো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক একটা প্রস্তাব গ্রহণ। প্রস্তাব গ্রহণ করা হলে ৮ কোটি ভারতীয় মুসলমানদের মাথার উপর ত্রাস ও উৎকন্ঠার যে কাল মেঘ ছেয়ে রয়েছে, তা সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হয়ে যাবে।....... যদি বাস্তবিকই তারা এত অসহায় ও নিরুপায় হয়ে থাকে যে, তারা নিজেদেরকে বিপদের আশংকায় আচ্ছন্ন, কিংবা নিজেদের অস্তিত্ব ধ্বংসের মুখোমুখী বলে মনে করে এবং ইংরেজ সরকারের সহায়তা অথবা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়া ছাড়া বেঁচে থাকা ও নিরাপদ থাকার আর কোন উপায়ন্তর দেখতে না পায় এবং তাদের মধ্যে হিম্মত, সাহস ও আত্মবিশ্বাসের এমন একটি কণাও অবশিষ্ট না থাকে যা তাদের হিমায়িত রক্তকে গরম করতে পারে, তাহলে আমি বলব, এমন জীবন্ত লাশদের যেখানে পড়ে আছে সেখানে পড়ে থাকাই ভাল।"

মাওলানা মওদূদী বলেন, "মুসলমানদের এহেন চিত্র অংকন করেছেন সে ব্যক্তি, যিনি এককালে মুসলিম ভারতের ইসলামী পুনর্জাগরণের সবচেয়ে বড় নেতা ছিলেন। বস্তুত আল-হিলাল ও আল-বালাগ-এর মত পত্রিকার এককালীন সম্পাদকের কলম দিয়ে যে তার স্বজাতির অবস্থার এত বড় ভ্রান্ত উদ্ভট ব্যাখ্যা দেয়া হল মুসলিম জাতির উপর যুলুমের এর চেয়ে মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক দৃশ্য আর কিছু হতে পারে না।"

www.pathagar.com

মাওলানা মওদূদী আরও বলেন, "শত্রুরা নিজেদের স্বার্থে আমাদের সম্পর্কে যে অপপ্রচার চালিয়েছিল তা এখন স্বয়ং আমাদের জাতির বড় বড় মনীষীর মনমগজে বদ্ধমূল হতে চলেছে, যারা আমাদের সবচাইতে ভাল প্রতিনিধি হবেন বলে আমরা আশা করেছিলাম তারা শত্রুর আঁকা ছবিকেই আমাদের প্রকৃত ছবি বলে তুলে ধরেছেন। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী, কিংবা মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নাদভী জেনে বুঝেই এসব বক্তব্য রেখেছেন, এমন কথা কেউ বলতে পারবে না। যে ধ্যান-ধারণা ছড়িয়ে গোটা পরিবেশকে ভারাক্রান্ত করে তোলা হয়েছে, তা অবচেতনভাবে অনেকের মগজে ঢুকে যাচ্ছে এবং অবলীলাক্রমে তা মুখ দিয়ে উচ্চারিত হচ্ছে। এক মায়াবী মন্ত্র যেন মাথার উপর চড়াও হয়ে আবোল তাবোল বকে চলছে। তাও যে সে মাথার উপর চড়াও হচ্ছে না। বরং কতবড় গণ্যমান্য মাথার উপর চড়াও হয়ে কি সব উদ্ভট ও আজগুবী কথা যে ছড়াচ্ছে তা বলে শেষ করা যায় না।"

আল্লাহ ও রসূলের কর্মপদ্ধতির সম্পূর্ণ খেলাপ

"....... আমি যে সব শ্রদ্ধাভাজন আলেমগণকে ও তাদের ত্রুটি সম্পর্কে সতর্ক করতে চাই যারা ধর্মের নামে মুসলমানদেরকে পেছনের দিকে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। আমি তাদের সামনে প্রকৃত সত্য তুলে ধরতে চাই। যে আযাদীর লড়াইকে তারা এত পবিত্র মনে করছেন, আমি তাদেরকে বলতে চাই যে, আসলে তা কোন্ ধরনের লড়াই। যে স্বাধীনতার সৈনিকদেরকে তারা সত্য ও ন্যায়ের পথের অভিযাত্রী বলে ধরে নিয়েছেন, তারা আসলে কোন্ পথের অভিযাত্রী এবং মুসলিম জাতি যে স্বীয় মুসলমানিত্ব বজায় রেখে এ পথে তাদের সাথে কয়েক কদমের বেশী চলতে সক্ষম নয়, সে কথাও আমি জানিয়ে দিতে ইচ্ছুক। আমি তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে চাই যে, যে কর্মপদ্ধতিকে তারা সম্পূর্ণ নির্ভুল মনে করে অনুসরণ করছেন, তা আল্লাহ ও রসূলের প্রদর্শিত কর্মপদ্ধতির সম্পূর্ণ খেলাপ।"

".....আমি তাদেরকে আবেদন জানাচ্ছি, তারা আমার এ সম্পর্কিত বক্তব্য যেন স্থির চিত্তে পড়েন, ন্যায় নীতি ও যুক্তির নিরীখে যেন তারা সত্যতা যাচাই করেন এবং আল্লাহ তাদেরকে ইসলামী জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির যে জ্যোতির অধিকারী করেছেন তার সাহায্যে যেন নিজেদের অবস্থা পর্যালোচনা করেন যে, তারা কি মুসলমানদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করছেন? তাদের বিবেক

www.pathagar.com

যদি সাক্ষ্য দেয় যে, তারা ভুল নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাহলে ভুল পথে কতদূর চলে গিয়েছেন, তার পরোয়া না করে অবিলম্বে পেছনের দিকে ফিরে যাওয়া উচিত। অতপর সঠিক পথ কোন্‌টা, তা জানবার জন্য আল্লাহর কিতাব, রসূলের সুন্নাহ এবং আপন সত্যানুরাগী বিবেকের আশ্রয় নিন। আর যদি তারা মনে করেন যে, যে পথে তারা চলছেন এবং মুসলমানদেরকে চালাচ্ছেন সেটাই সঠিক ও নির্ভুল। তাহলে আমি তাদের কাছে দাবী জানাব যে, ঐ পথটা যে সঠিক তা যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করুন। শুধু মাত্র বড় বড় ব্যক্তিত্বের মধ্যে তুলনা করা, রাজনৈতিক দলসমূহের অতীত ও বর্তমান কার্যকলাপের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা, অথবা নিছক ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে সেনাপতির ভঙ্গীতে আবেদন জানান কোন যুক্তি নয় এবং এর দ্বারা ন্যায়কে ন্যায় ও অন্যায়কে অন্যায় সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়। অনুগ্রহপূর্বক সত্য ও বাস্তবতার জগতে আসুন। আমি যে সব তত্ত্ব ও তথ্য পেশ করব হয় তার অসারতা প্রমাণ করুন, নতুবা এ সব তত্ত্ব ও তথ্যের বিশুদ্ধতা মেনে নিয়ে যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করুণ যে, এসব তত্ত্ব ও তথ্য বিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আপনাদের অনুসৃত পথই সঠিক। যে যুক্তি দর্শাবেন, তা বুদ্ধিবৃত্তিক হোক কিংবা তাত্ত্বিক তাতে কিছু আসে যায় না। তবে সে যুক্তি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য ও অকাট্য হওয়া চাই।"

"আমার পক্ষ থেকে এটা কোন চ্যালেঞ্জ নয়। মুসলমান মাত্রেরই মনে যে সাধারণ দায়িত্ববোধ বিদ্যমান থাকে যার কারণে সে নিজেকে তার প্রতিটি কাজের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য মনে করে সে দায়িত্ববোধ থেকেই আমি এ আবেদন জানাচ্ছি। এর দ্বারা কোন বিশেষ গোষ্ঠীকে অভিযুক্ত করা বা তিরস্কার করার চেষ্টা করাও আমার উদ্দেশ্য নয় যেরূপ এক পার্টির লোক অন্য পার্টির লোকের বিরোধিতা করে থাকে।"

উপসংহারে মাওলানা মওদূদী বলেন ঃ "আমার এ বক্তব্য রাজনৈতিক কর্মীদের উদ্দেশ্যে নয়, নেতাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত। অজ্ঞ কর্মীদের স্বভাবই এরূপ যে, তারা নিছক জবাব দিবার তাগিদেই জবাব দেয়, কোন কথা আগাগোড়া বুঝতে চেষ্টা করে না, বক্তা তাদের পছন্দের বিপরীত কথা বলছে, এটা প্রথম নজরে ঠাউরে নিয়েই–তারা পাল্টা বক্তব্য উপস্থিত করে, আর শুধু বক্তব্যই উপস্থিত করে না বরং ক্ষিপ্ত মস্তানদের মত আক্রমণাত্মক বাক্যবান নিক্ষেপ করতে শুরু করে দেয়।"

www.pathagar.com

স্বাধীনতার সয়লাব স্রোত ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করলেন

মাওলানা মওদূদী ভারতীয় মুসলমানদের ইতিহাস, সভ্যতা এবং অস্তিত্ব বিলুপ্তির মুহূর্তে অবিরাম লেখনী পরিচালনা করেন এবং বিভিন্ন শিরোনামে যথা 'আসন্ন বিপ্লব ও মুসলমান', 'বর্তমান পরিস্থিতির পর্যালোচনা ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা', 'কুরআন ও রসূলের জীবন থেকে পথ নির্দেশ', ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও ভারতীয় মুসলমান, মুসলমানদের ভুল প্রতিনিধিত্ব ও তার কুফল, স্বাধীনতা ও পৃথক জাতিসত্ত্বা, জাতীয়তাবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গী, স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগ্রামী বাহিনীর মুসলিম সৈনিক, স্বাধীনতা অর্জনের পথ ও পন্থা, স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কংগ্রেসের মুখোশ উন্মোচন করেন এবং কুরআন ও হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত করেন যে, হিন্দু কংগ্রেসের যুক্ত জাতীয়তাবাদের আন্দোলনে শরীক হওয়া সম্পূর্ণ ইসলামের খেলাপ। তার বলিষ্ঠ লেখনী, বিষয়বস্তুর বিশুদ্ধতা এবং কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিকোন থেকে প্রদত্ত অকাট্য যুক্তি প্রমাণ স্বাধীনতা আন্দোলনের সয়লাব স্রোতের প্রবাহকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে দিল। এ যাবত মুসলিম নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের বলিষ্ঠ প্রচারণা এবং কংগ্রেসপন্থী ওলামায়ে কেরামের রাজনৈতিক ওয়াজ নীসহত প্রতিরোধ করতে হিমসিম খাচ্ছিলেন। দূর পাঞ্জাবে কবি ইকবাল–কবিতার ভাষায় মুসলিম মিল্লাতের কথা বলতেন। কিন্তু কংগ্রেসপন্থী আলেমদের এবং বিশেষত মাওলানা হোসাইন আহমদের ওয়াজ নসীহত ও লেখনীর স্রোত আল্লামা ইকবালের আবেগাপ্লুত কথাকে খড়কুটার মত ভাসিয়ে দিয়েছিল।

মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী আল্লামা ইকবালকে ভারতের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের নিকট এভাবে পেশ করেছিলেন ঃ বিচিত্র গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বৃটিশ যাদুকরদের মায়াবী মন্ত্রে ইকবাল আক্রান্ত হয়ে গিয়েছেন। মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী একজন নিছক আলেমেদীন ছিলেন না। বরং ভারতের গোটা আলেম সমাজের অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন। সারা ভারতের সাধারণ মুসলমান তাকে পীরের মত শ্রদ্ধা করত। তার কথাকে ফতোয়ার মর্যাদা প্রদান করা হত। এহেন ব্যক্তিত্ব যখন আল্লামা ইকবালকে মায়াবী বৃটিশের মোহগ্রস্ত ব্যক্তি হিসেবে পেশ করলেন তখন ইকবালের বক্তব্যের গুরুত্ব জনগণের নিকট অনুভূত হল না। বরং তারা ইকবালের বক্তব্যের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে লাগল। মাওলানা মওদূদী ইকবাল তথা সারা ভারতের মুসলমানদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন।

www.pathagar.com

জাতি যে কথা কংগ্রেসকে বলতে পারছিল না সে কথা মাওলানা মওদূদী বললেন। মুসলিম রাজনীতিবিদগণ মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির যে প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন মাওলানা মওদূদী তা কুরআন হাদীসের দ্বারা প্রমাণ করে দিলেন।

বহুসংখ্যক সুধী এবং আলেম মাওলানার বলিষ্ঠ লেখনীতে আকৃষ্ট হয়ে কংগ্রেসের নীতি পরিত্যাগ করলেন। দুজন বলিষ্ঠ আলেম–একজন মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নাদভী কংগ্রেসের ধ্যান–ধারণা পরিত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদান করলেন এবং অপর একজন মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহীও কংগ্রেসের রাজনৈতিক দর্শন ত্যাগ করলেন। স্বয়ং মাওলানা আবুল কালাম আযাদ এবং মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী নিজেদেরকে পূর্বের মত মুসলিম ভারতের একচ্ছত্র নেতা মনে করতে পারলেন না। পূর্বে যেভাবে বলিষ্ঠতার সাথে কংগ্রেসের পক্ষে কথা বলতেন সেভাবে বলতে পারলেন না। বরং তারা আত্মরক্ষামূলক নিবন্ধ ও বিবৃতি রচনায় আত্মনিয়োগ করলেন। উর্দু ভাষাভাষী অঞ্চলে জনমত গঠন করার জন্য মুসলিম লীগ মাওলানা মওদূদীর নিবন্ধের হাজার হাজার কপি উত্তর ভারতে এবং দাক্ষিণাত্যে বিতরণ করে। তার ফলশ্রুতিতে সারা ভারতে গড়ে উঠে এক অপ্রতিরোধ্য গণআন্দোলন। তাতে খড়কুটোর মত সেদিন ভেসে গিয়েছিল নতুন দীনে এলাহীর ধ্যান–ধারণা ও মতাদর্শ। নারী–পুরুষ, বালক–বৃদ্ধ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মুসলমান অন্তরের গভীর থেকে সেদিন উপলব্ধি করেছিল ইসলামের জাতীয় সত্বার অস্তিত্ব, তার সার্বিক সৌন্দর্য এবং স্বতন্ত্র তাহযীব তামাদ্দুন আচার–আচরণের বাস্তবতা বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ এবং চল্লিশ দশকে ভারতীয় মুসলমানদের পুনর্জাগরণ এবং জীবন্ত ও কার্যকরী জীবন বিধান হিসেবে ইসলামের আন্তর্জাতিক মতাদর্শকে তার অনুসারীদের অন্তরে পুনপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আল্লামা মওদূদীর অবদান অতুলনীয় এবং অবিস্মরণীয়। তিনি ইসলামী সাহিত্যের সয়লাব স্রোতের দ্বারা এক দুনিয়ার বিরোধিতাকে আবর্জনার মত ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ইসলামের কালজয়ী আন্তর্জাতিক মতাদর্শকে এমন সহজ–সরল ভাষায় পেশ করলেন যে, শিক্ষিত ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের ন্যায় সাধারণ ও মূর্খ মানুষও দীন ইসলামের প্রয়োজনীয়তা খুব সার্থকভাবে উপলব্ধি করল। বস্তুত চিন্তা ও আদর্শের জগতে এটা ছিল ইসলামের এক সুমহান বিজয় এবং মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মাওদূদী ছিলেন তার অঘোষিত সেনাপতি। এ বিজয়ের কৃতিত্ব মাওলানা কখনও দাবী করেননি, কিন্তু পনরো আনা অংশের একমাত্র এবং নিরংকুশ অধিকারী তিনি।

www.pathagar.com

পাকিস্তানী শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতা

আফসোসের বিষয় ইসলামের এ সুমহান সন্তানের অবদানের সঠিক মূল্যায়ন এখনও হয়নি। শুধু তাই নয় দেশ বিভক্ত হওয়ার পর তিনি যখন পাকিস্তানে হিজরত করলেন তখন তাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করার জন্য কোন গালিচা বিছানো হলো না, কোন তোরণ নির্মাণ করা হলো না, কোন ফুলের তোড়া তাঁকে উপহার দেয়া হলো না বা কোন সম্পাদকীয় কলামে দুই ছত্র লিখা হলো না। তার ভাগ্যে জুটল, ইটপাটকেল, গালিবর্ষণ, জেল-যুলুম এবং ফাঁসির আদেশ। ইসলামের নামে দেশ হাসিল করার পর মুনাফিক নেতৃত্ব ইসলামের ভয়ে আতংকিত হয়ে পড়লো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইয়াহুদীদের প্ররোচণায় তারা ইসলামকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার নতুন টেকনিক ও ফন্দী আটতে লাগল। তাদের এ ঘৃণ্য ঐতিহাসিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য নতুন ইসলামী সাহিত্যের জনক এবং ইসলামী রাজনীতির যুগ স্রষ্টা মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে জনমনে সন্দেহ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করল। যাতে জনগণ তার প্রণীত ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন না করে এবং প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ইসলামী আইন ও শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার কোন আন্দোলন গড়ে না উঠে তার জন্য তারা সরকারী প্রচারযন্ত্র ও পত্রপত্রিকায় নিয়মিত তাঁর বিরুদ্ধে প্রচার প্রপাগাণ্ডা শুরু করে দিল এবং তাদের সাথে মিলিত হলেন একশ্রেণীর তথাকথিত আলেম ওলামা যারা ত্রিশ এবং চল্লিশ দশকে মাওলানা মওদূদীর সাহিত্যের সয়লাবে ভেসে গিয়েছিলেন। হিংসা-বিদ্বেষ ও ইর্ষার আগুনে পোড়া এসব আলেম তাদের থলে থেকে কুফুরীর তীর বের করে মাওলানা মওদূদীর দিকে নিক্ষেপ করে সরকারী নেতা উপনেতার বাহবা কুড়াতে লাগলেন।

পূর্ব পাকিস্তানে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ও বুদ্ধিজীবীরা মাওলানা মওদূদীর এ সুমহান অবদান সম্পর্কে সম্পূর্ণ না-ওয়াকেফ ছিলেন। তারা মাওলানার বিশাল মূল্যবান সাহিত্য অধ্যায়ন করার এবং তাকে বুঝবার কোন অবকাশ পাননি। আলেমদের মুখ থেকে শুনলেন তিনি কাফের, সরকারী পত্রপত্রিকায় তাকে রাষ্ট্রদ্রোহী পাকিস্তান বিরোধী হিসেবে চিত্রিত করা হলো। পূর্ব পাকিস্তানের বামপন্থী রাজনীতির ধারক বাহক এবং হোমরা চোমরাগণ তাকে পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের দালাল এবং এজেন্ট হিসেবে আখ্যায়িত করল। ইসলামের বিপরীত বাম ধারার রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত করার

www.pathagar.com

জন্য ইসলামী সাহিত্য ও আদর্শের প্রবক্তাকে এভাবে হেয় ও তুচ্ছ করার প্রয়োজনীয়তা তারা তীব্রভাবে অনুভব করেছিল। জনগণ সব সময়ই পত্রিকার পৃষ্ঠায় যা ছাপা হয় এবং যা তাদের নেতৃবর্গ বলেন, তার সত্যমিথ্যা যাচাই করার ক্ষমতা তাদের নেই। তাই তাদের নির্বোধ ও হিংসুটে নেতাদের ইঙ্গিতে একই সময় যুগপথ এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে পরস্পর বিরোধী প্রপাগাণ্ডা করে থাকে। কোনরূপ বুদ্ধি-বিবেচনা খাটিয়ে মোটেই তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করে না যে, এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে পরস্পর বিরোধী কথাবার্তা আরোপ করলে জ্ঞানী মানুষ তাদের সম্পর্কে কি ভাববে। বামপন্থী এবং জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকদের ইঙ্গিতে মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে পরস্পর বিরোধী অভিযোগ উত্থাপন করা হলো এবং তার সুমহান ইসলামী খেদমত হেয় ও তুচ্ছ করে পেশ করা হলো। বলা হলো তিনি পাকিস্তানের এজেন্ট-পাঞ্জাবীদের দালাল। কিন্তু এ প্রচারণা বিষবান নিক্ষেপ করার সময় একবার তলিয়ে দেখা হলো না যে, যাকে তারা পাকিস্তান সরকারের এজেন্ট বলছে স্বয়ং পাকিস্তান সরকার তাকে রাষ্ট্রদ্রোহী এবং পাকিস্তান বিরোধী আখ্যায়িত করছে। তিনি এক সঙ্গে যুগপৎ পাকিস্তান বিরোধী এবং পাকিস্তানের এজেন্ট হতে পারেন না। আমাদের দেশের জনগণ এবং পত্র-পত্রিকার আচরণ এ ধরনেরই বেসামাল এবং পরস্পর বিরোধী হয়ে থাকে। তারা নিজেরা চিন্তাভাবনা করে বলে না বা চিন্তাভাবনা করে লিখে না। তাদেরকে যা লিখতে বলা হয় তাই লিখে এবং যা বলতে বলা হয় তাই বলে। বস্তুত আল্লামা মওদূদী না পাকিস্তান বিরোধী ছিলেন। তিনি না পাকিস্তানের এজেন্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক ইসলামী মতাদর্শের একজন যোগ্য ও সুমহান প্রবক্তা। মাওলানা মওদূদীর অনলবর্ষী ভাষণ এখনও লক্ষ কোটি মানুষের কানে আগের মতই গুঞ্জরিত হয় এবং তাদের চোখের সামনে স্বাধীনতা আন্দোলনের দৃশ্য আগের মতই ভাসে।

অনলবর্ষী ভাষণের নমুনা

তিনি কংগ্রেস ও কংগ্রেসপন্থী আলেম ওলামাকে উদ্দেশ্য করে ঘোষণা করেছিলেন ঃ "এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দেশের স্বাধীনতার অর্থ হিমালয় পর্বত, গঙ্গা, যমুনা, পূর্ব ও পশ্চিম অন্তরীপের স্বাধীনতা নয়। এ সব পাহাড়, পর্বত, নদনদী দশ হাজার বছর আগেও যেরূপ স্বাধীন ছিল, আজও সেরূপ আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত স্বাধীন থাকবে। এসব নদনদী ও

www.pathagar.com

পাহাড়-পর্বত পরাধীন নয়। পরাধীন হলো ভারতের অধিবাসী। তাই দেশের স্বাধীনতা বলতে দেশবাসীর স্বাধীনতাই বুঝায়।"

"এ কথা বলা বাহুল্য যে, ভারত যখন ৩৫ কোটি অধিবাসীর আবাসভূমি, তখন সঠিক অর্থে সে স্বাধীনতাকেই স্বাধীনতা নামে আখ্যায়িত করা যায়, যা সমগ্র ৩৫ কোটি অধিবাসীরই স্বাধীনতা হবে। দেশবাসীর মধ্যে কতকাংশ স্বাধীন হবে তাঁর কতকাংশ পরাধীন থেকে যাবে একে কখনই গোটা দেশের স্বাধীনতা বলা যায় না। সাধারণত লোকেরা এমন অনেক দেশকে স্বাধীন দেশ বলে থাকে, যার অধিবাসীদের একাংশ স্বাধীন এবং অপরাংশ ঐ দেশের অধিবাসীদেরই গোলাম হয়ে থাকে। বলা হয় এককালে ভারত স্বাধীন ছিল, আসলে সে সময় ভারত স্বাধীন ছিল না, বরং ভারতের আর্যরা স্বাধীন ছিল। যে সব দেশকে আমরা সচরাচর পরাধীন বলে থাকি, সে সব দেশের অধিবাসীদের গোলামী অপেক্ষা আর্য আমলের স্বাধীন ভারতের শূদ্রদের গোলামী হাজারগুণ বেশী নিকৃষ্ট ছিল। আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে স্বাধীন দেশ বলা হয়, অথচ সে দেশের স্বাধীনতা শুধুমাত্র শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের মধ্যে সীমিত। কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদের কোন স্বাধীনতাই নেই। অনুরূপভাবে রাশিয়ার স্বাধীনতা শুধুমাত্র সেখানকার কম্যুনিষ্ট অধিবাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মুসলমান, খৃষ্টান এবং সকল অকম্যুনিষ্ট, এমনকি স্টালিনপন্থী নয়, এমন অধিবাসীদেরও আদৌ কোন স্বাধীনতা নেই; তারা আমাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর গোলামীর নিগড়ে আবদ্ধ। .....এ ধরনের দেশকে যদি চলতি পরিভাষায় স্বাধীন বলা হয় তবে তাতে ঐ সব দেশের পরাধীন অধিবাসীদের অষ্ট প্রহর নির্যাতনের যে বিষ পান করতে হচ্ছে তা আকস্মিকভাবে অমৃতে পরিণত হতে পারে না।"

মাওলানা মওদূদী শুধুমাত্র ভূখণ্ডের স্বাধীনতাতে বিশ্বাসী নন। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, দেশের সকল মানুষের স্বাধীনতা না থাকলে কোন ভূখণ্ডকে পূর্ণাঙ্গভাবে স্বাধীন বলা চলে না। এদিক থেকেও মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর দূরদর্শিতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে ভারতবর্ষ স্বাধীন কিন্তু ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায় স্বাধীন নয়। ভারতবর্ষে শুধু হিন্দুরাই স্বাধীন, শিখ, মুসলমান এবং হরিজনরা স্বাধীন নয় বরং হিন্দুদের গোলামীর শিকলে তারা আবদ্ধ।

www.pathagar.com

কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলন ও মওদূদী

—সাইয়েদ মুহাম্মাদ আলী এম, এ,

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত দীন বা একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। অসংখ্য নবী ও রসূল (আ) এ ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করার জন্য সাধনা ও সংগ্রাম করেছেন এবং তাঁদের অনেকেই এ ব্যাপারে কৃতকার্যও হয়েছেন। শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এ ব্যবস্থাকে বাস্তবে চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গরূপ দান করেছেন। তাঁর পদাংক অনুসরণ করে বিভিন্ন যুগে মুজাহিদগণ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য গঠনমূলক আন্দোলন ও সংগ্রাম করার দায়িত্ব পালন করে আসছেন এবং বর্তমান যুগেও করছেন। কিন্তু প্রত্যেক যুগে প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী বিরোধী শক্তি এ আন্দোলন ও সংগ্রামকে নিজেদের জন্য বিপদজনক মনে করে থাকে। কারণ তারা জানে যে, ইসলামী আন্দোলন বা বিপ্লব মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে আস্তে আস্তে ইসলামী আইন কানুন, ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শ, ইসলামের অর্থনীতি ও পারিবারিক ব্যবস্থা ইত্যাদি বাস্তবায়িত হয়ে পরিপূর্ণ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তখন তাদের সকল অবৈধ স্বার্থ ও কর্তৃত্ব স্বাভাবিকভাবেই বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। নৈতিক দুর্বলতার জন্য খুব স্বাভাবিকভাবেই এই প্রতিক্রিয়াশীল দলের মনে নিরাশা ও ভীতি এসে পড়ে এবং ইসলামী আন্দোলনকে বরদাশত করতে রাজি হয় না। মিথ্যা, অপবিত্রতা, উচ্ছৃংখলতা, অবৈধ ভোগবিলাস, পৈশাচিক কার্যকলাপ, ঔদ্ধত্য, যুলুম, অত্যাচার ও ক্ষমতার অপব্যবহার যাদের মজ্জাগত বস্তুত তাদের পক্ষে প্রতিক্রিয়াশীল এবং কাপুরুষ হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় সুস্থ মন-মগজে গঠনমূলক কোন কিছু চিন্তা করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সহনশীলতার বুলি তাঁদের মুখে যতই শোনা যাক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তারাই সর্বাপেক্ষা অসহনশীলতা ও ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিয়ে থাকে। ইসলামের সংঘবদ্ধ শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি হতে দেখে এরা রেগে টং হয়ে যায়। এই শক্তিকে খতম করার জন্য তখন তারা উঠে পড়ে লাগে। এ ব্যাপারে কত কলাকৌশল, কত মিথ্যা প্রচার-প্রপাগাণ্ডা, কত ষড়যন্ত্র ও দূরভিসন্ধি যে করা হয় তার ইয়ত্তা নেই। ধর্মের নামে জনসাধারণকে ধোকা দেয়া হয়। জন নিরাপত্তার ভাঁওতা দিয়ে ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের উপর যুলুম অত্যাচারের স্টীম রোলার চালানো হয়। ছলে বলে ও কলে এ আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য নানা প্রকার চক্রান্ত করা হয়।

www.pathagar.com

ইসলাম বিরোধী কুচক্রী শক্তির সংগে ইসলামের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ চিরকালই হয়ে আসছে। নবী ও রসূলগণ থেকে শুরু করে ইমাম হুসাইন (রা), ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম গাজ্জালী, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া, শায়েখ আহমদ সারহিন্দ বা মোজাদ্দেদে আলফেসানী, শাহ অলি উল্লাহ দেহলবী, সাইয়েদ আহমদ বেরেলভী, শাহ্ ইসমাইল শহীদ (র) প্রভৃতি মনীষীবৃন্দের ইসলামী আন্দোলনের সংগে ইসলাম বিরোধী শক্তির প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ হয়েছে। এঁদের প্রায় সবাইকেই ইসলাম বিরোধী শক্তির যুলুম অত্যাচার, অবিচার, নির্যাতন ও উৎপীড়ন ভোগ করতে হয়েছে। এঁদের আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য তদানিন্তন সরকার ও তাঁর ভাড়াটিয়া শ্রেণীসমূহ যেসব ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করেছে তা আজও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

মাওলানা ও তদানিন্তন লীগ সরকার

এমনি ধরনের বহু ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত বিশ শতকের ইসলামী আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক ও ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী ও তাঁর পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে করা হয়েছে। পাকিস্তান লাভের পর শাসন কর্তৃপক্ষের নিকট তাদের ওয়াদা অনুযায়ী এ দেশকে খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলার জন্য মাওলানা মওদূদী জোর দাবী জানিয়ে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের আন্দোলন শুরু করেন। ক্রমশ এটা একটা শক্তিশালী গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। তদানিন্তন মুসলিম লীগ সরকার এটাকে নিজেদের জন্য মারাত্মক ও বিপদজনক আন্দোলন মনে করে একে বানচাল করার জন্য এর নেতা মাওলানা মওদূদীকে তথাকথিত নিরাপত্তা আইনের বলে কয়েকবার জেলে আটক রাখে। কিন্তু এতে ইসলামী আন্দোলন আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠে। জাগ্রত দেশবাসী বুঝতে পারে যে, এসব গ্রেফতারী ও আটকের মূলে রয়েছে ইসলামী শক্তিকে দমন করে দেশকে একটি পরিপূর্ণ অনৈসলামী রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলার দূরভিসন্ধি। ফলে দেশের ইসলামী জনতা এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য মাওলানা মওদূদীর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হতে থাকে। তদানিন্তন সরকারও এ আন্দোলনকে খতম করার জন্য সুযোগ সন্ধান করতে থাকেন। ধর্মীয় কোন্দলের সুযোগ গ্রহণ, ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপে উৎসাহদান ইত্যাদি সরকারী নীতিতে পরিণত হয়। এমনকি যারা মুসলমানদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) শেষ নবী বলে স্বীকার করে না এবং মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নবী বলে বিশ্বাস করে এবং মুসলমানদেরকেও

www.pathagar.com

এ বিশ্বাসে দীক্ষিত করতে চায়, তাদেরকেও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে নিযুক্ত করতে লাগলো। কাদিয়ানীরা কোন দিন ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী রাষ্ট্র সমর্থন করেনি এবং করতেও পারে না। কারণ তারা জানে যে, এ দেশে ইসলামী আন্দোলন সফলকাম হয়ে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত না হলেও তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। তাই তারা স্বভাবত এর বিরোধিতা করেছে। তাই মুসলিম লীগের কিছু সংখ্যক ক্ষমতাসীন ব্যক্তি তাদেরকে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য এবং ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে তাদের দ্বারা নিজেদের হস্ত দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে সর্বপ্রকার উন্নতি ও প্রভাব প্রতিপত্তি লাভের সুযোগ সুবিধে যে দিয়েছিলেন–এরূপ ধারণা অমূলক নয়।

আযাদী উত্তরকালে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি আরো বৃদ্ধি পাওয়ায় মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে চরম অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। ফলে কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনও নতুনভাবে প্রচণ্ড আকারে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। তদানিন্তন মুসলিম লীগ সরকার ও অন্যান্য ইসলাম বিরোধী শক্তি মাওলানা মওদূদী ও ইসলামী আন্দোলনকে খতম করার জন্য এ আন্দোলনকে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করেন। কাজেই কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনের সংগে মাওলানা মওদূদীর সম্পর্ক কেন ছিল, কতখানি ছিল ও কি প্রকার ছিল এবং সরকার এই আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে তাঁর সংগে কি আচরণ করেছে তা জানতে হলে উক্ত আন্দোলনের পটভূমি আলোচনা করা দরকার।

কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনের পটভূমি

(ক) ইংরেজ আমলে ঃ

কাদিয়ানী ও মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ মূলত বিংশ শতাব্দীর সূচনাতেই শুরু হয়েছিল। ১৯০২ ঈসায়ী সালে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্যভাবে নিজেকে নবী বলে ঘোষণা করেন। এর পর থেকেই তার অনুসরণকারী এবং মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে এক চিরস্থায়ী দ্বন্দ্ব শুরু হয়। কারণ নবুওয়াতের ব্যাপারটা ইসলামের একটি মৌলিক ভিত্তি। কোন ব্যক্তি নবী হওয়ার দাবী করলে যারা তার প্রতি ঈমান আনে তারা এক স্বতন্ত্র উম্মাতে পরিণত হয় এবং যারা তাকে নবীরূপে মানতে অস্বীকার করে তারা এই নতুন উম্মাতের দৃষ্টিতে 'কাফের' বলে গণ্য হয়। অনুরূপভাবে যারা তাকে নবী বলে স্বীকার করে না তারাও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র

www.pathagar.com

জাতি ও উম্মাত বলে পরিগণিত হয় এবং তাদের দৃষ্টিতে এই মিথ্যা নবীকে সত্য বলে স্বীকারকারী সমস্ত লোকই কাফের বলে বিবেচিত হয়ে পড়ে। এই কারণেই মির্জা সাহেব নবী হওয়ার দাবী করার পর যারা তাকে নবী বলে স্বীকার করেনি তাদেরকে কাফের বলে অভিহিত করেছেন। পক্ষান্তরে, মুসলমানদের সমস্ত দলই সর্বসম্মতভাবে মির্জা সাহেবকে এবং তার অনুসরণকারীদেরকে কাফের বলে ঘোষণা করেছে।

এই নতুন নবীর অনুসারীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের ধর্ম প্রচার সংক্রান্ত তৎপরতা এবং তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে নিজ নিজ পরিবেশে মারাত্মক দ্বন্দ্ব ও কলহ সৃষ্টি করলো। তারা মুসলিম সমাজে থেকে ইসলামের নামেই তাদের মত প্রচার করতো। ফলে সাধারণ মুসলমান এই মনে করে তাদের ধর্মে দীক্ষিত হতো যে, এটা গ্রহণ করে তাঁরা ইসলাম থেকে খারিজ হচ্ছে না, বরং আরো ভালো মুসলমান হচ্ছে। এসব ব্যাপার স্বভাবতই মুসলমানদের মনে প্রবল বিক্ষোভ ও ক্রোধের সঞ্চার করে।

মির্জা সাহেব এবং তার খলিফাগণ তাদের এক ফতোয়ায় বলেছিলেন যে, মুসলমান ও খৃষ্টান বা ইয়াহুদীদের মধ্যে যেরূপ সম্পর্ক রয়েছে, আহমদী ও অ-আহমদী মুসলমানদের মধ্যেও অনুরূপ সম্পর্ক থাকতে পারে। অর্থাৎ একজন কাদিয়ানী অ-কাদিয়ানীর পিছনে নামায পড়তে পারে না। একজন আহমদী অ-আহমদীয় মেয়ে বিয়ে করতে পারে বটে, কিন্তু অ-আহমদীর নিকট আহমদীর কোন মেয়ে দেয়া যেতে পারে না। সামাজিক বিচ্ছেদের এই নীতি দ্বারা কাদিয়ানী মতবাদ বহু পরিবারে বিরাট ভাঙ্গন ও বিপর্যয় সৃষ্টি করায় সমাজে এক দুঃসহ তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে। কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ করা হয় তাঁর অন্যতম হলো, তারা সুপরিকল্পিত উপায়ে প্রত্যেক বিভাগেই কাদিয়ানীদেরকে অ-কাদিয়ানীদের চেয়ে বেশী অগ্রসর করার এবং পরস্পরের সহযোগিতায় কাদিয়ানীদেরকে মুসলমানদের উপরে স্থান দেয়ার স্বাভাবিক প্রচেষ্টা শুরু করেছিল। তাদের স্বজন-প্রীতির ফলে অল্পকালের মধ্যেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তথা চাকুরি, ব্যবসায়, কৃষি, শিল্প ও অর্থোপার্জনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমান ও কাদিয়ানীদের মধ্যে নিদারুণ দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সৃষ্টি হলো।

ধর্ম, সমাজ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে দুই দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব সূচিত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলো। মুসলমানগণ নিজ মিল্লাতের মধ্যে এরূপ ভাংগন সৃষ্টিকারী শক্তিকে হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) খেলাফতকাল থেকে আজ পর্যন্ত কখনো বরদাশত করেনি। কাদিয়ানীরা এ

www.pathagar.com

কথা জেনেই আত্মরক্ষার জন্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই ইংরেজ সরকারের আনুগত্য করে চলাকে নিজেদের ঈমানের অংশরূপে গ্রহণ করেছিল। ইংরেজ শাসনের উন্নতি লাভে কাদিয়ানীদের উন্নতি নিহিত রয়েছে বলে তাদের খলিফা তখন ঘোষণা করেছিলেন। এই কারণে ইসলামের ধ্বংস সাধনের জন্য কাদিয়ানী দল ইসলামের শত্রুদের হাতে ক্রিড়নক ও অস্ত্র স্বরূপ ব্যবহৃত হতে পারে বলে মুসলমানদের মনে খুবই আশংকা সৃষ্টি হয়েছিল।

সমস্ত মুসলমানকে কাফের ঘোষণা করা, তাদের সংগে সামাজিক সম্পর্ক ছেদ করা এবং অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের কারণে কাদিয়ানী ও মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে অপরিসীম তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল, মির্জা গোলাম আহমদ ও তাঁর অনুসারীদের রচনাবলী তাকে অধিকতর তিক্ত করে দিয়েছিল। তারা এমন সব কথা লিখেছিলেন যা মুসলমানদের মনে কঠিন আঘাত হেনেছিল এবং প্রবল প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ গ্রহণের উত্তেজনার সঞ্চার করেছিল। 'আলফজল' পত্রিকা, কালেমাতুল ফাছ্ল, দেফাউল বালা, নূরুল কুরআন, আঞ্জাম আত্হাম, তাবলীগে রেসালাত, আয়েনায়ে কামালাত, নজমূল হুদা, আনওয়ারুল ইসলাম ইত্যাদি কাদিয়ানী পত্রিকা ও পুস্তকে তাদের নানা প্রকার উত্তেজনাপূর্ণ উক্তি ও মুসলমানদের প্রতি অকথ্য গালাগালি নীরবে বরদাশত করা মুসলমানদের পক্ষে যে কত কঠিন ও অসম্ভব, তা সহজেই অনুমেয়।

বিগত অর্ধ শতাব্দীকাল থেকে এই হিংসা বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার কারণে মুসলমানদের কাছে কাদিয়ানী মতবাদ একটা জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা করার অনুকূল মানসিকতাও জাগ্রত হয়েছিল। তাই মরহুম আল্লামা ইকবাল "ইসলাম ও আহমদীয় মতবাদ" শীর্ষক এক পুস্তিকা লিখে মুসলিম জনগণের এই সামগ্রিক ইচ্ছা ও বাসনার বাস্তব অভিব্যক্তি করে এর যৌক্তিকতা সুস্পষ্ট ও অকাট্যরূপে প্রমাণ করেছিলেন। ইংরেজ আমলে মুসলমানদের এ বাসনা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ ইংরেজগণ কাদিয়ানীদেরকে মুসলমানদের কোচের সাপ বানিয়ে তাদেরই বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য তাদের অন্তর্ভুক্ত করে রাখতে সচেষ্ট ছিল।

(খ) পাকিস্তান লাভের পর ঃ

একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পাকিস্তানী মুসলমানগণ সংগতভাবেই আশা করেছিল যে, তাদের জাতীয় সরকার

www.pathagar.com

কাদিয়ানী সংক্রান্ত তিক্ত সমস্যাটির সমাধান করার দিকে লক্ষ্য দেবে। কিন্তু মুসলিম লীগ সরকারের অবহেলা ও উদাসীনতার দরুন মুসলিম জনসাধারণের এ আশা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে পরিশেষে নৈরাশ্য, অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা এবং আন্তরিক ক্ষোভ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল। উপরন্তু কাদিয়ানীদের নানা প্রকার কার্যকলাপ মুসলমানদের পুরাতন আশংকা ও আতংকের মাত্রা আরো বৃদ্ধি করল। ১৯৪৮ সালের ১১ই আগস্টের 'আলফজল' পত্রিকায় প্রকাশিত এক বক্তৃতায় মির্জা বশীরুদ্দিন মাহমুদ এই মত প্রকাশ করেন যে, তিনি বেলুচিস্তানকে একটি কাদিয়ানী প্রদেশে পরিণত করতে চান, যাতে করে ভবিষ্যতে পাকিস্তান করায়ত্ত করার জন্য একে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এক সুসংগঠিত প্রচেষ্টার সাহায্যে বিভিন্ন সরকারী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে কাদিয়ানীদের দ্বারা দখল করে গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রকে কাদিয়ানী জামায়াতের স্বার্থানুকূলে ব্যবহার করার পরিকল্পনাও তিনি বারবার পেশ করেছেন। ১৯৫২ সালের ১১ই জানুয়ারীর 'আলফজল' পত্রিকায় প্রকাশিত বক্তৃতা এ ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খলিফা সাহেব ক্রমাগতভাবে কাদিয়ানীদেরকে বিভিন্ন বক্তৃতা ও লেখার মাধ্যমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তাদের মধ্যে যুদ্ধংদেহী মনোভাব সৃষ্টির চেষ্টা করতে লাগলেন। সৈন্য বিভাগে "ফোরকান ব্যাটালিয়ন" নামে শধু কাদিয়ানীদের সমন্বয়ে একটি স্বতন্ত্র ব্যাটালিয়ন গঠন করা, কাদিয়ানীদের নিজস্ব অস্ত্র তৈরীর বহু কারখানা থাকা, কাদিয়ানীদেরকে অস্ত্র ব্যবহার করার অসংখ্য লাইসেন্স দান ইত্যাদি কথা কাদিয়ানীগণ জনগণের নিকট প্রকাশ করে তাদের মনে আতংক সৃষ্টির অপচেষ্টা বহুবার করেছে। এতদ্ব্যতীত ১৯৫২ সালের শুরু থেকেই কাদিয়ানীগণ মুসলমানদেরকে প্রকাশ্য ও সুস্পষ্টভাবে ধমক দিতে শুরু করে। এমন কি ১৯৫২ সালের ১৫ই জুলাই-এর 'আলফজল' পত্রিকায় প্রকাশিত এক বক্তৃতায় অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ ভাষায় আতা উল্লাহ্ শাহ্ বুখারী, মাওলানা আবদুল হামিদ বাদাউনী, মাওলানা ইহতেশামুল হক, মাওলানা মুহাম্মাদ শফি এবং মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর নিকট থেকে রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রকাশ্য হুমকি দেয়া হয়।

উল্লেখিত পরিস্থিতিই ছিল কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনের পটভূমি। এইরূপ পরিস্থিতিতে কাদিয়ানী জামায়াত করাচীর জাহাঙ্গীর পার্কে একটি জনসভার অনুষ্ঠান করে এবং পাকিস্তানের তদানিন্তন পররাষ্ট্র উজির স্যার মুহাম্মাদ জাফরুল্লাহ তাতে প্রকাশ্যভাবে অংশগ্রহণ করে বক্তৃতা করেন। কাদিয়ানীদের এই দুঃসাহস দেখে মুসলিম জনগণ ধারণা করতে লাগল যে,

www.pathagar.com

স্যার জাফরুল্লাহ পররাষ্ট্র উজির হওয়ার প্রভাব বিস্তার করে তাদেরকে কাদিয়ানী মতে দীক্ষিত করতে চাচ্ছেন। ফলে করাচীতে একটি বড় হাঙ্গামা হয় এবং এই সময় থেকেই কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলন প্রচণ্ড আকারে শুরু হয়। আহরারগণই এ আন্দোলন বহু পূর্ব থেকে করে আসছে। এবারও তারাই এ আন্দোলন শুরু করল। অনতিবিলম্বেই এটা সর্বসাধারণ মুসলমানদের সামগ্রিক আন্দোলনে পরিণত হলো। দেশের প্রতিটি কোণ থেকে বিশেষ করে পাঞ্জাবের প্রতিটি গ্রাম ও মহল্লা থেকে এর সমর্থনে জোরালো আওয়াজ উঠল। কিন্তু সরকার এ সময় এ সমস্যার সমাধান করার পরিবর্তে বিভিন্ন স্থানে ১৪৪ ধারা জারি, লাঠি চার্জ এবং মসজিদসমূহের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করে এ গণআন্দোলন প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করে।

সমস্যা সমাধানে মওদূদীর প্রচেষ্টা

কাদিয়ানী সমস্যা যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা মাওলানা মওদূদী অনুধাবন করে এর সুষ্ঠু সমাধানের জন্য যথা সময়ে এগিয়ে এলেন। তিনি এ সময় সরকারকে বারবার এ কথা বুঝাতে চেষ্টা করতে লাগলেন যে, কাদিয়ানী সমস্যা কোন কৃত্রিম সমস্যা নয়, এটা মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসংখ্য কার্যকারণ সম্বলিত একটি গুরুতর সমস্যা। আর এই কারণসমূহ দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে এদেশে তীব্রভাবে সক্রিয় হয়ে রয়েছে। পাঞ্জাবের লক্ষ লক্ষ মুসলমানের জীবন এই সব কারণে জর্জরিত হয়েছে। অতএব একে দমন করার পরিবর্তে প্রকৃত ব্যাপারটি অনুধাবন করতে এবং ঐকান্তিক মনোনিবেশ সহকারে এর সুষ্ঠু সমাধান করতে চেষ্টা করাই সরকারের কর্তব্য। অসংখ্য প্রবন্ধ, বিবৃতি, পুস্তিকা এবং জামায়াতে ইসলামীর মজলিসে শুরার প্রস্তাবাবলীর মাধ্যমে মাওলানা মওদূদী এ সমস্যার সমাধানের জন্য এরূপ চেষ্টা করেন। ১৯৫২ সালের আগস্ট মাসে পাক গণ-পরিষদকেও তিনি এই পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, প্রণীতব্য শাসনতন্ত্রের অন্যান্য সংখ্যালঘুর ন্যায় কাদিয়ানীদের জন্যও স্বতন্ত্র নির্বাচন ও আসন নির্ধারণ করার প্রস্তাব করা হোক। তাহলে মুসলমানদের ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা দূর হবে এবং এই ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে কোন অনাহুত বিরাট ঘটনা ও হাংগামার সৃষ্টি হতে পারবে না।

১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাসে করাচীতে একটি সর্বদলীয় ওলামা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শাসনতন্ত্রের মূলনীতির নির্ধারক কমিটির সুপারিশসমূহ বিচার

www.pathagar.com

বিবেচনার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের নেতৃস্থানীয় যে ৩৩ জন আলেম এ সম্মেলনে যোগদান করেন, তন্মধ্যে মাওলানা মওদূদীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত কতিপয় সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়। তন্মধ্যে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নিজেদের ধর্মীয় নেতা হিসেবে অনুসরণকারী পাকিস্তানীদেরকে একটি স্বতন্ত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে ঘোষণার দাবী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্মেলনে কাদিয়ানী সমস্যার সমাধানকল্পে আলেমগণ সর্বসম্মতিক্রমে মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে নিম্নলিখিত সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেছিলেন ঃ

"এটি একটি অত্যন্ত জরুরী সংশোধনী। আমরা বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে তা পেশ করছি। দেশের শাসনতন্ত্র প্রণেতাদের পক্ষে তা মোটেই শোভা পায় না যে, তারা নিজ দেশের অবস্থা এবং বিশেষ সামাজিক সমস্যাসমূহের প্রতি অবহেলা করে শুধু নিজেদের ব্যক্তিগত মতবাদের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার কাজে উদ্যোগী হবেন। তাদের জানা উচিত যে, দেশের যে সমস্ত এলাকায় কাদিয়ানীদের অধিকাংশ লোক মুসলমানদের সাথে মিলিতভাবে বসবাস করছে—সেখানে কাদিয়ানী সমস্যা গুরুতর পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে। শাসনতন্ত্র রচয়িতাদের পক্ষে বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর ভূমিকা গ্রহণ করা আদৌ উচিত নয়। বিভাগপূর্ব ভারতের সর্বত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে রক্তাপ্লুত না হওয়া পর্যন্ত— তারা হিন্দু-মুসলিম সমস্যার প্রতি আদৌ কোন গুরুত্ব আরোপ করেনি। আমাদের শাসনতন্ত্র রচয়িতাগণ এই দেশেরই বাসিন্দা। এই কারণেই তাদের বিভ্রান্তি অত্যন্ত দুঃখদায়ক। যে পর্যন্ত না তারা স্বচক্ষে কাদিয়ানী-মুসলমান বিরোধ প্রবল অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলতে না দেখবেন ততক্ষণ তারা কিছুতেই এ কথা স্বীকার করবেন না যে, এ দেশে কাদিয়ানী-মুসলিম সমস্যা নামে একটি সমস্যা আছে এবং তার আশু সমাধান আবশ্যক। এই সমস্যাটিকে অধিকতর মারাত্মকরূপ দিয়েছে একটি ব্যাপার তা এই যে, কাদিয়ানীগণ মুসলমান সেজে মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করছে। অথচ শুধু তাদের ধর্মমত, এবাদাত, সামাজিক সংগঠনই আলাদা নয়—বরং তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আক্রমণে তৎপর হয়েছে। তারা নিজেদের ধর্মীয় মতবাদ অনুসারে সাধারণ মুসলমানদেরকে কাফের বলে ঘোষণা করছে। এ অবস্থার প্রতিকারের উপায় আজ যা পূর্বেও তাই ছিল। মরহুম আল্লামা ইকবাল ২০ বছর পূর্বে কাদিয়ানীদের সম্পর্কে বলেছিলেন, "কাদিয়ানীদিগকে মুসলমান সমাজ হতে আলাদা করে একটি স্বতন্ত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে আইনত স্বীকৃতি দেয়া হোক।"

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলনের অগ্রদূত মাওলানা মওদূদী এ দাবীর যৌক্তিকতা তাঁর "কাদিয়ানী সমস্যা" নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। তিনি উক্ত গ্রন্থে কাদিয়ানীদেরই গ্রন্থরাজি ও পত্র-পত্রিকা থেকে বহু উদ্ধৃতির সাহায্যে কাদিয়ানী আন্দোলনের একটা পূর্ণাঙ্গ নকশা পেশ করে তাদের মুখোস উন্মোচন করেন। এ দাবীর বিরুদ্ধে কোন কোন বিশেষ মহল থেকে যে সমস্ত প্রতিবাদ, ওজর আপত্তি ইত্যাদি পেশ করা হচ্ছিল তার উত্তরও এতে দেন। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় শাসনতন্ত্র রচয়িতাগণকে লক্ষ্য করে মাওলানা মওদূদী লিখেছেন "গণতন্ত্রের মূলনীতি অনুসারে হয় যুক্তি মেনে নিতে হয়-অথবা যুক্তি দ্বারা নিজের দাবী প্রমাণ করতে হয়। কেবলমাত্র শক্তির উপরে ভরসা করে যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত কোন দাবীকে বাতিল করা আদৌ গণতন্ত্র নয়। এই কারণেই আমরা দাবী করছি যে, দেশের শাসনতন্ত্র রচয়িতাগণ হয় আমাদের কথা যুক্তির রায় অনুসারে গ্রহণ করুন-নতুবা তারা যে সমস্ত কারণে আমাদের দাবীকে বাতিল করেছেন, তা দেশবাসীর কাছে প্রকাশ করুন। গণপরিষদে তাদের সমর্থক সংখ্যা বেশী, এই ভরসায় যদি তারা একটি যুক্তিসঙ্গত গণদাবীকে অস্বীকার করেন, তবে পরিণামে নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের দাবী অবশ্যই সফল হবে।"

সরকারের ভ্রান্তনীতি

কাদিয়ানী সমস্যা সমাধানের জন্য বহু সভা ও সম্মেলনে মুসলমানগণের দাবী প্রস্তাব আকারে গৃহীত ও অভিব্যক্ত হয়েছিল। সরকারের নিকট বহু প্রতিনিধি দলও প্রেরণ করা হয়েছিল। তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রত্যক্ষ ও সরাসরিভাবে জনগণের এই দাবী পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু এ সমস্ত চেষ্টার কোন ফলই পাওয়া গেল না। এমন কি ১৯৫২ সালের ২২শে ডিসেম্বর যে মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হলো, তাতে কাদিয়ানী সমস্যার কোন সমাধানই করা হলো না। এই দাবীর প্রতি কর্তৃপক্ষের অবহেলা ও কাদিয়ানী প্রীতিই জনগণকে নিয়মতান্ত্রিক উদ্দেশ্য লাভের সম্ভাবনা সম্পর্কে একেবারে নিরাশ করে দিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে আহরারদের প্রস্তাবিত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ইত্যাদি নিয়মতন্ত্র বিরোধী কার্যকলাপের জন্য এটাই ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছিল।।

'প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা' ঘোষিত হওয়ার পর সরকার মুখ খুলে যা কিছু বললেন, তা জনগণকে শান্ত ও নিশ্চিত করার পরিবর্তে আরো অধিক উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ করে তুলল। 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করার পর এবং

www.pathagar.com

সামরিক শাসন জারি করার সময় যে দুটি ইশতেহার করাচী থেকে প্রকাশ করা হয়, তাতে কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনকে মুসলমানদের জাতীয় ঐক্য ধ্বংসকারী আন্দোলন নামে অভিহিত করা হয়। এতে স্বাভাবিকভাবেই জনগণ বুঝতে পারল যে, উক্ত ইশতেহার দু'টোর মাধ্যমে সরকার কাদিয়ানীদেরকে সরকারীভাবে মিল্লাতে ইসলামীয়ার অংগ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। উক্ত ইশতেহারদ্বয়ে এই আন্দোলন ও দাবীকে মুসলিম জাতির সম্মিলিত দাবী ও গণআন্দোলন বলে স্বীকার না করে একমাত্র আহরারদের দাবী ও আন্দোলন বলে উপেক্ষা করা হয়। এছাড়া ইশতেহার দু'টোতে কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনকে নিষ্পিষ্ট করার কথা যে ভংগীতে ও শব্দ বিন্যাসের মাধ্যমে ঘোষণা করা হয়েছিল, তা থেকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামকে শক্তি প্রয়োগ করে চূর্ণ করার সংগে সংগেই এই দাবীরও চূড়ান্ত সমাপ্তি ঘটাবার সংকল্প প্রকাশ পেয়েছিল। এতে জনগণ বুঝতে পারল যে, সরকার দেশবাসীর দাবী পেশ করার স্বাভাবিক অধিকারকেও কেড়ে নিতে চায়। এমন কি জনগণের বিরুদ্ধে সরকার কাদিয়ানীদেরকে সাহায্য ও সমর্থন করতে শুরু করেছে বলে জনসাধারণ ধারণা করতে লাগল। এই সমস্ত কারণে জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সূচনা হলো।

সরকারের যুলুম

১৯৫৩ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী থেকে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করা হয়। ৪ঠা মার্চ পর্যন্ত জনগণের বিক্ষোভ প্রদর্শন ও শোভাযাত্রার ফলে কোথাও অশান্তি, লুটপাট, হত্যাকাণ্ড, রক্তপাত, অগ্নিসংযোগ বা ধ্বংসাত্মক কোন ঘটনা ঘটেনি। ২রা মার্চ পর্যন্ত পুলিশের ব্যবহার খুবই শান্ত এবং নম্র ছিল। কিন্তু তার পরে হঠাৎ শান্তিপ্রিয় জনতার উপর অত্যন্ত নির্মমভাবে লাঠি চার্জ শুরু হয় এই লাঠি চার্জের ফলে জনসাধারণ ভয়ানকরূপে উত্তেজিত হয়ে উঠে এবং লাঠির জবাব পাথর দিয়ে দিতে উদ্যত হয়। তখন পুলিশ-বিশেষ করে বর্ডার পুলিশগণ একেবারে অন্ধ বর্বরের ন্যায় গুলী বর্ষণ শুরু করে। অফিস ফেরতা সরকারী কর্মচারী, ছাত্র এবং পথিকদের নগণ্য পশু পক্ষীর ন্যায় মনে করে অনর্গল গুলী বর্ষণ করা হয়। এই যুলুমের প্রতিবাদে বড় বড় সরকারী কর্মচারীগণ পাঞ্জাব সিভিল সেক্রেটারীয়েটের কর্মচারীগণ পর্যন্ত ধর্মঘট করেছিল। ডাক, তার, টেলিফোন, রেলওয়ে ইত্যাদির বড় বড় বিভাগসমূহের কর্মচারীগণ গুলী বর্ষণ বন্ধ না করা পর্যন্ত কাজ করতে অস্বীকার করেছিল। এই জুলুম অত্যাচার জনসাধারণকে একেবারে উত্তেজিত করছিল। ফলে ৪ঠা

www.pathagar.com

মার্চ সন্ধ্যায় এক শ্রেণীর লোকেরা মারপিট, লুটতরাজ, হত্যা, অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু করে। অবশেষে সরকার বেসামাল হয়ে ৬ই মার্চ সামরিক আইন জারি করে এবং দু'মাস পর্যন্ত তা বহাল রেখে একদিকে অত্যন্ত ভীতি প্রবণতা ও সংকীর্ণতার পরিচয় দেয়, অপর দিকে নীচতা, বর্বরতা ও নির্মমতার প্রমাণ দেয়।

মওদূদীর ভূমিকা

কাদিয়ানীদেরকে একটি স্বতন্ত্র সংখ্যালঘু জাতি হিসেবে গণ্য করার দাবীকে মাওলানা মওদূদী সম্পূর্ণ সত্য ও যুক্তিসংগত বলে মনে করেছেন এবং সকল প্রকার সংগত ও নিয়মতন্ত্র সম্মত পন্থায় এ দাবী মঞ্জুর করাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর যুক্তি প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে প্রকাশও করেছেন। তিনি অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে কাদিয়ানীদেরকে মুসলিম জাতির অংশ মনে করেন না। তিনি বহু প্রবন্ধ, বিবৃতি ও পুস্তকে তত্ত্বমূলক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি বিশ্বাস সহকারে সংযত ও সৌজন্যপূর্ণ ভাষায় এ সমস্যার আলোচনা করেছেন। কাদিয়ানীদেরকে মুসলিম জাতির অন্তর্ভুক্ত করলে জাতীয় সংহতি ও স্থিতিশীলতা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে তিনি মনে করেন। তাই তাদেরকে সংখ্যালঘু বলে ঘোষণা করার জন্য তিনি পরিষদের নিকট দাবী পেশ করেছেন। গণতান্ত্রিক সমাজে এরূপ করার অধিকার আছে বলেই যে, মাওলানা মওদূদী এসব করেছেন তা নয়। বরং মুসলিম বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ এবং জনপ্রিয় ইসলামী আন্দোলনের অগ্রদূত হিসেবে এরূপ করা তাঁর একটি বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল।

দেশবাসীর একটি অত্যন্ত যুক্তিসংগত দাবীকে সরকার নিতান্ত জিদের বশবর্তী হয়ে কোন কারণ ও যুক্তি প্রদর্শন না করে প্রত্যাখ্যান করেছিল। সরকারের এই মারাত্মক ভ্রান্ত নীতির দরুন দেশে সর্বাত্মক ধ্বংস, বিপর্যয় ও প্রলয় কাণ্ড ঘটেছিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে অকাট্য যুক্তির সাহায্যে সরকারের কর্মনীতির ভুল প্রমাণিত করা কি করে অনুচিত হতে পারে? সরকার যখন ভুল করছিল, তখন সে ভুল তাকে কেউ যেন ধরিয়ে না দেয়–এইকি সরকারের অভিপ্রায় ছিল? সরকার সম্পূর্ণ অন্যায় ও অসংগত পন্থায় এগুতে থাকলে, তাকে ন্যায় বিচার ও বুদ্ধিমত্তার কথা বলার মত কেউ না থাকাই কি সরকার চাচ্ছিল? তা হলে মাওলানা মওদূদীর মধ্যে আলোচনা, বিশ্লেষণ ও যুক্তি বিন্যাসের ক্ষমতা থাকার কি ফল হতো? ব্যাপক ধ্বংস স্রোতের প্রতিরোধ করার জন্য যখন তাঁর চিন্তাশক্তি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা প্রয়োগ করা

www.pathagar.com

একান্ত অপরিহার্য বিবেচিত হয়েছিল, ঠিক তখনি তার সদ্ব্যবহার করে বিষয়টির অন্তর্নিহিত তত্ত্ব কথা দেশবাসীকে বুঝিয়ে দেয়া তাঁর মত একজন দায়িত্ববোধ সম্পন্ন চিন্তাবিদ ও জননেতার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল।

মাওলানা মওদূদী দেশবাসীর আশা-আকাংখার প্রতিধ্বনি করে যে নিয়মতান্ত্রিক দাবী পেশ করেছিলেন তা মঞ্জুর করার জন্য কোন সময় কোন নিয়মতন্ত্র বিরোধী পন্থা অবলম্বন করেননি। কোন উদ্দেশ্য ও দাবী সত ও নিয়মাতান্ত্রিক হওয়া এবং তা পূরণের জন্য চেষ্টা করার পন্থা অসত ও অনিয়মতান্ত্রিক হওয়া-এদুটি সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী বিষয়। মাওলানা মওদূদীর এটা একটা বৈশিষ্ট্য যে, তিনি সত ও নিয়মতান্ত্রিক কাজ কখনো অসত ও অনিয়মতান্ত্রিক পন্থায় করেন না এবং কোন দিন করেছেন বলে কোন প্রমাণও নেই। তিনি সত ও নিয়মতান্ত্রিক কাজ সত ও নিয়মতান্ত্রিক পন্থায়ই করার পক্ষপাতি। তিনি শুধু নীতিগতভাবেই নন, বরং বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিটি কাজে এ পর্যন্ত এই নীতি প্রয়োগ করে আসছেন।

এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনে মাওলানা মওদূদী জনগণের যুক্তিসঙ্গত দাবী পূরণের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করার জন্য নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় চেষ্টা করেছেন। আবার জনগণের উচ্ছৃংখল কার্যকলাপের প্রতি কটাক্ষ করে তাদের নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় পরিচালিত করারও চেষ্টা করেছেন। তিনি লাহোরের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বহু পূর্বেই তাঁর "কাদিয়ানী সমস্যা" নামক পুস্তকের পরিশেষে সরকারকে সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করে জনগণের দাবী মেনে নেয়ার জন্য চাপ দেন এবং উচ্ছৃংখলতা ও বিক্ষোভের বিরোধিতা করেন। এ জন্য তিনি সরকারকে দায়ী এবং সতর্ক করে লেখেন ঃ

"আমাদের যুক্তি প্রমাণ দেশবাসীর খেদমতে পেশ করলাম। কারো নিকটে এর যুক্তি-সম্মত জবাব থাকলে তা অবশ্যই দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করা উচিত। আদৌ কোন যুক্তি প্রমাণ না দিয়ে কোন ব্যাপারে গোঁড়ামী, একগুয়েমী করা বড়ই বিচিত্র বোধ হচ্ছে।"

"......... এখন তাদের দেখা উচিত যে, মূল দাবীটি যুক্তিসঙ্গত কিনা? এবং জনমত এর সমর্থন করে কিনা? তা যদি সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তবে তা কোন গণতান্ত্রিক দেশে বাতিল করা সম্ভব নয়।".........."কিন্তু এ দাবী আদায়ের জন্য জনসাধারণ যে ধরনের বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে তা আদৌ শোভন নয় এবং এ দেশের শিক্ষিত সমাজ মোটেই তা সমর্থন করতে পারে না।"

www.pathagar.com

১৯৫২ সালের মে মাসে আহরারগণ যখন কাদিয়ানী সমস্যা সম্পর্কে আন্দোলনের সূচনা করে, তখন মাওলানা মওদূদী পরিচালিত জামায়াতে ইসলামী এই মত প্রকাশ করে যে, কাদিয়ানীদেরকে স্বতন্ত্র ও সংখ্যালঘু জাতি হিসেবে গণ্য করার দাবী মূলত ঠিক এবং যুক্তিসঙ্গত এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু দেশের প্রধান ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা শাসনতন্ত্র রচনার সময় দেশবাসীকে কোন গৌণ ব্যাপারে লিপ্ত রাখা কোনক্রমেই সংগত হতে পারে না। কাজেই খাঁটি ও বিশুদ্ধ ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনা করাবার প্রচেষ্টায়ই এখন সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করতে হবে এবং এই শাসনতন্ত্রের মাধ্যমেই কাদিয়ানী সমস্যার সমাধান হওয়া আবশ্যক। জামায়াতে ইসলামীর মজলিসে শূরার ১৮ই জুলাইয়ের (৫২) প্রস্তাবে এই কথাই প্রকাশ করা হয়েছিল। ১৯৫২ সালের জুলাই মাসে আহরারগণ লাহোরে সকল ইসলামপন্থী দলের একটি কনভেনশন আহবান করে। জামায়াতে ইসলামীকেও এতে আমন্ত্রণ করা হয়। ফলে জামায়াতের পক্ষ থেকে মাওলানা মওদূদী এ কনভেনশনে যোগদানের জন্য মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী ও মালিক নাসরুল্লাহ খান আজীজকে প্রেরণ করেন। তাঁরা এ কনভেনশনে জামায়াতের নীতি ও দৃষ্টিকোণের বিশ্লেষণ করেন। এ কনভেশেনে পাঞ্জাবের জন্য একটি কর্মপরিষদ গঠিত হয় এবং এতে জামায়াতে ইসলামীকে দু'টি আসন দেয়া হয়। কিন্তু জামায়াত অথবা মাওলানা মওদূদীর পক্ষ থেকে কেউ এই সময়ে উক্ত কর্মপরিষদে যোগদান করেননি।

এই সময় মাওলানা মওদূদী লাহোরে এডভোকেট শেখ বশীর আহমদ, মৌলভী আবুল আতা জলন্ধরী এবং জনাব শামস্ সাহেব প্রভৃতি কাদিয়ানী নেতৃবৃন্দকে বিশেষভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, ইংরেজদের আমলে যে সব কথা বলা হয়েছে ও যে সব কাজ করা গিয়েছে, বর্তমান স্বাধীনতার যুগে তা চলতে পারে না। কারণ এখানকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা মুসলমান সংখ্যাগুরুর হাতে রয়েছে। কাদিয়ানী দল ও মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কের তিক্ততা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছবার পূর্বে দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার সংগে দুটি পন্থার মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করাবার জন্য মাওলানা মওদূদী উক্ত কাদিয়ানী নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে, কাদিয়ানীগণ নিজেদের আকীদা বিশ্বাস এমনভাবে সংশোধিত ও পরিবর্তিত করে নিন যাতে করে মুসলমানগণ তাদেরকে নিজেদের মধ্যে গণ্য করতে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা বোধ না করে। নতুবা কাদিয়ানীগণ নিজেরাই সাগ্রহে এক সংখ্যালঘুর মর্যাদা গ্রহণ করে অন্যান্য সংখ্যালঘুদের ন্যায় তাদেরও অধিকার

www.pathagar.com

লাভ করুন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কাদিয়ানী নেতৃবৃন্দ মাওলানা মওদূদীর এই পরামর্শ গ্রহণ করেননি।

মে মাস থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত পাঞ্জাবে যে ব্যাপক অশান্তি ও সর্বাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি হয় তা এবং মুলতানে গুলীবর্ষণের দুর্ঘটনাকে মাওলানা মওদূদী ও তাঁর দল জামায়াতে ইসলামী অত্যন্ত আশংকাজনক বলে মনে করেছেন। কারণ এরূপ অশান্তিকর পরিস্থিতিতে জনগণের মনে প্রবল অস্বস্তি ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি হতে থাকলে এবং গণআন্দোলনের গতি ধ্বংসাত্মক পথে তীব্রভাবে অগ্রসর হতে থাকলে দেশে ন্যায় নিষ্ঠ, শান্তিপ্রিয় ও বিজ্ঞানসম্মত আন্দোলনের পক্ষে কাজ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। এতদ্ব্যতীত কাদিয়ানী সমস্যার ন্যায় একটি গৌণ ব্যাপার যখন সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করে, তখন জনগণের লক্ষ্য ও তৎপরতা অনিবার্যরূপে মূল সমস্যা থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই সুযোগে কোন রূপ ভুল শাসনতন্ত্র বিরচিত হলে দেশবাসী তার অনিষ্ট ও কুফল অনন্তকাল পর্যন্ত ভুগতে থাকবে। এই উভয় দিক সম্পর্কে গভীর ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চিন্তা ও আলোচনা করার পর ১৯৫২ সালের আগস্ট মাসের প্রথম দিকে মাওলানা মওদূদী ও তাঁর দল ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবীর সংগে কাদিয়ানীদের সংখ্যালঘু ঘোষণার দাবীও যুক্ত করার সিদ্ধান্ত করেন। কাদিয়ানী সমস্যার সমাধানের জন্য জনগণের স্বতন্ত্রভাবে কোন প্রচেষ্টা চালাতে না দিয়ে এবং তাদের লক্ষ্য কেবল ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনার উপরই বদ্ধমূল রেখে তাদেরকে ধ্বংসাত্মক কর্মপন্থা থেকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ও প্রচেষ্টার দিকে আকৃষ্ট করাই ছিল এই সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য। এই সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণ করে মাওলানা মওদূদী যে গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দিয়েছিলেন তা ৫ই আগস্টের দৈনিক তাসনীম পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

আগস্ট মাসের শেষ দিকে কিংবা সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে পাঞ্জাব জমীয়তে ওলামায়ে ইসলামের নাজেম মাওলানা আবদুল হালীম, মাওলানা মওদূদীর সংগে সাক্ষাত করেন। তিনি বলেন যে, সর্বদলীয় কনভেনশন পাঞ্জাবের জন্য যে কর্ম পরিষদ গঠন করেছে, তাতে ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমের সাহায্যে কাদিয়ানী সমস্যার সমাধান করার পক্ষপাতী লোকদের সংখ্যা অত্যাধিক, আর যারা এই আন্দোলনকে ভুল পথে পরিচালিত করার সমর্থক নয়, তাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক কম। অতএব এই সময় কর্মপরিষদে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধি প্রেরণ করে শেষোক্ত দলকে শক্তিশালী করা এবং আন্দোলনকে সঠিক নিয়ন্ত্রিত করার জন্য তাঁদের সহযোগিতা করা একান্ত আবশ্যক। মাওলানা মওদূদী তাঁর এই কথার গুরুত্ব অনুভব করতে

www.pathagar.com

পেরে জামায়াতের পক্ষ থেকে দু'জন প্রতিনিধি প্রেরণ করলেন। এই প্রতিনিধিগণ কর্মপরিষদের শান্তিপূর্ণ নীতি সমর্থনকারীদের সংগে মিলে কয়েক বারই ভ্রান্ত ভাবপ্রবণতা ও ধ্বংসাত্মক মনোভাবের প্রতিরোধ করেছেন। ফলে আগস্ট মাস থেকে জানুয়ারী (৫৩) পর্যন্ত কাদিয়ানী সমস্যা সম্পর্কে কোন ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম গৃহীত হতে পারেনি। কাজেই শান্তি স্থাপন ও পরিবেশ সংশোধন করে নিয়মতান্ত্রিকতার প্রতিষ্ঠায় মাওলানা মওদূদীর যে অনেক দান রয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি করাচীতে সারা পাকিস্তানের একটি সর্বদলীয় মুসলিম কনভেনশন আহবান করা হয়। "খতমে নবুওয়াত" সংরক্ষণ সম্পর্কে সর্বদলীয় ভিত্তিতে বিচার বিবেচনা করাই ছিল এই কনভেনশনের উদ্দেশ্য। মাওলানা মওদূদীকেও এতে যোগদান করার আহবান জানানো হয়। কনভেনশনের সাবজেক্ট কমিটির সম্মুখে মাওলানা মওদূদী প্রস্তাব করেছিলেন যে, মূলনীতি রিপোর্টের সংশোধনী প্রস্তাবের সংগে আলেমগণ কাদিয়ানী সমস্যার নিয়মতান্ত্রিক সমাধানেরও প্রস্তাব করেছেন। অতএব এই একটি বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে কোন চেষ্টা বা আন্দোলন করার কোনই আবশ্যক নেই। বরং আলেমদের সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ স্বীকার করাবার উদ্দেশ্যে সব দলের পক্ষ থেকে যে চেষ্টা করা হবে, সেটাই অন্যান্য সব উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যও যথেষ্ট হবে। দীর্ঘ আলোচনা ও বিতর্কের পর সাবজেক্ট কমিটিতে মাওলানা মওদূদীর এ প্রস্তাব বাতিল করে দেয়া হয়।

এরপর কনভেনশনের সম্মুখে মাওলানা মওদূদী সারা পাকিস্তানের জন্য একটি কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ গঠন করার এবং 'খতমে নবুওয়াত' সংরক্ষণ সম্পর্কে কর্মসূচী রচনা করার সমগ্র অধিকার তাঁর হাতেই সোপর্দ করার জন্য আর এক প্রস্তাব পেশ করেন। তাঁর এই প্রস্তাব মঞ্জুর করা হয় এবং তখনি পনেরো জন সদস্য বিশিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ গঠন করা হয়। এদের মধ্যে আটজন সদস্য তখনি নির্বাচিত হন। মাওলানা মওদূদীও তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন।

কিন্তু ২১শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এই কর্মপরিষদের কোন অধিবেশনই আহবান করা হয়নি। এই পরিষদে আরো যে সাতজন নিযুক্ত করার কথা ছিল, তাও করা হয়নি। এর অর্থ এই যে, কর্মপরিষদ পূর্ণরূপে গঠিতই হয়নি। অথচ কনভেনশনের উদ্দেশ্য অনুসারে কাজ করার জন্য কর্মসূচী রচনা করার একমাত্র অধিকার প্রস্তাবিত পূর্ণ কর্মপরিষদেরই ছিল, অন্য কারো নয়। অতএব ১৭ই জানুয়ারী থেকে ২৬শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কনভেনশনের কোন

www.pathagar.com

সদস্য দল যা কিছু করেছে, তা সবই নিয়মতন্ত্রের বিপরীত হয়েছে এবং তার সংগে মাওলানা মওদূদীর কোন সম্পর্ক নেই। ২৩শে জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যে প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেছিল, তা কয়েকটি দলের নিজস্ব গড়া ছিল, কনভেনশন কিংবা কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ তা গঠন বা প্রেরণ করেনি। এই প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রীকে এক মাসের যে 'আলটিমেটাম' দিয়েছিল এবং একমাস কাল গত হওয়ার পর প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করার কথা ঘোষণা করেছিল—এইসব করার অধিকারই তাঁকে কেউ দেয়নি। তারপর পাঞ্জাবে প্রত্যাবর্তন করে এই দলসমূহ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের যে প্রস্তুতি শুরু করেছিল, তা সবই কনভেনশনের সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল।

মাওলানা মওদূদী এই সব উচ্ছৃংখলতা ও অনিয়মতান্ত্রিকতার তীব্র প্রতিবাদ করলেন এবং পাঞ্জাব কর্মপরিষদের অধিবেশনে তাঁর এ সম্পর্কীয় যাবতীয় অভিযোগ লিখে মালিক নাসরুল্লাহ খান আজীজের মারফতে পাঠিয়ে দিলেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারী মাওলানা মওদূদীর নির্দেশে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী ঘোষণা করলেন যে, পাঞ্জাব কর্মপরিষদের পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য প্রতিজ্ঞাপত্রসমূহে যে স্বাক্ষর নেয়া হচ্ছে, তাতে জামায়াতের কোন সদস্য যেন দস্তখত না করেন এবং কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ কর্তৃক মঞ্জুরী দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোন কর্মসূচী যেন আদৌ কবুল না করেন।

মাওলানা মওদূদী বার বার চাপ দেয়ায় ২৬শে ফেব্রুয়ারী করাচীতে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের প্রথম অধিবেশন হয়। মাওলানা মওদূদীর পক্ষ থেকে সুলতান আহমদ সাহেব এতে যোগদান করেন। তাঁর মারফতে মাওলানা মওদূদী এই প্রসংগের যাবতীয় অনিয়মতান্ত্রিকতার অভিযোগ বিস্তারিতভাবে লিখে উক্ত অধিবেশনে পাঠালেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অনিয়মতান্ত্রিক কর্মসূচী বাতিল করারও দাবী জানালেন। সুলতান সাহেবকে মাওলানা মওদূদী এই নির্দেশও দিয়েছিলেন যে, তাঁর উক্ত দাবী গৃহীত না হলে তিনি যেন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ থেকে মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন। কিন্তু কার্যত সেখানে কর্মপরিষদকেই ভেঙ্গে দেয়া হয় এবং নতুন করে একটি প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। আর এই কমিটি দ্বিতীয় দিন থেকেই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করে দেয়। এই নতুন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কমিটিতে মাওলানা মওদূদীও ছিলেন না এবং জামায়াতে ইসলামীর কোন ব্যক্তিও ছিল না।

৪ঠা ও ৫ই মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশনেও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সংগে কোনরূপ সম্পর্ক না

www.pathagar.com

রাখারই সিদ্ধান্ত করা হয়। এই সময় মাওলানা মওদূদী পাঞ্জাবের সমগ্র জেলা জামায়াতের সকল কর্মীকে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেন। তারপর তিনি প্রত্যক্ষ সংগ্রামে জামায়াতের মাত্র দুজন সদস্যের যোগদানের সংবাদ পেয়ে সংগে সংগেই তাদেরকে জামায়াতে ইসলামী থেকে বের করে দেন।

৪ঠা ও ৫ই মার্চের মধ্যবর্তী রাত্রে মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ হাসান ও মাওলানা দাউদ গজনভী সাহেবের আনুকূল্যে তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনকে মাওলানা মওদূদী এক জরুরী তারবার্তা প্রেরণ করেন। এতে তিনি মন্ত্রী সাহেবকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, "পাঞ্জাবের অবস্থার পতন দ্রুততার সাথে ঘটছে। এখনো যদি আলাপ-আলোচনা চালাবার অবকাশ থেকে থাকে, তবে আমাদিগকে তার সুযোগ দেয়া হোক।" কিন্তু মন্ত্রী সাহেব তাঁর তারবার্তার কোন জবাব দেয়ার কষ্টটুকু পর্যন্ত স্বীকার করেননি।

৫ই মার্চের তৃতীয় প্রহরে পাঞ্জাবের গভর্ণর জনাব চুন্দ্রীগড় লাট ভবনে এক কনফারেন্স আহবান করেন। এতে মাওলানা মওদূদীও যোগদান করেন। তিনি সেখানে তাঁর বক্তৃতায় গভর্ণরকে শান্তি স্থাপনের জন্য নিম্নোক্ত পন্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন ঃ

"এখন শান্তি স্থাপিত হওয়ার মাত্র দুটি পন্থাই হতে পারে, হয় শক্তি প্রয়োগে নিজ জাতিকে জোরপূর্বক দমন করুন, আর সে জন্য আমাদের সাহায্য আপনার মাত্রই আবশ্যক করে না। কিংবা আপনার জাতিকে সন্তুষ্ট করে শান্তি কায়েম করুন। শেষোক্ত কাজের একমাত্র উপায় এই হতে পারে যে, জনগণের দাবী সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করার পথ উন্মুক্ত করে দিন। এই পন্থা মনোনীত হলে আজ রাত্রেই রেডিও মারফত ঘোষণা করুন যে, প্রধানমন্ত্রী জনগণের দাবী সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করতে প্রস্তুত। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি-এইরূপ করলে ২৪ ঘন্টার মধ্যেই শান্তি স্থাপিত হবে।"

বলাবাহুল্য, সরকার মাওলানা মওদূদীর এই পরামর্শও গ্রহণ করেননি। উপরন্তু এই পরিস্থিতিতে ৬ই মার্চ দ্বিপ্রহরে সামরিক আইন জারি করা হয়। এই সময় ১০ই মার্চ এডভোকেট খাজা নজীর আহমদের সংগে মাওলানা মওদূদীর সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি এডভোকেট সাহেবকে বলেছিলেন যে, তিনি নিজে গিয়ে মির্জা বশীর উদ্দীন মাহমুদের সংগে সাক্ষাৎ করুন এবং তাঁকে বলুন যে, তিনি যদি বাস্তবিকই মুসলমানদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন

www.pathagar.com

হতে না চান বরং তাঁর জামায়াতকে মিল্লাতে ইসলামিয়ার একটি অংশ হিসেবেই তিনি রাখতে চান। তবে তিনি যেন সুস্পষ্ট ভাষায় নিম্নলিখিত কথাগুলো ঘোষণা করেন ঃ

"তিনি হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) কে এই অর্থে খাতামুন্নাবীয়ীন বলে স্বীকার করেন যে, তাঁর পর আর কোন নবী কিংবা এমন কোন মর্যাদায় অভিষিক্ত বলে মনে করেন না যাতে তাঁকে না মানলে কাকেও কাফের হতে হয়। আর এ কথাও ঘোষণা করুন যে, তিনি সমস্ত অ-আহমদী মুসলমানকে মুসলমান মনে করেন, তাদের জানাযার নামায পড়া, তাদের ইমামের পেছনে নামায পড়া এবং তাদের নিকট মেয়ে বিবাহ দেয়া আহমদীয়দের জন্য সম্পূর্ণ জায়েয মনে করেন।"

মির্জা বশীরুদ্দীন উক্ত কথাগুলো সেই দিনই ঘোষণা করলে সমস্ত হাংগামা অনতিবিলম্বেই বন্ধ হয়ে যাবে বলে মাওলানা মওদূদী নজীর আহমদ সাহেবকে দৃঢ়তার সঙ্গে আশ্বাস দিয়েছিলেন। নজীর আহমদ সাহেব মাওলানা মওদূদীর উক্ত কথা নিয়ে গভর্ণর চুন্দ্রীগড়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। গভর্ণর সাহেব মাওলানা মওদূদীর উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করে তাঁর সাথে নিজ থেকে আরো কয়েকটি কথা যোগ করে দিয়েছিলেন। তারপর এই প্রস্তাব নিয়ে নজীর আহমদ সাহেব স্বয়ং মির্জা সাহেবের সংগে এ সম্পর্কে আলোচনা করেন। মির্জা সাহেব তাঁর মজলিসে শূরা আহবান করে এ সম্পর্কে বিবেচনা করবেন বলে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই মাওলানা মওদূদীকে গ্রেফতার করে তাঁর কোর্ট মার্শাল করা হয় এবং তাঁকে প্রথমে মৃত্যুদণ্ড ও পরে চৌদ্দ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দণ্ডিত করা হয়। সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান ও শান্তি স্থাপনের জন্য গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ও প্রচেষ্টার প্রতিদানে সরকার ইসলামী আন্দোলনের অগ্রদূত মাওলানা মওদূদীকে এই কঠিনতম শাস্তি দান করে জাতির ইতিহাসে এক কলংকময় অধ্যায় সৃষ্টি করেছে।

মওদূদীর অপরাধ

পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের ধ্বজাধারী ক্ষমতাসীন দলের দৃষ্টিতে মাওলানা মওদূদীর মূল অপরাধ হচ্ছে এ দেশে ইসলামী জীবনাদর্শ ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য তাঁর আপোসহীন সাধনা ও সংগ্রাম। তাঁর বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক আনীত মামলা সম্পর্কে আলোচনা করলেই এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

www.pathagar.com

মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১৫৩ এবং ১২৪ নং ধারা অনুযায়ী সামরিক আদালতে মামলা দায়ের করা হয়। এ দু'টি ধারায় জনগণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উত্তেজিত করার অপরাধ উল্লেখ রয়েছে। মামলায় 'কাদিয়ানী সমস্যা' নামক পুস্তিকা রচনা এবং সংবাদপত্রে দু'টি বিবৃতিদানকে মাওলানা মওদূদীর অপরাধ উল্লেখ করা হয়। ১৯৫৩ সালের ৬ই মার্চ লাহোরে সামরিক আইন জারি করা হয় এবং কয়েক দিনের মধ্যে পরিস্থিতি আয়ত্বে এসে যায়। তারপর শান্ত পরিস্থিতিতে ২৮শে মার্চ মাওলানা মওদূদীকে গ্রেফতার করা হয় এবং ৩৭ দিন পর ৫ই মে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। গ্রেফতারীর তারিখ থেকে মামলা দায়ের করার দুদিন আগ পর্যন্ত মোট ৩৬ দিনের মধ্যে তাঁকে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অপরাধ সম্পর্কে কিছুই জানান হয়নি এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে উক্ত ধারাদ্বয় অমান্য করার উত্থাপিত অপরাধের কোন তদন্তও করা হয়নি। বরং লাহোর শাহী কেল্লায় মাওলানা মওদূদীকে জামায়াতে ইসলামীর আর্থিক আয়ের উপায় ও উৎস, বায়তুলমালের হিসেব নিকেশ এবং কোন গোপন সাহায্য লাভ সম্পর্কে নানা প্রকার প্রশ্ন করা হয়। এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, যে অপরাধের কথা উল্লেখ করে মামলা দায়ের করা হয়, তাই যদি তাঁর সত্যিকার অপরাধ হয়ে থাকে তবে ৩৭ দিন পর্যন্ত তা জনসাধারণ অথবা স্বয়ং মাওলানা মওদূদীকে না জানিয়ে গোপন রাখার কি কারণ ছিল? এই বিলম্বের পেছনে কোন রহস্য ছিল বলে ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। এতে মাওলানা মওদূদীর বিবৃতির সত্যতা প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন ঃ "প্রকৃতপক্ষে অন্য কোন অপরাধে অপরাধী করাই ছিল উদ্দেশ্য, কিন্তু প্রাণপণে চেষ্টা করেও যখন তদন্তকারীগণ কোথাও কোন কিছু পেলেন না, তখন শেষ পর্যন্ত কি অপরাধ পেশ করা যায়, তা আবিষ্কার করার জন্য অনুসন্ধান চলতে লাগল।"

এই সময় ৪ঠা মে (১৯৫৩) সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক খবরে জানা গেল যে, তদানিন্তন গভর্নর জেনারেল জনাব গোলাম মুহাম্মাদ সাহেব ৩রা মে হঠাৎ লাহোর পৌছেছেন। এ খবরে জনসাধারণ সামরিক আইনের অবসান হবে বলে আশা করেছিল, কিন্তু তারা জানতে পারল যে, ৫ই মে (১৯৫৩) থেকে মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে সামরিক আইনেরই অধীনে সামরিক আদালতে মামলা শুরু করা হবে। ৫ই মে গভর্ণর জেনারেল করাচীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ৯ই মে তাঁর পক্ষ থেকে এক অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। এ অর্ডিন্যান্সের বলে সামরিক আদালতকে আইনগত অধিকার দেয়া হয় যে, সে সামরিক আইন জারির পূর্বঘটিত অপরাধেরও শুনানি গ্রহণ করতে পারবে। এরূপ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে দেশের কোন আদালতে আবেদন করা চলবে না।

www.pathagar.com

তবে একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই এ সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করতে পারবে। ৯ই মে মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে আনীত মামলার শুনানি শেষ হয়ে গেল। ১১ই মে দিনগত রাত্রে মাওলানা মওদূদীকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ জানান হল এবং পরে এ আদেশ পরিবর্তিত করে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

লাহোরে ৬ই মার্চ (১৯৫৩) সামরিক আইন জারি করা হয়। মাওলানা মওদূদীর রচিত "কাদিয়ানী সমস্যা" তার পূর্বেই প্রকাশিত হয়। তাঁর বিবৃতিদ্বয়ও ২৭শে ফেব্রুয়ারী এবং ৫ই মার্চ প্রেসে দেয়া হয়েছিল। কাজেই তাঁর বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করার দরকার হয়ে থাকলে তা সিভিলকোর্টে করা উচিত ছিল। কারণ এ দু'টি কাজ সামরিক আইন জারির পূর্বেই করা হয়েছিল।

'কাদিয়ানী সমস্যা' নামক পুস্তিকা রচনা এবং সংবাদপত্রে দু'টি বিবৃতিদানই যদি মাওলানা মওদূদীর অপরাধ হয়ে থাকে তবে তা গোপন রেখে জামায়াতে ইসলামীর বায়তুলমালের টাকা পয়সা হিসেব করা এবং অন্যান্য কাগজপত্র হস্তগত করার পেছনে সরকারের অন্য কোন দুরভিসন্ধি ছিল বলে ধারণা করা অমূলক নয়।

'কাদিয়ানী সমস্যা' নামক পুস্তিকাখানি উর্দু, ইংরেজী, সিন্ধি, গুজরাটি, আরবী ও বাংলা ভাষায় কয়েক সংস্করণে লাখ লাখ সংখ্যা দেশে ও বিদেশে প্রচারিত হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু সরকার পাকিস্তানের কোথাও এই বইখানিকে আপত্তিকর বলে ঘোষণা করেনি। এমনকি সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষ এই বইখানির সমস্ত মওজুদ সংখ্যা হস্তগত করে পূংখানুপুংখভাবে পর্যালোচনা করেও এ থেকে আপত্তিকর কোন কিছু বের করতে পারেননি। বরং সমস্ত বইগুলো তারা ফেরত দেন এবং তা তাঁদেরই চোখের সামনে ব্যাপকভাবে খোলা বাজারে বিক্রয় করা হয়।

মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে যে দু'টি বিবৃতি দানের অভিযোগ করা হয়েছে। তা সামরিক আইন জারির পূর্বেই শুধু দৈনিক 'তাসনীম" পত্রিকাই নয়, বরং লাহোর ও করাচীর অন্যান্য সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু মামলা দায়ের করা হয়েছে শুধু জামায়াতে ইসলামীর মুখপত্র দৈনিক "তাসনীমের" বিরুদ্ধে।

মাওলানা মওদূদী, মালিক নাসরুল্লাহ খান আজিজ ও সাইয়েদ নাকী আলীর বিরুদ্ধে তো "কাদিয়ানী সমস্যা" নামক বই রচনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনার দায়ে মামলা দায়ের করা হয়, কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর অন্যান্য বহু নেতৃবৃন্দ ও কর্মীগণকে কোন্ অপরাধে গ্রেফতার করা হয়, তা আজ পর্যন্তও প্রকাশ করা

www.pathagar.com

হয়নি। জামায়াতের কতিপয় দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দকে ৪৮ ঘন্টার জন্য মুক্তিদানের পর কোন্ কারণে পুনরায় গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পেশ না করে সামরিক আইনের অবসানের পরও বহুদিন পর্যন্ত কেন তাঁদেরকে জেলে আটক রাখা হয় তা এ পর্যন্তও জানান হয়নি।

উল্লেখিত তথ্যসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে দেশবাসী যুক্তিসংগতভাবেই এই ধারণা পোষণ করে যে, 'কাদিয়ানী সমস্যা' নামক পুস্তিকা রচনা এবং বিবৃতিদান অথবা ক্ষমতাসীন দলের সমালোচনা করা মাওলানা মওদূদীর কোন অপরাধ নয়। তারা জানে এবং বিশ্বাস করে যে, মাওলানা মওদূদীকে মূলত ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার দাবী ও আন্দোলন করার অপরাধেই (?) রাজনৈতিক প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে উক্ত শাস্তি দেয়া হয়। তারা বুঝতে পেরেছে যে, মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে কোন সিভিল আদালতে মামলা দায়ের করে এবং সুপ্রিম কোর্টে সামরিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন করার অধিকার দিয়ে তাঁকে অপরাধী সাব্যস্ত করা এবং উক্ত শাস্তিদান করা সরকারের পক্ষে মোটেই সম্ভবপর নয় বলেই এরূপ ষড়যন্ত্রমূলক পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। তারা মাওলানা মওদূদীকে নিরপরাধী ও নির্দোষ বলে দৃঢ় বিশ্বাসী। ফলে উক্ত শাস্তিকে স্পষ্ট যুলুম অত্যাচার আখ্যা দেয়া হয়। তাই তারা এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন পন্থায় তাদের ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করে মাওলানা মওদূদীর মুক্তির জন্য প্রচণ্ড দাবী ও আন্দোলনের ঝড় তুলে দেশে ও বিদেশে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। অবশেষে ১৯৫৫ সালে পাঞ্জাব হাইকোর্টের এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাওলানা মওদূদী মুক্তিলাভ করেন।

তথ্যপঞ্জি

১. কাদিয়ানী মাসআলা আওর উছকে ওসূলী ওমরানী ও সিয়াসি পাহ্লু — মওদূদী

২. কাদিয়ানী সমস্যা — ”

৩. খতমে নবুয়াত — ”

৪. তদন্ত আদালতে মাওলানা মওদূদীর বিবৃতি

৫। Analysis of the Munir Report

৬. দৈনিক তাসনীম

৭. সাপ্তাহিক এশিয়া

৮. জাহানে নও

প্রথম সংস্করণ ঃ রচনাকাল–১৯৬৪

[অগাধ জ্ঞানের অধিকারী মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী ১৯৯২ সনের ৬ই মে ইনতিকাল করেছেন।]

www.pathagar.com

মাওলানা মাদানীর 'যুক্ত জাতীয়তা ও ইসলাম' : ঐতিহাসিক সংকট নিরসনে যুবক মওদূদী

—মুহাম্মদ নূরুয্যামান

কংগ্রেসপন্থী ওলামার কঠোর সমালোচনার পরও মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী কংগ্রেসের যুক্ত জাতীয়তাবাদ তথা নতুন দ্বীনে ইলাহীর সমর্থন প্রত্যাহার করলেন না। বরং তিনি সেকুলার এবং ইসলাম বিরোধী হিন্দু-মুসলিমের সম্মিলিত ও অখণ্ড জাতীয়তাবাদের পক্ষে একখানা পুস্তক প্রণয়ন করেন। 'যুক্ত জাতীয়তা ও ইসলাম' এ শিরোনামে লিখিত পুস্তকে মুহতারাম মাওলানা মাদানী কুরআন হাদীস থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করে গান্ধী নেহরুর প্রতিপাদ্য বিষয় ইসলাম সম্মত এ কথা প্রমাণ করার বৃথা প্রচেষ্টা করেন। তার ব্যক্তিত্ব তার মাদ্রাসার গুরুত্ব এবং পীর হিসেবে সারা দেশে তার মর্যাদার প্রেক্ষাপটে তার প্রণীত পুস্তক সারা ভারতের মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হক্কানী ওলামায়ে কেরাম তার পুস্তক পাঠ করে হতভম্ব হন। অগণিত মানুষ তার পুস্তক গ্রহণ করতে পারছিলেন না। এবং তার প্রতিবাদ করার উপায় উপকরণ খুজে পাচ্ছিলেন না। অধিকন্তু মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী প্রণীত পুস্তকের প্রতিবাদ করার অর্থ হলো এক দুনিয়ার প্রতিবাদ ও সমালোচনা মোকাবেলা করার জন্য নিজেকে সর্বদা প্রস্তুত রাখার মত মানসিক শক্তির অধিকারী হতে হবে। মাওলানা মওদূদী এ দায়িত্ব পালন করার জন্য সামনে এগিয়ে এলেন। তিনি তাঁর যুগের অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের অনুসৃত অন্ধ তকলীদের নীতি পরিত্যাগ করলেন। বুজুর্গ মুরব্বীদের ভুল-ভ্রান্তির সমালোচনা করাও এক ধরনের ভ্রান্তি—এ ধরনের মন-মানসিকতা দীনী মহলের সুস্থ ও সাবলিল গতিকে খর্ব করে দিয়েছিল। মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী একমাত্র দীনী দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য যুক্ত জাতীয়তাবাদ ও ইসলাম গ্রন্থের সমালোচনা করলেন। তিনি খুব ভালভাবে জানতেন এ কাজের দরুন কংগ্রেসপন্থী জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের এক বিরাট দল তার বিরোধী হয়ে যাবেন। কিন্তু মাওলানা মওদূদী তার কোন পরোয়া করলেন না। যিনি তার সারা জীবনকে ইসলামের জন্য ওয়াকফ্ করে দিয়েছেন তিনি এ বিরোধিতাকে

www.pathagar.com

কেন ভয় করবেন? আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা যার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য তাঁকে কোন্ শক্তি বাধা দিতে পারে? মাওলানা মওদূদী মুহতারাম হোসাইন আহমদ মাদানীর পুস্তকের সমালোচনা করে ঐতিহাসিক সংকট ও বিপদ থেকে ইসলামকে রক্ষা করলেন এবং কংগ্রেসপন্থী আলেমদের মুখ চিরদিনের জন্য এ ব্যাপারে বন্ধ করে দিলেন বটে কিন্তু তার নিজের জন্য ডেকে আনলেন এক দুনিয়ার বিপদ। ন্যায়–ইনসাফের দাবী ছিল যে, ভুলকে ভুল হিসেবে স্বীকার করা এবং যিনি কুরআন হাদীসের অকাট্য যুক্তির দ্বারা ভুলভ্রান্তি চিহ্নিত করেছেন তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা আর তার কল্যাণের জন্য রবুল আলামীনের নিকট দোয়া করা। কিন্তু সেদিন ইসলামী সাহিত্য ও রাজনীতির ক্ষেত্রে যারা মাওলানার ক্ষুরধার লেখনীর নিকট পরাজয় বরণ করলেন এবং মুসলিম ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে যাদের সামান্যতম গুরুত্বও থাকল না তারা বা তাদের একাংশ মাওলানা মওদূদীকে নিজেদের ব্যক্তিগত শত্রু হিসেবে গ্রহণ করলেন এবং তার ইসলামী সাহিত্য সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলেন। যদিও সারা মুসলিম বিশ্বে মাওলানা মওদূদীর ইসলামী সাহিত্যকে স্বাগত জানান হয়েছে তবুও উপমহাদেশের অত্যন্ত নগণ্যসংখ্যক ফেরকা পরস্ত আলেম পূর্ব শত্রুতার জের ধরে তার গ্রন্থরাজী সম্পর্কে কাল্পনিক অভিযোগ উত্থাপন করে থাকেন।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী 'যুক্ত জাতীয়তা ও ইসলাম' শীর্ষক পুস্তিকার সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

"যুক্ত জাতীয়তা ও ইসলাম' শিরোনামে দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী প্রণীত একখানা পুস্তিকা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। একজন খ্যাতনামা আলেম এবং ভারতের সবচেয়ে বড় ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে তিনি যে মর্যাদার অধিকারী, তার প্রেক্ষাপটে আশা করেছিলাম যে, এ পুস্তিকায় 'জাতীয়তার' মত এমন গুরুত্বপূর্ণ জটিল বিষয়ে নির্ভেজাল তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে গবেষণা ও অনুসন্ধান চালান হয়েছে এবং এ বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভংগী পরিপূর্ণ ও যথাযথভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে যে, এ পুস্তিকা আমাদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা এবং লেখকের দায়িত্বপূর্ণ পদমর্যাদার চাইতে নিম্নমানের বলে প্রতীয়মান হয়েছে। আমরা বর্তমানে এমন একটা যুগ অতিক্রম করছি যখন অনৈসলামিক চিন্তাধারা চারদিক থেকে ইসলামী তত্ত্ব ও ভাবাদর্শের উপর আগ্রাসী থাবা বিস্তার করে রেখেছে এবং ইসলাম তার আপনজনের কাছেই অজানা অচেনা হয়ে যাচ্ছে। স্বয়ং মুসলমানদেরই এমন

www.pathagar.com

অবস্থা হয়েছে যে, তারা যথার্থ ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাবলী বিচার ও পর্যাবেক্ষণ করে না এবং জ্ঞানের স্বল্পতা হেতু তা করতেও পারে না। তাছাড়া জাতীয়তার ব্যাপারটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, ওটা সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে বুঝার উপরেই একটি জাতির অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। কোন জাতি যদি আপন জাতীয়তার মৌলিক নীতি ও বুনিয়াদী আদর্শকে ভিন্ন মতাদর্শের সাথে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে ফেলে, তাহলে সে জাতি আর আপন জাতীয় সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয় না। এমন নাজুক বিষয়ে লিখতে গিয়ে মাওলানা হোসাইন আহমদ সাহেবের মত ব্যক্তির আপন দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত ছিল। কেননা, তিনি নবীদের আমানতের রক্ষক। ইসলামী তত্ত্ব ও আদর্শ যখন জাহেলিয়াতের ধূলাবালিতে চাপা পড়ার উপক্রম হয় তখন তাকে পরিচ্ছন্ন ও স্পষ্ট করে তুলে ধরা তাঁর মত লোকদেরই কাজ। তাঁর এটা উপলব্ধি করা দরকার ছিল যে, এ গোমরাহীর যুগে তাঁর দায়িত্ব সাধারণ মুসলমানদের দায়িত্বের চেয়ে কঠিন। মুসলমানরা যদি পথভ্রষ্ট হয়, তাহলে তার দায়-দায়িত্ব সবার আগে এবং সবচেয়ে বেশী তার মত আলেমদের ঘাড়েই বর্তাবে। কিন্তু আমাদেরকে দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, মাওলানা সাহেবের এ গোটা পুস্তিকাখানিতে সে দায়িত্ববোধের কোনই প্রতিফলন ঘটেনি।"

তাত্ত্বিক দৃষ্টিভংগীর অনুপস্থিতি

একজন লেখকের লেখায় সর্বপ্রথম যে জিনিসটি অনুসন্ধান করতে হয় তা হলো তার দৃষ্টিভংগী। কারণ নিজের বিষয়বস্তুর সাথে তিনি কিরূপ আচরণ করবেন এবং কিরূপ ভুল বা নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌছবেন, তা পুরাপুরিভাবে তার দৃষ্টিভংগীর উপরই নির্ভর করে। সোজা ও বিশুদ্ধ দৃষ্টিভংগী এই যে, লেখক কেবল সত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত হবেন এবং আলোচ্য বিষয়কে তার স্বভাবগত ও প্রকৃত অবস্থায় বহাল রেখে তার আসলরূপটি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং এ বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান প্রক্রিয়া তাকে যে সিদ্ধান্তে পৌছিয়ে দেয় সে সিদ্ধান্তেই উপনীত হবেন। সে সিদ্ধান্ত কার পক্ষে পড়ে আর কার বিপক্ষে যায় তার কোন পরোয়া তিনি করবেন না। যে কোন আলোচনা ও গবেষণার স্বাভাবিক ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিভংগী এটাই। ইসলামী দৃষ্টিভংগীও এছাড়া অন্য কিছু নয়। ইসলামের মূল কথা হল-আল্লাহর জন্য কোন কিছুকে পছন্দ করা এবং আল্লাহর জন্যই কোন কিছুকে অপছন্দ করা।.....আর একটি দৃষ্টিভংগী এই যে, আপনার কারও সাথে শত্রুতা ও বৈরিতা রয়েছে। এ জন্য আপনি

www.pathagar.com

কেবল এমন তথ্যেরই সন্ধানে থাকেন যা আপনার শত্রুর বিরুদ্ধে যায়। এ ধরনের বক্র দৃষ্টিভংগী যত আছে, সবই সত্যের বিরোধী, অবস্তুনিষ্ঠ ও অতাত্ত্বিক। এরূপ দৃষ্টিভংগী অবলম্বন করে কোন আলোচনা চালালে তা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না। কোন আলেম ও পরহেজগার মানুষের পক্ষে এ ধরনের কোন দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা, এটা ইসলামী নয় জাহেলী দৃষ্টিভঙ্গী।

এখন আমাদের দেখতে হবে, মাওলানা সাহেব এ পুস্তিকায় কোন্ দৃষ্টিভংগী অবলম্বন করেছেন। স্বীয় আলোচনার শুরুতেই তিনি বলেন ঃ

"যুক্ত জাতীয়তার বিরোধিতা ও তাকে ধর্মবিরোধী আখ্যায়িত করা সংক্রান্ত যেসব ভ্রান্ত ধারণা প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে, তার নিরসন করা অত্যাবশ্যক। ১৮৮৫ সাল থেকে কংগ্রেস ভারতের জনগণের কাছে স্বাদেশিকতার ভিত্তিতে জাতিগত ঐক্য গড়ার আবেদন জানিয়ে অব্যাহতভাবে জোরদার সংগ্রাম করছে। তার বিরোধী শক্তিগুলো সেই আবেদন অগ্রহণযোগ্য, এমন কি অবৈধ ও হারাম সাব্যস্ত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের জন্য এ জাতিগত ঐক্যের চাইতে ভয়ংকর আর কিছু নেই, এ কথা সুনিশ্চিত। এ জিনিষটা ময়দানে আজ নতুন আবির্ভূত হয়নি। বরং ১৮৮৭ সাল বা তারও পূর্ব থেকে আবির্ভূত। বিভিন্ন শিরোনামে এর ঐশী তাগিদ ভারতীয় জনগণের মনমগজে কার্যকর করা হয়ে থাকে।" (পৃঃ ৫–৬)

এর কয়েক ছত্র পরে তিনি পুনরায় বলেনঃ

"অবশ্য যাদের বৃটেনের সাথে গভীর যোগসাজস রয়েছে অথবা যাদের মন মগজ বৃটিশ চিন্তাবিদদের যাদুর ক্রিয়ায় বশীভূত ও নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে তারা এটা গ্রহণ করবে বলে আশা করা যায় না।"

অতপর একটা দীর্ঘ আলোচনার উপসংহারে তিনি স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গীকে সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন এভাবে ঃ

"স্বদেশিকতার ভিত্তিতে ভারতবাসীর একক জাতি গঠন ইংল্যাণ্ডের পক্ষে কতখানি ভীতিপ্রদ, তা সুস্পষ্টভাবে জানা গিয়েছে অধ্যাপক শীলের নিবন্ধ থেকে যার উদ্ধৃতি আমরা প্রদান করেছি। এ থেকে জানা যায় যে, ভারতীয়দের মনে যদি এ যুক্ত জাতীয়তার মনোভাব অত্যন্ত দুর্বল আকারেও বদ্ধমূল হয়, তবে বৃটিশদের তাড়ানোর ক্ষমতা তাদের না থাকলেও শুধুমাত্র বিজাতীয়দের সাথে দহরম মহরম লজ্জাকর মনে করার কারণেই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটবে।"

www.pathagar.com

আরও কিছু দূর অগ্রসর হয়ে এক বিস্ময়কর মত প্রকাশ করেন, যা পড়ে যে কোন মানুষ স্তম্ভিত হয়ে যায় এবং ভাবে যে, এটা কি কোন পরহেজগার আলেমের লেখা হতে পারে?

তিনি বলেন, "জাতীয়তাবাদ যদি এমনই জঘন্যতম ও অভিশপ্ত জিনিস হয়ে থাকে, তাহলে যেহেতু ইউরোপ এটি ব্যবহার করে মুসলিম রাজাদের ও উসমানী খেলাফতের মুলোৎপাটন করেছে, সেহেতু মুসলমানদের উচিত ছিল এ অভিশপ্ত হাতিয়ার বৃটেনের মুলোচ্ছেদের জন্য ব্যবহার করা।" (পৃঃ ৩৮)।

একই আলোচনার মধ্যে মাওলানা মাদানী প্রথমে এ কথা স্বীকার করেন যে, বিগত দুই শতাব্দীতে মুসলিম সম্রাজ্যগুলোর যত ক্ষতিই হয়েছে কেবল ইউরোপ কর্তৃক ইসলামী ঐক্যের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানোর কারণেই হয়েছে। তাঁর ভাষায় "ইউরোপ মুসলমানদের মধ্যে বর্ণগত, বংশগত ও ভাষাগত বিভেদের সৃষ্টি করেছে" এবং তাদের মধ্যে এরূপ মনোভাবের জন্ম দিয়েছে যে, "জিহাদ ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্যে পরিচালিত হওয়া উচিত নয় বরং বংশগত ও ভৌগলিক উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত এবং ধর্মীয় ভাবধারাকে ভিতর থেকে বের করে দেয়া উচিত।" (পৃঃ ৩৫-৩৬) কিন্তু সত্যের এত কাছাকাছি এসে যাওয়ার পর আবার সেই বৃটিশ জুজু মাওলানার সামনে এসে দাঁড়ায় এবং তিনি বলেন ঃ

"পরিতাপের বিষয় যে, মুসলমানদের মধ্যে তখন এমন কোন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেনি যিনি তাদেরকে মুসলমানদের যুক্ত জাতীয়তার পক্ষে এবং ভৌগলিক, ভাষাগত এবং বংশগত, জাতীয়তাবাদ প্রত্যাখ্যানের উপদেশ দিতেন। অনুরূপভাবে ইউরোপের বই পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ও বাগ্মীদের সীমাহীন অপপ্রচারের সয়লাবও প্রতিহত করা হয়নি। এর ফলশ্রুতিতে ইসলামী আন্তর্জাতিকতাবাদ একটা বস্তাপচা মতবাদ হয়ে ধ্বংসের মুখে পতিত হল এবং মুসলিম দেশগুলো ইউরোপীয় জাতিগুলোর আগ্রাসনের সহজ শিকারে পরিণত হলো। এখন যখন মুসলমানদেরকে আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়া প্রভৃতি মহাদেশে টুকরো টুকরো করে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে তখন আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে, ইসলাম শুধু ইসলামী জাতীয় ঐক্যের শিক্ষা দেয় এবং তারা কোন অমুসলিম বা অমুসলিম গোষ্ঠির সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না আর কোন অমুসলিম জাতির সাথে মিলিত হয়ে যুক্ত জাতীয়তা গড়তে পারে না।" (পৃঃ ৩৬-৩৭)।

www.pathagar.com

হক ও বাতিলের মাপকাঠি

মাওলানা মওদূদী বলেন, "উল্লেখিত বক্তব্য থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে বুঝা যায় যে, মাওলানা সাহেবের দৃষ্টিতে একমাত্র বৃটেনই হক ও বাতিলের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বিষয়টিকে তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করছেন না। ফলে প্রকৃত তথ্য বিশুদ্ধভাবে তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে পারছে না। অনুরূপভাবে মুসলমানদের হীতাকাংখিতার দৃষ্টিকোণ থেকেও তিনি আলোচ্য বিষয়ের উপর দৃষ্টি দিচ্ছেন না। ফলে মুসলমানদের জন্য যা বিষময় তা তাঁর চোখে বিষময় প্রতিভাত হচ্ছে না। এ দুই দৃষ্টিকোণের পরিবর্তে তার কাছে কেবল বৃটেনের দুশমনীর দৃষ্টিকোণ প্রাধান্য লাভ করেছে। এ কারণে যে জিনিষটি বৃটেনের জন্য বিষ স্বরূপ বলে তিনি কোন রকমে জানতে পারেন, সেটি তাঁর কাছে অমৃতস্বরূপ প্রতীয়মান হয়। এখন কেউ যদি সে জিনিষটাকেই মুসলমানদের জন্য বিষস্বরূপ মনে করে তাহলে তাঁর মতে সেই ব্যক্তি বৃটেনের ক্রীড়নক সাব্যস্ত না হয়ে পারে না।..... বস্তুত আল্লাহর জন্য পছন্দ করা এবং আল্লাহর জন্য অপছন্দ করাকে ইসলামে সত্যের মানদণ্ড বা কষ্টিপাথর রূপে নির্ধারণ করা হয়েছে কেন, সে রহস্য এসব কথাবার্তা থেকেই বুঝা যায়।। আল্লাহর মধ্যস্থতা যদি মাঝখান থেকে সরে যায় এবং কোন জিনিষ যদি সরাসরি পছন্দ বা অপছন্দ হয়ে যায়, তাহলে সেখান থেকেই জাহেলী গোয়ার্তুমীর সীমা শুরু হয়ে যায়।"

"এ মানসিকতারই কারণে মাওলানা সাহেব নিজের বক্তব্যের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করার জন্য ইতিহাসের প্রসিদ্ধ ও সুস্পষ্ট ঘটনাবলীকেও সরাসরি অগ্রাহ্য করেন। ইউরোপে যখন মুসলমানদের মধ্যে ভৌগলিক, বংশীয়, ও ভাষাগত জাতীয়তাবাদের প্রচার চলছিল, তখন মুসলমানের মধ্য থেকে কেউ কি তার মোকাবিলায় রুখে দাঁড়ায়নি? টিপু সুলতান, জামাল উদ্দীন আফগানী, মুফতী মুহাম্মাদ আবদুহ, মোস্তফা কামাল মিশরী, আমীর সাকিব আর-সালান, আনোয়ার পাশা, জালান নূরী বে-, শিবলী নোমানী, সাইয়েদ সুলায়মান নাদভী, মাহমুদুল হাসান, মুহাম্মাদ আলী, শওকত আলী, আল্লামা ইকবাল—এসব মনীষীর কারও নামই কি মাওলানা শোনেননি? এদের কারও অবদান সম্পর্কে কি তিনি অবগত নন? এদের কেউ কি মুসলমানদেরকে হুশিয়ার করেননি যে, তোমাদেরকে ধ্বংস করার জন্য এ জাহেলী বিভেদমূলক মতবাদের বিস্তার ঘটান হচ্ছে? এ ধরনের ভ্রান্ত বক্তব্য প্রদানের কি প্রয়োজন ছিল? তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, সে সময় মুসলমানদের জাতীয় ঐক্য বৃটেনের স্বার্থের প্রতিকূল ছিল বলে সকল মুসলমান, বংশীয়, ভাষাগত

www.pathagar.com

ও ভৌগলিক, বিভেদ ছড়ানোর কাজে লিপ্ত ছিল। আর এখন ইসলামী ঐক্য বৃটিশ স্বার্থের অনুকূল বলে এক্ষুণি তার প্রচার শুরু হয়ে গেছে।"

বস্তুত সমগ্র পুস্তিকাখানিতে এ মানসিকতাই সক্রিয় দেখতে পাওয়া যায়। অভিধান, কুরআনের আয়াত, হাদীস, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সব কিছুকেই বিকৃত করে নিজের বক্তব্যকে সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আর নিজের সপক্ষে যা প্রয়োগ করা যায় না তা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। তা সে যতই বাস্তব ও অকাট্য সত্য হোক না কেন। এমন কি শাব্দিক মারপ্যাচের দ্বারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি, সাদৃশ্য বিহীন তুলনা এবং একটি ভ্রান্ত যুক্তির উপর আর একটি ভ্রান্ত যুক্তি দাঁড় করানোর অপচেষ্টা করতেও কুণ্ঠাবোধ করা হয়নি। একজন পরহেজগার আলেমের এহেন কীর্তি দেখে যে কোন মানুষ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে ভাবতে থাকে যে, একে কিভাবে আখ্যায়িত করা যায়।

দেশ থেকে জাতির উৎপত্তির উদ্ভট যুক্তি

মাওলানা বলেন ঃ "আমাদের যুগে দেশ থেকেই জাতির উৎপত্তি ঘটে থাকে।" অথচ এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন বক্তব্য। "মানব জাতির সমগ্র ইতিহাস থেকে এমন একটি নজিরও পেশ করা যাবে না যে, কেবল মাত্র দেশ থেকেই কোন জাতির সৃষ্টি হয়েছে। আজকের এ যুগেও পৃথিবীর সকল জাতি মাওলানার চোখের সামনে উপস্থিত। তিনি বলুন, এদের মধ্যে কোন জাতিটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সৃষ্টি? আমেরিকার নিগ্রো, রেড ইণ্ডিয়ান ও শ্বেতাঙ্গরা কি এক জাতি? জার্মানীর ইহুদী ও জার্মানরা কি এক জাতি? পোলাণ্ড, রাশিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রীস, চেকোশ্লাভাকিয়া, লিথুয়ানিয়া, ফিনল্যাণ্ড—এর কোথাও কি একই মাটির সন্তানরা একই জাতিভুক্ত হয়েছে? ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী ও জাপানে কি নিছক একই মাতৃভূমিতে জন্ম নেয়ার কারণে একক জাতীয়তা গড়ে উঠেছে? পৃথিবীর এখানে সেখানে ছড়িয়ে থাকা দেড় কোটিরও বেশী ইহুদী কি কোথাও ভৌগলিক জাতীয়তায় বিলীন হতে পেরেছে? ইউরোপের দেশে দেশে জার্মান, স্লাভ, সোরাভীয় প্রভৃতি সংখ্যালঘু জাতিসত্তা কি কোথাও ভৌগলিক জাতীয়তায় একাকার হয়ে গেছে? বাস্তবতাকে তো সর্বাবস্থায়ই বাস্তবতা বলে স্বীকার করতে হবে। এগুলোকে কেউ আপন খেয়াল খুশীর অধীনে আনতে পারবে না। আপনি ইচ্ছা করলে এ কথা বলতে পারেন যে, ভৌগলিক ভূখণ্ড থেকেই এখন জাতির উদ্ভব ঘটা উচিত। কিন্তু আপনি সাক্ষ্য প্রমাণের তোয়াক্কা না করেই জগতবাসীকে এ ভুল তথ্য জানানোর অধিকার কোত্থেকে পেলেন যে, আজকাল ভূখণ্ড থেকেই

www.pathagar.com

জাতির উৎপত্তি হচ্ছে? আপনার বক্তব্য যদি সত্য হয়ে থাকে তবে সে ব্যাপারে সাক্ষ্য, প্রমাণ উপস্থাপন করুন।"

অভিধান ও কুরআন থেকে ভ্রান্ত যুক্তি প্রদর্শন

এরপর মাওলানা সাহেব আরবী অভিধানের দিকে মনোনিবেশ করেন। তিনি যুক্তি দেখান যে, আরবী ভাষায় 'কওম' বা জাতি শব্দের অর্থ হলো 'পুরুষদের দল' অথবা 'পুরুষ ও মহিলাদের সমষ্টি' অথবা 'কোন ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন' অথবা 'শত্রুর দল'। তিনি তাঁর এ বক্তব্যের পক্ষে কুরআনের আয়াত থেকে প্রমাণ পেশ করেন। যেমন, যেসব আয়াতে কাফেরদেরকে কোন নবীর অথবা মুসলমানদের কওম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে তার অর্থ নবীর আত্মীয় স্বজন এবং শত্রু ভাবাপন্ন দল। অথবা কিছু সংখ্যক আয়াতে প্রথমোক্ত দুটো অর্থে কওম বা জাতি বলা হয়েছে। কিন্তু এ গোটা আলোচনায় মাওলানা সাহেব একটি বারও লক্ষ্য করলেন না যে, কওম বা জাতির আভিধানিক অর্থ বা প্রাচীন অর্থ এখানে প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। এখানে প্রতিপাদ্য বিষয় হলো জাতির আধুনিক পরিভাষাগত অর্থ। জওয়াহের লাল এবং ডক্টর সাইয়েদ মাহমুদ আরবী অভিধানের ভাষায় কথা বলেন না। কংগ্রেসের কার্যবিবরণীতে সেই প্রাচীন ভাষা ব্যবহৃত হয় না। তাদের ব্যবহৃত শব্দসমূহের আধুনিক প্রচলিত অর্থ যা সেই অর্থই তারা বুঝিয়েছেন এবং সেটাই বুঝান সম্ভব। আজকাল 'জাতি' এবং 'জাতীয়তা' এ দুটো শব্দ ইংরেজী Nation এবং Nationality শব্দদ্বয়ের প্রতিশব্দ এবং সমার্থক 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক'(International Relations) নামক গ্রন্থে লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) ঐ শব্দ দুটোর নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঃ

"জাতীয়তা বলতে এমন একটা জনসমষ্টিকে বুঝায়, যাদেরকে কতিপয় নির্দিষ্ট আবেগ ও অনুভূতি পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করে দেয়। এর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও প্রবলতম আকর্ষণযুক্ত আবেগ হলো দুটা ঃ একটি বংশগত অপরটি ধর্মীয়। কিন্তু একই ভাষাভাষী হওয়া, একই সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ অতীতের কোন জাতীয় কীর্তিতে বা দুর্যোগে সম অংশীদারিত্বের স্মৃতি, একই সামাজিক রসম রেওয়াজ এবং চিন্তার ঐক্য, উদ্দেশ্যের ঐক্য এবং আকাংখা ও অভিলাষের ঐক্য প্রভৃতি এক গোষ্ঠীভুক্ত হবার অনুভূতি সৃষ্টিতে অনেকখানি সহায়ক হয়ে থাকে। সংযোগ সৃষ্টিকারী এসব বৈশিষ্ট্য কখনও কখনও একই স্থানে একত্রিত হয় এবং ব্যক্তিসমূহকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত ও সংঘবদ্ধ করে রাখে। আবার কখনও বা এর মধ্য থেকে কোন

www.pathagar.com

কোনটি অনুপস্থিত থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাতীয়তা সেখানে উপস্থিত থাকে। পৃঃ-১১৭

'এনসাইক্লোপেডিয়া অব রিলিজিয়ন এণ্ড এথিক্স' এ জাতীয়তার সংজ্ঞা নিম্নরূপ দেয়া হয়েছে।

"জাতীয়তা সেই সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা সেই একাধিক বৈশিষ্টের নাম যা একটি মানবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সকল ব্যক্তির মধ্যে সমভাবে বিরাজমান থাকে এবং তাদেরকে পরস্পরের সাথে যুক্ত করে একক জাতিতে পরিণত করে। এ ধরনের প্রতিটি গোষ্ঠীতে এমন লোকদের সমাবেশ ঘটে থাকে, যারা বংশগতভাবে একই ধরনের ঐতিহ্য, একই ধরনের স্বার্থ, একই ধরনের আদত-অভ্যাস, রসম রেওয়াজ, ও রীতি-প্রথা এবং একই ভাষার অংশীদারিত্বের বন্ধনে পরস্পরের সাথে আবদ্ধ। এ সবের চাইতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ যে বন্ধন তাদের মধ্যে বিরাজ করে, সেটা এই যে, তারা পরস্পরকে উত্তমরূপে জানে ও বুঝে, বিনা ইচ্ছাতেই পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়ে থাকে এবং তাদের মধ্যে বিভিন্ন সূত্রে মৈত্রী ও বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয়। ভিন্ন জাতির লোক তাদের কাছে অজানা, অচেনা ও অপর বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা, তার মনোভাব ও আদত-অভ্যাস তাদের কাছে উদ্ভট লাগে এবং তার স্বভাব, মেজাজ, চিন্তা চেতনা, আবেগ ও ঝোঁক-প্রবণতা কোন কিছুই তারা সহজে বুঝে উঠতে পারে না। এ জন্য প্রাচীনকালে লোকেরা ভিন্ন জাতির লোককে সন্দেহের চোখে দেখত আর এ কারণে আজকের মার্জিত ও সুসভ্য লোকেরাও বিজাতীয় লোকদের চালচলন, রীতি-প্রথা ও আদত অভ্যাসকে আপন রুচীর বিরোধী ভেবে ভ্রুকুঞ্চিত করে থাকে।"

লর্ড ব্রাইস এবং ধর্ম ও নৈতিকতা সংক্রান্ত বিশ্বকোষের উদ্ধৃতি উপরে প্রদান করে মাওলানা মওদূদী মন্তব্য করেন ঃ

"এমন কথা কি বলতে পারবে যে, পবিত্র কুরআন উল্লেখিত অর্থে কাফের, মুশরিক ও মুসলমানদের একই জাতিতে সম্মিলিত হওয়া বৈধ করেছে? উল্লেখিত অর্থে মুমিন ও অমুমিনদেরকে নিয়ে এক জাতি গঠন করার জন্য কখনও কি কোন নবী দুনিয়ায় এসেছেন? তা যদি না হয় তাহলে নিরর্থক এ আভিধানিক প্রসঙ্গ কেন উথাপন করা হয়? ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে এক একটা শব্দের অর্থ বারবার পাল্টে যায়। কাল একটা শব্দ এক অর্থে ব্যবহৃত হত। আজ সেই শব্দ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। শব্দের ব্যবহারিক অর্থের এ পরিবর্তনকে উপেক্ষা করে আপনি যদি এটা প্রমাণ করার চেষ্টা

www.pathagar.com

করেন যে, কুরআনের বিধান অনুসারে কাফের ও মুসলমান মিলিত হয়ে এক জাতি গঠন করতে পারে তাহলে একে ভাষার গোলক ধাঁধা সৃষ্টির মাধ্যমে বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? প্রকৃতপক্ষে কুরআনের ভাষায় জাতীয়তার যে তাৎপর্য ছিল, তার সাথে ঐ শব্দের বর্তমান অর্থের কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের প্রাচীন ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ 'মাকরূহ' ও 'হারাম' এ দুটো শব্দে পরিভাষাগত কোনরূপ পার্থক্য করেননি এ জন্য অধিকাংশ স্থলে 'মাকরূহ' 'হারাম' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এখন নিষিদ্ধতার এ উভয় স্তরের জন্য 'আলাদা' পরিভাষার উদ্ভব হয়েছে। এমতাবস্থায় কেউ যদি কোন হারামকে পারিভাষিক অর্থে নিছক মাকরূহের পর্যায়ে ফেলেন এবং এর প্রমাণ হিসেবে প্রাচীন মনীষীদের কোন বক্তব্যের উদ্বৃতি দেন, তাহলে তাকে কি গোলক ধাঁধা সৃষ্টির প্রয়াস ছাড়া আর কিছু বলা যাবে? অনুরূপভাবে 'জাতীয়তা' শব্দটাও একটা পরিভাষায় পরিণত হয়েছে। এমতাবস্থায় মুসলমান ও কাফেরদের জন্য সম্মিলিত জাতীয়তা শব্দের প্রয়োগ এবং এর উপর আপত্তি উত্থাপনকারীর মুখবন্ধ করার জন্য এ শব্দের প্রাচীন প্রয়োগকে প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরা বিভ্রান্তিকর প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়।"

শাব্দিক গোলক ধাঁধা

আরও কিছু দূর অগ্রসর হয়ে মাওলানা সাহেব বলেন যে, মদীনা শরীফে রসূলুল্লাহ (সঃ) ইহুদী ও মুসলমানদেরকে নিয়ে এক জাতি গঠন করেছিলেন। এর প্রমাণ স্বরূপ তিনি হিজরতের অব্যবহিত পর রসূলুল্লাহ (সঃ) ও ইহুদীদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির উল্লেখ করেন। এ চুক্তিতে মাওলানা সাহেব এক জায়গায় এ মোক্ষম কথাটা পেয়ে গেছেন ঃ

وان يهود بنى عوف امة مع المؤمنين

বনী আওফের ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে একই উম্মতের শামিল, 'ইহুদী ও মুসলমানরা এক উম্মত হবে' এ উক্তিকে তিনি আজকের যুগে মুসলমান ও অমুসলমানদের নিয়ে সম্মিলিত জাতীয়তা গঠনের বৈধতার জন্য প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট মনে করে বসেছেন। কিন্তু এটাও একটা বিভ্রান্তিকর শাব্দিক বিকৃতি। আরবী অভিধানে উম্মত সেই জনসমষ্টিকে বলা হয়, যা কোন বিশেষ যুগ, স্থান, ধর্ম বা অন্য কোন জিনিষে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে একত্রিত হয়। এ প্রেক্ষাপটে যদি দুটো ভিন্ন জাতি কোন একটা যৌথ উদ্দেশ্য বা কর্মসূচীর উপর সাময়িকভাবে একমত হয়, তাহলে তাদেরকেও একটি উম্মত বলা চলে। প্রখ্যাত আরবী অভিধান 'লিসানুল আরবে' বলা হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

وقوله فى الحديث ان يهود بنى عوف امة من المومنين يريد انهم بالصلح الذى وقع بينهم وبين المومنين كجماعة منهم كلمتهم وايديهم واحدة -

"হাদীসে রসূল (সঃ) যে বনী আওফ গোত্রের ইহুদীদেরকে মুমিনদের সাথে একই উম্মতভূক্ত বলেছেন, তার তাৎপর্য এই যে, ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে যে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তার কারণে তারা মুসলমানদেরই একটি গোষ্ঠির মত হয়ে গেছে, যার ফলে তাদের উভয়ের কার্যকলাপ একই রকম।"

মাওলানা মওদূদী বলেন ঃ এ আভিধানিক উম্মতের সাথে আজকের পারিভাষিক যুক্ত জাতীয়তার মিল কোথায়? মদীনার সেই উম্মতকে আজকালকার রাজনৈতিক পরিভাষায় বড়জোর একটা সামরিক জোট (Military allaince) বলা যেতে পারে। সেটা ছিল একটা নিছক মৈত্রী চুক্তি। তার সারমর্ম ছিল যে, ইহুদীরা তাদের ধর্মের উপর বহাল থাকবে। ইহুদী ও মুসলমান উভয়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবকাঠামো থাকবে স্বতন্ত্র। তবে এক পক্ষ বাইরের কোন শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হলে উভয় জাতি মিলিতভাবে তার বিরুদ্ধে লড়াই করবে এবং সেই যুদ্ধে উভয় জাতি নিজ নিজ অর্থ ব্যয় করবে। দুই তিন বছরের মধ্যেই সেই চুক্তির অবসান ঘটে। চুক্তি লংঘনের জন্য মুসলমানরা কিছু ইহুদীকে নির্বাসিত করে। এর নামই কি যুক্ত জাতীয়তা? আলোচ্য যুক্ত জাতীয়তার সাথে কি তার কোন অর্থে মিল বা সাদৃশ্য আছে? সেখানে কি কোন যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হয়েছিল? সেখানে কি কোন যৌথ আইনসভা গঠিত হয়েছিল? এমন কোন সিদ্ধান্ত কি নেয়া হয়েছিল যে, ইহুদী ও মুসলমানেরা একই জনগোষ্ঠীর শামিল হবে? এবং জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে তারাই মদীনার শাসক হবে এবং তাদেরই পাশ করা আইন মদীনায় চালু হবে? সেখানে কি কোন যৌথ আদালত গঠিত হয়েছিল? সেখানে কি ইহুদী ও মুসলমানদের মামলা মোকাদ্দমা একই আদালতে ও একই আইনে নিষ্পত্তি হত? সেখানে কি কোন জাতীয় কংগ্রেস গঠন করা হয়েছিল যাতে ইহুদীদের নির্বাচিত সংখ্যাগুরু হাইকম্যাণ্ড ইহুদী ও মুসলমান জনগণকে পুতুলের মত হাতের উপর নাচাত? সেখানে কি কা'ব বিন আশরাফ এবং আবদুল্লাহ বিন উবাই রসূলুল্লাহর সাথে চুক্তি না করে সরাসরি মুসলিম জনগণের সাথে গণসংযোগ করতে এসেছিল? সেখানেও কি ওয়ারধা পরিকল্পনার মত কোন শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরী করে মুসলমান ও

www.pathagar.com

ইহুদী শিশুদেরকে একটা যৌথ সমাজ গড়ার জন্য প্রস্তুত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল এবং তাদেরকে কেবলমাত্র ইহুদীবাদ এবং ইসলামের সাধারণ নীতি কথাগুলোই শিক্ষা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল? সেখানে কি কোন আবু রাফে' সমগ্র মদীনাবাসীর জন্য কোন 'মন্দির পরিকল্পনা' তৈরী করেছিল। আর রসূলুল্লাহ (সঃ) কি সেই সব মন্দির কেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে মুসলিম শিশুদেরকে পাঠান অনুমোদন করেছিলেন?

মিথ্যা আরোপ

অতপর মাওলানা মওদূদী প্রশ্ন করেন, 'মাওলানা মাদানীর নিকট আমি প্রশ্ন করতে চাই যে, যুক্ত জাতীয়তাকে তিনি রসূলে খোদার মনোনীত ব্যবস্থা বলে দাবী করেছেন, তাতে আজকালকার যুক্ত জাতীয়তার উপাদানগুলোর মধ্য হতে কোন্ উপাদানটি বিদ্যমান ছিল? যদি তিনি কোন একটি উপাদানও দেখাতে পারেন এবং আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, তিনি তা দেখাতে পারবেন না। যদি তিনি দেখাতে না পারেন তাহলে মাওলানা সাহেব কি আল্লাহর কাছে জবাব দিহির ভয় করেন না? তিনি কি শুধু 'মুমিনদের একটি দল' বা 'মুমিনদের সহযোগী দল' এ শব্দ ক'টা রসূলুল্লাহর (সঃ) সম্পাদিত চুক্তিতে দেখে মুসলমানদেরকে বুঝাতে চান যে, যে ধরনের যুক্ত জাতীয়তা আজ কংগ্রেস গঠন করতে চাইছে অতীতে রসূলুল্লাহ সেই যুক্ত জাতীয়তা গঠন করেছিলেন? শব্দের আভিধানিক অর্থের উপর নির্ভর করে মাওলানা সাহেব নিজের বক্তব্য প্রমাণ করার চেষ্টা বেশ দক্ষতার সাথে করলেন। কিন্তু একটুও ভেবে দেখলেন না যে, হাদীসের যে শব্দের যে অর্থ স্বয়ং রসূলুল্লাহ গ্রহণ করেননি সে অর্থ গ্রহণ করা এবং সেটিকে রসূলের গৃহীত অর্থ বলে বানিয়ে দেয়া রসূল (সঃ)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করার শামিল। এ ব্যাপারে রসূল (সঃ) হুশিয়ার করেছেন ঃ যে স্বেচ্ছায় আমার উপর মিথ্যা আরোপ করে সে যেন দোযখে তার স্থান করে নেয়।

মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উল্লেখ করে তার নিবন্ধের একস্থানে দুঃখের সাথে উল্লেখ করেন যে, এসব প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপিত হয় না অথচ স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হলে তাতে অংশগ্রহণ করাকে 'হারাম, ধর্ম বিরোধী, ইসলামী নীতি ও আদর্শের পরিপন্থী এবং বিবেক-বুদ্ধির সাথে অসঙ্গতিশীল সাব্যস্ত করা হয়।'

www.pathagar.com

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী তার সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন, এটা হচ্ছে এক বাতিলের দ্বারা আর এক বাতিলকে প্রতিপন্ন করার নামান্তর। একটা পাপকে বৈধ ধরে নিয়ে সেই ছুতা দেখিয়ে একই ধরনের আরও একটি পাপকে মাওলানা সাহেব বৈধ সাব্যস্ত করতে চান। অথচ উভয়টিতেই অবৈধ-তত্ত্বের অভিন্ন উপাদান নিহিত। এ অভিন্ন উপাদান অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত উভয়টি অবৈধ থাকবে। সম্মানিত আলেম সমাজের কাছে আমি আমার এই স্পষ্ট উক্তির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী যে, তাদের একটি গোষ্ঠীর কাছে বিভিন্ন কাউন্সিল ও আইন সভার কাজে অংশগ্রহণকে একদিন হালাল এবং পরবর্তী দিন হারাম ঘোষণা করা একটা খেলায় পরিণত হয়েছে। কেননা, এগুলোকে হালাল ও হারাম ঘোষণা করা প্রকৃত সত্যের উপলব্ধির ভিত্তিতে হয় না বরং গান্ধীজীর ঠোঁট নাড়ার সাথে সাথেই তাদের ফতোয়া ঘুরপাক খায়। কিন্তু আমি ইসলামের অপরিবর্তনীয় বিধিবিধান ও মূলনীতির ভিত্তিতে বলতে চাই যে, আল্লাহ ও রসূল যে সব সমস্যা সম্পর্কে চূড়ান্ত ও অকাট্য সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছেন, সেসব সমস্যার সমাধান করা বা সে সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করার অধিকার যে প্রতিষ্ঠানের সংবিধানে মানুষকে দেয়া হয়েছে, সেই প্রতিষ্ঠানকে মেনে নেয়া মুসলমানদের জন্য চিরকালই পাপ ছিল, আজও পাপ এবং ভবিষ্যতেও তা পাপই থাকবে। এ পাপ আরও জঘন্য হয়ে দাঁড়ায় তখন, যখন এ ধরনের ক্ষমতার অধিকারী সামাজিক প্রতিষ্ঠানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে অমুসলিমদের এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিরংকুশভাবে সংখ্যাধিক্যের মতামতের উপর নির্ভরশীল থাকে।

উপসংহারে মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী কংগ্রেসের যুক্ত জাতীয়তাবাদের আন্দোলনের পক্ষে এভাবে অভিমত প্রকাশ করেন ঃ

কংগ্রেস নিজেও যে যুক্ত জাতীয়তাবাদ ভারতে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তার মধ্য দিয়ে ভারতবাসী ধর্ম, কৃষ্টি, সভ্যতা ও পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রে অনিষ্টকর কিছু করতে চায় না। শুধুমাত্র অভিন্ন স্বার্থ ও দেশের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলোর সাথে সম্পৃক্ত সমস্যাগুলোর সুরাহা করাই তার কাম্য।.......

অজ্ঞতা প্রসূত দুঃখজনক উক্তি

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী জনাব মাদানীর অজ্ঞতা প্রসূত দুঃখজনক উক্তির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, এ লেখা থেকে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বর্তমান নাজুক মুহূর্তে কি ধরনের

www.pathagar.com

অগভীর ও অসূক্ষ্ম ছবি এবং শিথিল মানসিকতা নিয়ে মুসলমানদের নেতৃত্ব করা হচ্ছে। যে সমস্যাবলীর উপর ৮ কোটি মুসলমানের সংস্কার ও বিকার, ভাল ও মন্দ নির্ভরশীল, যে সমস্যার সমাধানে সামান্য একটা ত্রুটিও মুসলমানদের ভবিষ্যত নৈতিক ও সামাজিক অবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে বিকৃত ও বিপর্যস্ত করে দিতে পারে, সেই সমস্যার সমাধানকে এমন হালকা ও সহজ কাজ মনে করা হয়েছে যে, একদল মানুষের তালাক ও উত্তরাধিকারের মসলা বলতে যতটুকু চিন্তাভাবনা ও পড়াশুনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয় এ সমস্যার সমাধানে তারও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়নি।

"উদ্ধৃত কথাগুলোর প্রতিটি শব্দ সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মাওলানা সাহেব জাতীয়তাবাদের পরিভাষাগত অর্থও জানেন না, কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি তাও বুঝেন না এবং মৌলিক অধিকারের তাৎপর্য নিয়েও তিনি কোন চিন্তা গবেষণা করেননি। তিনি এ সম্বন্ধে কোন খবর রাখেন না যে, যে সব সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ তিনি বারবার এত সরল মনে করছেন, তার ক্ষমতা ও কর্মের সীমা কোন্ কোন্ পথ দিয়ে সভ্যতা, সংস্কৃতি, আকীদা-বিশ্বাস ও নৈতিকতার গণ্ডীর মধ্যে প্রভাব বিস্তার করছে। আমি এটা যথাযথভাবে উপলব্ধি করেই বলছি যে, এমনকি এত পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান নিয়েও মাওলানা সাহেব সংস্কৃতি, সভ্যতা, পারিবারিক আইন, ইত্যাদি শব্দ যেভাবে প্রয়োগ করেছেন, তা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তিনি এ সবের অর্থ একেবারেই জানেন না। যারা মনে করেন সত্য মানুষ যাচাই-এর মাপকাঠি নয় বরং মানুষই সত্য যাচাই-এর মাপকাঠি, তাদের কাছে আমার এ স্পষ্টবাদিতা নিশ্চয়ই খারাপ লাগবে। তাই এর জবাবে আরও কয়েকটা গালি শুনবার জন্য আমি নিজেকে আগে থেকেই প্রস্তুত করে নিয়েছি। তবে আমি যখন দেখতে পাই যে, ধর্মীয় নেতৃত্বের মহিমান্বিত মসনদ থেকে মুসলমানদেরকে ভ্রান্ত পথ দেখান হচ্ছে, তাদেরকে নিশ্চিত জ্ঞানের পরিবর্তে আন্দাজ অনুমান ও কুসংস্কারের পেছনে পরিচালিত করা হচ্ছে এবং গর্ত ও খাদ পরিপূর্ণ পথকে সরল সোজা রাজপথ বানিয়ে সেই দিকে তাদেরকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে তখন আমি কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করতে পারি না। চেষ্টা করলেও এ ব্যাপারে ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা আমার নেই। সুতরাং আমার স্পষ্টবাদিতায় কেউ যদি নারাজ হয়ে যায় তবে হোক। সে জন্য আমার প্রস্তুত থাকা উচিত।

وافوض امری الی اللّٰه আল্লাহর হাতেই আমার কার্য কলাপ সোপর্দ করছি।"

www.pathagar.com

মাওলানা মওদূদী বলেন ঃ

মাওলানা সাহেবের এ পুস্তিকা প্রকাশ হবার পর নির্ভেজাল তাত্ত্বিক দিক থেকে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে পুংখানুপুংখ বিচার বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এ বিষয়ে ইসলামী ধ্যানধারণা এবং অনৈসলামী–তথা জাহেলী মতবাদের মধ্যে বিদ্যমান মৌলিক পার্থক্য পুরাপুরিভাবে সুস্পষ্ট করার প্রয়োজন রয়েছে যাতে ভুল ধারণা বশত দুটাকে যারা মিলিয়ে একাকার করে ফেলেছে তাদের ভুল ধারণা দূর হয় এবং তারা বুঝে শুনে এ দু'পথের যে কোন একটা গ্রহণ করতে পারে। এ কাজটি ওলামায়ে কেরামেরই করণীয় ছিল। কিন্তু তাদের শীর্ষস্থানীয় নেতারা পর্যন্ত যখন 'যুক্ত জাতীয়তা ও ইসলাম' জাতীয় নিবন্ধ প্রণয়নে ব্যস্ত এবং তাদের কেউ নিজেদের আসল দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে এলেন না, তখন বাধ্য হয়ে আমার মত নগণ্য লোককেই এ কর্তব্য পালন করার যিম্মাদারী নিতে হয়েছে। (তরজমানুল কুরআন–ফেব্রুয়ারী–১৯৩৯)

উপরের উদ্ধৃতি থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মাওলানা মওদূদী একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীর সমালোচনা করেছিলেন। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, তার এ মূল্যবান আলোচনা ও পর্যালোচনার ফলে উপমহাদেশে ইসলাম অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রাজনৈতিক অঙ্গনে ইসলামী চিন্তাধারা পুনপ্রতিষ্ঠা করে এক সুমহান দ্বীনী খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি নির্ভীক সেনাপতির ন্যায় চিন্তার জগতে একক যুদ্ধ করে তাগুতকে মারাত্মকভাবে ক্ষতবিক্ষত করে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করে দিয়েছিলেন। তিনি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে এলহাদের অবৈধ দর্পকে খর্ব করে দিয়েছিলেন। তিনি কুরআন ও হাদীসের যুক্তির তীর দিয়ে কংগ্রেসের নতুন দ্বীনে এলাহীর স্বপ্নসাধনা ভেংগে চুরমার করে দিয়েছিলেন। বস্তুত এটা ছিল তার এক বিরাট সাফল্য—এক সুমহান অবদান। তিনি চল্লিশ দশকের যুদ্ধ বিজয়ী সেনাপতি—ইসলামের সুমহান সন্তান। এ বিজয় ছিল এলহাদের বিরুদ্ধে তাওহীদের বিজয়, দ্বীনে এলাহীর বিরুদ্ধে দ্বীনে হকের সাফল্য, কংগ্রেসের যুক্ত জাতীয়তার বিরুদ্ধে মিল্লাতে ইবরাহীমীর সাফল্য।

www.pathagar.com

মাওলানা মওদূদীর (র) চিন্তাধারা ও যুব সমাজ

—আবদুল কাদের মোল্লা

এ লেখাটি কোন তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নয়। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাই এর ভিত্তি। এ জন্য মাঝে মধ্যেই আত্মজীবনীর মত কিছু কথা এসে যাবে। তাই পাঠকদের কাছে প্রথমেই মাফ চেয়ে নিচ্ছি।

অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র থাকা অবস্থায়ই প্রথমে সমাজতন্ত্রের কিছু বই আমার হাতে আসে। আমাদের এলাকায় পীরের সংখ্যা অনেক বিধায় ধর্ম ব্যবসায়ী হিসেবে তাঁদের প্রতি আমার ধারণা তেমন ভাল ছিল না। আর ইসলাম বলতে আমার অজ্ঞতার কারণে তাদের কার্যকলাপকেই বুঝতাম। তাই সমাজতন্ত্রের বিপ্লবী বক্তব্য বিশেষ করে ধর্মের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমালোচনায় আকৃষ্ট হয়ে অতি তাড়াতাড়িই সমাজতন্ত্রের বেশ ভাল সমর্থক হয়ে উঠলাম। যা হোক এভাবে কয়েক বছর চলে গেল। ইসলামের সঠিক দাওয়াত পেলাম যখন আমি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে কিছুটা অবসর। দাওয়াত পাওয়ার পূর্বেই তুলনামূলক পড়াশুনার জন্য কুরআনের তাফসীর পড়ে ইসলামের প্রতি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। কিছুটা অবাকও হয়েছিলাম। কারণ কুরআনের বক্তব্যের সাথে সমাজের অনেক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির আমলের দেখতাম বিরাট গরমিল। শেষ পর্যন্ত অনেক চিন্তা-ভাবনার পর ইসলামী আন্দোলনকেই জীবনোদ্দেশ্য হিসেবে বেছে নিলাম আল্লাহর সন্তুষ্টি আর নিজের জীবনের সাফল্যের আশায়।

মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারা

ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার অনুপস্থিতি, ইসলামের খেলাফতী শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে রাজতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র, তদুপরি অন্য জাতির দ্বারা গোলামীর জিঞ্জিরে শতাব্দীর পর শতাব্দী আবদ্ধ থাকার কারণে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে চরম হতাশা নেমে আসে। এই হতাশার পরিণতি হিসেবে এক মারাত্মক ধরনের হীনমন্যতায় পেয়ে বসে মুসলিম উম্মাহকে। অজ্ঞতা আর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে গোটা জাতি। এ অবস্থা থেকে দুনিয়ার কোন মুসলমানই রেহাই পায়নি। অজ্ঞতার অন্ধকারে গোটা মুসলিম বিশ্বই দারুণভাবে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

সৈয়দ আহমদ শহীদ এবং শাহ ইসমাইল হোসেন শহীদের আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবস্থা আরো শোচনীয় আকার ধারণ করে। আত্মরক্ষার জন্য মুসলিম জাতির কল্যাণকামী কিছু জাতীয়তাবাদী নেতার বক্তব্য বিবৃতিতে প্রভাবিত হয়ে নিজেদের কৃত ভুলের (?) জন্য তাদের মন এতটা অপরাধ প্রবণ হয়ে পড়ে যে, ইসলামের অপব্যাখ্যা করতেও অনেকে দ্বিধাবোধ করতেন না। যা হোক শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের নেতৃত্বে মোটামুটি একটা সংগঠিত স্বাধীনতা আন্দোলন দানাবেঁধে উঠে। এই আন্দোলনে কর্মীদের মধ্যে ইসলামী আমল ও মনমানসিকতা তৈরীর কোন ব্যবস্থা ছিল না। ইসলামী জ্ঞান ও চরিত্রের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য মাওলানা মওদূদী মুসলিম নেতাদেরকে অনুরোধ করেন। কিন্তু মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ সেদিকে কর্ণপাত করেন না। ফলে মাওলানা মওদূদী কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানের ভিত্তিতে নিজেই একটি আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। আর এ কারণেই ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে তিনি জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা করেন। সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার বেশ কয়েক বছর পূর্বেই তিনি তার চিন্তাধারা লিখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করেন। ইসলামী মূল্যবোধে উজ্জীবিত করার জন্য তিনি প্রথমেই ইসলামকে একটি নিছক ধর্ম হিসেবে প্রচার করার পরিবর্তে একটি বিপ্লবী জীবনাদর্শ হিসেবে পেশ করেন। জিহাদের প্রতিশব্দ ধর্ম যুদ্ধের প্রতিবাদ করে তিনি ইসলাম কায়েমের সমস্ত কর্মকাণ্ডকেই জিহাদ বলে অভিহিত করেন। লেখনী, বক্তব্য, জনমত সংগঠিত করণ, সংগঠন প্রতিষ্ঠা, প্রশিক্ষণ এমনকি প্রয়োজনে অস্ত্র ধারণ-সমস্ত কর্মকাণ্ডের সমন্বিত প্রচেষ্টাকে তিনি জিহাদ হিসেবে বর্ণনা করেন। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অর্থাৎ জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগের ইসলামী সমাধানও তিনি পেশ করেন। কংগ্রেসের ভারতীয় জাতীয়তাবাদের যেমন তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। তেমনি মুসলিম লীগের মুসলিম জাতীয়তাবাদেরও সমালোচনা করেন। তিনি কঠোর আদর্শবাদী হিসেবে অল্প দিনেই চিন্তাশীল লোকদের কাছে বিশেষ করে শিক্ষিত যুবসমাজের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্র ব্যবস্থার নকশা পেশ করে অনেকের জ্ঞান চক্ষুকেই তিনি খুলে দেন। প্রথমে পৃথিবীর কোন একটি ক্ষুদ্র জায়গায় হলেও ইসলামী রাষ্ট্রের মডেল প্রতিষ্ঠা করে পর্যায়ক্রমে একটি বিশ্ব রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন। একদিকে তিনি যেমন মুসলমানদের আযাদী আন্দোলনকে জিহাদ বলে আখ্যায়িত করেন, অন্যদিকে

www.pathagar.com

বৃটিশকে তাড়িয়ে ভারতীয় হিন্দুদের গোলামীতে মুসলমানরা যাতে আবদ্ধ না হয়ে পড়ে সে ব্যাপারেও সতর্ক করে দেন। সাথে সাথে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা ও চারিত্রিক দোষে দুষ্ট মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতাদের খপ্পরে না পড়ার জন্যও তিনি মুসলমানদেরকে পরামর্শ দেন। তার এ সব কথা তিনি এতটা বলিষ্ঠতার সাথে প্রচার করেন। যেন মনে হয় এ ব্যাপারে তিনি অন্য কারো পরোয়াই করেন না। এমনকি সারা জগত চ্যালেঞ্জ করলেও যেন তিনি একাই লড়াই করতে প্রস্তুত বলে মনে হয়।

তার এই বিপ্লবী বক্তব্যে আকৃষ্ট হয়ে অল্পদিনের মধ্যেই বহু চিন্তাশীল লোক বিশেষ করে যুব সমাজ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হতে থাকে। দলে দলে আধুনিক শিক্ষিত যুবকেরা মাওলানা মওদূদীর পাশে ভীড় জমায়। তাদের মনে জমে থাকা অনেক প্রশ্নের জবাব তিনি দিতে থাকেন।

মাওলানা মওদূদীর (র) প্রভাব
বিশেষ করে যুব সমাজের উপর

বর্তমান বিশ্বে যেখানেই ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন আছে তার প্রত্যেকটি মাওলানা মওদূদীর (র) চিন্তাধারায় কমবেশী প্রভাবিত। তাঁর বিরাট সাহিত্য ভাণ্ডার থেকে তারা অনুপ্রেরণা লাভ করে থাকেন। পৃথিবীর খুব কম ভাষাই আছে যে ভাষায় মাওলানার বই অনূদিত হয়নি। যতই দিন যাচ্ছে বইয়ের পাঠকের সংখ্যা অগণিত হারে বাড়ছে। মাওলানা মওদূদীর (র) সাংগঠনিক মডেল দুনিয়ার অনেক আন্দোলন গ্রহণ করেছে। মাওলানা মওদূদীর (র) ভক্তদের মধ্যে যদি এই বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় যে, দার্শনিক মওদূদী বড় না সংগঠক মওদূদী বড়? তাহলে যে কোন এক পক্ষে ফায়সালা দেয়া বোধ হয় সহজ হবে না। যা হোক যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম মাওলানা মওদূদীর (র) চিন্তাধারার প্রভাব সম্পর্কে। বিশেষ করে যুব সমাজের মধ্যে তার প্রভাব প্রচণ্ড রকমের। বিগত হজ্জে প্রায় বেশ কয়েকটি দেশের যুবকদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সময় সুযোগমত পবিত্র কাবা এবং মসজিদে নববীতে কথা বলেছি। পাকিস্তান ও ভারতে সফর করে ইসলামী আন্দোলনের যুব কর্মীদের সাথে ঘনিষ্ঠভাব মিশার চেষ্টা করেছি। তাতে দেখেছি মাওলানা মওদূদীর (র) প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধ কত গভীর। অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমার কাছে যেসব কারণ ধরা পড়েছে সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করছি।

এক–প্রত্যেক দেশের যুব সমাজ প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার কমবেশী পরিবর্তন চায়। পরিবর্তনের আশা করে সাধারণতঃ উন্নততর দিকেই। মুসলিম যুব

www.pathagar.com

মানসও তার থেকে ব্যতিক্রম নয়। একজন মুসলিম যুবক যদি ইসলামের আলোকেই উন্নততর পরিবর্তনের দিক নির্দেশনা পায়, তাহলে অন্য আদর্শের কাছে যাবে কেন? মাওলানা মওদূদীর (র) চিন্তাধারায় সে দিকনির্দেশনা এতই স্পষ্ট যে, যুবমন আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক।

দুই-যৌবনের ধর্ম হলো সাহসী এবং বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের আনুগত্য করা। দুর্বল বক্তব্যের প্রতি প্রকৃতিগত কারণেই যুবকদের কোন আকর্ষণ থাকতে পারে ন। মাওলানা মওদূদীর (র) ব্যক্তিত্ব এবং বক্তব্য এতই সাহসিকতাপূর্ণ যে যুবকরা স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

তিন-পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আমাদের অধিকাংশ যুবক। শিক্ষার কারণে তাদের একটা মানসিকতা তৈরী হয়েছে। সে মানসিকতায় অনেক দোষ ত্রুটি আছে সন্দেহ নেই। তবে কিছু ভাল দিকও আছে। তা হলো কোন মত বা পথ যুক্তিসঙ্গত মনে হলে পুরাতনের মায়া ত্যাগ করে নতুনকে গ্রহণের সাহস। আধুনিক যুগের অনেক সমস্যা আছে যেগুলোর সমাধান পুরানো ধাঁচের আলেমগণ দিতে পারেননি। মওদূদী (র) খুবই সহজবোধ্য ও যুক্তিসঙ্গত পন্থায় তার সমাধান পেশ করেছেন। যুবকেরা এসব সমস্যার সমাধান পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে। নিজেদের আদর্শে এত চমৎকার সমাধান আছে যা তারা আগে কল্পনাও করেনি। ফলে মাওলানা মওদূদীর (র) জ্ঞানের প্রতি তাদের আকর্ষণ অতি স্বাভাবিক।

চার-মাওলানা মওদূদীর (র) চিন্তাধারা ও সাংগঠনিক পদ্ধতিতে খুব তাড়াহুড়া করে একটা কিছু করে ফেলার মত হঠকারিতাপূর্ণ কিছু নেই। তাঁর লক্ষ্য ছিল একটা দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার ভিত্তিতে স্থায়ী পরিবর্তন। যা হবে আল-কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে। এতে সময় যাই লাগুক অস্থির হওয়া যাবে না। নিজের জিবদ্দশায়ই বিপ্লবের অযৌক্তিক স্বপ্নে যেহেতু তিনি বিভোর ছিলেন না, তাই তাঁর লক্ষ্য ছিল ভবিষ্যত। এ জন্য যুব সমাজকেই বিশেষভাবে চিন্তা করা তাঁর জন্য স্বাভাবিক ছিল। তাই মাওলানা মরহুমের বক্তব্যের ধরন দেখে মনে হয় এটা যেন যুবকদের উদ্দেশ্য করেই তৈরী করা হয়েছে।

পাঁচ-প্রগতিশীল ও বিবেচনাশীল মানব সমাজ আর পেছনে যেতে চায় না। ইসলামের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য না বুঝার কারণে আমাদের আলেমদের একটা অংশ এমনভাবে ইসলামকে উপস্থাপন করেছেন যে, ইসলাম গ্রহণ করলে আধুনিক যুগের প্রযুক্তিগত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে আবার মধ্যযুগে ফিরে

www.pathagar.com

যেতে হবে। কিন্তু মাওলানা মওদূদীর (র) ব্যাখ্যায় এমন অযৌক্তিক ধারণা মোটেই নেই। বরং মাওলানা মওদূদীর (র) ব্যাখ্যা অনুযায়ী আধুনিক ও প্রযুক্তি সবটাই মানুষের কল্যাণ ও খেদমতের জন্য। অতএব এগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বরং আল্লাহর নেয়ামতকে কাজে লাগানোর অনীহা ও অযোগ্যতাই হোত এই নেতিবাচক মানসিকতার কারণ। যুব সমাজের কাছে এই ব্যাখ্যা খুবই গ্রহণযোগ্য এবং বাস্তব।

ছয়–যুব সমাজের আদর্শ প্রিয়তা শুধুমাত্র মুখের কথায় সীমাবদ্ধ থাক এটা একান্ত অযোগ্য ও অলস দুয়েকজন ছাড়া আর কেউ পছন্দ করে না। বরং তারা চায় ত্যাগ–কুরবানীর বন্ধুর পথ বেয়ে অগ্রসর হতে। মাওলানা মওদূদীর (র) যাদুকরী বক্তব্যে ত্যাগ ও কুরবানীর জযবা এতটা বৃদ্ধি পায় যে, যুব সমাজের অন্তরে তীরের মত তা বিদ্ধ হতে থাকে। ফলে শীতের রাতের আলোতে পোকামাকড় যেমন নিজের অজ্ঞাতেই ছুটে আসে, জীবন দিতে, তেমনি ইসলাম প্রিয় যুব সমাজ প্রচণ্ড গতিতে মাওলানার চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হচ্ছে।

সাত–মাওলানার লিখিত তাফহীমুল কুরআন একটি অনন্য তাফসীর। এই তাফসীর যে কেউ অধ্যয়ন করুক, যদি তাঁর অন্তরে বিন্দুমাত্র ঈমানও থাকে সে কর্তব্য সচেতন না হয়ে পারে না। বিশেষ করে যুব সমাজ যাদের মনে মোটামুটি আল্লাহ–রসূলের (সঃ) প্রেমের বিন্দুমাত্রও আছে তারা কুরআনের কর্মসূচীর আলোকে কিছু না কিছু কাজ করতে চায়।

চিন্তা–ভাবনা করলে এমনি হয়তো আরো অনেক কারণ পাওয়া যাবে যার জন্য যুব সমাজ মাওলানা মওদূদীর (র) চিন্তাধারায় দিনের পর দিন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। ইসলামী আন্দোলনে আল্লাহর মেহেরবানীতে আগামীতে নেতৃত্বের সংকটেরও কোন আশংকা নেই। আর এ জন্যই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং উপ–মহাদেশের ব্রাহ্মণ্য–সম্প্রসারণবাদীদের ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারে এতটা গাত্রদাহ। তবে আল–কুরআনের ঘোষণাই ইনশাআল্লাহ কার্যকর হবে। "তারা ফুৎকার দিয়ে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ আল্লাহ তার আলোকে (ইসলামকে) পূর্ণতা দান করবেন। কাফেরদের কাছে তা যতই অপছন্দনীয় হোক।"

www.pathagar.com

মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী
ইসলাম ও জাতীয়তাবাদের তুলনামূলক পর্যালোচনা

—মুহাম্মদ নূরুয্যামান

মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী একজন উঁচু দরের রাজনৈতিক নেতা ও প্রখ্যাত আলেমে দীন ছিলেন। জনগণ ও ওলামায়ে কেরামের উপর তাঁর অসাধারণ প্রভাব ছিল। তাই দীর্ঘ দিন নির্বাসন জীবন-যাপন করার পর দেশে প্রত্যাবর্তন করলে জমিয়তে ওলামা বঙ্গদেশ, তাদের সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য আমন্ত্রণ করেন। তিনি সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে এমন ধরনের কিছু বক্তব্য রাখেন যা ইসলামী মতাদর্শের সাথে সংঘর্ষশীল ছিল। মাতৃভূমি রক্ষা করার জন্য তিনি ইউরোপীয় মূলনীতির ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদের বিকাশ সাধনের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন সুনাম সংরক্ষণ এবং সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করার লক্ষ্যে ইউরোপের আন্তর্জাতিক সম্মেলনাদিতে ভারতবর্ষের যোগদানের অপরিহার্যতা ব্যাখ্যা করেন। একই ভাষণে তিনি সিন্ধি জনগণকে কোটপ্যান্টের সাথে হ্যাট পরিধান করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি বলেন, তারা যখন মসজিদে আসবে তখন হ্যাট খুলে খালি মাথায় নামায পড়বে।

মাওলানা সিন্ধির বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া থেকে সমাজ ও ধর্মীয় মতাদর্শের হেফাজত করার জন্য মাওলানা মওদূদী ভাষণের বিভিন্ন ত্রুটি জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেন। একজন দক্ষ ও নিপুন সমালোচক হিসেবে তিনি মাওলানা সিন্ধির জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, ত্যাগ ও নিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, "তাঁর কাছ থেকে আমরা সঙ্গত ভাবেই আশা করতে পারি যে, তাঁর ভুল ভ্রান্তি যখন তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে, তখন তিনি তা প্রত্যাহার করে নেবেন। আর যদি তিনি নিজের ভুল স্বীকার নাও করেন, তাহলেও তাঁর ভ্রান্ত মতবাদকে মাটিতে শিকড় গাড়া থেকে বিরত রাখা একমাত্র ঠাণ্ডা মাথায় তাত্ত্বিক সমালোচনার দ্বারাই সম্ভব। আপত্তি, অভিযোগ ও নিন্দাবাদ এবং উপহাস বিদ্রূপ দ্বারা প্রতিরোধ সম্ভব নয়।

মাওলানা সিন্ধি তাঁর ভাষণে ইউরোপীয় মূলনীতির ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদের বিকাশ সাধনের যে আহবান করেন তাতে তিনি তিনটি যুক্তি প্রমাণ পেশ করেন।

www.pathagar.com

এক : যে বিপ্লব ইউরোপে জন্মলাভ করে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে তার অনিষ্ট থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে হলে ইউরোপ যে মূলনীতির ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদের বিকাশ করেছে সে মূলনীতির ভিত্তিতেও এদেশে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটাতে হবে।

দুই : অতীতের সুনাম রক্ষা করার জন্য জাতিসমূহের মধ্যে আমাদের মর্যাদা এভাবেই পূন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

তিন : ভারতবর্ষের প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা এবং আধুনিক ইসলামী সভ্যতার মূলনীতির বিপরীত শুধুমাত্র বিজ্ঞান ও দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ অনুধাবন ও গ্রহণ না করলে ভারতবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সুবিধাবাদের সমালোচনা

মাওলানা মওদূদী এ তিনটি যুক্তির মারাত্মক অনিষ্টতার পর্যালোচনা প্রসঙ্গে বলেন :

"এতো নিছক সুবিধাবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। এর সাথে যুক্তিবাদ ও আদর্শবাদের কোন সম্পর্ক নেই। আদর্শবাদ ও যুক্তিবাদের দাবী হলো তত্ত্বানুসন্ধানের পর যে নীতিকে আমরা সঠিক পেলাম এবং নৈতিক দিক দিয়ে যার বিশুদ্ধতা ও ন্যায্যতা সম্পর্কে আমরা বিশ্বাসী, তার উপর অবিচল থাকব। ভ্রষ্ট পৃথিবীর পেছনে ছুটে চলা আমাদের কাজ নয়। আমাদের কাজ হবে পৃথিবীকে আমাদের নীতি ও আদর্শের দিকে টেনে আনা। আপন আদর্শের প্রতি বিশ্বাসের দাবীতে আমরা সত্যবাদী কিনা তার পরীক্ষা এভাবেই হবে যে, দুনিয়ায় যে নীতি ভ্রষ্টতা চালু হয়ে গিয়েছে তার অনুসরণ না করার জন্য আমাদের যে ক্ষতি হবে তা ধৈর্যের সাথে বরদাস্ত করতে হবে। প্রচলিত রীতি অনুসরণ না করার কারণে যদি পৃথিবীতে আমাদের মর্যাদা স্বীকৃত না হয়, তাহলে পৃথিবীর মুখে আমাদের পদাঘাত করা উচিত। মর্যাদা ও সম্মান আমাদের খোদা নয় যে, তাকে যে পথে পাওয়ার আশা রয়েছে সে পথে আমরা ছুটব। আমরা যা সত্য বলে বিশ্বাস করি তার যুগ যদি অতিবাহিত হয়েই থাকে তাহলে আমাদের মধ্যে এতোটা শক্তি সামর্থ থাকা উচিত যাতে যুগের কান ধরে তাকে সত্যের দিকে টেনে নিয়ে আসতে পারি। শুধুমাত্র কাপুরুষ এবং পরাজিত মানসিকতার লোকই এ ধরনের চিন্তা করতে পারে যে, যেহেতু এ সময়ে অমুক জিনিস প্রচলিত তাই তাকেই সত্য জ্ঞান করি এবং এভাবে সত্য জ্ঞান করতে করতে তা গলধকরণও করে ফেলি।

www.pathagar.com

প্রসঙ্গত : মাওলানা মওদূদী কম্যুনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীদের সেকেণ্ড ইন্টারন্যাশনাল-এর উল্লেখ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মার্কসপন্থীগণ নিজেদের আদর্শের খাতিরে স্ব স্ব দেশের সরকারের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালিয়েছিল। মুসলমানদের নিজেদের আদর্শ থাকা সত্ত্বেও নিছক হীনমন্যতার কারণে বা সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের অবস্থান থেকে দূরে সরে পড়ার যে প্রবণতা মুসলিম নেতৃবৃন্দ প্রদর্শন করেছিলেন তারও তিনি সমালোচনা করেন। তিনি বলেন : 'আমি কেবল তখনই মুসলমান যখন জীবনের সকল ব্যাপারে আমি ইসলামী আদর্শের উপর অবিচল থাকি। আমি যখন এই আদর্শ থেকে দূরে সরে গেলাম এবং অন্য কোন আদর্শ গ্রহণ করলাম, তখনও যদি আমি মনে করতে থাকি যে, নতুন আদর্শ গ্রহণ করার পরও আমার মুসলমানিত্ব আমার গায়ে লেপ্টে রয়েছে, তাহলে সেটা হবে আমার নিরেট চেতনা শূন্যতার পরিচায়ক। মুসলমান থাকা অবস্থায় অনৈসলামিক মতবাদ গ্রহণ করাটা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন ব্যাপার। 'মুসলিম জাতীয়তাবাদী' এবং 'মুসলিম কম্যুনিস্ট' ঠিক সেরূপ স্ববিরোধী পরিভাষা যেরূপ স্ববিরোধী 'কম্যুনিস্ট ফ্যাসিস্ট', 'জৈন কসাই', 'সমাজতন্ত্রী পুঁজিপতি' বা 'একত্ববাদী পৌত্তলিক'।

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীর বক্তব্যের পর্যালোচনা প্রসঙ্গে মাওলানা মওদূদী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামের যে তুলনামূলক পর্যালোচনা করেন তা এ সংক্রান্ত এক অনবদ্য সংযোজন। তিনি তাতে জাতীয়তাবাদের অনিষ্টকারিতা এবং ইসলামের আন্তর্জাতিক এবং মানবহিতৈষী দৃষ্টিভংগীর উল্লেখ করে অকাট্য যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করেন যে, জাতীয়তাবাদ সারা বিশ্বে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষের সমাজ হিংসা বিদ্বেষ এবং ধ্বংস থেকে রক্ষা পাবে। তিনি বলেন : জাতীয়তাবাদের অর্থ ও তার নিগুঢ় তাৎপর্য সম্পর্কে নিতান্ত ভাসাভাসাভাবে চিন্তা-ভাবনা করলেও এ কথা বুঝতে বাকী থাকে না যে, ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ উভয় নিজ নিজ অন্তর্নিহিত ভাবধারা এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দিক দিয়ে পরস্পর বিপরীত। ইসলাম মানুষকে শুধু মানুষ হিসেবেই সম্বোধন করে। ইসলাম গোটা মানব জাতির জন্য একই আকীদা-বিশ্বাস ও নৈতিকতার ভিত্তিতে গঠিত ন্যায়-নীতি ও খোদাভীতির এক সামষ্টিক ব্যবস্থা উপস্থাপিত করে এবং সবাইকে সে দিকে আহবান জানায়। অতপর যে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাকে সমান অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করে আপন পরিমণ্ডলে আশ্রয় দেয়। ইসলামের ইবাদত-বন্দেগী, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ ব্যবস্থা, আইনগত অধিকার ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে—মোটকথা তার কোন জিনিষেই ইসলামী

www.pathagar.com

আদর্শের অনুসারীদের মধ্যে কোন প্রকারের জাতি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় ভিত্তিক, বংশীয়, ভৌগলিক অথবা শ্রেণীভিত্তিক ভেদাভেদ ও বৈষম্যের আদৌ কোন অবকাশ নেই। তার চূড়ান্ত লক্ষ্য এমন একটি বিশ্বজোড়া সমাজ ও রাষ্ট্র (World state) প্রতিষ্ঠা, যেখানে বংশগত ও জাতিগত ভেদাভেদ ও বৈষম্যের প্রাচীর ভেংগে দিয়ে সকল মানুষের জন্য সমান অধিকার এবং উন্নতি ও অগ্রগতির সুযোগ নিশ্চিত করে সবাইকে এক অভিন্ন তামাদ্দুনিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অংশীদার করা হবে এবং শত্রুসুলভ প্রতিযোগিতার পরিবর্তে বন্ধুসুলভ সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে। যাতে একে অপরের বস্তুগত সুখ সমৃদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উন্নতিতে সহায়ক হতে পারে। ইসলাম মানুষের কল্যাণের জন্য যে মূলনীতি ও জীবন ব্যবস্থা উপস্থাপিত করে তা শুধুমাত্র তখনই সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবে যখন তার অনুসারীদের মধ্যে জাহেলী বিদ্বেষ ও বৈষম্য বিদ্যমান থাকবে না এবং তারা নিজেরা স্ব স্ব জাতি ও গোষ্ঠীর ঐতিহ্যের বন্ধন থেকে, বংশীয় আভিজাত্যের আবেগ থেকে এবং রক্ত ও মাটির সম্পর্কের প্রেম থেকে মুক্ত হয়ে কেবলমাত্র মানুষ হিসেবে যাচাই বাচাই করতে প্রস্তুত হবে যে, সত্য কোন্‌টি, ন্যায়নীতি কোন্‌টি, সুবিচার ও সততা কিসে নিহিত এবং শুধুমাত্র একটি শ্রেণী, একটি জাতি অথবা একটি দেশের নয় বরং গোটা মানব জাতির কল্যাণের পথ কোন্‌টি?

এর ঠিক বিপরীত জাতীয়তাবাদ জাতীয়তার ভিত্তিতে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করে। জাতীয়তাবাদের অর্থই এই যে, প্রত্যেক জাতির জাতীয়তাবাদী তার নিজ জাতীয়তাকে অন্য সকল জাতীয়তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগণ্য মনে করবে।

সে যদি আগ্রাসী জাতীয়তাবাদী (Aggressive Nationalist) নাও হয়, তবুও জাতীয়তাবাদের ন্যূনতম দাবী এই যে, সাংস্কৃতিক, নাগরিক, রাজনৈতিক ও আইনগত দিক দিয়ে স্বজাতীয় ও বিজাতীয়ের পার্থক্য করতেই হবে। স্বজাতির লোকদের জন্য যথাসম্ভব বেশী সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। জাতীয় স্বার্থে অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রাচীর তুলতে হবে। যে সব ঐতিহ্য ও ঐতিহ্যগত আভিজাত্যের উপর তার জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত তা কঠোরভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং নিজের ভিতরে জাতীয় গৌরবের আবেগ ও উদ্দীপনা লালন করতে হবে। অন্য জাতির লোকদেরকে সে সমতার আদর্শের ভিত্তিতে জীবনের কোন ক্ষেত্রেই নিজের সাথে অংশীদার করবে না। সে ক্ষেত্রে তার জাতি অন্যান্য জাতির চেয়ে বেশী সুযোগ সুবিধা ভোগ করে বা

www.pathagar.com

করতে পারে। সে ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি ও ইনসাফের ব্যাপারে তার মন একেবারেই অন্ধ হয়ে যাবে। বিশ্বরাষ্ট্রের পরিবর্তে জাতীয় রাষ্ট্রই হবে তার চূড়ান্ত লক্ষ্য। আর যদি কোন বিশ্বজনীন মতাদর্শ সে অবলম্বন করে তবে তা অবশ্যই 'সিজারতন্ত্র' অথবা সাম্রাজ্যবাদী ধাঁচের হবে। কেননা, তার রাষ্ট্রে অন্য জাতির লোকেরা সম অধিকারে প্রবেশ করতেই পারে না। শুধুমাত্র দাসদাসী হিসেবে প্রবেশ করতে পারে।

পরস্পর বিপরীত মতাদর্শ

এ দুটা মতাদর্শের মূলনীতি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং মজ্জাগত স্বভাব প্রকৃতির একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণই এখানে দেয়া হল। এ থেকে সহজে অনুমান করা যায় যে, এই উভয় মতাদর্শ পরস্পর বিপরীত। যেখানে জাতীয়তাবাদ আছে, সেখানে ইসলাম কখনও বিকাশ লাভ করতে পারে না। আর যেখানে ইসলাম আছে, সেখানে জাতীয়তাবাদের কোন স্থান নেই। জাতীয়তাবাদের বিকাশের অর্থ হলো, ইসলামের সম্প্রসারণের পথ অবরুদ্ধ হওয়া, আর ইসলামের বিকাশের অর্থ হলো জাতীয়তাবাদের মূলোৎপাটন। এখন এ কথা বলার অপেক্ষাই রাখে না যে, কোন ব্যক্তি একই সময়ে এই উভয় মতাদর্শের কোন একটিরই সমর্থক হতে পারে। একই সময় দুই নৌকায় আরোহণ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। একটি মতাদর্শের সমর্থনের দাবী করা এবং সেই সাথে তার সম্পূর্ণ বিপরীত মতাদর্শের সমর্থন ও ওকালতি করা, স্বচ্ছ দৃষ্টির জড়তা, মানষিক বিকৃতি ও অসুস্থতার লক্ষণ। যারা এ ধরনের কথাবার্তা বলে, তাদের সম্পর্কে আমাদের এরূপ মত পোষণ করা ছাড়া উপায় থাকে না যে, হয় তারা ইসলাম কি তা জানে না নয়ত জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে অবহিত নয়, নতুবা উভয়টা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

"এখন আমাদেরকে আরও একটু সামনে অগ্রসর হয়ে দেখতে হবে যে, মাওলানা সিন্ধী যে 'ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের' মূলনীতি অনুসারে ভারতে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটাতে চান সেটা আসলে কি জিনিষ?

"আদিম জাহিলিয়াতের যুগে জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত ধারণা ভাল মত পরিপক্কতা লাভ করতে পারেনি। মানুষ জাতির পরিবর্তে বংশ বা গোত্রের প্রতি বেশী অনুরক্ত ছিল। তাই সে যুগে জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে গোত্রবাদই ছিল প্রবল। বড় বড় প্রতিভাধর জ্ঞানী, গুণী ও দার্শনিকরা পর্যন্ত এই বংশীয় আভিজাত্য ও সংকীর্ণতায় অন্ধ হয়ে যেত। এরিস্টটলের ন্যায় উঁচু মানের

www.pathagar.com

চিন্তাবিদ তার গ্রন্থ রাজনীতি'তে (Politics) এরূপ মত প্রকাশ করেন যে, প্রকৃতি জাতিগুলোকে শুধু দাসত্ব করার জন্যই সৃষ্টি করেছে। তার মতে মানব জাতির যে শ্রেণীগুলোকে প্রকৃতি গোলামী করার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছে তাদেরকে গোলাম বানানোর জন্য যুদ্ধ করা সম্পদ উপার্জনের স্বাভাবিক ও বৈধ উপায়সমূহের অন্যতম। তার এ মতবাদের ভয়াবহ রূপ গ্রীসদের চিন্তাধারায় লক্ষিত হয়, যখন তাদের দৃষ্টিতে অগ্রীস জাতিগুলো ছিল। 'অসভ্য' (Barbarous) এবং গ্রীসদের চরিত্র ও মানবীয় অধিকার অন্যান্য জাতির চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

'এটাই ছিল ইউরোপের পরবর্তীকালে বিকাশ প্রাপ্ত জাতীয়তাবাদের প্রাথমিক বীজ। একমাত্র খৃষ্টবাদ এই বীজের ক্রমবিকাশকে কিছুকাল থামিয়ে রেখেছিল। একজন নবীর শিক্ষা, তা সে যত বিকৃত আকারেই বিদ্যমান থাকুক, বংশবাদ ও জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে একটা ব্যাপক মানবীয় দৃষ্টিভংগীর বাহন হবে এটাই স্বাভাবিক। সেই রোম সাম্রাজ্যের মত বিশ্বজোড়া রাষ্ট্রকাঠামো অন্ততপক্ষে এতটুকু অবদান রেখেছে যে, বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিকে একটা যৌথ শাসনের অনুগত করে জাতীয় ও গোত্রীয় বিদ্বেষের প্রাবল্যকে অনেকাংশে কমিয়ে দিয়েছিল। এভাবে বহু শতাব্দী ইউরোপের আধ্যাত্ববাদ ও সম্রাট নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক শাসন উভয়ে মিলে খৃষ্টান জগতকে এক সূত্রে আবদ্ধ রেখেছিল। কিন্তু এ উভয় শক্তি যুলুম-নির্যাতন এবং জ্ঞানবিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের বিরোধীতায় পরস্পর সহযোগী ও সম্পূরক ছিল আর পার্থিব ক্ষমতা ও আধিপত্য এবং বস্তুগত স্বার্থ ও সুযোগ সুবিধার ভাগাভাগিতে ছিল পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ও বৈরী। একদিকে তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব অপর দিকে তাদের দুষ্কর্ম ও যুলুম নির্যাতন এবং তার বিপরীত নতুন জ্ঞানগত জাগরণ ষোল শ শতাব্দীতে 'সংস্কারবাদী আন্দোলন' নামক এক রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল।

এ আন্দোলনের একটা সুফল দেখা দিল যে, গীর্জা ও সম্রাটের প্রগতি বিরোধী ও সংস্কার বিরোধী শাসনের অবসান ঘটল। কিন্তু এর একটা কুফলও দেখা দিল যে, যে জাতীয়তাবাদগুলো ঐক্যের যোগসূত্রে আবদ্ধ ছিল তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। বিভিন্ন খৃষ্টান জাতির মধ্যে যে আধ্যাত্মিক বন্ধন বিদ্যমান ছিল, সংস্কারবাদী আন্দোলন তার কোন বিকল্প যোগাড় করে দিতে পারল না। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ঐক্যের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর জাতিগুলো যখন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তখন তাদের আলাদা আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র

www.pathagar.com

গড়ে উঠতে লাগল। প্রত্যেক জাতির ভাষা ও সাহিত্য স্বতন্ত্রভাবে বিকশিত হতে লাগল। প্রত্যেক জাতির অর্থনৈতিক স্বার্থ অন্যান্য প্রতিবেশী জাতিগুলো থেকে আলাদা হতে লাগল। এভাবে বংশীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তির উপর জাতীয়তার একটা নতুন ধারণার উন্মেষ ঘটল, যা বংশীয় আভিজাত্যের আদিম জাহেলী ধ্যান-ধারণার স্থলাভিসিক্ত হলো। অতপর বিভিন্ন জাতির মধ্যে কলহ দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতার এক নতুন ধারা শুরু হলো। যুদ্ধ বিগ্রহ হলো, এক জাতি অন্য জাতির অধিকার দস্যুর মত ছিনিয়ে নিল। যুলুম ও নৃশংসতার জঘন্যতম ঘটনাবলী ঘটল এবং তার ফলে জাতীয়তার ভাবাবেগে ক্রমশঃ তিক্ততার সংযোগ ঘটতে লাগল। অবশেষে জাতীয়তার অনুভূতি ক্রমান্বয়ে তীব্রতর হয়ে জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হলো।

জাতীয়তাবাদের চারটি উপাদান

প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদের ক্রমবিকাশের কারণে তার মধ্যে চারটি অনিবার্য উপাদান বিদ্যমান রয়েছে।

এক-আভিজাত্য ও গর্ববোধের আবেগ। এ আবেগ জাতীয় ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রেম ও অনুরাগকে পূজার পর্যায়ে উন্নীত করে এবং নিজ জাতিকে সকল জাতি অপেক্ষা সর্বদিক দিয়ে উৎকৃষ্টতম ও শ্রেষ্ঠতম বলে দাবী করে।

দুই-জাত্যাভিমান মানুষকে হক ও ন্যায়নীতির তোয়াক্কা না করে সর্বাবস্থায় অন্ধভাবে নিজ জাতির পক্ষপাতিত্ব করতে উদ্বুদ্ধ করে।

তিন-জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের প্রেরণা......প্রতিরক্ষা থেকে শুরু করে আগ্রাসী আক্রমণ পর্যন্ত সব পদক্ষেপই অনুমোদন করে।

চার-জাতীয় পরাক্রম, আধিপত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী মনোবৃত্তি।

"এ হচ্ছে ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ। এরই নেশায় বিভোর হয়ে কেউ ধ্বনি তোলে : 'জার্মানী সর্বশ্রেষ্ঠ' কেউবা শ্লোগান দেয় আমেরিকা খোদার নিজস্ব রাজ্য। কেউবা জগৎবাসীকে এরূপ বাণী শুনান, শাসন করার একমাত্র অধিকার বৃটেনের। প্রত্যেক জাতীয়তাবাদী এরূপ ধর্মীয় আকীদা পোষণ করে যে, ন্যায় করুক, বা অন্যায় করুক "আমার জাতি।" বস্তুতঃ জাতীয়তাবাদের এ উন্মত্ততা আজকের পৃথিবীতে মানব জাতির সবচেয়ে বড় অভিশাপ। মানব সভ্যতার জন্য এটাই সবচেয়ে বড় আপদ। এ মতবাদ মানুষকে নিজ জাতি ব্যতীত প্রত্যেক ভিন্ন জাতির জন্য হিংস্র পশুতে পরিণত করে।

www.pathagar.com

জাতীয়তাবাদের পরিণতি

ইউরোপীয় নীতি কাঠামোর ভিত্তিতে যখন জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটানো হবে, তখন তার শেষ পরিণতি এরূপ হতে বাধ্য। তারা যখন জাতীয়তাবাদের পথে যাত্রা শুরু করেছে তখন একদিন তাদেরকে এ চরম জাহেলী জাত্যাভিমানের চূড়ান্ত মঞ্জিলে মকসুদে পৌছতেই হবে। যেখানে আল্লাহ ও ধর্মকে পর্যন্ত জাতীয়করণ না করে ছাড়া হয় না। জাতীয়তাবাদকে গ্রহণ করে তার স্বভাবগত দাবী থেকে কি কেহ নিস্তার পেতে পারে? ভেবে দেখুন, জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারাকে অবলম্বন করা মাত্রই যে একজন মিসরীয় জাতীয়তাবাদী আপনা আপনি ফেরাউনী সভ্যতার অনুরক্ত হয়ে পড়ে। একজন ইরানী শাহনামার রূপকথার নায়কদের প্রতি আসক্ত হয়ে ওঠে, একজন ভারতীয় প্রাচীন আমলের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং গঙ্গা ও যমুনার মহিমার গানে মুখর হয়ে ওঠে, একজন তুর্কী আপন ভাষা, সাহিত্য ও তামাদ্দুনিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে আরবীয় প্রভাব ও ভাবধারাকে ঝেটিয়ে বিদায় করতে এবং প্রত্যেক ব্যাপারে প্রাগৈসলামিক যুগের তুর্কী ঐতিহ্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়, এসব কিসের টানে এবং কিসের আবেগে হয়?

কেন পৃথিবী জাতীয়তাবাদের অভিশাপে ভারাক্রান্ত?

এ কথা নিসন্দেহে সত্য যে, বর্তমান যুগে বিশ্বের জাতিগুলোর কাছে স্বাধীনতা, সমৃদ্ধি, মর্যাদা ও সম্মান লাভের একটি মাত্র পরীক্ষিত উপায় জানা আছে। সে উপায়টি হলো এই জাতীয়তাবাদ। এ কারণেই যে জাতি মাথা তুলে দাঁড়াতে চায়, সে এ উপায়টি অবলম্বন করার দিকেই ধাবমান হয়। কিন্তু অন্যদেরকে এ জিনিসটির দিকে ছুটতে দেখে আমরাও যে সে দিকে ধাবমান হব, তার আগে আমাদের চিন্তা করা কর্তব্য যে, পৃথিবীর বর্তমান করুণ দশার হেতু কি? বর্তমানে পৃথিবী যে শোচনীয় দুদর্শায় নিপতিত, তার একমাত্র কারণ এই যে, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কামনা বাসনাকে নিয়ম ও বিধির আওতাধীন করা, উচ্চাকাংখা ও উচ্চাভিলাষকে বৈধ সীমানার মধ্যে সীমিত রাখা, চেষ্টা ও কর্মের শক্তি সামর্থকে সঠিক পথ প্রদর্শন এবং স্বাধীনতা, উন্নতি ও সমৃদ্ধি এবং সম্মান ও মর্যাদা লাভের নির্ভুল পন্থা নির্দেশ করার মত কোন নৈতিক ও প্রজ্ঞাধর্মী শিক্ষা বিশ্ববাসীর কাছে নেই। এ অভাবই জাতিসমূহকে পথ ভ্রষ্ট করে দিয়েছে। এ দৈন্য ও বঞ্চনাই জাতিগুলোকে জাহেলিয়াত এবং যুলুম-নির্যাতনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। খোদ আমাদের

www.pathagar.com

দেশের হিন্দু, শিখ, পারসিক, প্রভৃতি জাতিগুলোও যে, পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদী মতাদর্শকে গ্রহণ করছে তা শুধু এ জন্য যে, বেচারারা এই হেদায়াত ও পথ নির্দেশ থেকে বঞ্চিত। এ ব্যাধির নিরাময় এবং এ বিভ্রান্তির প্রতিকার ও সংশোধন যদি কোন কিছুতে থেকে থাকে তবে তা শুধুমাত্র আল্লাহর বিধানেই আছে। পৃথিবীতে মুসলমানরাই আল্লাহর বিধানের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র মানব গোষ্ঠী। তাই মুসলমানদেরই মূলত কর্তব্য ছিল সারা পৃথিবীকে গ্রাসকারী বর্বরোচিত জাহেলী জাত্যাভিমানকে সমূলে উচ্ছেদ করতে এগিয়ে আসা এবং পৃথিবীর প্রতিটি জাতিকে এই বলে উদাত্ত আহবান জানান যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার রসূলগণ যে পথ দেখিয়েছেন সেটাই তোমাদের জন্য স্বাধীনতা, সমৃদ্ধি, সম্মান ও মর্যাদালাভের সাথে সাথে শান্তি, নিরাপত্তা এবং সত্যিকার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভের একমাত্র পথ। শয়তানের পক্ষ থেকে। অকল্যাণ ও বিপর্যয়ের হোতারা যে পথ দেখাচ্ছে তা নয়। কিন্তু এ যুগের সবচেয়ে বেদনাদায়ক ব্যাপার এই যে, পৃথিবীর বিভ্রান্তি ও ধ্বংসের বিভীষিকা থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা সম্পন্ন এক মানব গোষ্ঠী মুসলিম জাতি যাদেরকে আল্লাহ পৃথিবীতে নবীদের আদর্শ কায়েম ও প্রসারের দায়িত্ব সমর্পণ করেছিলেন, তারা তাদের সে দায়িত্ব ও কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে বসেছে।

আজ কোথায় তারা হেদায়াতের মশাল হাতে নিয়ে অন্ধকারে পথভ্রষ্ট বিশ্ববাসীকে আলোক প্রদর্শন করবে। তার পরিবর্তে স্বয়ং তারাই সেই বিভ্রান্ত জাতিগুলোর পদানুসরণে উৎসুক হয়ে উঠেছে। পরম পরিতাপের বিষয় যে, রোগাক্রান্তদের জনপদে যে একমাত্র চিকিৎসকটি ছিল, সে-ও আজ রোগীদের দলে ভীড়ে যাওয়ার উপক্রম করেছে। মুসলিম জাতির এ শোচনীয় দশা দেখেই বুঝি জনৈক কবি আর্তনাদ করেছিলেন—

স্বয়ং ঈসা (আ) ব্যধি-পীড়িত যখন
হে মৃত্যু। স্বাগতম জানাই তোমাকে তখন।

www.pathagar.com

কাশ্মীর সমস্যা ও মওদূদী

—অধ্যাপক নূরুল আলম রইসী

বর্তমান সমস্যা বহুল অশান্ত পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ শান্তি কামনা করে। এই শান্তি কিভাবে, কোন্ পথে আসতে পারে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট কর্মসূচী নিয়ে অধুনা বিশ্বে যে মনীষী পাণ্ডিত্যে ও প্রজ্ঞায়, জ্ঞানে ও সাধনায়, লেখায় ও বক্তৃতায়, কথা এবং কাজে সবার মনে আলোড়ন তুলেছেন তিনি সাবেক নিখিল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা সাঈয়েদ আবুল আলা মওদূদী।

পাক-ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশের রাজত্ব অবসানকালে বিদায় বেলায় হিন্দু ও মুসলিম দুই জাতির মধ্যে দেশকে বিভক্ত করে দিয়ে গেল ব্রিটিশ কূটনীতিবিদরা। কিন্তু উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম এলাকায় অবস্থিত কাশ্মীর সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন মীমাংসা করা হলো না। কাশ্মীরের জনসংখ্যার অধিকাংশ মুসলমান, তাই সংগতভাবেই পাকিস্তান এর দাবী করতে পারে, এতে দ্বিমত থাকার কথা নয়। পাকিস্তানের জনমত নির্বিশেষে প্রত্যেকেই কাশ্মীর সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখে। কাশ্মীর কার সঙ্গে যোগ দেবে উপমহাদেশ বিভাগের সময় সে কথা স্পষ্ট উল্লেখ না থাকায় ৪০ লক্ষ কাশ্মীরবাসীর জীবনে চরম অনিশ্চয়তা নেমে আসে। মাওলানা মওদূদী এই পরিস্থিতি এবং তার ভবিষ্যৎ পরিণতি নিয়ে গভীর পর্যালোচনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে সুচিন্তিত অভিমতের মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যার মৌলিক দিক এবং এ সম্পর্কে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য কি তা পাক সরকারকে ও দেশের সুধী মহলকে জানিয়ে দেন। বক্ষমান নিবন্ধে আমরা সে বিষয়ে ব্যাপক ও তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করতে চাই। এ আলোচনায় কাশ্মীর প্রসঙ্গে মাওলানার সত্যিকার ভূমিকা কি তা পরিষ্কার হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

পাক-ভারতের মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির আন্দোলন আর মুসলিম সমাজে সত্যিকার মোখলেছ ও খোদাপরস্ত মর্দে মুমিন তৈরীর প্রচেষ্টা দু'টি একই সত্যের দুই দিক। তাই দু'টিই সমান গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ্য করলে জানা যাবে মাওলানা মওদূদীর ভূমিকা দুই ক্ষেত্রেই স্পষ্ট। মানব কল্যাণকামী এই যুগ পুরুষ সাধারণভাবে প্রত্যেকটি মানুষের জন্য কল্যাণ চেয়েছেন, কিন্তু প্রথম লক্ষ্য ছিল তাঁর ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের সত্যিকার

www.pathagar.com

আলোকোজ্জ্বল দিক তুলে ধরে তাদেরকে ইসলামী মূল্যবোধে, ন্যায় ও সত্যের পথে উদ্বুদ্ধ করে তোলা। শান্তি ও মঙ্গল সরাসরি আকাশ থেকে নেমে আসে না। এর জন্য চাই মানুষের সাধনা, তার আপ্রাণ প্রচেষ্টা, একদল সত্যনিষ্ঠ বলিষ্ঠ লোকের একটা মজবুত সংগঠন বা জামায়াত। মাওলানা যেমন ব্যক্তিগতভাবে তেমনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর মাধ্যমে পাক ভারতীয় মুসলিম সমাজের যাবতীয় সমস্যা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেছেন, ইশারা দিয়েছেন তার সমাধানের বহু ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছেন বাস্তব কর্মপন্থা নিয়ে। দেশ বিভক্ত হবার পর কাশ্মীর সমস্যা দেখা দিলে মাওলানা যথার্থ চিন্তাশীলের ভূমিকা পালন করেন। তিনি মন্তব্য করলেন যে, পাক-ভারত বিভাগের সময় পাকিস্তানের চেয়ে হিন্দুস্তানের শক্তি ছিল বেশি, আর সেই শক্তির বলে ভারত অন্যায়ভাবে কাশ্মীর গ্রাস করার পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। আসলে যে শর্তের ভিত্তিতে দেশ বিভক্ত হলো কাশ্মীরের উপর পাকিস্তানের দাবী সে দিক থেকে ন্যায়সঙ্গত এবং যুক্তিপূর্ণ। গান্ধীর মত বিচক্ষণ আর পণ্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরুর মত রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির বর্তমানে ভারতের এই অন্যায় আচরণ সত্যি বিস্ময়কর। পণ্ডিত নেহরুর চরিত্রে একই সময় দুই বিপরীতমুখী প্রবণতা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের কলংকস্বরূপ। মানগড়ের শাসক মুসলমান, কিন্তু জনগণ অধিকাংশ হিন্দু, কাশ্মীরে তার বিপরীত, সেখানে জনগণ অধিকাংশ মুসলমান, কিন্তু শাসক হিন্দু। জনগণের দাবী অনুযায়ী মানগড় ভারতের সঙ্গে যুক্ত হলো, পণ্ডিত নেহরু অত্যন্ত আনন্দ পেলেন। কিন্তু কাশ্মীরের জনসাধারণ যখন তাদের প্রাণের দাবী অনুযায়ী পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইলো, তখন পণ্ডিত নেহরু নাখোশ হলেন, বাধা দিলেন, ষড়যন্ত্র করলেন। নেহরুর এই সুবিধাবাদী ভূমিকা কারো অজানা নয়।

কাশ্মীরের ৪০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৮৯ জন মুসলমান। তাদের বলিষ্ঠ দাবী জম্মু ও কাশ্মীর পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হোক। কিন্তু নির্মম পরিহাস মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই প্রদেশের শাসক ছিলেন হিন্দু মহারাজা হরিসিংহ। মহারাজা ভারতের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। দেশকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করে দিতে চাইলেন। কাশ্মীরের অন্যতম প্রভাবশালী দল মুসলিম কনফারেন্স পার্টি মহারাজার এই চক্রান্তের প্রবল বিরোধিতা করে এবং জম্মু কাশ্মীরকে আজাদ করার দীর্ঘ দিনের আন্দোলনকে আরো জোরদার করে তোলে। দেশের আপামর মানুষের প্রাণের স্বতস্ফূর্ত দাবী যখন ক্রমেই মজবুত হচ্ছে, তখন ১৯৪৭ সালে মহারাজা এক ধোকাবাজির আশ্রয়

www.pathagar.com

গ্রহণ করেন। তিনি বললেন, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য স্বাধীন দেশ হিসেবে থাকবে। ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে তার সম্পর্ক হবে বন্ধুত্বপূর্ণ। এই দুই দেশের সঙ্গে পরামর্শ করে পরবর্তী কোন এক সময়ে একটা স্থায়ী সমঝতায় পৌছা যাবে।

মূলত এটা ছিল ডোগরা শাসক মহারাজার কূটনৈতিক চাল, ভাওতার নামান্তর। যার স্পষ্ট প্রকাশ ঘটলো, ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে যখন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারত এই মর্মে দাবী এবং যুক্তি পেশ করলো যে, কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, এটি ভারতেরই অংশ। কাশ্মীরকে মুক্ত ও স্বাধীন করার সংগ্রামে যারা অংশ নিয়েছেন সেই মোজাহিদ বাহিনীর উপর ডোগরা শাসকদের অমানুষিক নিপীড়ন ও অত্যাচারের স্টীম রোলার নেমে এলো। মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য ও তাদের চিহ্ন মুছে দেবার জন্য যে যুলুম চালানো হয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজীর বিরল। পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় অনেক নেতা এবং অসংখ্য মানুষ পাকিস্তানে হিজরত করতে বাধ্য হলেন। ১৯৪৮ সালে সীমান্তের পাঠান এবং বিতাড়িত কাশ্মীরবাসীরা জেহাদের মাধ্যমে কাশ্মীর দখলের পরিকল্পনা করে। কিছু এলাকা তাদের দখলে আসে, যা বর্তমানে আজাদ কাশ্মীর নামে পরিচিত।

শেষ সীমা পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত আছি

১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীরে নিরপেক্ষ গণভোট অনুষ্ঠিত হবে এই মর্মে যে প্রস্তাব পাশ হয়, দীর্ঘ সতের বৎসরেও তা বাস্তবায়িত হলো না। কাশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে তিক্ততা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে কয়েকটি সমস্যা বর্তমান পৃথিবীকে যে কোন সময় বিশৃংখল করে তুলতে পারে কাশ্মীর সমস্যা তার অন্যতম।

মাওলানা মওদূদী কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে যা বিশ্বাস করেন এবং তাঁর দল যা ভাবে তাঁর নীচের মন্তব্য থেকে তা স্পষ্ট হতে পারে ঃ

"আমাদের দৃষ্টিতে কাশ্মীর সমস্যার আসল এবং বিশেষ গুরুত্ব কি তা পরিষ্কার করে দিতে চাই। আমাদের কাশ্মীর দাবীর অর্থ এ নয় যে, আমাদের দেশের সীমানা বৃদ্ধি হোক, কিংবা এ জন্যও নয় যে, আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি কাশ্মীরের উপর নির্ভরশীল। বস্তুত এটি হলো নিছক জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও অন্ধ দেশ পূজার কায়দা। কোন সত্যনিষ্ঠ লোক

www.pathagar.com

এমন ভাবতে পারে না। আমাদের চিন্তা হলো কাশ্মীরের ত্রিশ বত্রিশ লক্ষ মুসলমানের অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভেবে। জম্মুর অধিকাংশ মুসলমানকে ইতিমধ্যে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে। পাঠানকোট হতে দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা থেকে মুসলিম সম্প্রদায়কে উৎখাত করা হয়েছে,- এ সকল কথা সবাই অবগত আছেন। বস্তুত পাকিস্তান সীমান্তের নিকটবর্তী কাশ্মীর ও জম্মু এলাকা থেকে এভাবে মুসলিম বিতাড়নের পেছনে ভারতের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী অপর পারে বসবাসকারী মুসলমানদেরও অনুরূপ ষড়যন্ত্রে বিতাড়িত করা হচ্ছে। কাশ্মীর ভারতভুক্ত হলে ভারত তার উত্তর পশ্চিম সীমান্তে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ একটা অঞ্চল বেশিদিন থাকতে দেবে না। একদিন নিশ্চয়ই আসবে যখন পূর্ব পাঞ্জাবের মুসলমানদের মত কাশ্মীরবাসীদেরকেও পাকিস্তানের দিকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। কাশ্মীরের লক্ষ লক্ষ অত্যাচারিত মুসলমানদের ধন-মাল, জীবন, সম্মান এবং তাদের মৌলিক মানবিক অধিকারের নিরাপত্তা বিধান একান্ত প্রয়োজন। এ জন্য আমরা কাশ্মীরকে ভারতের কবল থেকে মুক্ত করতে চাই।

আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আমরা শেষ সীমা পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত আছি।"১

কাশ্মীরের ব্যাপারে প্রথম থেকেই মাওলানার এই অভিমত। তাঁর এই বক্তব্য অকপট এবং আন্তরিক হওয়া সত্ত্বেও ১৯৪৮ সালে মাওলানার বিরুদ্ধে অযৌক্তিক, ভিত্তিহীন ও কাল্পনিক দুর্নাম ছড়ানো হয়। বলা হয়, ১৯৪৮ সালে কাশ্মীরে জেহাদ চলাকালে মাওলানা মওদূদী এই জেহাদকে হারাম বলে ফতোয়া দেন। এর ফলে মোজাহিদ বাহিনী মনের দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে, জেহাদ আন্দোলন নিস্তেজ হয়ে যায়।

আলী আহমদ শাহ

"মাওলানার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ বিন্দুমাত্রও সত্য ছিল না। এ সম্পর্কে তিনজন বিশিষ্ট এবং বিশ্বস্ত লোকের বক্তব্য পেশ করা যাক। জম্মু ও কাশ্মীরের সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব আলী আহমদ শাহ বলেন : পাকিস্তান সরকারের নিকটে আমার আবেদন, কাশ্মীর জেহাদের প্রসঙ্গ পুনরায় বাকবিতণ্ডায় টেনে আনা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। মাওলানা মওদূদী কাশ্মীর জেহাদের বিপক্ষে ছিলেন, বারবার এই ঘোষণা করার অর্থ কাশ্মীর সমস্যার

www.pathagar.com

মূল গুরুত্বকে হালকা করে তোলা। জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণ আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ও গণভোটের অধিকার লাভ করুক মাওলানা মওদূদী পূর্বেও তা চেয়েছেন, ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও এই মতে অটল থাকবেন.....আমার একান্ত বিশ্বাস মাওলানা জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের মধ্যে বিভক্ত করার বিরোধী। ১৯৪৮ সালে কাশ্মীরে জেহাদ চলাকালে মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামী আমার অনুমতি পেয়ে আজাদ কাশ্মীর মোজাহিদ বাহিনীর মধ্যে নগদ টাকা পয়সা ও পোশাক পরিচ্ছদ বিতরণ করেছেন।"২

সরদার মুহাম্মাদ ইবরাহীম

১৯৬৩ সালের ৫ই নভেম্বর রাওয়ালপিণ্ডিতে আজাদ জম্মু ও কাশ্মীরের সাবেক প্রেসিডেন্ট সরদার মুহাম্মাদ ইবরাহীম খান বলেন ঃ "কাশ্মীর জেহাদের প্রশ্নটিকে পুনরায় দলীয় রাজনীতির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে দেখে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছি। এটা আমাদের কোন উপকারে তো আসবেই না, বরং কাশ্মীর মুক্তির মহান উদ্দেশ্যের ক্ষতি করবে।

আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করতে চাই যে, কোন ব্যক্তি পাকিস্তান অথবা কাশ্মীর মুক্তি আন্দোলনের প্রশ্নে মাওলানা মওদূদীর দেশাত্মবোধ ও বিশ্বস্ততায় কালিমা লেপন করলে তা সে ব্যক্তির পক্ষে এক মহা অপরাধের কাজ হবে।

১৯৪৮ সালে সর্বপ্রথম মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনে তাঁকে জেলে প্রেরণের সময় আমি আজাদ জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের প্রেসিডেন্ট ছিলাম। মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে কাশ্মীর জেহাদের প্রশ্নে আনীত অভিযোগ ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত করার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অবাস্তব।"৩

চৌধুরী গোলাম আব্বাস

১৯৬৪ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী রাওয়ালপিণ্ডিতে তথাকার পাবলিক লাইব্রেরী হলে নিখিল জম্মু ও কাশ্মীর মুসলিম অধিবেশন হয়। এতে পাকিস্তান ও আজাদ কাশ্মীর থেকে সম্মেলনের দুইশত কাউন্সিলার যোগদান করেন। এই সভায় কাশ্মীরের অন্যতম প্রবীণ বিপ্লবী নেতা চৌধুরী গোলাম আব্বাস কাশ্মীর সমস্যা ও মাওলানা মওদূদী প্রসঙ্গে বলেন ঃ

www.pathagar.com

"পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু কাশ্মীর সম্পর্কে আমরা বিষয়টি পরিষ্কার করে তুলতে চাই। মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে সম্পর্কিত প্রত্যেকটি লোক সত্যিকার দেশপ্রেমিক। এ কথায় কোন ভুল নেই।........ কাশ্মীর সমস্যা ও কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ব্যাপারে মাওলানা মওদূদী একা যতটা কাজ করেছেন, আমাদের সরকারসহ আমরা সকলে মিলেও ততটা কাজ করতে পারিনি। ......মাওলানা কাশ্মীর কমিটির একজন মর্যাদাশীল সদস্য ছিলেন। এছাড়া তাঁর দল জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকেও আমাদেরকে পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়েছে। এক বিবৃতিতে মাওলানা পাক সরকারকে কাশ্মীরের ব্যাপারে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করার অনুরোধ করেছেন।

পাক সরকার ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন ঠিকই, কিন্তু তাতে কাশ্মীরের স্বার্থ রক্ষা হয়নি, বরং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অর্থাৎ মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দকে সরকার গ্রেফতার করেছেন। এর ফলে কাশ্মীরবাসীদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে, তাদের আজাদীর প্রশ্ন পিছিয়ে গেছে। এ কথা সবাই জানে যে, অধিকৃত কাশ্মীরে বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীই সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে বেশী শক্তিশালী, পাকিস্তান সরকার যদি আন্তরিকভাবে কাশ্মীরবাসীদের মঙ্গল কামনা করেন তবে মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া উচিত।"[৪]

সর্বদলীয় সম্মেলন

কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ১৯৬২ সালের ১৭ই ডিসেম্বর লাহোরে এক সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। খাজা নাজিমুদ্দিন, মাওলানা মওদূদী, সরদার বাহাদুর খান, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, রাজা গজনফর আলী, বেগম শাহনাওয়াজ, মিয়া আবদুল বারী, মুহাম্মাদ হোসাইন ছাত্তা, মাওলানা দাউদ গজনবী, শওকত হায়াত খান, কর্নেল আবিদ হোসাইন, সরদার মুহাম্মাদ ইবরাহীম খান, মাওলানা আবদুস সাত্তার খান নিয়াজি প্রমুখ রাজনৈতিক নেতা এতে অংশগ্রহণ করেন। কাশ্মীরের আজাদী হাসিলের জন্য পাঁচ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। অন্যতম কাশ্মীরী নেতা চৌধুরী গোলাম আব্বাসকে কনভেনর করে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট এক কার্যকরী পরিষদ গঠিত হয়। মাওলানা মওদূদী এই পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন।

আলোচ্য সম্মেলনে যোগদানকারী নেতাদের সম্পর্কে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বিরূপ মন্তব্য করলে মাওলানা তার তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন ঃ

www.pathagar.com

"আমরা কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য প্রেসিডেন্টের হস্ত শক্তিশালী করতে চাইলেও প্রেসিডেন্ট চাইছেন আমাদের অপদস্ত করতে। বস্তুত কাশ্মীরের ৪০ লক্ষ মানুষের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে গণভোট অনুষ্ঠান ছাড়া দ্বিতীয় কোন সমাধানই আমরা গ্রহণ করতে পারি না। কাশ্মীরকে আজাদ করার জন্য এখনো আমি জিহাদের উপর বিশ্বাস রাখি।"৫

কাশ্মীর সম্পর্কে মাওলানার ভূমিকা দেশে যেমন সুস্পষ্ট, তেমনি বহির্বিশ্বে বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোতেও মাওলানা ব্যাপক প্রচার চালিয়েছেন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই মনীষী অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, কাশ্মীর সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য বিশ্বজনমত গড়ে তোলা একান্ত আবশ্যক। বৃহত্তম মুসলিম দেশ পাকিস্তানের এই সমস্যা মুসলিম জাহানকে অবগত করানো এবং এ ব্যাপারে তাদের নিকট থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করা নিতান্ত প্রয়োজন। ভারতের সুকৌশলী প্রচার প্রোপাগাণ্ডার ফলে মধ্য প্রচ্যের মুসলিম দেশে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু 'শান্তির দূত' খেতাব পান। অথচ কাশ্মীরী ও ভারতীয় মুসলমানদের সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরুর ভূমিকা যে কত হৃদয়বিদারক এবং বেদনাদায়ক তা কেউ জানতো না। মাওলানা মওদূদী বিভিন্ন সময়ে মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণকালে ভারতের আসল চেহারা তুলে ধরেন।

মোতামারে ইসলামী

১৯৫৬ সালে মোতামারে ইসলামীর এক সম্মেলন হয়। সারা বিশ্বের ১৬টি মুসলিম দেশের এক শয়ের অধিক প্রতিনিধি ফিলিস্তিন সমস্যা আলোচনার উদ্দেশ্যে দামেশকে সমবেত হন। মাওলানা মওদূদী এতে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই সুযোগে মুসলিম দেশগুলোর সম্মুখে মাওলানা মওদূদীই সর্বপ্রথম কাশ্মীর সমস্যা তুলে ধরেন। এই ব্যাপারে পাকিস্তানের ন্যায়সঙ্গত দাবীর প্রতি প্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেন। বস্তুত আজ থেকে আট নয় বৎসর পূর্ব পর্যন্ত আরব জাহানের ধারণা ছিল, পাকিস্তান সাম্রাজ্যবাদীদের এজেন্ট। ভারতের মিথ্যা প্রচারণাই ছিল এর মূলে। মাওলানা মওদূদীই প্রথম পাকিস্তানের যথার্থ পরিচয়, তার পররাষ্ট্রনীতির প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ের পরিষ্কার ব্যাখ্যা দেন। শুধু তাই নয়, সম্মেলনে আগত মুসলিম জাহানের এই সমস্ত বিজ্ঞ ও প্রভাবশালী প্রতিনিধিদের নিকট থেকে কাশ্মীর প্রসঙ্গে পাকিস্তানের দাবী ন্যায় ও যুক্তিসংগত এই মর্মে লিখিত বিবৃতি আদায় করেন। এ ছাড়া মাওলানা

www.pathagar.com

দামেশকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত জনাব লাল শাহ্ বুখারীর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন এবং তাঁকে আরব জাহানে কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্তানের দাবীর যৌক্তিকতার ব্যাপক প্রচার চালাতে অনুরোধ জানান। দামেশক থেকে ফেরার পথে সিরিয়া, জর্দান, ফিলিস্তিন প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন মহলেও কাশ্মীরের ব্যাপরে পাকিস্তানের দাবীর যুক্তি ব্যাখ্যা করে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেন।

১৯৫৬ সালে উক্ত মোতামারে ইসলামীর স্টাণ্ডিং কমিটি সুয়েজ সমস্যার উপরে মিসরের পক্ষে এক বিবৃতি প্রদান করেন। তখন মাওলানা মওদূদী মোতামারে ইসলামীর জেনারেল সেক্রেটারী ডঃ সাঈদ রমযানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখেন যে, ফিলিস্তিন সমস্যা ছাড়া অন্য ব্যাপারে যদি মোতামার সক্রিয় ভূমিকা নেয় তবে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে অগ্রসর হওয়া দরকার। বলা বাহুল্য মাওলানার এই আবেদন ফলপ্রসূ হয়। ১৯৫৭ সালের জানুয়ারীতে এই কমিটির পক্ষ থেকে এক বিরাট বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। আরব সংবাদপত্র তো বটেই, পাকিস্তানী পত্রিকাতেও তা ছাপা হয়। সিরিয়ায় এখওয়ানুল মুসলেমীন পরিচালিত প্রভাবশালী পত্রিকা 'আশ শেহাব' 'কাশ্মীর সংখ্যা' নামে এক বিশেষ সংস্করণ বের করে, যাতে কাশ্মীর সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামীর বিভিন্ন প্রস্তাবাবলী এবং পাকিস্তান সরকারের বিবৃতি, অভিমত, ভূমিকা ইত্যাদির উল্লেখ করা হয়।

১৯৬১ সালে মাওলানা মওদূদী আরব জাহান সফর করেন। বাহরায়েন, কুয়েত, সৌদী আরব, জর্দান, ফিলিস্তিন ও মিসরে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এবং সুধী সমাবেশে বক্তৃতায় তিনি কাশ্মীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে পাকিস্তানের পক্ষে তাঁদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন।

রাবেতায়ে আলমে ইসলামী

১৯৬২ সালে হজ্জের অব্যবহিত পরে মক্কা শরীফে সারা মুসলিম জাহানের প্রতিনিধি সমন্বয়ে রাবেতায়ে আলমে ইসলামী বা 'মুসলিম জাহান সংযোগ সংস্থা' গঠিত হয়। ২৬ সদস্য বিশিষ্ট এর প্রতিষ্ঠা-পরিষদের মধ্যে মাওলানা মওদূদী অন্যতম সদস্য। এই সম্মেলনে মাওলানা কাশ্মীর সমস্যার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ সম্পর্কে তিনি এক প্রস্তাবও পেশ করেন, যা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাবে জাতিসংঘকে অনতিবিলম্বে কাশ্মীরে গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।৭

www.pathagar.com

এর কিছুদিন পরে সংস্থার অপর এক বৈঠকে কাশ্মীরের উপর আবার আলোচনা হয় এবং এক প্রস্তাবে আমেরিকা ও ব্রিটিশের অনুসৃত নীতির প্রতি গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বলা হয় যে, তারা কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতের উপর চাপ দেবার পরিবর্তে, বর্তমান পরিস্থিতিতে কাশ্মীর প্রশ্ন স্থগিত রাখার জন্য পাকিস্তানের উপর অন্যায়ভাবে চাপ দিচ্ছে।

কাশ্মীর প্রসঙ্গে মাওলানার ভূমিকা পাকিস্তানসহ গোটা জাহানে, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে যে অত্যন্ত স্পষ্ট উপরের আলোচনায় তা পরিষ্কারভাবে জানা গেল। তাই অবাক লাগে যখন দেখা যায় এক শ্রেণীর ইচ্ছা অন্ধ লোক নিজেদের বিশেষ স্বার্থে মাওলানার বিরুদ্ধে দুর্নাম ছড়ায়। ১৯৪৮ সালে এইসব দুর্নামের দাঁতভাঙ্গা প্রামাণিক জবাব দেয়া হলেও এই মহল ১৯৬৩ সালে আবার সেই প্রসঙ্গ টেনে আনে।

অভিযোগের জবাব

এই পরিস্থিতিতে মাওলানা মওদূদী ১৯৬৩ সালের ২৮শে অক্টোবর লাহোরে এক সাংবাদিক সম্মেলন আহবান করেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারিত সমস্ত অভিযোগের পুনরায় জবাব দেন। প্রসঙ্গত তিনি বিরুদ্ধ প্রচারকারীদের চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেন যে, কাশ্মীর জেহাদ হারাম বলে কোন ফতোয়া যদি তিনি দিয়ে থকেন, তবে তা পেশ করা হোক। সাংবাদিক সম্মেলনে মাওলানা প্রদত্ত বিবৃতি নিম্নরূপ ঃ

"১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের নেতৃ সমাজকে আমি কাশ্মীর দখল করে সেখানকার মুসলমানদের যুলুম ও নির্যাতন থেকে বাঁচাবার পরামর্শ দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার সে পরামর্শ গ্রহণ করা হয়নি।.... আমি নবাব মামদোত ও চৌধুরী মুহাম্মাদ আলীকে বলেছি যে, কাশ্মীরের মহারাজার সঙ্গে চুক্তি করার পরিবর্তে কাশ্মীর দখল করে নেয়া উচিত। ১৯৪৭ সালের ২৯শে আগস্ট আমি লাহোর যাই। পরদিন নবাব মামদোতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাঁকে বললাম, যেহেতু র‍্যাডক্লিফ এওয়ার্ড ভারতের জন্য জবরদস্তি করে কাশ্মীর গ্রাস করার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে, সেহেতু পাঞ্জাবের সামরিক ট্রেনিং প্রাপ্ত লক্ষ লক্ষ জনগণকে সংগঠিত করে কাশ্মীর দখল করে নেয়া হোক।....... সম্ভবত ১৯৪৮ সালে, তখন আমি পেশোয়ারে ছিলাম। আমার নিকট আজাদ কাশ্মীরের প্রচার অফিসার নবী বখশ নিজামী এলেন। তিনি গোপনে কিছু কথাবার্তা বলতে চাইলেন। কাশ্মীরের জেহাদ সম্পর্কে আমার

www.pathagar.com

মতামত জানতে চাইলে আমি অক্ষমতা জানাই। কিন্তু তিনি বার বার অনুরোধ করতে থাকলে আমি আমার বক্তব্য জানালাম।

আমি বললাম, মুসলমানের চরিত্রে কখনো মোনাফেকীর ভাব থাকা উচিত নয়। সরকারকে প্রকাশ্যে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জেহাদ ঘোষণা করা উচিত। তাহলে আমি প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে জেহাদ করবো। আমরা সারা দুনিয়ার কাছে বলে বেড়াবো যে, আমরা যুদ্ধ করছি না। অথচ দেশে যুদ্ধ করতে থাকবো–এটা ঠিক নয়। এতে যেমন, আমাদের নৈতিক ক্ষতি হবে তেমনি কাশ্মীর দখল করাও সম্ভব হবে না। কাজেই সরকারকে এখনই জেহাদ ঘোষণা করা উচিত।

জাতিসংঘের আলোচনা রিপোর্টের ৩৪২ পৃষ্ঠায় পাকিস্তানের প্রতিনিধি স্যার জাফরুল্লাহ খানের ১৯৪৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারীর বিবৃতি লিপিবদ্ধ আছে। তাতে পাক প্রতিনিধি নিরাপত্তা পরিষদকে এ কথা বুঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, পাকিস্তান সরকার নিজেই শুধু কাশ্মীর যুদ্ধকে জেহাদ আখ্যা না দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং উপজাতিদেরকে হুমকিও দিয়েছেন যে, যদি তারা এ যুদ্ধকে জেহাদ ঘোষণা করে, তাদের ভাতা বন্ধ করে দেয়া হবে এবং কাশ্মীরে যাবার জন্য যে সব উপজাতীয় সেনা সমবেত হচ্ছিল, পাকিস্তান সরকার তাদেরকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়।

নিজামী সাহেব আমার এই অভিমত জনসমক্ষে প্রকাশের অনুমতি চাইলে আমি তাঁকে নিষেধ করে বললাম, এভাবে আপনি কাশ্মীরের জেহাদকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেন। আশ্চর্যের বিষয় পরদিন পত্রিকায় দেখলাম ঃ

"মাওলানা মওদূদী কাশ্মীরের জেহাদকে হারাম আখ্যা দিয়েছেন এবং বলেছেন যারা ঐখানে মরছে তারা কুকুরের মরা মরছে।"

"এই খবর পড়ে সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমি প্রতিবাদ করতে চাইলাম। কিন্তু আমাকে তার অনুমতি দেয়া হলো না। জামায়াতে ইসলামীর মুখপত্র দৈনিক তাসনীম যাতে আমার প্রতিবাদ না ছাপে সেই মর্মে তার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো। অতপর অল ইণ্ডিয়া রেডিও আমার নামীয় এই তথাকথিত মিথ্যা বিবৃতি জোরেশোরে প্রচার আরম্ভ করলো। আমি পাকিস্তান রেডিওকে আমার প্রতিবাদ প্রচারের জন্য আবেদন জানালাম যাতে করে মুজাহিদ বাহিনী হিম্মত না হারায়। কিন্তু আমাকে এরও সুযোগ দেয়া হলো না।"[৮]

www.pathagar.com

কাশ্মীর সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর ভূমিকা দিবালোকের মত স্পষ্ট। আমরা আলোচনায় তা দেখাতে চেষ্টা করেছি। এসব দলীল প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও মাওলানার বিরুদ্ধে মিথ্যা দুর্নাম কেন প্রচার করা হলো সে প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে সবার মনেই জাগতে পারে। বস্তুত ১৯৪৮ সালে জামায়াতে ইসলামী ও তাঁর আমীর মাওলানা মওদূদী পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবী তোলেন। শাসক মহল ইসলামী শাসন প্রবর্তন পছন্দ করতেন না। তাই কাশ্মীর প্রসঙ্গে মিথ্যা অজুহাত তৈরী করে মাওলানাকে গ্রেফতার করা হয়। এই গ্রেফতার কাশ্মীর উদ্দেশ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এ কথা নিসন্দেহে বলা চলে।

গত বছর ১৯৬৩ সালে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার ও মৌলিক মানবিক অধিকার আন্দোলনে মাওলানা মওদূদী তাঁর দল জামায়াতে ইসলামী সারা দেশব্যাপী তুমুল আলোড়ন তুললেন, এদের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে পাকিস্তানের ৬ লক্ষ লোকের সাক্ষর সম্বলিত ৯ মাইল লম্বা এক স্বাক্ষরনামা জাতীয় পরিষদে পেশ করা হলো, তখন শাসক সমাজ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এবারেও কাশ্মীর জেহাদ সম্পর্কে সেই প্রচারণা এবং আরো কয়েকটি অভিযোগ তৈরী করে মাওলানা ও তাঁর অসংখ্য সাথীকে গ্রেফতার করা হলো, জামায়াতে ইসলামীকে করা হলো বেআইনী।

সত্য কথা বলতে গেলে মাওলানার বিরুদ্ধে এই মিথ্যা প্রচারণা কাশ্মীর প্রসঙ্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। মাওলানার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে চাপা দেবার চেষ্টা অপচেষ্টারই নামান্তর। দেশ বিদেশের সুধী মহল মাওলানা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। মিথ্যার আবরণে সত্যকে দীর্ঘ দিন চাপা রাখা যায় না।

তথ্যপঞ্জি

১. মার্চ, ১৯৬১, উদ্ধৃত অর্ধ সাপ্তাহিক এশিয়া, লাহোর ১০ই মার্চ, ১৯৬৪।

২. অর্ধ সাপ্তাহিক এশিয়া, লাহোর, ২৮শে নভেম্বর, ১৯৬৩।

৩. ঐ, ১৩ই নভেম্বর। ১৯৬৩।

৪. সাপ্তাহিক পাক–কাশ্মীর, রাওয়ালপিণ্ডি, ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪। অর্ধ সাপ্তাহিক এশিয়া লাহোর, ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪। সাপ্তাহিক জাহানে নও, ঢাকা, ১লা মার্চ, ১৯৬৪।

৫. সাপ্তাহিক জাহানে নও, ঢাকা, ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৬২।

৬. অর্ধ সাপ্তাহিক এশিয়া, লাহোর, ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৬৩।

৭. সাপ্তাহিক জাহানে নও, ঢাকা, ১০ই নভেম্বর ১৯৬৩, ২৪শে অক্টোবর ১৯৬৩ ঢাকার পল্টন ময়দানে মাওলানা মওদূদীর বক্তৃতা।

প্রথম সংস্করণ ঃ রচনাকাল–১৯৬৪ ইং

www.pathagar.com

মাওলানা মওদূদীকে যেমন দেখেছি
জ্ঞানের বিশ্বকোষ

—আব্বাস আলী খান

আধুনিক বিশ্বে চিন্তার বিপ্লব সৃষ্টিকারী প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ এবং শিক্ষিত সমাজে সর্বাধিক আলোচিত ব্যক্তিত্ব মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে (র) স্বচক্ষে দেখেছিলাম উনিশ শ' ছাপ্পান্ন সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। তবে তাঁকে মানস চোখে দেখেছিলাম তারও সাত বছর আগে। সে সময়ে তাঁর রচিত একখানা উর্দু গ্রন্থ 'খুৎবাৎ' আমার হস্তগত হয়।

মানুষকে দেখার অর্থ নিছক তার সাড়ে তিন হাত রক্ত মাংসের দেহ দেখা নয়। দেহের কাঠামো ও তার বর্ণ-রূপ সৌন্দর্য দেখা নয়। তার জ্ঞান-গরিমা, চরিত্র, আচার-আচরণ, পাণ্ডিত্য, মানবীয় গুণাবলী প্রভৃতি দেখলেই সেটা হয় সত্যিকার দেখা। মাওলানাকে দেখেছিলাম একজন আলেমে দীন, আবেদ, আল্লাহর জন্য জান নিসার, সমাজ সংস্কারক, রাজনীতিবিদ, সংগঠক, বক্তা, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং একজন পণ্ডিত গবেষক হিসেবে। আরও দেখেছিলাম তাঁকে জ্ঞান সিন্ধুর ডুবুরি এবং জ্ঞানের বিশ্বকোষ (ENCYCLOPAEDIA OF KNOWLEDGE) হিসেবে।

অনেকের মতন আমিও ছিলাম একজন বংশানুক্রমিক মুসলমান এবং ইসলাম সম্পর্কে একটা ধারণা বাল্যকাল থেকেই ছিল। কিন্তু মাওলানা মওদূদীর প্রথম যে বইখানা পড়েছিলাম তার মধ্যে ঈমান, ইসলাম ও ইসলামের অন্যান্য বুনিয়াদী বিষয়গুলো সম্পর্কে তাঁর উপস্থাপিত দৃষ্টিভংগী এত স্বচ্ছ, সুস্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী যে, তা পড়ার পর আমার মনে হলো ইসলামে নতুন করে সবক নিলাম। তিনি তাঁর এ গ্রন্থে প্রতিটি জটিল ও তাত্ত্বিক বিষয় বলিষ্ঠ যুক্তি এবং উদাহরণ দিয়ে এমন সুন্দর করে সহজ-সরল ও সাবলীল ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, বিষয়টির সত্যতা সম্পর্কে মনে কোন সন্দেহ সংশয় থাকে না। তিনি হৃদয় দিয়ে বুঝবার জন্য দৃষ্টান্তগুলো পেশ করেছেন, মানুষের বাস্তব জীবনের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্ম ও ঘটনাবলী থেকে। যার ফলে প্রতিটি বিষয়ের মর্ম ও হাকীকত হৃদয়ের গভীরে অংকিত হয়ে যায়।

www.pathagar.com

কুরআনিক ভাষায় অভিজ্ঞ আলেমে দীন হিসেবে তাঁর পরিচয় পাই তাঁর ত্রিশ বছরের সাধনালব্ধ তাফহীমুল কুরআন পাঠ করে। তাফহীমুল কুরআন কালামে ইলাহীর সহজ তরজমা ও ব্যাখ্যা। তাঁর এ তাফসীরের নামকরণটিও হয়েছে বড়ো সুন্দর ও সার্থক। আরবী কুরআনের তরজমা ও ব্যাখ্যা তিনি করেছেন উর্দু ভাষায়। আসমানী কিতাবের ভাষার অলংকার, প্রকাশ ও বর্ণনাভংগী অবিকল কোন ভাষায়তো রূপান্তরিত হতে পারে না। কিন্তু কুরআনকে সঠিকভাবে বুঝাবার জন্য মাওলানা যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা এতোই হৃদয়গ্রাহী, তাঁর রচনাশৈলী এতো সুনিপুন ও বেগবান এবং এতো চিত্তাকর্ষক যে, পাঠক অভিভূত হয়ে পড়ে, কুরআন যা বলতে চায় তাই তার অন্তরে অংকিত হয়ে যায়। কুরআন যে বিপ্লব চায়, সে বিপ্লবের তরঙ্গ পাঠকের হৃদয় প্রাচীরে আঘাতের উপর আঘাত করে। কুরআনের শক্তিশালী প্রভাব সে অন্তরে অনুভব করে।

কুরআন এসেছিল মানুষের হেদায়েতের জন্য। তাফহীমুল কুরআন সে কাজই করছে তাদের জন্য যারা আরবী ভাষা জানে না, লক্ষ লক্ষ পথহারা যুবক তাফহীম পাঠ করে জীবনের সঠিক পথ খুঁজে পেয়েছে। এর আকর্ষণ এতো অধিক যে, উর্দুভাষী পাঠক স্বতস্ফূর্তভাবে তাফহীম খরিদ করে, নিজে পড়ে, অপরকে পড়ে শুনায়, তাফহীম পাঠের জন্য পাঠচক্র তৈরী করে।

একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। ঘটনাটি বয়ান করেছেন করাচীর দৈনিক জাসারাত পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক জনাব সালাহুদ্দীন।

তিনি বলেন, "আমরা করাচীর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী জীবন কাটাচ্ছিলাম। একবার ঈদ উপলক্ষে সারা জেলখানা ঘুরে ফিরে দেখার সুযোগ হয়। এক স্থানে দেখলাম এক ব্যক্তির সামনে তাফহীমুল কুরআন। কোন্ অপরাধে তিনি এখানে, এ কথা জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, তিনি এক পারিবারিক বিবাদে জড়িত হয়ে এ শাস্তি ভোগ করছেন। তিনি দর্জির কাজ করতেন এবং সামান্য লেখাপড়া জানেন। এক ব্যক্তির পরামর্শে তিনি মাওলানা মওদূদীকে এক পত্রে বলেন, জেলে আমি আমার জীবনের শেষ দিনগুলো কাটাচ্ছি। আমি সামান্য উর্দূ লিখতে পড়তে জানি। আরবী জানি না। শুনেছি আপনি উর্দূতে কুরআন পাকের তরজমা করেছেন যার ভাষা খুব সহজ এবং একজন সাধারণ মানুষ তার থেকে হেদায়েত লাভ করতে পারে। মেহেরবাণী করে আমাকে একখণ্ড পাঠিয়ে দেবেন।

www.pathagar.com

তিনি বললেন, পত্র লেখার ঠিক দশ দিন পর আমার হাতে একখণ্ড তাফহীম এসে পৌঁছলো। তাতে মাওলানার মুবারক হাতের দস্তখত ছিল। তিনি আনন্দ ও গর্বের সাথে সে দস্তখত আমাকে দেখিয়ে দিলেন।

তারপর যেহেতু সে লোকের (উক্ত দর্জির) মৃত্যুদণ্ড মাফ করে দেয়া হয়েছিল, সে জন্য তিনি তাঁর অন্যান্য সাথীদেরকেও কুরআনের দারস দেয়ার সংকল্প করেন। দেখলাম যে, ওয়ার্ডের কয়েদী সংখ্যা বাহাত্তর জন। তারা এককালে ছিল মদখোর, যিনাকার, খুনী এবং বহু জঘন্য অপরাধে জড়িত। দেখলাম তারা অজু করে পাক সাফ কাপড় পরে আদবের সাথে দারস শুনতে লাগলো।"

এর থেকে বুঝা যায় মাওলানা মওদূদীর হেদায়াতের কাজের ব্যাপকতা ও প্রসারতা কত সীমাহীন।

কুরআন হাদীস, ফেকাহ শাস্ত্র এবং আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানে মাওলানা যে জ্ঞানের সাগর তা তাঁর 'রাসায়েল ও মাসায়েল' পড়লে বুঝা যায়।

ইবনে তাইমিয়া, শাহ ওয়ালিউল্লাহ প্রমুখ মনীষীদের মত শির্ক, বিদআত এবং জাহেলী রসম রেওয়াজের উপর তীব্র কষাঘাত করে মাওলানা মওদূদী হাজার হাজার পৃষ্ঠা কলম চালনা করেছেন। এসব ব্যাপারে তিনি যে এক সত্যিকার মুজাদ্দিদের কাজ করেছেন তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

উনিশ শ' সাতান্ন সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পাঞ্জাবের রহীমইয়ার খান জেলার মাছিগোটে সপ্তাহব্যাপী নিখিল পাকিস্তান রুকন সম্মেলনে অতি নিকট থেকে মাওলানাকে দেখার সুযোগ আমার হয়েছিল। দেশভিত্তিক রুকন সম্মেলনে যোগদানের সৌভাগ্য আমার এই প্রথম। রুকন হিসেবে বয়স আমার এক বছরেরও কম। তাই উৎসাহ-উদ্যম, বহু কিছু জানা ও শেখার আগ্রহ মনকে ব্যাকুল ও অধীর করে তুলছিল।

রাতের অধিবেশনে দেখলাম কতিপয় বক্তা জামায়াত প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মওদূদীর মুখের উপর তাঁর সমালোচনা করছেন। এ আমার কাছে বড় বেদনাদায়ক মনে হলো। দুঃখ, ক্ষোভ ও নৈরাশ্যে মন ভেঙ্গে পড়ছিল। কিন্তু অপরদিকে যখন লক্ষ্য করলাম যাঁর মুখের উপর নির্দ্বিধায় তীব্র সমালোচনার বড়ো বড়ো চোখাচোখা ইট পাথর ছুঁড়ে মারা হচ্ছিল, তাঁর নূরানী চেহারায় প্রতিক্রিয়ার কোন লেশ দেখতে পেলাম না। তাঁকে দেখলাম একেবারে প্রশান্ত মহাসাগরের মত। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের বারি রাশিওতো বায়ুর আঘাতে উচ্ছ্বসিত ও তরঙ্গায়িত হয়। কিন্তু তাঁর প্রশান্ত মুখ মণ্ডলে ক্ষোভ, বিরক্তি ও

www.pathagar.com

রাগের কোন সামান্যতম তরঙ্গ ও উচ্ছ্বাস নেই। ভাবছিলাম এ কেমন মানুষ। সর্বশ্রেষ্ঠ ও আখেরী নবীর (সঃ) কর্মনীতি ও কর্মপদ্ধতির অনুকরণে যে জামায়াত, তার সঠিক নেতৃত্বদান শুধু এমন লোকের পক্ষেই সম্ভব।

তারপর তাঁর সাহচর্য লাভের, একত্রে সফর করার, থাকা ও খাওয়ার বহু সুযোগ হয়েছে। সুদীর্ঘ বাইশ বছর তাঁর সাথে বিভিন্নভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। এমন জ্ঞান সমুদ্রের সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য যখনই হয়েছে, মনে হয়েছে যেন কতদিনের পুরাতন বন্ধু। কথাবার্তা ও আলাপচারিতে বুঝতেই দেন না যে, আমাদের মত স্বল্প জ্ঞানবুদ্ধির লোক তাঁর মত এক জ্ঞান কোষের সান্নিধ্যে রয়েছে।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে জিহাদ

মাওলানা তাঁর জ্ঞানচক্ষু উন্মিলীত হবার পর দেখতে পান যে, মুসলমান জাতি চরম অধপতনের সম্মুখীন। রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে অপসারিত হবার পর তারা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির কাছে আত্মসমর্পন করেছে। পাশ্চাত্যের প্রবর্তিত আধুনিক ধর্মহীন শিক্ষা তাদেরকে ইসলাম থেকে বহু দূরে ঠেলে দিয়েছে। তাদের মন-মস্তিষ্ক, চিন্তা-চেতনা, নৈতিক-মূল্যবোধ প্রভৃতি পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত। ভাল-মন্দ, লাভ-লোকসান ও উন্নতি-অবনতির মাপকাঠি গ্রহণ করা হয়েছে পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা ও জীবনদর্শন থেকে। মাওলানা উপলব্ধি করেন, মুসলমানদেরকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে হলে পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতির মায়া-মরিচিকা থেকে তাদেরকে দূরে রাখতে হবে। তাই তিনি তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর অস্ত্র দিয়ে লড়াই শুরু করেন এ মায়া-মরিচিকার বিরুদ্ধে। তিনি তাঁর বলিষ্ঠ ও অখণ্ডনীয় যুক্তি দিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তসারশূন্যতা প্রমাণ করেন ও তার মায়া মরিচিকার জাল ছিন্ন করেন। তিনি আরও প্রমাণ করেন যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। তার নিজস্ব জীবন দর্শন আছে, যা পাশ্চাত্যের ব্যবস্থাগুলো থেকে শ্রেষ্ঠতর। অধিকতর কল্যাণকর ও স্থিতিশীল। তাঁর অমূল্য গ্রন্থ 'তানকীহাত' (ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ) মুসলমানদের জ্ঞান চক্ষু উন্মিলীত করে এবং তাদেরকে পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির অক্টোপাশ থেকে রক্ষা করে।

ইংরেজ শাসন আমলে এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এ উপমহাদেশে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ঘোষণা করে যে, এখানে বসবাসকারী সকল ধর্মের লোক

www.pathagar.com

এক জাতি। এ এক জাতীয়তার ভিত্তিতে কংগ্রেস একটি গণতান্ত্রিক (সিকিউলার) রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করে। মুসলমান তাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য-স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে একজাতীয়তার যুপকাষ্ঠে নিজেদেরকে বলি দিয়ে জাতীয় আত্মহত্যা করতে কখনো রাজী ছিল না।

কিন্তু তিরিশের দশকে জনৈক কংগ্রেসপন্থী আলেম একজাতীয়তার স্বপক্ষে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেন। ফলে, উপমহাদেশের মুসলমানগণ তাদের জাতীয় অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশংকায় অধীর হয়ে পড়েন। মাওলানা তাদের উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হন। তিনি "মাসয়ালায়ে কাওমিয়াত" শীর্ষক এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে কুরআন, হাদীস ও ইসলামী ইতিহাস থেকে উক্ত অভিমত খণ্ডন করে প্রমাণ করেন যে, মুসলমান ও অমুসলমান কখনো এক জাতি হতে পারে না। এ কারণেই নবী ইব্রাহীম (আ) তাঁর পিতার সাথে, নবী মূসা (আ) তাঁর পালক পিতার সাথে এবং নবী মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর চাচা আবু লাহাব ও আত্মীয়স্বজনের সাথে এক জাতি হতে পারেননি। এভাবে তিনি মুসলমানদেরকে তাদের জাতীয় আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করেন।

বহু ফ্রন্টে একাকী লড়াই

মাওলানা একাকী ইসলাম বিরোধী শক্তি তথা জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে বহু ফ্রন্টে লড়াই করেন। একদিকে আল্লাহদ্রোহিতা ও নাস্তিকতার প্রবল প্লাবনে উপমহাদেশের মুসলিম যুব সমাজ ভেসে যাচ্ছিল, অপরদিকে মিথ্যা নবুওতের শক্তিশালী আন্দোলন ও প্রচার প্রচারণা মুসলিম উম্মাহর ভিতকে নড়বড়ে করে দিচ্ছিল এবং মুনকেরীনে হাদীসের (হাদীস অস্বীকারকারীদের) ফেৎনা গোটা নবুওতের প্রাসাদকেই ভেঙ্গে চুরমার করছিল। মাওলানা একাকী এ সবের বিরুদ্ধে সাফল্যের সাথে লড়াই করেন। আমরা স্বচক্ষে এটাও দেখি যে, কামাল আতাতুর্ক ওসমানীয় খেলাফতকে উচ্ছেদ করে তুরস্কে যে ধর্মহীনতার বীজ বপন করেন তার থেকে নাস্তিকতার এক বিষবৃক্ষ উদগত হয়। পরিতাপের বিষয় যে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের প্রাণশক্তি উজ্জীবিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তা-ই হয়ে পড়ে নাস্তিক্যের উৎস কেন্দ্র। সেখান থেকে অসংখ্য লোক শিক্ষা সমাপ্ত করে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং নাস্তিকতা প্রচারে লিপ্ত হয়। পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহরু ছিলেন কমিউনিজমের পতাকাবাহী। কমিউনিজমের ফজীলত শুধু পণ্ডিত নেহরুর মুখেই শুনা যেতো না, জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের মুখপত্র 'আল জমিয়ত' পত্রিকাও কমিউনিজমের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল। উপমহাদেশের

www.pathagar.com

মুসলিম যুব সমাজও নেহরুকে তাদের প্রিয় নেতা হিসেবে বরণ করে নেয়। সেই সাথে মুসলমানদেরকে পাইকারীভাবে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করার জন্য শুদ্ধি আন্দোলন এবং একজাতীয়তার যাঁতাকলে মুসলিম জাতিকে নিষ্পিষ্ট করে হিন্দু জাতির মধ্যে একাকার করে দেয়ার জন্য Muslim Mass Contact Movement জোরদার করা হচ্ছিল। এসব ছিল বহিশত্রুর পক্ষ থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযান। স্বয়ং কতিপয় বিকৃত মুসলমানের পক্ষ থেকেও মুসলমানদের মধ্যে শির্ক বিদআতের প্রচলন অব্যাহত ছিল। এই যে, মুসলমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে চতুর্মুখী ফেৎনা-এ সবের মুকাবিলা কে করেছেন? মাওলানা মওদূদী ব্যতীত আর কেউ করেছেন এমন কোন প্রমাণ ইতিহাস থেকে কেউ পেশ করতে পারবেন কি? সে যুগের এমন কোন ফেৎনা ছিল না যার মুলোৎপাটন মাওলানা করেননি। তাঁর সম্পাদিত মাসিক তর্জুমানুল কুরআন তাঁর প্রণীত তাফহীমাত, তান্‌কীহাত, পর্দা, কুরআন কী চার বুনিয়াদী এস্তেলাহ, তাজ্বদীদ ও এহ্‌ইয়ায়ে দীন, সিয়াসী কাশমাকাশ প্রভৃতি গ্রন্থাবলীই এ সাক্ষ্য বহন করে যে, মাওলানা একাকী অত্যন্ত নির্ভীকভাবে এ সকল ফেৎনার মুলোৎপাটন করেন। অতপর ইসলামের পতনযুগে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এ সত্য প্রতিষ্ঠিত করেন যে, ইসলাম শুধুমাত্র কতিপয় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি নয়, বরঞ্চ একটি শাশ্বত ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এ কথাটি আজ সমগ্র মুসলিম বিশ্বের এক সর্বসম্মত শ্লোগানে পরিণত হয়েছে।

শতাব্দীর সেরা খাদেম

ইসলামের এ স্বচ্ছ ও সঠিক ধারণা কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যেই নিহিত রয়েছে, তার বাইরের কোন জিনিস নয়। মাওলানা এ সত্যের সন্ধান জগতবাসীকে দিয়েছেন। মাওলানা অর্ধ শতাব্দীব্যাপী ইসলামের যে মহান খেদমত করেছেন সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে এ ধারণাই জন্মে যে, আল্লাহতায়ালা একমাত্র তাঁর দ্বারা দীনের এসব খেদমত আঞ্জাম দেয়ার জন্য তাঁকে শতাব্দীর সেরা দীনের খাদেম হিসেবে পয়দা করেন। সে জন্য স্বতস্ফূর্তভাবে দিল থেকে এ দোয়া বেরিয়ে আসে "হে আল্লাহ! তুমি তোমার এ বান্দার জীবনভর ইসলামী খেদমত কবুল করে নাও।"

মাওলানাকে দেখেছি আল্লাহর পথের একজন নির্ভীক সৈনিক হিসেবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন শক্তি ও সত্তাকে ভয় করা ছিল তাঁর প্রকৃতিরই খেলাপ। তেপ্পান্ন সালে পাকিস্তান সরকারের নির্দেশে লাহোরে সামরিক

www.pathagar.com

আদালত একমাত্র ইসলামের পথ রুদ্ধ করার জন্য মাওলানার প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়। ফাঁসির কুঠরিতে অত্যাসন্ন মৃত্যুকে উপেক্ষা করে তিনি যে সব নির্ভীক ও ঈমান উদ্দীপক উক্তি করেছিলেন তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে চিরকাল। মৃত্যু দণ্ডাদেশের পর সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও প্রাণভিক্ষা চাওয়ার সুযোগ দেয়া হয়। অতপর তাঁর পরিবার, আত্মীয়স্বজন এবং স্বয়ং তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামায়াতের পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চাইলে মাওলানা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন ঃ

......"আপনারা মনে রাখবেন যে, আমি কোন অপরাধ করিনি। আমি তাদের কাছে কিছুতেই প্রাণভিক্ষা চাইব না। এমন কি আমার পক্ষ থেকে অন্য কেউ যেন প্রাণভিক্ষা না চায়, না আমার মা, না আমার ভাই, না আমার স্ত্রী পুত্র পরিজন। জামায়াতের লোকদের কাছেও আমার এই অনুরোধ। কারণ জীবন ও মরণের ফায়সালা হয় আসমানে–যমীনে নয়।"

এ সব ঐতিহাসিক উক্তি আমার আপন কানে শুনার সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে এ ধরনের উক্তি করতে স্বচক্ষে দেখেছি, আপন কানে শুনেছি।

সত্যের জন্য জীবন দেয়ার বাস্তব প্রশিক্ষণ

তেষট্টি সালের কথা। লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলনে মাওলানা উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করছিলেন। আইয়ুব সরকারের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কতিপয় সশস্ত্র দুর্বৃত্ত প্যাণ্ডেলের ভেতর ঢুকে মাওলানাকে লক্ষ্য করে পিস্তলের গুলী ছুঁড়তে থাকে। চারদিক থেকে তখন আওয়াজ ওঠে মাওলানা বসে পড়ুন, মাওলানা বসে পড়ুন।

মাওলানা একেবারে অকুতোভয়। অবিচল দাঁড়িয়ে থেকে বলেন, 'আগার মাঁই বায়ঠ যাওঁ তো খাড়ী রাহে কোন্?'

সে সময়ের ভয়াবহ দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছি—মাওলানার নির্ভীক উক্তি নিজ কানে শুনেছি।

তিনি আল্লাহর পথের শুধু একজন নির্ভীক সৈনিক নন, বরঞ্চ সিপাহসালার। তিনি একটি সুশৃংখল মজবুত এবং আদর্শিক দলের প্রতিষ্ঠাতা ও অবিসংবাদিত নেতা। যে দলটির তিনি নেতৃত্ব দেন, সে দলের কর্মীবাহিনীকে তিনি এ শিক্ষাই দিয়ে গেলেন যে, জীবন দিয়ে হলেও আদর্শের

www.pathagar.com

প্রতি অবিচল থাকতে হবে। এরূপ পরিস্থিতিতে এটাই স্বাভাবিক ছিল যে, আর কেউ হলে, তিনি যতো শক্তিশালী দলের নেতাই হোন না কেন, জীবনের ভয়ে বসে পড়তে অথবা টেবিল-চেয়ারের আড়াল হতে মুহূর্ত বিলম্ব করতেন না। কিন্তু মাওলানা নিজের জীবনকে বিপন্ন করে সত্যের জন্য জীবন দেয়ার বাস্তব প্রশিক্ষণই দিয়ে গেলেন তাঁর কর্মীবাহিনীকে। এমনটি কেউ কখনো দেখেছেন কি?

বিকেলের আসর

মাওলানার জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় বিষয় হলো তাঁর বিকেলের আসর। মাওলানার বাড়ি সংলগ্ন ফুলবাগান ঘেরা একটি উঠান—তার উপর ঘাসের মখমল বেছানো। মাওলানার জীবদ্দশায় এ উঠানটিতে প্রতিদিন আসর ও মাগরেব নামায হতো। এ নামাযে মাওলানা ইমামতী করতেন।

নামাযের পর প্রশ্নোত্তরের আসর বসতো এবং তা মাগরেব পর্যন্ত চলতো। এ বিকালের আসরে দেশ বিদেশের লোক যোগদান করতেন। কেউ হয়তো এসেছেন আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা বা জাপান থেকে তাঁকে দেখতে এবং তাঁর থেকে কিছু জ্ঞান লাভ করতে, কেউ এসেছেন তাঁর আকর্ষণে, কেউ এসেছেন মনের কিছু জটিল প্রশ্ন নিয়ে। এ আসরে বিভিন্ন লোকের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করা হতো। ইসলাম সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের উপরে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর, রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, সমাজ বিজ্ঞান প্রভৃতির উপরে। মাওলানা কোন পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই এসব প্রশ্নের সঠিক ও সন্তোষজনক জবাব দিতেন। যেন জ্ঞানসমুদ্র থেকে যে কোন জ্ঞান মানুষ অঞ্জলি ভরে ভরে নিয়ে যাচ্ছে। একবার কথায় কথায় উড়ো জাহাজের প্রসঙ্গ উঠলো। তখন মাওলানা উড়ো জাহাজের যাবতীয় কলকবজা, তার গঠন এবং যান্ত্রিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া সম্পর্কে এমন ব্যাখ্যা করতে থাকেন যে, শ্রোতাগণ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতে থাকেন। মনে হয় যেন মাওলানা একজন বিমান প্রকৌশলী। ভাবতে অবাক লাগে যে, তিনি এসব জ্ঞান কোথায় এবং কবে আয়ত্ত করলেন।

একবার ইসরাইলের প্রসঙ্গ উঠলো। তখন তাদের আদ্যপান্ত ইতিহাস, তাদের যুদ্ধকৌশল, তাদের গুপ্তচর বৃত্তি এমনভাবে বর্ণনা করলেন যে, শ্রোতাগণ মনে করলেন যে, তারা কোন ইসরাইলী পণ্ডিতের মুখেই কিছু শুনছেন। এসব থেকে মনে হয় যে, আল্লাহতায়ালা এ যুগে তাঁকে এক জ্ঞানের বিশ্বকোষ বা ইনসাইক্লোপ্যাডিয়া হিসেবে পাঠিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

লাহোর গেলে অবশ্যই তাঁর বিকালের আসরে যোগদান করার সুযোগ আমার হতো। সেই সাথে তাঁর পেছনে নামায পড়ার সৌভাগ্যও হতো। বহুবার তাঁর পেছনে নামায পড়ার এবং জুমার খুৎবা শুনার সুযোগ হয়েছে। তিনি ধীরে ধীরে থেমে থেমে অনুচ্চস্বরে কেরায়াত পাঠ করতেন। তাঁর কেরায়াত শুধু কানে মধুবর্ষণই করতো না, নামাযে পরম একাগ্রতার মধ্যে আল্লাহর নৈকট্য লাভের এক অস্বাভাবিক ও অব্যক্ত আস্বাদ অনুভব করতাম। এ ধরনের অনুভূতি আরও অনেকেই ব্যক্ত করেছেন।

একজন আবেদ, মুজাহিদ, প্রখ্যাত আলেমে দীন। একটি আদর্শিক আন্দোলনের সার্বক্ষণিক নেতৃত্বদানকারী এবং জ্ঞান সিন্ধু হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন বড়ো রসিক। তাঁর এ রসিকতার কারণ শুধু শ্রোতাদেরকে আনন্দ দান করা নয়, বরঞ্চ তিনি তাঁর প্রতিভাদীপ্ত ব্যক্তিত্বকে সকলের সাথে একই কাতারে শামিল করে শ্রোতাদেরকে ও সার্বক্ষণিক সংগীসাথিদেরকে কোনরূপ হীনমন্যতার শিকার হওয়া থেকে রক্ষা করেন। এ ছিল তাঁর হৃদয়ের সীমাহীন উদারতা, পরকে আপন করার এবং দূরকে কাছে টানার দৃষ্টান্তমূলক মানসিকতা। বহুবার তাঁর রসিকতায় মুগ্ধ হয়েছি, বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতে জর্জরিত জীবনের বিষাদের গ্লানি মুছে গেছে, উৎসাহ-উদ্দীপনা বেড়েছে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কোন শক্তি ও সত্ত্বার পরোয়া না করার মনোবল বর্ধিত হয়েছে।

একবার আইয়ুব আমলে গভীর রাতে পুলিশ হানা দেয় ৫/এ যায়লদার পার্কে। এ ছিল জামায়াতের কেন্দ্রীয় অফিস ও মাওলানার বাসস্থান। মাওলানা এবং কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। পুলিশের তালিকাভুক্ত মাওলানা জান মুহাম্মাদ ভুট্টো কোথায় এ কথা জিজ্ঞেস করলে মাওলানা হাসতে হাসতে পুলিশকে বলেন, 'ভাই, হামারে সাথ ভি এক ভুট্টো হ্যায়।'

আইয়ুব মন্ত্রীসভার প্রভাবশালী জাঁদরেল মন্ত্রী যুলফিকার আলী ভুট্টো। মাওলানা উপরোক্ত রসিকতা করে এ কথাই বলতে চাইলেন যে, জেল, যুলুম, ফাঁসী কোনটারই পরোয়া তিনি করেন না। পুলিশের পরিবেষ্টনীর মধ্যেও উক্ত রসিকতা গ্রেফতারকৃত নেতাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে।

মৃত্যু অতি আসন্ন জেনেও তিনি রসিকতা করতে ছাড়েননি। আমেরিকায় মৃত্যুর মাত্র ক'দিন আগে তাঁর মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁর জনৈক গুণমুগ্ধ ব্যক্তি দেখা করতে গেছেন। সাথে নিয়ে গেছেন মাওলানার জন্য কিছু পান। পান খাওয়ার অবস্থাও তখন তার ছিল না।

www.pathagar.com

আগন্তুক প্রশ্ন করেন, মাওলানা, বেহেশতে কি পান পাওয়া যাবে? মাওলানা- ওহো, আপ নিহি জানতে? ইয়েত ওয়ারাকুল জান্নাহ (বেহেশতের পাতা) হ্যায়।

আমেরিকার সে সময়ের আর একটি ঘটনা। পাকিস্তানের জাস্টিস আফজাল চীমা গেছেন মুমূর্ষু মাওলানাকে দেখতে। সংগে তাঁর পুত্র। মাওলানার সাথে কথা বলার সময় চীমা সাহেবের পুত্র তাঁর ক্যামেরা দিয়ে খচ্ করে মাওলানার ছবি তুললেন। পিতা বললেন, বেটা, ছবি নিতে হলে অনুমতি নিতে হয় না?

মাওলানা বল্লেন, ভাই শূট্ আগার করনাহি থা তু এজাযাত কি কিয়া যরুরৎ?

মাওলানা সৈয়দপুর গেলে ডাক বাংলায় তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হয়। সৈয়দপুর শহরে ভয়ানক মশা। সকালে মাওলানাকে জিজ্ঞেস করলাম, মাওলানা ঘুম হয়েছে ত?

মাওলানা-"ভাই, রাতভর মচ্ছর ফৌজ দর ফৌজ আতে রাহে আওর না'রা লাগাতে রাহে-মচ্ছর দানী ধ্বংস হোক।"

বুঝলাম সারা রাত মশার চিৎকারে মাওলানার ঘুম হয়নি।

মাওলানা দিল্লীর এক অতি সম্ভ্রান্ত বংশের লোক এবং স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের তুলনায় তাঁর জীবনের মান ছিল বেশ উচ্চ। তথাপি যেকোন পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে নিজেকে তৈরী করে নিয়েছিলেন। ফাঁসির কক্ষে শুধু মেঝের উপরে বিনা বালিশে ও বিনা মশারীতে শয়ন করেছেন।

একবার প্রচণ্ড গরমের সময় মাওলানা দিনাজপুর গেলেন। তাঁর সুবিধা হবে মনে করে আমরা এডভোকেট আবুল কাসেম সাহেবের বাড়ি তাঁর থাকার ব্যবস্থা করলাম। তাঁর বাড়িতে তখন বিদ্যুৎ নেয়া হয়নি। স্যানিটারী বাথরুমও ছিল না। রাতে মশারী খাটিয়ে একখানা তালপাতার পাখা দেয়া হলো। মাওলানা শুধু এতোটুকু রসিকতা করে মশারীর দিকে ইংগিত করে বলেছিলেন-"ভাই, এত এক আজীব চীয্ হ্যায়। ঘর কে আন্দার ঘর।"

আমরা ত গরমে সারা রাত আইঢাই-হাঁসফাস করেছি এবং বুঝতে পেরেছি মাওলানার ভারি কষ্ট হয়েছে। কিন্তু তাঁর চেহারায় কোন বিরক্তি, রাগ অথবা অভিযোগের আমেজ দেখিনি। তাঁর মধ্যে দেখেছি অসীম ধৈর্য ও সহনশীলতা। ভয়ানক কষ্ট পেয়েও তা মুখ দিয়ে কখনো প্রকাশ করেনি।

www.pathagar.com

তিনি জিন্দাবাদ পছন্দ করতেন না

একবার আমরা দিনাজপুর থেকে বগুড়া আসব। সোজা পথ পার্বতীপুর-শান্তাহার হয়ে বগুড়া। আসার দিন বল্লাম, মাওলানা, পথে জয়পুরহাট এবং শান্তাহারে আপনার সম্বর্ধনার ব্যবস্থা হয়েছে শুনলাম। জয়পুরহাটত আমার বাড়ি। তাদের তো এ কাজের হকও আছে।

মাওলানা বল্লেন, না, এ পথে আমি কিছুতেই যাব না, আমি চাই না যে, লোকে আমার গলায় ফুলের মালা দিয়ে খুব জিন্দাবাদ করুক। আপনারাতো দেখছেন এ দেশে যাকে জিন্দাবাদ বলা হচ্ছে—কিছুকাল পরে তাকে মুর্দাবাদ বলা হচ্ছে—তার দিকে জুতা নিক্ষেপ করা হচ্ছে। অন্য পথে বগুড়া নিয়ে চলুন।

মাওলানাকে কিছুতেই রাজি করানো গেল না। অবশেষে রংপুর-কাউনিয়া-বোনারপাড়া হয়ে বগুড়া পৌঁছলাম।

মাওলানা মুহতারামের সাথে আমার সর্বশেষ দেখা হয় আটাত্তর সালের রমজানের শেষ হপ্তায়। এ বছর কয়েক মাস আগেও তাঁর সাথে দেখা করেছি। তখন তাঁর স্বাস্থ্য মোটামোটি সন্তোষজনক দেখেছি। কিন্তু এবার তাঁকে দেখে বহু কষ্টে অশ্রু সংবরণ করেছিলাম। তাঁকে দেখে মনে হয়েছিল যেন রক্ত-মাংসের একটা জীবকে পটুলি বেঁধে চেয়ারের উপর রেখে দেয়া হয়েছে। এভাবে তিনি দর্শন প্রার্থীর সাথে কথাও বলেন, লেখাপড়ার কাজও করেন।

অনেক কথা ছিল কিন্তু বলার সুযোগ হলো না

রমযানের শেষ হপ্তায় করাচী থেকে দাম্মাম হয়ে জেদ্দা যাব এবং তদনুযায়ী জাহাজের টিকেট কনফার্মেশন হয়েছে। আগামীকালই লাহোর থেকে করাচী যেতে হবে। মাওলানা জানেন যে, আমি সউদী আরব যাবো।

সকালে বিমান বন্দর যাবার আগে মাওলানার সাথে দেখা করে বল্লাম-মাওলানাঃ আমাকে তো এখন যেতে হচ্ছে। মাওলানা যেন শুনে চমকে উঠলেন। বল্লেন, এতো শীগ্‌গীর যাচ্ছেন? আপনার সাথেতো অনেক কথা ছিল। বল্লাম, মাওলানা, করাচী থেকে আমার টিকেট কনফার্মেশন করা হয়েছে। তাই যেতে হচ্ছে। তবে মিনিট দশেক আপনার খেদমতে থাকতে পারব।

মাওলানা মনে করি, নিশ্চয়ই মনে খুব ব্যাথা পেয়েছিলেন। কারণ তিনি হয়তো অনুভব করছিলেন যে, এ কথা আর কোন দিন বলার সুযোগ হবে না। তাই তিনি সংক্ষেপে অন্য কিছু কথা বলে আমাকে বিদায় দিলেন। পরের বছর

www.pathagar.com

লাহোর গিয়ে মাওলানাকে দেখতে পাইনি—দেখেছিলাম তাঁর মৃত দেহ। তাঁর শেষ কথাটি আমার আর শুনার সুযোগ হয়নি। তাই বিবেক আমাকে কষাঘাত করে বলে, ওরে হতভাগা, তোর দু'একদিন থেকে এলে কি হতো?

মনে করে রেখেছি, আল্লাহ তায়ালার খাস মেহেরবানীতে যদি আখেরাতে তাঁর সাহচর্য লাভ করার সৌভাগ্য হয়, তাহলে অবশ্যই তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবো।

www.pathagar.com

শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোধা

—মুহাম্মদ নূরুয্যামান

পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর অবদানের যথার্থ মূল্যায়নের পূর্বে জাতীয় জীবনে শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন কতটুকু তা নিশ্চিত বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্রের মানুষের ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনকে কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধির রাজপথে পরিচালিত করার জন্য শাসনতন্ত্র অত্যাবশ্যক। দুর্বল মানুষকে সবলের অত্যাচার থেকে বাঁচিয়ে রাখার এবং নির্ধনীকে ধনী শ্রেণীর শোষণ ও নিপীড়ন মুক্ত করার জন্য শাসনতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শাসনতন্ত্রে শুধু প্রশাসনিক বিষয় এবং উজির ও লাটদের বেতন ও ভাতা লিপিবদ্ধ হয় না এতে বর্ণিত হয় দেশের মানুষের আচরণ এবং আদর্শ কি হবে, আইনের চোখে নাগরিক সাধারণ কতটুকু দায়িত্ব ও মর্যাদার অধিকারী হবে, শাসক শ্রেণী অন্যায় পথে দেশ ও জাতিকে পরিচালিত করলে তাঁর প্রতিকার সাধনের কি ব্যবস্থা থাকবে প্রভৃতি।

শাসনতন্ত্রকে ব্যক্তি ও সমষ্টি মানুষের মুক্তি সনদ আখ্যায়িত করার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিষয় আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, নিকৃষ্ট শাসনতন্ত্র মানুষের অগ্রগতির সকল দ্বার বন্ধ করে দিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। শাসনতন্ত্রের রসি বেয়ে নাগরিক সাধারণের জীবনে অন্যায়, অশান্তি এবং নির্যাতন নেমে আসতে পারে চির দিনের জন্য। শাসনতন্ত্রের যাঁতাকলে নির্ধনী অধিকতর নির্ধন হতে পারে, আর এরই আশীর্বাদে (?) বিত্তবান ফেঁপে-ফুলে আরও বিত্তের হিমালয় সৃষ্টি করতে পারে। নিরন্ন মানুষের আসমান ফাটা কান্না, মজলুমের ফরিয়াদ, কারাগারের নির্যাতিত বন্দীদের দীর্ঘশ্বাস বিশ শতকের সভ্যজগতের যে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে তার মূল অনুসন্ধান করলে শাসনতান্ত্রিক ত্রুটিই সর্বাগ্রে ধরা পড়বে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, ডাস্টবিনের আধ খানা রুটির জন্য কুকুরে মানুষে লড়াইয়ের যে কাহিনী মাঝে মাঝে শোনা যায় তাও শাসনতান্ত্রিক গলদ থেকে জন্মলাভ করেছে। যে সব সংগ্রামী মানুষের প্রতিভা ও যোগ্যতার অনুকূল ব্যবহার মানবেতিহাসের ধারাকে অন্যখাতে প্রবাহিত করতে পারত সে সব মানুষের ও বিভিন্ন দেশের স্বৈরাচারী শাসকদের অন্ধকূপে বন্দী হয়ে রয়েছে এ জন্য যে, সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর শাসনতন্ত্র নাগরিক

www.pathagar.com

সাধারণের অধিকার হরণের অবাধ ক্ষমতা শাসকদের হাতে ন্যস্ত করেছে। আর অনুরূপ কারণেই ভ্রান্তনীতির সমালোচনার অপরাধে কত পত্র পত্রিকার প্রকাশ যে, নিষিদ্ধ হয়েছে তার হিসেব নেই। মোট কথা ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের এই নীতিবহির্গত আচরণও শাসনতন্ত্রের আবরণে বৈধ ও আইনসম্মত হয়েছে।

সদ্য আজাদী প্রাপ্ত দেশসমূহে শাসনতান্ত্রিক সমস্যাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। যথাযথভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান না করতে পারলে নাগরিক জীবনের সুস্থ ও সাবলীল গতি হয় ব্যাহত এবং আজাদীও নিরর্থক প্রমাণিত হয়। শাসনতান্ত্রিক ত্রুটি বিচ্যুতির চোরা পথ দিয়ে সুযোগ সন্ধানী মানুষ স্বাধীনতালব্ধ দেশ ইন্দোনেশিয়ায় কায়েম করেছে 'সংকোচিত গণতন্ত্র' 'ঘাণায় প্রতিষ্ঠিত করেছে একনায়কত্ববাদী শাসন ব্যবস্থা। এ পরিপ্রেক্ষিতে আজাদী উত্তর যুগের পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা শাসনতান্ত্রিক ছিল। আজাদী উত্তরকালীন সতের বছরের ইতিহাস এ কথাটারই সত্যতা প্রমাণিত করে। জাতীয় জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কোন সুরাহা করতে না পারার জন্যই আমাদের জাতীয় জীবনে নেমে এসেছে অশান্তি এবং নির্যাতন। মূল সমস্যার সমাধানের ব্যর্থতা সমস্যার পাহাড় সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সেদিন আমাদের দেশের রাজনীতিকদের অধিকাংশেরই দৃষ্টি শাসনতন্ত্রের উপর নিবদ্ধ ছিল না। দীর্ঘ দিন আইন পরিষদের সদস্য পদে বহাল থাকা, আত্মীয় স্বজনের চাকরির ব্যবস্থা, বাড়ী নির্মাণ, গাড়ী ক্রয়, ব্যবসার পারমিট সংগ্রহ ইত্যাদি নিয়েই এক শ্রেণীর রাজনীতিক ব্যস্ত ছিলেন। অপর এক শ্রেণী সামগ্রিকভাবে জাতীয় সমস্যাবলী অনুধাবন ও পর্যালোচনা করেই বিচ্ছিন্নভাবে এক একটা সমস্যা সমাধান করার কোশেশ করছিলেন। ভাষার প্রশ্নের সুরাহা, চাউলের মূল্য হ্রাস, পাটের মূল্য বৃদ্ধি, তুলার রফতানী বাণিজ্যের উন্নয়ন প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে দেশের উভয় অংশে একাধিক রাজনীতিক আন্দোলনের জন্ম হওয়ার ফলে দেশের সাধারণ নাগরিকদের দৃষ্টি আসল সমস্যা থেকে অনেক দূরে নিক্ষেপিত হয়েছিল।

জাতীয় অনভিজ্ঞতা, চিন্তার দেউলিয়াপনা এবং জাতিকে অভিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পৌছিয়ে দেয়ার উপযোগী বিজ্ঞান সম্মত কর্মপন্থার অভাব লক্ষ্য করে পাকিস্তানের সমকালীন ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার অধিকারী মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী জাতিকে এর মারাত্মক পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি জাতির দৃষ্টিকে ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের আসল সমস্যার দিকে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন। তিনি সম্যক উপলব্ধি করলেন ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের দ্বারা দেশ অধিকদিন শাসিত হলে

www.pathagar.com

নাগিরক জীবন অন্যায় অবিচারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। নির্বিচারে রাজনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের নজরবন্দী করা, সমালোচকদের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেয়া, রাজনৈতিক সভা সমিতি অনুষ্ঠানে বাধা প্রদান করা এবং নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনে বাধা সৃষ্টি যে, দেশের উত্তররোত্তর রাজনৈতিক স্থিতিহীনতা এবং স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে দেয় সে কথা তিনি ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তিনি একটা আদর্শবাদী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক হামলা থেকে দেশের মানুষের আযাদী সংরক্ষণ, বুনিয়াদী অধিকারের হেফাজত, পেশার স্বাধীনতা, আহার, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং শিক্ষার জন্মগত অধিকারের স্বীকৃতি চাইলেন। মানবতার দরদী মওদূদী পাকিস্তান থেকে অন্যায় অবিচারের মূল উৎস চিরতরে বন্ধ করে দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

কামালবাদ আমদানী করতে চাইল

পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোধা মনীষী মওদূদী প্রখর প্রজ্ঞা, বিরল আন্তরিকতা এবং অসম সাহসিকতা নিয়ে পাকিস্তানের জাতীয় জীবনে ইসলামের রূপায়নের সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন। মুসলিম ভারতের পুনর্জাগরণের অগ্রদূত আল্লামা ইকবাল যে পাকিস্তানের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন, যে আদর্শ আযাদ মূলকের জন্য মুসলমানদের সিপাহসালার কায়েদে আযম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ অবিরাম সংগ্রাম করেছেন সেই দেশের প্রতিটি ধূলিকণাকে পুতঃপবিত্র করার দুর্বার আকাংখা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর। প্রবল আকাংখার সঙ্গে দূরদৃষ্টির অভূতপূর্ব সংমিশ্রণের ফলে যে, মাওলানা মওদূদী পাকিস্তান হাসিলের সময় সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ইসলাম ও গণতন্ত্রের ভিত্তির উপর রচিত একটা আদর্শ শাসনতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা তার আভাষ আমরা পূর্বেই লাভ করেছি। পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ সমস্যার গভীরে প্রবেশ না করেই যখন নেতৃবর্গের ইসলামী হুকুমাত কায়েম করার ওয়াদায় অটল বিশ্বাস স্থাপন করে বসেছিল ঠিক সে মুহূর্তে সত্যের এই নির্ভীক সেনানী প্রাক ও বিভাগ উত্তর পাকিস্তানের পরিস্থিতি যে বিচক্ষণতার সঙ্গে পর্যালোচনা করলেন তার কিঞ্চিত উল্লেখ করা হয়েছে। আদর্শবাদী আন্দোলনের ক্রম বিকাশের ইতিহাসে সুপণ্ডিত সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের মানসিকতা ও কর্মপদ্ধতি লক্ষ্য করে খুবই নিরাশ হলেন। তাঁর মন বার বার এ কথাই বললঃ এ তো আদর্শবাদী রাষ্ট্র ও সমাজ কায়েম করার আয়োজন নয়। বস্তুত

www.pathagar.com

পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা ইকবালের আদর্শবাদের পরিবর্তে নেতারা কামালবাদ এ দেশে আমদানি করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে আযাদী আন্দোলনে শরীক থাকলেও তাদের ধ্যান-ধারণা আচার ব্যবহার এমন কি সংস্কার পর্যন্ত ইংরেজের। নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বোধ নেই, নিজস্ব ধ্যান ধারণাও নেই। বিলাতী চোখ দিয়ে তারা পাকিস্তানী সমস্যা অবলোকন করে, ইংরেজদের মাপকাঠি দিয়ে নিজেদের ভালমন্দ পরিমাপ করে। পরিস্থিতির পরিবর্তন সূচিত না হলে পাকিস্তানের মানুষের অগ্রগতির বিপুল সম্ভাবনা যে অচিরেই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে সে আশংকা গোড়াতেই চিন্তাশীল মানুষ করেছিলেন। মাওলানা মওদূদী চিন্তা ও কর্মের অস্বস্তিকর জড়তা দূর করার জন্য আদর্শবাদের মশাল জ্বালতে চাইলেন। 'স্বৈরাচারী' শাসন ব্যবস্থার অভিশাপ যাতে শিশু রাষ্ট্রের উপর নেমে না আসে তজ্জন্য তিনি অনতিবিলম্বে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অভিযান শুরু করলেন। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লাহোর আইন কলেজে তিনি যে বক্তৃতা প্রদান করেন তা দু'টা কারণে পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসে গুরুত্বের অধিকারী। এক, আইন কলেজের সে মহতি সমাবেশে তিনি চার দফা মূলনীতি সম্বলিত যে দাবী পেশ করেন উত্তরকালে গণপরিষদ তাই আদর্শ প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত করেন। দুই, পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিরোধী দলের এ সভায় সর্বপ্রথম মাওলানা মওদূদী পাকিস্তানের নেতৃস্থানীয় প্রথম ব্যক্তি যিনি জনগণের দাবী নির্ভীকভাবে পেশ করেন।

চার দফা দাবী সম্বলিত প্রস্তাবের প্রারম্ভে বলা হয়েছিল যেহেতু পাকিস্তানের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক ইসলামী নীতিসমূহে দৃঢ় বিশ্বাসী এবং যেহেতু জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে ইসলামের সেই নীতিসমূহ রূপায়নের জন্য পাকিস্তানের আযাদী আন্দোলনে সকল প্রচেষ্টা ও কুরবানী প্রদান করা হয়েছিল সেহেতু পাকিস্তানের নাগরিকগণ জোর দাবী করতেছি যে, পাকিস্তান গণপরিষদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অনতিবিলম্বে ঘোষণা করুক ঃ

এক-পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ও বাদশাহী একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। এক সার্বভৌম সত্তার ইচ্ছা মোতাবেক এজেন্ট হিসেবে কাজ করা ব্যতীত পাকিস্তান সরকারের আর কোন অধিকার থাকবে না।

দুই-পাকিস্তানে সকল প্রকার আইন প্রণয়নের অলংঘনীয় বুনিয়াদ হবে ইসলামী শরিয়াত।

www.pathagar.com

তিন–ইসলামী শরিয়াতের খেলাপ যে সব আইন আজ পর্যন্ত চালু আছে তা সবই বাতিল করা হবে এবং ভবিষ্যতে শরিয়াত বিরোধী কোন আইন পাস করা হবে না।

চার–পাকিস্তান সরকার তার যাবতীয় ক্ষমতা ও ইখতিয়ার শরীয়াত নির্ধারিত সীমার মধ্যেই প্রয়োগ করবে।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী শুধু লাহোরে আইন কলেজে ইসলামী শরিয়াত, শাসনতন্ত্রের মূলনীতি প্রভৃতি সম্পর্কে একাধিক বক্তৃতা প্রদান করলেন না, তাঁর উত্থাপিত দাবীর সমর্থনে দেশের সর্বত্র জনমত গঠনেরও মনস্থ করলেন। তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে সভা সমিতিতে বক্তৃতা প্রদান করে পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে জনসাধারণকে ওয়াকেফহাল করে তুললেন। পাকিস্তানের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত হাট, ঘাট, বন্দর থেকে, মসজিদের মিম্বর থেকে, অগণিত স্কুল–মাদ্রাসার পাক অঙ্গন থেকে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবী জানিয়ে প্রস্তাব পাশ করা হলো। লক্ষ লক্ষ টেলিগ্রাম প্রেরিত হলো ছাত্র যুবক জনতার পক্ষ থেকে রাষ্ট্র প্রধান, উজীরে আযম এবং গণপরিষদের সভাপতির কাছে। রাষ্ট্রযন্ত্রের মালিকগণ মাওলানা মওদূদী তথা গোটা জাতির প্রাণের দাবীকে সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করে দেখা দূরের কথা ঘৃণা, বিদ্বেষ এবং অবিশ্বাসের চোখে দেখলেন। জাতীয় জীবনকে আদর্শবাদের আবরণে আচ্ছাদিত করে কল্যাণ ও অগ্রগতির নতুন দ্বার উদ্ঘাটন করার মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের তল্পিবাহীগণ বিপদের সংকেত পেলেন। ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবী যত প্রবল হতে লাগল তাদের আশংকা ও প্রতিশোধ স্পৃহাও তত বাড়তে লাগল। তারা ভাবলেন, ভবিষ্যতের আদর্শ, ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রে তাদের কোন স্থান থাকতে পারে না কোথায় তাদের মধ্যে আবু বকরের ঈমানী তেজ ও দৃঢ়তা, কোথায় ওমরের ন্যায় রাষ্ট্রীয় জিম্মাদারীর সদা জাগ্রত অনুভূতি, কোথায় তাদের মধ্যে ওসমান ও আলীর ত্যাগ ও বীরত্ব?

অবশেষে রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণ ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্পর্কিত দাবীর উৎস বন্ধ করে দিতে চাইলেন। জনগণের দৃষ্টিকে আসল সমস্যা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে তারা বেছে নিলেন এক জঘন্য পন্থা। মিথ্যা অভিযোগের মাধ্যমে মাওলানা মওদূদীকে জনগণের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তারা অভিযান শুরু করলেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলো, তিনি কাশ্মীরের যুদ্ধকে জেহাদ ঘোষণা করেন না এবং বর্তমান সরকারকে বিনাশর্তে আনুগত্য জানাতে অস্বীকার করেন।

www.pathagar.com

জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্য তথাকথিত সরকারী নেতৃবর্গ নির্লজ্জভাবে ভাড়াটিয়া মোল্লা মওলবীদের একটি দলকে মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিলেন, সরকারী প্রচারযন্ত্রকে এ কাজে নিয়োগ করলেন রাতদিন, দলীয় সংবাদপত্রগুলোকে মিথ্যা প্রচারণা পরিচালিত করার জন্য উৎসাহিত করা হলো, মাওলানা মওদূদীর সমর্থক পত্র পত্রিকাগুলোর কণ্ঠরোধ করে দেয়া হলো। এই নির্লজ্জ সরকারী নাটকের শেষ এখানে হলো না। ১৯৪৮ সালের ১৪ই অক্টোবর ইসলামী জ্ঞানের সমুদ্র সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে তারা কয়েদ করলেন। 'শাহী মেহমান খানায়' তাঁকে প্রেরণের আগে তারা ভেবে দেখলেন না যে, পাকিস্তান হাসিলের প্রাক্কালে তারা জনগণকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, মাওলানা মওদূদী তা বাস্তবায়িত করার দাবীই পেশ করেছেন। নতুন কিছু তিনি পেশ করেননি, মনগড়া কোন দাবী তিনি উত্থাপন করেননি।

গ্রেফতার বুমেরাং এর কাজ করল

মাওলানা মওদূদীর গ্রেফতার বুমেরাং-এর মত কাজ করল। জনসাধারণ গ্রেফতারীর কারণ জানতে গিয়ে সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে মর্মাহত হলো। শাসকদের আন্তরিকতার অভাব দেখে তারা আঁতকে উঠল। আর তারই প্রতিকারকল্পে পাকিস্তানের সর্বত্র সভা শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। জনসাধারণ আওয়াজ উঠাল ইসলামী শাসনতন্ত্রের সপক্ষে। মাওলানা মওদূদীর বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ করে জনসাধারণের মনে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্ট হল যে, একমাত্র ইসলামী শাসনতন্ত্রই সদ্য আযাদী প্রাপ্ত মানুষের বহুমুখী সমস্যার নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য সমাধান পেশ করতে সক্ষম। আরবী শিক্ষিত সমাজও মাওলানা মওদূদীর আদর্শ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবীর সমর্থনে জনমত সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী, মাওলানা এহতেশামুল হক এবং পূর্ব পাকিস্তানের মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, মাওলানা আবদুর রহীম প্রমুখ দেশের বিভিন্ন স্থান সফর করে জনসাধারণের কাছে ইসলামী শাসনতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। জামায়াতে ইসলামী অসংখ্য কর্মী সভা ও শোভা যাত্রার মাধ্যমে সরকারকে হুশিয়ার করে দেন যে, ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে আশু শাসনতন্ত্র প্রণয়ন না করা হলে জনসাধারণ যে কোন মূল্যে আন্দোলন চালিয়ে যাবে এবং শাসকদের হঠকারিতা কখনও ক্ষমা করবে না। গণপরিষদের অভ্যন্তরেও মাওলানা জাফর আহমদ আনসারী, মরহুম অধ্যাপক আবদুল খালেক প্রমুখ মুসলিম লীগ

www.pathagar.com

সদস্যদের জনসাধারণের দাবী সম্পর্কে অবহিত করেন। অবশেষে মুসলিম লীগের কর্তা ব্যক্তিদের চৈতন্যোদয় হয়। তারা বুঝতে পারলেন যে, মাওলানা মওদূদীকে বন্দি রেখে ইসলামী আন্দোলন বিনষ্ট করা যাবে না। তাই দীর্ঘ উনিশ মাস টালবাহানার পর ১৯৪৯ সনের ১২ই মার্চ পাকিস্তান গণপরিষদে আদর্শ প্রস্তাব পাশ করা হয়। বলাবাহুল্য আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, কুরআন ও হাদীসকে আইনের উৎস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য মাওলানা মওদূদী যে ৪ দফা দাবী পেশ করেছিলেন আদর্শ প্রস্তাবে তার অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

বস্তুত আদর্শ প্রস্তাব মাওলানা মওদূদীর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী জনতার প্রথম বিজয়। বলাবাহুল্য পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ইতিহাসে আদর্শ প্রস্তাব এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করে। পাশ্চাত্য পন্থীরা ইসলাম পন্থীদের কাছে সেদিন যে পরাজয় বরণ করেছিল তার শোকাঘাত সামলিয়ে উঠা তাদের পক্ষে খুবই কঠিন ছিল। চোখের সামনে নিজেদের ভরাডুবি হতে দেখে তারা মোটেই খুশী হতে পারল না। আর জনগণের এই বিজয়কে তারা বরদাশত করতে না পেরে পুনর্বার তারা শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করল। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ বিলম্বিত করতে চাইলো। এ কাজ তাদের পক্ষে সহজ না হলেও বেশী কঠিন ছিল না। কারণ পাকিস্তানের যে সংগ্রামী পুরুষকে তারা সর্বাপেক্ষা ভয় করত তিনি তখনও পাঞ্জাব সরকারের কারাগারে। এক মাসের কারাগারের মেয়াদ প্রথম কিস্তিতে দু'মাসে বাড়িয়ে দেয়া হলো। জনসাধারণ আশা করল দু'মাস খতম হলে মাওলানাকে মুক্তি দেয়া হবে। কিন্তু তাদের সে আশায় বালি। গ্রেফতারের কোন কারণ না দর্শন করেই চরম নির্লজ্জভাবে দোসরা কিস্তিতে তাঁর কারাগারের মেয়াদ আরও ছ'মাস বাড়িয়ে দেয়া হয়। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মাওলানা মওদূদীর মত প্রতিভাবান পুরুষকে পাঞ্জাব সরকারের কারাগারে ১৯ মাস ২৫ দিন পচতে হয়েছিল।

জনগণ আশা করেছিল যে শাসক সম্প্রদায় আদর্শ প্রস্তাব মোতাবেক অনতিবিলম্বে দেশের শাসন ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করবেন, দেশের আইন কানুন ও শিক্ষানীতি এবং সিভিল সার্ভিসের আচরণ প্রভৃতিতে ইসলামের সার্থক প্রতিফলন হবে। কিন্তু কার্যত শাসনতন্ত্র ত দূরের কথা গোটা শাসন ব্যবস্থার কোন একটা দিকেও কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হলো না। মাওলানা মওদূদী ১৯৫০ সালের প্রথম ভাগে মুক্তি পেয়ে স্তিমিতপ্রায় শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনকে জীবনী শক্তি প্রদান করলেন। মওদূদী আবার দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সফর করতে লাগলেন। বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশ এবং জনসভা দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠান করে তিনি

www.pathagar.com

শাসকদের দূরভিসন্ধি সম্পর্কে জনগণকে ওয়াকেফহাল করলেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন যে, শাসক শ্রেণী যে আদর্শ প্রস্তাব অনুযায়ী দেশকে গঠন করতে বাস্তবিকই প্রস্তুত আছে, এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই। বস্তুত আদর্শ প্রস্তাব এক আকস্মিক বারিবর্ষণের মত এর আগেও যেমন কোন মেঘের সঞ্চার হয়নি, এর পরেও এখানে কোন শ্যামলিমা জাগেনি।

অবশেষে শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন দুর্বার রূপ গ্রহণ করলে কর্তা ব্যক্তিরা চরম অনিচ্ছাসত্ত্বেও ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মূলনীতি কমিটির প্রথম রিপোর্ট গণপরিষদের নিকট পেশ করলেন। শাসকদের দীর্ঘ টালবাহানা এবং অনিচ্ছার পর যে রিপোর্ট প্রণীত হলো তা এতই হতাশা ব্যঞ্জক ছিল যে, দেশের প্রত্যেক স্তরের মানুষই চিৎকার করে উঠল। জোর কণ্ঠে তারা জানাল এর প্রতিবাদ। আলেম সমাজ ও রাজনীতিক ছাড়াও দেশের সাধারণ মানুষ ছাত্র-যুবক-জনতা এর বিরুদ্ধে মত ব্যক্ত করল। মোটকথা সংবাদপত্র এবং জনগণ এক বাক্যে আওয়াজ তুলল যে, কমিটির সুপারিশসমূহ আদর্শ প্রস্তাবের ব্যাখ্যা ত মোটে নয়ই বরং তার মর্মমূলে মারাত্মক আঘাত হেনেছে। অগত্যা ইসলাম ও গণতন্ত্র বিরোধী সুপারিশসমূহ প্রত্যাহার করতে শাসকগণ বাধ্য হন। কিন্তু দেশের জনসাধারণের কাছে দ্বিতীয়বার পরাজয় বরণ করে শাসকদের মনে যে বিষক্ষতের সৃষ্টি হল তা দেশের সুস্থ গণজীবনের ধারা মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে দিতে চাইল। ব্যর্থতার দুখ ও গ্লানি, শাসনতন্ত্র প্রণয়নে দীর্ঘ সূত্রিতা এবং অমার্জনীয় অনিচ্ছা এবং সর্বোপরি শাসনতন্ত্রের ব্যাপক বিশৃংখলাকে ঢেকে রাখার জন্য ইসলাম এবং আলেম সমাজের বিরুদ্ধে শাসকগণ সুপরিকল্পিতভাবে বিষোদগার শুরু করল। কর্তা ব্যক্তিরা, যারা একদিন নিজেদের আসল পরিচয় ঢেকে রেখে বাহ্যিকভাবে ইসলামের জন্য মায়াকান্না করতেছিলেন এখন স্বমূর্তিতে আত্ম প্রকাশ করলেন খোলাখুলিভাবে বলতে শুরু করলেন ঃ আলেমদের মধ্যে অসংখ্য দল ও মত। আমরা কোন্ দলের মত অনুযায়ী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করব? অতি উৎসাহীদের দল আরও এক ধাপ এগিয়ে এসে বললেন ঃ কুরআন এবং হাদীস একটা আধুনিক শাসনতন্ত্র প্রদানে অসমর্থ। তারা এর চেয়ে একটা উৎকৃষ্ট খসড়া তৈরির জন্য আলেমদের আহবান জানালো।

অবশ্য জনসাধারণ ভালভাবেই বুঝতে পারলো যে, শাসক শ্রেণীর এই অভিযোগগুলো শাক দিয়ে মাছ ঢাকার সমতুল্য। আলেম সমাজ তাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। মাওলানা মওদূদী, মাওলানা জাফর আহমদ আনসারী প্রমুখের ঐকান্তিক চেষ্টায় ১৯৫১ সালের ২১শে জানুয়ারী করাচীতে চার

www.pathagar.com

দিনব্যাপী এক ওলামা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা সোলায়মান নাদভীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে শিয়া, সুন্নি, বেরেলবী, মুকাল্লেদ, গয়ের মুকাল্লেদ প্রভৃতি একত্রিশ জন নেতৃস্থানীয় আলেম যোগদান করেন এবং ইসলামী রাষ্ট্রের আদর্শ, লক্ষ্য, আইন প্রণয়নের নীতি ও উৎস, বুনিয়াদী অধিকার, বিচারবিভাগের অধিকার ও ক্ষমতা প্রভৃতি সম্পর্কে সর্বসম্মতিক্রমে ২২ দফা প্রস্তাব পেশ করেন।

আলেম সমাজের এই অশ্রুতপূর্ব ঐক্যমত পাশ্চাত্যপন্থীদের ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দিল। এই ২২ দফা প্রস্তাব শুধু পাকিস্তানের মানুষের কাছে নয় বিশ্ব মুসলিমের কাছে আনন্দ বার্তা। বলাবাহুল্য এই সুপারিশসমূহের ভিত্তিতে যে কোন দেশের শাসনতন্ত্র প্রণীত হলে সে দেশের নাগরিকদের রাজনৈতিক জীবন হবে সুস্থ ও সুন্দর, অর্থনৈতিক জীবন হবে অভাব অনটনমুক্ত এবং সমাজ জীবন হবে সকলের নির্যাতন মুক্ত। কিন্তু অত্যন্ত আফসোসের বিষয়, মুসলিম লীগের নেতৃবর্গ দেশের আপামর জনসাধারণকে ইসলামী শাসনতন্ত্রের নিয়ামত দ্বারা সুখী ও সমৃদ্ধশালী করতে একটুও উৎসাহবোধ করলেন না। আলেম সমাজের ঐতিহাসিক সুপারিশের পরও অমার্জনীয় নীরবতার মধ্যে প্রায় ৮/৯ মাস কেটে গেল।

জনগণের মওদূদী জনসাধারণের এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পর্কে শাসকদের নীরবতা বরদাশত করতে পারলেন না। তিনি ১৯৫১ ঈসায়ী সালের ১০ই নভেম্বর করাচীতে পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমস্যাসমূহের বিষদ পর্যালোচনা করেন। তিনি দেশের প্রশাসনিক বিশৃংখলা এবং রাজনৈতিক অসাদাচারণ এবং দুর্নীতির পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ করে বলেন : পাঞ্জাবের গত নির্বাচনের পর অসংখ্য যুবক আমাকে বলেছে : এ দেশে গণতান্ত্রিক উপায়ে কোন পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। তারপর সীমান্ত প্রদেশের অভিজ্ঞতা এ ধরনের চিন্তা ও মনোভাবকে মানুষের মধ্যে আরও দৃঢ় করে দিয়েছে। আমি এসব শুনি আর এ দেশের অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমার আত্মা কেঁপে উঠে।..... আমি এ দেশের শাসকবর্গকে পরিপূর্ণ আন্তরিকতা এবং ঐকান্তিকতার সংগে বলতে চাই : আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেদের দেশকে এই মারাত্মক ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবেন না। কারণ এর ফল আপনাদের পক্ষে শুভ হবে না, আমাদের পক্ষেও কল্যাণকর হবে না এবং গোটা দেশের জন্যও মঙ্গলজনক হবে না।

www.pathagar.com

এখানে এর উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, সেদিন রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণ মাওলানা মওদূদীর সতর্কবাণীতে কান দিলে পাকিস্তানের ইতিহাস উত্তরকালে স্থিতিহীনতার অভিশাপে জর্জরিত হত না। অতপর মাওলানা মওদূদী শাসনতন্ত্র প্রণয়নে গণপরিষদ সদস্যদের নজিরহীন দীর্ঘসূত্রিতা এবং ধর্ম বিবর্জিত শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দূরভিসন্ধির কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি জনসাধারণকে সম্পূর্ণভাবে অবহিত করেন যে, শাসকদের কর্মপন্থা এক স্থায়ী আশংকার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি শাসকদের বিরুদ্ধে কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন ঃ আপনারা যদি অন্য কোন শাসনতন্ত্র ও জীবন ব্যবস্থা এখানে কায়েম করতে চান, তবে আপনারা জেনে রাখুন, এখানে কিছু সংখ্যক লোহার দানা আছে যা চিবুতে চেষ্টা করলে নিজের দাঁত ভাঙ্গতে পারে কিন্তু তা গুড়া করা বা হজম করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

শাসকগণ এর পরও যখন আরও ছটা মাস জাতির জীবন থেকে কেড়ে নিলেন তখন মাওলানা মওদূদী করাচীতে একবিরাট জনসভায় (৮ই মে ১৯৫২) বক্তৃতা প্রসঙ্গে জনসাধারণকে পূনর্বার শাসকচক্রের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে হুসিয়ার করে দেন। ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ কিভাবে দেশের নাগরিক সাধারণকে ধ্বংস ও পতনের দিকে দ্রুত নিয়ে যাচ্ছে তা তিনি বিষদভাবে বিশ্লেষণ করেন। জনগণকে নাগিরক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, নিরাপত্তা আইন, সীমান্ত দণ্ড বিধি আইন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিবর্তনমূলক আটক আইনের দ্বারা দেশের রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের জীবনে কিভাবে অনিশ্চয়তা এবং নির্যাতন নেমে এসেছে, সংবাদপত্র আইনের পরিবর্তনের মাধ্যমে কিভাবে স্বাধীন সংবাদপত্রের বিকাশের পথ সরকার রুদ্ধ করে দিয়েছেন সে সম্পর্কে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে শহর বন্দর হাট ঘাটে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবী উত্থাপন করার জন্য তিনি আহবান জানান। উক্ত সভায় তিনি নিম্নের ৮ দফা সুপারিশ পেশ করে বৎসর শেষ হওয়ার আগে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার জন্য গণপরিষদ সদস্যগণের কাছে জোর দাবীজানান।

এক ঃ দেশের আইন ইসলামী শরিয়াত মোতাবেক হবে।

দুই ঃ শরিয়াতের আহকাম এবং নীতির খেলাফ কোন আইন তৈয়ার করা হবে না।

তিন ঃ শরিয়াতের আহকাম এবং নীতির খেলাফ যে সব আইন প্রচলিত আছে তা বাতিল করা হবে।

www.pathagar.com

চার ঃ ইসলাম যে সব কাজ সম্প্রসারণের পক্ষপাতি সে সব কাজের সম্প্রসারণ এবং ইসলাম যে সব কাজের উৎসাদন চায় সেসব কাজ উৎসাদিত করাই হবে হুকুমাতের অবশ্য কর্তব্য।

পাঁচ ঃ প্রকাশ্য আদালতে কোন নাগরিকের অপরাধ প্রমাণিত না করে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে তার বুনিয়াদী অধিকার হরণ করা যাবে না।

ছয় ঃ ব্যবস্থা পরিষদ এবং শাসনযন্ত্র নিজেদের সীমা লংঘন করলে নাগরিকদের আদালতের সাহায্য প্রার্থনার হক থাকবে।

সাত ঃ দেশের বিচার ব্যবস্থা শাসনযন্ত্রের সম্পূর্ণ প্রভাব মুক্ত এবং স্বাধীন থাকবে।

আট ঃ কোন নাগরিক যাতে জিন্দেগী যাপনের বুনিয়াদী প্রয়োজন যথা আহার, বাসস্থান, বস্ত্র প্রভৃতি থেকে বঞ্চিত না থাকে তার জামিন সরকার থাকবেন।

মাওলানা মওদূদীর এই ৮ দফা দাবী ধ্বনিত হলো পাকিস্তানের সর্বত্র। ছোট বড় প্রত্যেক শহর বন্দর গ্রামে অনুষ্ঠিত হলো দাবী সভা ও মিছিল। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবী সম্বলিত লাখ লাখ টেলিগ্রাম ও পোস্ট কার্ড প্রেরিত হলো গণপরিষদের সভাপতি, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং উজিরে আযমের নামে। প্রতিবাদের তীব্রতায় ভীত হয়ে শাসন কর্তৃপক্ষ ২২শে নভেম্বর গণপরিষদের সুপারিশ পেশ করার কথা ঘোষণা করলেন। ইতিমধ্যে মাওলানা মওদূদী শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী বিভিন্ন কমিটিকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে আগস্ট মাসের মাঝামাঝি এক নাতিদীর্ঘ এবং তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর এ প্রবন্ধ শাসনতন্ত্র প্রণেতাদের ছাড়াও দেশের মানুষের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে অতি উত্তম এবং স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করে। গণপরিষদের কেন্দ্রস্থল করাচী নগরী প্লাবিত হলো আন্দোলনের সয়লাব স্রোতে। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি মাওলানা মওদূদী লাহোর থেকে করাচী এলেন। বার লাইব্রেরীতে আইনজ্ঞদের সমাবেসে তিনি ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অপরিহার্যতা বিশ্লেষণ করে পূনর্বার বক্তৃতা করলেন। অতপর রিপোর্ট পেশের একদিন আগে তিনি দুই মাইল দীর্ঘ এক শোভাযাত্রা বের করেন। শোভা যাত্রার ফল খুবই ভাল হলো। শাসক শ্রেণী আবার অনৈসলামী রিপোর্ট গণপরিষদে পেশ করতে সাহস করলেন না। মওদূদীর সুপারিশের ভিত্তিতে রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য তারা আরও এক মাসের

www.pathagar.com

সময় চাইলেন। তাই ২২শে নভেম্বরের পরিবর্তে ২২শে ডিসেম্বর মূলনীতি কমিটির দ্বিতীয় রিপোর্ট গণপরিষদে পেশ করলেন তদানীন্তন উজীরে আযম খাজা নাজিম উদ্দিন। বলাবাহুল্য মাওলানা মওদূদীর অধিকাংশ প্রস্তাব উক্ত রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রশাসনিক এবং উভয় অংশের মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ হলেও নাজিমউদ্দিন রিপোর্ট মোটামুটি সন্তোষজনক বিবেচিত হলো। তথাপি উক্ত রিপোর্ট পুংখানুপংখভাবে পর্যালোচনা করে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করার জন্য পাকিস্তানের আলেম সমাজের একত্রিশ জন প্রতিনিধি পরবর্তী বছর জানুয়ারী মাসে করাচীতে পুনর্বার এক সম্মেলনে মিলিত হন। এবং কিছু সংখ্যক সংশোধনী পেশ করে রিপোর্ট গ্রহণ করেন। অতপর মাওলানা মওদূদী লাহোরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে তাঁর মত ব্যক্ত করেন।

নাজিম উদ্দিন রিপোর্টের পর দেশের সাধারণ মানুষ মনে মনে চিন্তা করেছিল যে, সকল বিবাদের অবসান হলো। দেশ এখন একটা শাসনতন্ত্র লাভ করবে। গোলামী যুগের আইনের দ্বারা দেশের মানুষকে অযথা হয়রান করা হবে না নতুন শাসনতন্ত্র মোতাবেক সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করে জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা সোপর্দ করা হবে। কিন্তু সে আশা পূরণ হলো না। প্রতিক্রিয়াশীল চক্র যেন দ্বিতীয় রিপোর্টের মধ্যে নিজেদের পরাজয় এবং মরণের সংকেত পেলেন। তাই ইসলামী আন্দোলনের মুলোৎপাটন করার দুরভিসন্ধি নিয়ে পাঞ্জাবে তারা কাদিয়ানী দাঙ্গা শুরু করে দিলেন। মাওলানা মওদূদী এবং জামায়াতে ইসলামী যদিও পূর্বাপর কাদিয়ানী সমস্যার শাসনতান্ত্রিক সমাধান চেয়েছিলেন এবং আহ্‌রারদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বিরোধিতা গোড়া থেকেই করে আসতেছিলেন তথাপি দাঙ্গা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাওলানা মওদূদীকে তাঁর বহুসংখ্যক সহকর্মীসহ গ্রেফতার করা হলো। অনুসন্ধান করেও যখন তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণযোগ্য অভিযোগ খুঁজে পাওয়া গেল না তখন সামরিক আদালত কাদিয়ানী সমস্যা শীর্ষক পুস্তক লেখার অপরাধে (?) তাঁকে ফাঁসির হুকুম প্রদান করেন। ইতিমধ্যে জনাব নাজিমউদ্দিনকে (১৯৫৩ সালের এপ্রিল) উজিরে আযমের পদ থেকে অপসারণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত মরহুম মুহাম্মাদ আলীকে ওজারতি গ্রহণের জন্য আমদানী করা হয়। মুহাম্মাদ আলীর আগমনের সঙ্গে অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্রের শ্লোগান উঠান হয়। কিন্তু জনমতের প্রবল প্লাবনে অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্রের সকল প্রচেষ্টা ভেসে যায়। পূর্ণাঙ্গ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজ পুনর্বার শুরু হলো, গণপরিষদ আলেম সমাজের প্রায় সকল

www.pathagar.com

সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করে মুহাম্মাদ আলী ফরমূলার মাধ্যমে সংখ্যাসাম্য প্রশ্নের সমাধান পেশ করে উজিরে আযম ঘোষণা করলেন যে, নতুন বছর শুরু হওয়ার আগেই তিনি জাতিকে শাসনতন্ত্র উপহার দিবেন। অক্টোবরের মধ্যেই শাসনতন্ত্রের কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের ন্যায় গভর্ণর জেনারেল গোলাম মুহাম্মাদ দেশব্যাপী জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন এবং গণপরিষদ ভেঙ্গে দেন। জনসাধারণের আসল প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে অসম্মতি এবং সেকুলারিষ্টদের তাদের মর্জি মাফিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার সুযোগ দেয়াই যে, এই আকস্মিক হস্তক্ষেপের মূল কারণ তা দেশবাসী সম্যক বুঝতে পারল।

অনেক চড়াই উৎরাইর পর ১৯৫৫ সালের মে মাসে নতুন গণপরিষদ গঠিত হলো। ইতিমধ্যে পাকিস্তান ও বহির্বিশ্বের জনমতের প্রবল চাপে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত মাওলানা মওদূদীকে ১৮ মাস কারাগারে রাখার পর মুক্তি প্রদান করা হয়। মাওলানার মুক্তি দেশের ইসলামী জনতার হিম্মত আরও বাড়িয়ে দেয় এবং ইসলামী শাসনতন্ত্রের আন্দোলন আবার পুরাদমে শুরু হয়। মাওলানা মওদূদী এবং জামায়াতে ইসলামীর আহবানে শত শত প্রতিনিধি দল গণপরিষদ সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন। অবশেষে ৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের যে খসড়া প্রণীত হলো মওদূদী তার কতিপয় সংশোধনী পেশ করেন। চৌধুরী মুহাম্মাদ আলীর নেতৃত্বে ১৯৫৬ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী গণপরিষদ জাতিকে একটা শাসনতন্ত্র প্রদান করেন। মাওলানা মওদূদী শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে ১৮ই মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর মজলিসে শুরার অধিবেশনে একটা প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি বলেন, সকল দোষ ও ত্রুটি সত্ত্বেও .... এটা একাধিক কারণে সন্তোষজনক ও গ্রহণযোগ্য। কোন শাসনতন্ত্রকে কার্যকরী করার দায়িত্ব যে দেশের সর্বস্তরের মানুষের সে আভাষ তিনি উক্ত প্রস্তাবে প্রদান করেন। শাসনতন্ত্রের ত্রুটিসমূহ দূর করারও ইঙ্গিত তিনি দিয়েছিলেন।

শাসনতন্ত্র দানে যারা বিলম্ব করছিলেন তারাই শাসনতন্ত্র প্রণীত হওয়ার পরও–এর কার্যকরী করণে গড়িমসি করতে লাগলেন। জনগণের প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করার প্রশ্নকে তারা ঠেলিয়ে নিয়ে গেলেন ৫৮ সন পর্যন্ত। মওদূদী এবং জামায়াতে ইসলামী রাজনীতিক এবং দেশের সাধারণ মানুষকে এর মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিলেন। অবশেষে ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর মধ্য রাত্রি এক কলমের খোঁচায় সমগ্র জাতির

www.pathagar.com

১০ বছরের সংগ্রামলব্ধ শাসনতন্ত্রকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলেন জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা। ইসলামী জনতার এক যুগের নিরলস প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো।

আবার শুরু হলো শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবী। সামরিক শাসন পরিচালকগণ নতুন শাসনতন্ত্রের জন্য একটা কমিশন গঠন করলেন। কমিশন জনমত যাচাই করার জন্য যে প্রশ্নাবলী প্রচার করলেন তার জবাব দেয়ার জন্য মাওলানা মওদূদীসহ উনিশজন নেতৃস্থানীয় আলেম লাহোরের জামে আশরাফিয়ায় ১৯৬০ সালের ৫ই ও ৬ই মে এক বৈঠকে মিলিত হলেন। সর্বসম্মত জবাব যথা সময়ে তাঁরা কমিশনের কাছে পাঠিয়েছেন। সক্রীয় প্রচেষ্টা সামরিক শাসন আমলে বেআইনী বিধায় মাওলানা মওদূদী এর বেশী কিছু করতে সক্ষম হন নি। অবশ্য নতুন শাসনতন্ত্র ঘোষিত হলে মাওলানা মওদূদী এটাকে প্রেসিডেন্টশীয়াল এবং পার্লামেন্টারী এই উভয় ধরনের শাসনতন্ত্রের সকল দোষ ত্রুটির সমষ্টি আখ্যায়িত করেন। শাসনতন্ত্রহীন অবস্থা দেশের জন্য বিপজ্জনক যে, হতে পারে তা চিন্তা করে তিনি আইয়ুব শাসনতন্ত্র প্রত্যাখ্যান না করার জন্য দেশবাসীর কাছে আহবান জানান। শাসনতন্ত্রকে গণতান্ত্রিক এবং ইসলামী করণের জন্য তিনি ১২ দফা প্রস্তাব পেশ করেন। তার এ ১২ দফা সংশোধনী প্রস্তাব দেশের বুদ্ধিজীবী মহলের প্রসংশা লাভ করে। বুদ্ধিজীবী মহল মনে করেন ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ যদি পাকিস্তানের রাজনীতিতে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে আগ্রহশীল হন তাহলে সুপারিশগুলো মেনে নেয়া ছাড়া তাদের কোন উপায় নেই।

মাওলানা মওদূদীর বিশ্বাস গণতান্ত্রিক এবং ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমেই রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষ শাসনতন্ত্রকে সম্মান করতে শিখবে। দেশকে স্থিতিশীলতার অভিশাপমুক্ত করে কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধির পথে পরিচালিত করার জন্য তিনি ৬ দফা মূলনীতি পেশ করলেন। রাজনৈতিক দল এবং নেতৃবর্গ এই মূলনীতিগুলো সামনে রেখে কাজ করলে সাধারণ নাগরিকদের মনে ফিরে আসবে আস্থা। রাজনীতিকদের প্রতি তাদের অবিশ্বাস এবং ঘৃণাও থাকবে না। মোট কথা এই নীতিগুলো সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পুরাপুরি সক্ষম এবং দেশের রাজনৈতিক তথা শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিধায় আমরা নিম্নে তার উল্লেখ করলাম।

এক ঃ পাকিস্তানের গণজীবন ও সামগ্রিক ব্যবস্থা ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। ইসলামী আদর্শরূপে তাই গৃহীত হবে যা কুরআন ও

www.pathagar.com

সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত। এ ব্যাপারে যে আদর্শিক দ্বন্দ্ব এতদিন পর্যন্ত পাকিস্তানে চলে আসছে তা অনতিবিলম্বে খতম করতে হবে।

দুই : এদেশ পাকিস্তানের সকল মানুষের। এখানে কোন ব্যক্তি মানুষ অথবা শ্রেণী বিশেষের একচেটিয়া কর্তৃত্ব চলবে না। কাজেই দেশের জনসাধারণকে রাষ্ট্র শাসন এবং সামগ্রিক ব্যাপার হতে পুরাপুরি বেদখল করে এর উপরে একচেটিয়া কর্তৃত্ব কায়েম করার অধিকার কারুর নেই।

তিন : জনপ্রতিনিধিরাই দেশের শাসন ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনা করবেন। আর সরকারী কর্মচারীগণ তাদের নির্দেশ মেনে চলবেন। যেসব সরকারী কর্মচারী প্রতিনিধিদের নির্দেশ মেনে চলতে অথবা যারা নিজেদের বিশেষ মত ও দৃষ্টিভংগীকে প্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছুক তারা চাকুরীতে ইস্তাফা দিয়ে নিয়মতান্ত্রিক এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারেন। কিন্তু সরকারী চাকুরিতে নিযুক্ত থেকে দেশ শাসনের ও প্রতিরক্ষার জন্য প্রদত্ত ক্ষমতার মাধ্যমে রাজনৈতিক গ্রুপ সৃষ্টি করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা চলবে না।

চার : দেশের প্রতিনিধি তারাই, যারা জনগণের স্বাধীন মত ও রায় দানের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছেন। প্রলোভন, ভীতি, প্রতারণা, ধোকা ও সরকারী প্রভাব বিস্তারের সাহায্যে নির্বাচিত লোকেরা আসলে ডাকাত ও গণতন্ত্রের হত্যাকারী। এই দেশের রাজনীতির সংগে সম্পর্কশীল সমস্ত জনতাকে এই দৃঢ় সংকল্প নিতে হবে যে, ভবিষ্যতে সে নিজে যেমন নির্বাচনের ক্ষেত্রে এইসব দুর্নীতির প্রশ্রয় দেবে না, সরকারী কর্মচারীদেরকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করবে না, তেমনি যে বা যারা এই দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করবে তাদেরকেও বিন্দুমাত্র সমর্থন করবে না।

পাঁচ : প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক দল ও মতের লোক গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় নিজের মত ও দৃষ্টিভংগী প্রকাশ করে জনমত গঠনের অধিকার রাখে এবং এর উপর কোন বাধা, প্রতিবন্ধকতা, বা নিয়ন্ত্রণ লাগান যেতে পারে না। আর এই পথে ক্ষমতা লাভ করাও প্রত্যেকের জন্য বৈধ ও নীতি সম্মত কাজ। এছাড়া অন্য কোন পথে ক্ষমতা লাভ করা বা সে জন্য চেষ্টা করা মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। এমনি অবৈধ উপায়ে কেউ ক্ষমতা লাভ করে থাকলেও দেশের বৃহত্তর কল্যাণের খাতিরে তাঁকে তা থেকে বিরত থাকতে এবং ইস্তাফা দিতে হবে।

www.pathagar.com

ছয় ঃ সংবাদপত্র, সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি দেশ বিদেশের সাধারণ অবস্থা ও বিশেষ চিন্তাধারা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার একমাত্র উপায়। এই উপায়ে জ্ঞান লাভ করার পরই জনগণ জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে রায় দানের যোগ্য হতে পারে। কাজেই কোন প্রকৃত সত্য গোপন করা এবং বিশেষ দৃষ্টিভংগীর পক্ষে এক তরফা প্রচারের কাজে এগুলোকে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। আসলে জনগণ দেশের অবস্থা সম্পর্কে সবিস্তার ওয়াকিফহাল না হতে পারলে এবং প্রত্যেকটি মত যথাযথভাবে জনগণের সম্মুখে প্রচারিত না হলে দেশে গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশ সম্ভব হবে না।

মাওলানা মওদূদী পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকা সফর করে জনসাধারণের কাছে তাঁর সুপারিশগুলো তুলে ধরলেন। শাসনতন্ত্র গণতন্ত্রীকরণ এবং সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য তিনি জাতীয় পরিষদের সদস্য, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং নাগরিক সাধারণের কাছে আহবান জানালেন। মাওলানা মওদূদীর এই গণসংযোগ সফরের অভূতপূর্ব সাফল্য দেখে সংশ্লিষ্ট মহলের হৃদকম্পন শুরু হলো। তারা পাল্টা যে অভিযোগ করলেন তার মর্মার্থ হলো, দেশের জনগণ শাসনতন্ত্রকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছে, এর কোন সংশোধন ও পরিবর্তনে তারা ইচ্ছুক নয়। মাওলানা মওদূদী তাদের কথার অসারতা প্রতিপন্ন এবং সুষ্ঠু জনমত গঠনের জন্য বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করলেন। বুনিয়াদী অধিকার আদালতের এখতিয়ারভুক্ত করা, আদালতের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে তিনি দেশব্যাপী স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান শুরু করেন। তিনি মনে করেন, বুনিয়াদী অধিকারের স্বীকৃতি না হলে দেশ স্বেচ্ছাচারের দিকে এগিয়ে যাবে এবং প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে দেশের শাসনভার জনগণের আসল প্রতিনিধিদের কাছে কখনও হস্তান্তরিত হবে না এবং সৎ লোক নির্বাচিত না হলে শাসনতন্ত্র গণতন্ত্রায়ন এবং ইসলামীকরণও সম্ভব হবে না। স্বাক্ষর অভিযান এত গণসমর্থন লাভ করেছিল যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে দেশের উভয় অংশে লাখ লাখ স্বাক্ষর সংগৃহীত হলো। জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে জাতীয় পরিষদের সভাপতির কাছে যে স্বাক্ষরনামা পেশ করা হয়েছিল তা প্রায় ১৮ মাইল দীর্ঘ ছিল।

আইয়ুব শাসনতন্ত্র গণতন্ত্রায়ণ এবং ইসলামীকরণের আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে দেশের মানুষ তাদের সংগ্রামী নেতা মাওলানা মওদূদীর নেতৃত্ব ও

www.pathagar.com

পরামর্শ থেকে বঞ্চিত। জনগণের কাফেলাকে মনজিলে পৌছিয়ে দিতে যাঁর সাহায্য সহযোগিতা জনগণের একান্ত আবশ্যক সেই মাওলানা মওদূদীকে ১৯৬৪ সালের ৬ই জানুয়ারী পশ্চিম পাকিস্তান জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি শুধু একা নন। তাঁর অসংখ্য সহকর্মীকেও দেশের উভয় অংশে আটক করা হয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান জামায়াতে ইসলামীকে যুগপৎ উভয় প্রদেশে বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছে। নাগরিক সাধারণের মনে বিরাট জিজ্ঞাসা ঃ পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র আন্দোলন কখন সমাপ্ত হবে? মওদূদীর শাসনতন্ত্র সংশোধনী মেনে নিতে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের এত গড়িমসি কেন?

প্রথম সংস্করণ ঃ রচনাকাল-১৯৬৪

তথ্যপঞ্জি

১. নজরিয়ায়ে পাকিস্তান সংখ্যা মাসিক চেরাগরাহ

২. তাহরীকে ইসলামী সংখ্যা -ঐ-

৩. Who is Moududi ? Anis Ahmed

৪. Why Islamic Constitution : Chowdhury Ali Ahmed

৫. Ulema's Amendmends to the Basic Principle Committee's Report :

৬. Islamic Law and Constitution : Moududi

৭. Constitution of Pakistan-1956

৮. জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান ঃ আবদুর রহীম

৯. নয়া শাসনতন্ত্র সম্পর্কে সংশোধনী প্রস্তাব প্রভৃতি-

www.pathagar.com

মওদূদীর জীবন ও চিন্তাধারার কিছু দিকের মূল্যায়ণ

—মরিয়ম জামিলা

সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) (১৯০৩–১৯৭৯) বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক পরিচিত মুসলিম লেখক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর লেখা মূল উর্দূ গ্রন্থ এবং বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত অনুবাদ সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সম্ভবত যে কোন মুসলিম লেখকের চাইতে সর্বাধিক ব্যাপকভাবে পঠিত। তিনি যা লিখেছেন তা সাধ্যমত তাঁর শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতার দ্বারা একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেছেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৪১ সালে লাহোরে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা করেন। এই দিক থেকে তিনি মুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে অদ্বিতীয়। শুধুমাত্র পাকিস্তানে নয় পূর্ব ও পশ্চিমে অনুরূপ ইসলামী সংগঠন ও আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীর প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়।

মাওলানা মওদূদী তাকওয়া ও পরহেজগারীর পরিবেশে নিষ্ঠাবান পিতামাতার দ্বারা প্রতিপালিত হন। কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভে পিতার মৃত্যুর পর যখন তিনি বহিরাগত পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে সুপরিচিত হতে থাকেন তখন তিনি গতানুগতিক ধর্মীয় গোঁড়ামীর অধিকতর সমালোচনা শুরু করেন। তিনি সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে, বর্তমান যুগোপযোগী করে ইসলামের সম্পূর্ণ নতুন ও সাহসিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন। তিনি তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ–"মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসি কাশমাকাশ"–এর আত্মজীবীমূলক অনুচ্ছেদে বলেন, আমি আমার নিজের সম্পর্কে এ কথা বলতে পারি যে, মুসলমান সমাজে যে ইসলাম প্রচলিত ছিল তার প্রতি কোনরূপ আকর্ষণবোধ করতে পারিনি। তাই সমালোচনা ও গবেষণার অনুভূতি বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে প্রথম যে কাজটি আমি করলাম তা হলো, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আত্মাবিহীন ইসলামকে আমি সম্পূর্ণরূপে ঝেড়ে ফেলে দিলাম। মুসলমানরা যা করে তা যদি ইসলাম হতো তা হলে আমি হয়ত ধর্মহীন মুক্ত বুদ্ধিজীবী বা নাস্তিকদের সারিতে গিয়ে দাঁড়াতাম। শুধুমাত্র জাতির স্বার্থ ও অস্তিত্বের মূর্তপ্রতীক নাৎসী দর্শনের সমতুল্য কোন বাপ দাদার ইবাদতের জালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার সামান্যতম আগ্রহও আমার অন্তরে নেই।

www.pathagar.com

কিন্তু আল্লাহর কুরআন ও রসূল (সঃ)-এর জীবন ব্যক্তিগতভাবে গভীর অধ্যয়নই আমাকে পুনর্বার ইসলামে দীক্ষিত করেছে এবং নাস্তিক্যবাদ বা অন্য কোন সামাজিক দর্শনে যোগদানের মত কঠিন পথ মাড়ানো থেকেও রক্ষা করেছে। এটা আমার কাছে মানবতার প্রকৃত মূল্য উদ্ভাসিত করেছে এবং আমাকে প্রকৃত মুক্তির এমন এক ধারণা প্রদান করেছে যা সর্বশ্রেষ্ঠ উদারপন্থী বা বিপ্লবীরও কল্পনা বহির্ভূত। এটা ব্যক্তি মানুষের আচরণ ও সামাজিক ন্যায় বিচারের এমন এক গৌরব উজ্জ্বল কার্যক্রম উপহার দিয়েছে যা আমি পূর্বে কখনও দেখিনি। আমি এতে পেলাম অতি সুষম জীবন যাপনের এমন এক নকশা যা একটা অণুর (Atom) গঠন থেকে নভোমণ্ডলের প্রাকৃতিক বিধানের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। এ সব কিছু আমার বিশ্বাসকে আরও সুদৃঢ় করল যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা এমন এক মহান চিন্তানায়কের সৃষ্ট যিনি স্বয়ং আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং তা ন্যায়-নীতি ও সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। যিনি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা। এভাবে আমি একজন নও মুসলমান হলাম। আমি ব্যাপক অনুসন্ধান ও তার সকল দিক বারবার কঠোর পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এ মতাদর্শ পুনর্বার গ্রহণ করলাম। আমি সুনিশ্চিত যে, মানব জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধির আর কোন বিকল্প নেই।[১]

পিতার তত্ত্বাবধানে বহু বছরের ব্যক্তিগত পড়াশুনা এবং পিতার মৃত্যুর পর স্বল্পকালীন নিয়োজিত গৃহশিক্ষকের মাধ্যমে ব্যাপক লেখাপড়া ও তৎসংগে সাংবাদিকতার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে উপমহাদেশের প্রখ্যাত সুফী পূর্ব পুরুষ এবং পিতার ধর্মীয় চিন্তা ধারার সম্পূর্ণ বিপরীত মাওলানা মওদূদী ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং সম্পূর্ণ একাকী ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য এক আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন।

মাওলানা তাঁর গ্রন্থে বলেন, যখন আল্লাহ আমাকে আমার মিশনের ক্ষেত্রে অবিচল আত্মবিশ্বাসের নিয়ামত দান করলেন তখন আমি লোকদের এ সত্য পথে আহবান শুরু করলাম এবং এ লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৩৩ সালে মাসিক তরজুমানুল কুরআন পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করলাম।[২]

মাওলানা মওদূদীর শিক্ষা কুরআন ও সুন্নাহর সাহসিক ও প্রত্যক্ষ পুনর্ব্যাখ্যার দাবী করে যা অতীতের অস্বাস্থ্যকর সংযোজন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

---

১. While green in Age : "Maulana Moududis childhood" -Muhammad yusuf. The Universal Message-Islamic Research Academy. Karachi, September, 1980 P-56

২. Ibid.

www.pathagar.com

সমকালীন আলেম ও সূফীগণ যে সব আধ্যাত্মিক নেতাদের সম্মান করতেন মাওলানা তাদের কাছে কোনরূপ দীক্ষা নেয়া ত দূরের কথা তাদের কোনরূপ স্বীকৃতি প্রদান না করেই জনগণের নিকট নিজে একা একা তাঁর দাওয়াত পেশ করেন। তাই পরবর্তীকালে তাঁকে বলতে শুনা যায় যে, তিনি মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করতে সুযোগ না পাওয়ায় আনন্দিত। কারণ, তাতে তাঁর মন প্রচলিত পুরানো চিন্তার শিকল মুক্ত রয়েছে। যদিও তিনি অতীতের মহান আইন শাস্ত্রজ্ঞ হাদীস সংকলনকারী ধর্মতত্ত্ববিদ ও মুজাদ্দিদদেরকে সম্মান করতেন এবং প্রায়শ তাফহীমুল কুরআনে তাদের মতামত (১৯৪১-৭২) উদ্ধৃতও করেছেন তথাপি তাঁদের সিদ্ধান্তকে মুসলমানদের জন্য চূড়ান্ত এবং বাধ্যতামূলক মনে করেননি। এই গোঁড়া বিশ্বাসের সাথে তিনি ঐকমত্য পোষণ করেননি যে, মহান হাদীস সংকলনকারীগণ মানুষের জন্য যা প্রয়োজনীয় ও মানুষের পক্ষে যা সম্ভব তা সম্পূর্ণভাবে তাঁদের কার্যের দ্বারা সম্পন করেছেন।

তিনি মনে করেন যে, আজও মুসলিম চিন্তাবিদগণ ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে এ ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও উন্নতি সাধন করতে সক্ষম। কোন জোড়া তালি ধরনের সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে তিনি পাক ভারত উপমহাদেশে তার ইসলামী আন্দোলন শুরু করেননি বা তাঁর এ ধরনের অভিপ্রায় খুব অল্প ছিল যে, এ আন্দোলনের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসন আমলের পূর্বের ঐতিহ্যবাহী ইসলামী সভ্যতা পুনপ্রতিষ্ঠা করবেন। মধ্যযুগ এবং তথাকথিত মুসলিম সমাজ যা সত্য ও সঠিক ইসলাম থেকে বহু দূরে অবস্থিত তার সাথে তিনি বৈপ্লবিক সংযোগহীনতা চেয়েছেন। তার স্থলে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার সার্বভৌমত্ব এবং পবিত্র কুরআন ও রসূল (সঃ)-এর সুন্নাতে বর্ণিত ঐশী বিধিবিধানের অধীন তিনি নতুন এবং অপেক্ষাকৃত ভাল সার্বজনীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য সংগ্রাম করেন।

এ সম্পর্কে মাওলানা মওদূদী বলেন : "ছোট বেলায় এমন এক সময় ছিল যখন আমি স্বয়ং গতানুগতিক ও বংশানুক্রমিক ধর্মে বিশ্বাসী ছিলাম ও তার উপর আমল করতাম। যখন জ্ঞান হলো তখন মনে হলো নিছক এ ধরনের—আমাদের পূর্ব পুরুষেরা যা করে গেছেন তা আমরা অনুসরণ করি (বাকারা-১৭) তা অর্থহীন।" তবে ইসলামের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেননি। যে সকল মুজাদ্দিদ তরুণ মওদূদীর চিন্তা চেতনার বিকাশে বিরাট প্রভাব ফেলেছেন তারা হলেন, ইবনে তাইমিয়া (১৪শ শতাব্দী) এবং সর্বোপরি সনাতনপন্থী আরবী সংস্কারক শেখ মুহাম্মাদ

www.pathagar.com

বিন আবদুল ওয়াহাব (১৭০৩-৮৭) আধুনিক যুবকদেরকে আকর্ষণ করার লক্ষ্যে তিনি সমকালীন পরিভাষায় ইসলামী মতাদর্শের যে যুক্তি ধর্মী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রদান করেন তাতে সূফীবাদের উন্নতরূপের বিরুদ্ধে তাঁর এই দুই পূর্বসূরীর কঠোর অনীহার প্রতি তার পরিপূর্ণ সমর্থন প্রতিফলিত হয়েছে। মাওলানার চিন্তা ধারার এদিকগুলো তাঁর "ইসলাম পরিচিতি" (১৯৩১) ও ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা (১৯৩৮) গ্রন্থে সুন্দরভাবে বিধৃত হয়েছে। সাপ্তাহিক "আল হিলালে" প্রকাশিত মাওলানা আবুল কালাম আযাদের অনলবর্ষী বক্তৃতার গতিশীল এবং বিপ্লবী আগুনও তাঁকে অনুপ্রাণীত করেছিল।

মাওলানা মওদূদী "কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা" নামে ১৯৪১ সালে একটি বই লিখেন। উক্ত বইটির সাথে শেখ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওহাবের লিখিত "কিতাবুত্ তাওহীদের" সুসম্পর্ক রয়েছে। "কিতাবুত তাওহীদ" গ্রন্থে পীর বুজুর্গ বা তাঁদের মাজারের প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধাকে "শিরক" বা মূর্তি পুজার সামিল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অপরদিকে মাওলানা মওদূদী চারটি কুরআনী পরিভাষা—ইলাহ, রব, দীন ও ইবাদাত সম্পর্কে বলেছেন যে, এই পরিভাষাগুলো প্রাথমিক যুগে যাদের প্রতি কুরআন নাযিল হয়েছিল তারা ভাল করেই বুঝত। কিন্তু পরবর্তীকালে এইসব পরিভাষার আসল অর্থ এবং গতিশীলতা উভয়ই হারিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "শত শত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার ফলে কুরআন নাযিলের সময়ে এইসব পরিভাষা থেকে লোকেরা যা বুঝত তা ক্রমশ পরিবর্তন হতে থাকে এবং কালক্রমে তাদের প্রশস্ত তাৎপর্য সীমিত গণ্ডিতে আবদ্ধ হয় এবং অর্থ অসস্পষ্ট হয়ে যায়।"[৩] তিনি অর্থের এই পরিবর্তনের কারণ উপস্থাপনের পর মন্তব্য করেন, "ফল এই হলো যে, লোকদের পক্ষে কুরআনের আসল তাৎপর্য বুঝা কঠিন হয়ে পড়লো।"[৪] এই ভুল ধারণার দুর্যোগপূর্ণ পরিণতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ এটা সত্য যে, কেবল এ চারটি মৌলিক পরিভাষার তাৎপর্য কুয়াশাচ্ছন্ন হওয়ার কারণে কুরআনের তিন-চতুর্থাংশের চেয়েও বেশী শিক্ষা বরং তার সত্যিকার স্প্রিটই দৃষ্টি থেকে প্রচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। ইসলাম কবুল করা সত্ত্বেও বর্তমানকালের মুসলমানদের আকীদা এবং কর্মে যে সকল ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে এটা তার অন্যতম প্রধান কারণ। সুতরাং কুরআনুল করীমের মৌল শিক্ষা এবং তাঁর সত্যিকার লক্ষ্য স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য এ পরিভাষাগুলোর সঠিক এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যাও কি তা জানা একান্ত জরুরী।

---

৩. Ibid
৪. Ibid P. 7

www.pathagar.com

আল্লাহ কখনও কোন ভুল সিদ্ধান্তের উপর মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করবেন না সম্পর্কে 'ইজমার' যে ধারণা রয়েছে তা থেকে ইসলামের স্বল্প পরিচিত এবং ইজমার জ্ঞান বিবর্জিত ব্যক্তিগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন যে, বর্তমান যুগে মাওলানা মওদূদী কুরআনের অর্থ পূর্ণ আবিষ্কার এবং তার গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করার পূর্ব পর্যন্ত বহু শতাব্দী কুরআনের সঠিক অর্থ অধিকাংশ মুসলমানের নিকট অনুপস্থিত ছিল। বর্তমান বিশ্বের সমসাময়িক দর্শন ও রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি কতিপয় মুসলিম পণ্ডিত, লেখক এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অদম্য আকর্ষণ থেকে উৎসারিত হয়েছে কুরআনের এ পূর্ণ ব্যাখ্যা।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি

মাওলানার সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব মিসরের ইখওয়ানুল মুসলেমূনের প্রতিষ্ঠাতা শেখ হাসান আল-বান্নার মত নির্বিচার প্রশংসা এবং ঈর্ষার দৃষ্টিতে মাওলানা মওদূদী অবলোকন করেছেন, আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্পায়ন, যান্ত্রিকীকরণ, অর্থনৈতিক উন্নতি প্রভৃতি। তিনি এ সবকে ইতিবাচক অনুকূল অগ্রগতি মনে করেন এবং সকল মুসলমানেরই যথাসম্ভব শীঘ্র এসব গ্রহণ করা কর্তব্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। শেখ হাসান আল-বান্নার মতই মাওলানা মওদূদী পশ্চিমা ধরন ও আধুনিকী করণের মধ্যে পার্থক্য করেছেন এবং তাঁর অনুসারীদের সাম্রাজ্যবাদ ও নীতিহীনতার সঙ্গে পূর্বোক্তটিকে প্রত্যাখ্যান করতে আহবান জানিয়েছেন। সাথে সাথে তিনি শেষোক্তটিকে মানব জাতির সাধারণ ঐতিহ্য হিসেবে অনতিবিলম্বে গ্রহণ করতে বলেছেন। তাঁর বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা মাহফিলে ১৯৮৪ সালের বসন্তকালে আমি মিয়া তোফায়েল মুহম্মাদকে[৫] জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "জামায়াতে ইসলামী কি আধুনিক বিজ্ঞানের যাবতীয় ফলশ্রুতি ও প্রয়োগ যথা উন্নত প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক উন্নতি, শিল্পায়ন প্রভৃতি পাকিস্তানের জন্য সমর্থন করে কিনা?" তিনি তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিলেন "এই সব ক্ষেত্রে আমরা মুসলমানরাই হব নেতা।" এই মত শেখ হাসান আল বান্নার মতকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। যিনি মিসরে ভারী শিল্প কারখানা স্থাপনকে ধর্মীয় কর্তব্য মনে করতেন।

---

৫. Ibid

www.pathagar.com

আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণের মাধ্যমে মুসলমানরা শুধুমাত্র তাঁদের হারানো ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকার আদায় করছেন যদিও ইসলামী সভ্যতা এবং আধুনিক সভ্যতার অধীনে বৈজ্ঞানিক প্রগতির ক্ষেত্রে যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে সে সম্পর্কে তারা অবগত নন। এ মর্মে আল্লামা ইকবাল তার প্রখ্যাত 'ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন' শীর্ষক বক্তৃতায় যে মন্তব্য করেন তার সাথে মাওলানা মওদূদীর পূর্ণ ঐকমত্য রয়েছে। অধিকাংশ আধুনিক মুসলিম মনীষীর মত মাওলানাও বিজ্ঞানকে বিশুদ্ধ, নিরপেক্ষ মূল্যমুক্ত মানবতার ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য সার্বজনীন উত্তরাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অবশ্য তিনি মনে করেন যে, বর্তমানে আমরা যা ভাবি ও করি তার প্রায় সবটাই এবং আধুনিক জীবনের সর্বোচ্চ মূল্যমান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পশ্চিমা সভ্যতারই একচ্ছত্র আধিপত্য রয়েছে।

মানবতার কল্যাণে বিজ্ঞানকে নিয়োগ করতে হবে

মাওলানা শুধুমাত্র যুদ্ধকালীন সময়ে ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহৃত বিজ্ঞানের নিন্দা করেন। বিজ্ঞান শান্তির সময়ে ধ্বংসাত্মক হতে পারে তা তিনি বিশ্বাস করতেন না।

১৯৬৮ সালের গ্রীষ্মকালে তাঁর গৃহে এক মধ্যাহ্ন ভোজের পর তাঁর জন্মনিয়ন্ত্রণ বিরোধী নিষিদ্ধ পুস্তক সম্পর্কে তুমুল আলোচনার এক পর্যায়ে আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশের জনসংখ্যা বিস্ফোরণ এবং অধিক জনবসতির কি সমাধান রয়েছে তিনি মনে করেন? তিনি জবাবে বললেন—"পারমাণবিক বিস্ফোরণের দ্বারা তারা এন্টার্কটিকার বরফের টুপি গলাতে পারে এবং অতিরিক্ত জনসংখ্যার সেখানে বসবাসের সুযোগ করে দিতে পারে। অথবা তারা তাদেরকে মহাশূন্যে বা অন্যত্রও পাঠাতে পারে। উত্তর মেরুর বরফের পাহাড় গলিয়ে তারা মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমিতে পানি সিঞ্চনও করতে পারে অথচ পশ্চিমা বিজ্ঞানীরা শুধুমাত্র পারমাণবিক শক্তি দিয়ে পারমাণবিক বোমা বানায়।" পরিবেশের উপর এসব পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়া কি হবে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি নিশ্চিতভাবে জবাব দেন যে, বিজ্ঞান এসব সমস্যারও সমাধান করতে পারবে।

নিরপেক্ষ ও মূল্যমুক্ত হওয়া তো দূরে থাক, কোন অজ্ঞাত অবস্থা থেকে নয় বরং আধুনিক বিজ্ঞান থেকেই জন্ম নিয়েছে নাস্তিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও

www.pathagar.com

বস্তুবাদ যার বিরুদ্ধে মাওলানা সারা জীবন তাঁর সময় ও শক্তি ব্যয় করে সংগ্রাম করেছেন।

মুসলিম নেতা হিসেবে মাওলানা মওদূদীর বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা সৌভাগ্যবশত পবিত্র কুরআনের প্রকৃতিবাদী কোন ব্যাখ্যা আনয়ন করেনি। অপরপক্ষে তিনি আধুনিকতাবাদী লেখক স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৯-১৮৯৮) ও তার প্রশংসাকারীদের কুরআনের প্রকৃতিবাদী মন্তব্যের বিরোধীতা করেছেন। তিনি তাঁর তাফহীমুল কুরআনে (১৯৪১-৭২) সমস্ত অতিপ্রাকৃতিক বিষয় যেমন ফেরেস্তা, জ্বিন এবং সকল অলৌকিক ঘটনাকে বিনা প্রশ্নে মেনে নিয়েছেন যা অনেক আধুনিক লেখক মেনে নেননি।

একজন সত্য নিষ্ঠ নেতা হিসেবে মাওলানা ও ইসলামী আন্দোলন সৌন্দর্য প্রীতিকে তেমন গুরুত্ব দেননি। তিনি সৌন্দর্যকে একগুঁয়ে ও অলস ধনীদের নির্বোধ বিলাসিতা গণ্য করতেন। ইসলামী ইতিহাসের এক বিস্তৃত অধ্যায়ের রাজা বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতালব্ধ তথাকথিত পুতপবিত্র শিল্পকলার পরম্পরাগত মুসলমানী উত্তরাধিকারকে তিনি শয়তানী ও অধর্মীয় হিসেবে তাঁর গ্রন্থ "ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন"-এ বার বার নিন্দা করেছেন। একমাত্র প্রচার প্রোপাগাণ্ডার উদ্দেশ্য ছাড়া "ইখওয়ানুল মুসলিমূন ও জামায়াতে ইসলামী"র মত সংগঠন কখনও শিল্পী ও শিল্পকর্মকে উৎসাহিত করেনি। তথাপি এ আন্দোলনে উদীয়মান সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের অভাব নেই। এখানে জামায়াতের প্রতি সহানুভূতিশীল একজন পাকিস্তানী লেখকের লেখাতে মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারার ছাপ লক্ষ্য করা যায় ঃ

আবুল খতিব একজন উর্দু উপন্যাসিক ও ছোট গল্পকার। তিনি পাক ভারত উপমহাদেশে ইসলামী সার্কেলের জন্য অনেক প্রশংসা কুড়িয়েছেন। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস "দি সিটি অব স্টার"ও ব্যাপক স্বীকৃতি পেয়েছে। ইহাকেই ইসলামী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লিখিত প্রথম উপন্যাস বলে বর্ণনা করা হয়েছে। গল্পটি হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনের সেইসব কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন যারা একটি প্রতিকূল এবং সমস্যাসংকুল পরিবেশে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামে রত। উপন্যাসটিতে শিল্পায়িত সমাজের আধুনিকায়নের প্রচলিত নিয়মনীতি আলোচিত হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক ডাঃ জামাল একজন গবেষণা বিজ্ঞানী। তিনি শিল্পে ইসলামী পরিবর্তন আনয়নের জন্য সংগ্রাম করতে শ্রমিকদের সংগঠিত করেছেন। উপন্যাসটি ইসলামী শ্রমিকদের সাফল্যের আশাবাদ ব্যক্ত করে শেষ হয়েছে। যদিও শিল্পপতিরা তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেই

www.pathagar.com

চলেছে। ....আবুল খতিবের উপন্যাসটি ইসলাম সম্বন্ধে গভীর ধারণা ও মুসলিম সমস্যার চিত্র তুলে ধরেছে।[৬]

আধুনিক যুগ প্রযুক্তি, উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের যুগ। এ যুগে উদ্ভাবন এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন মানুষের জীবনে জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে। জীবনের নতুন চাহিদার দাবী হলো ইসলামী শিক্ষার আলোকে আধুনিক সমাধান। পুরাতনপন্থী ওলামায়ে কেরাম বা ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা শিক্ষিত ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ যাদের জ্ঞানের দিগন্ত হানাফী ফিকাহের পুরাতন গ্রন্থ পর্যন্ত সীমিত তাঁরা বর্তমান সমস্যার কোন সমাধান দিতে সক্ষম নন। ফলে যে ইসলাম প্রত্যেক যুগের জন্যই একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এবং মানবজাতির জন্য এক স্থায়ী হেদায়াত স্বরূপ তা সেকেলে হিসেবে নিন্দিত হচ্ছে। তাই ওলামা তাদের অনমনীয় দৃষ্টিভংগীর দ্বারা বুদ্ধিজীবীদের এক নিশ্চিত ধারণা দিয়েছেন যে, রক্ষণশীলতাই সত্যিকার ধর্ম এবং গোঁড়ামীই সত্যিকার রক্ষণশীলতা। ফলে ইসলামের প্রতিনিধিত্বের দাবীদার এসব ওলামা আধুনিক সমস্যার সমাধান প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন। অথচ মাওলানা মওদূদী ইসলামকে সত্যিকার অর্থেই পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে পেশ করেছেন। একদিকে মওদূদী ইসলাম সম্পর্কে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন অপরপক্ষে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল। তাই যারা আধুনিক সমস্যার ইসলামী সমাধান চান তাঁরা ব্যাপকভাবে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে।

ওলামা মাইকের ব্যবহার নাজায়েয মনে করতেন

অধিকন্তু আল্লাহ তায়ালা মাওলানা মওদূদীকে এমন ইজতিহাদী ক্ষমতা ও দীনের অন্তর্নিহিত ভাবধারার জ্ঞান দান করেছেন যার দ্বারা তিনি যে কোন আধুনিক সমস্যার কুরআন ও সুন্নার আলোকে ইসলামী সমাধান দিতে সক্ষম ছিলেন।

এখানে মাওলানার ইজতিহাদের এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ দেয়া হলো :

৬. Challenge to Modernism: Arabia: The Islamic world Review, England, July 1984 p-88

www.pathagar.com

"যখন মাইক (লাউড স্পিকার) পাক ভারত উমহাদেশে প্রথম ব্যবহার শুরু হয় তখন যুবকদের মধ্যে খুবই উৎসাহের সৃষ্টি হয় কিন্তু তা আলেম-ওলামাকে হতাশ করে। তারা ফতোয়া দেন যে, ইসলামী শরিয়ার দৃষ্টিতে মাইক নিষিদ্ধ। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) (১৯৪৩ সাল)ও মসজিদে মাইক ব্যবহার করাকে নাজায়েয বলে রায় দেন। আধ্যাত্মিক বা রূহানী নেতৃবৃর্গ আন্তরিকতার সাথে উপলব্ধি করেন যে, প্রাকৃতিক বা মানব সৃষ্ট সৌন্দর্য ঘেরা ইবাদাতখানার পবিত্রতা, নীরবতা ও প্রশান্তির সংরক্ষণের উপর মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি নির্ভরশীল। মাইক শুধুমাত্র স্বর বর্ধিতই করে না বরং তা মানুষের স্বরকে বিকৃত করে তাই তা আযান ও কুরআন তেলাওয়াতের সৌন্দর্য নষ্ট করে। এবং সৌন্দর্যকে অসৌন্দর্যে রূপান্তরিত করে। ওলামা মনে করেছিলেন যে, মাইকের প্রবর্তন এবাদাতের স্থানকে কোলাহল, হট্টগোল ও গণ্ডগোলের স্থানে রূপান্তরিত এবং স্থানীয় মহল্লার সর্বস্তরের জনগণের স্থায়ী নির্যাতনের কেন্দ্রে পরিণত করে। মসজিদের মর্যাদা সম্মান এবং পবিত্রতা বিনষ্ট করেছে। তাঁরা ভবিষ্যৎবাণী করলেন যে, মাইক ব্যবহার করা হলে স্নায়ুতে বাধা প্রদানকারী বিকট আওয়াজের দরুন মসজিদের সন্নিকটে বসবাস করতে লোকজন অনাগ্রহ প্রকাশ করবে।"

মাওলানা মওদূদী এ ধরনের ওলামার সাথে একমত হননি। তিনি নিম্নোক্ত ফতোয়া দেন (১৯৩৭) :

"আমরা যখন মসজিদে মাইক ব্যবহারের ব্যাপারে ইসলামী রায়ের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করি, তখন আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, নামাযে এই যন্ত্রের ব্যবহার সম্পূর্ণ বৈধ। এই উদ্ভাবন এমন এক উপকরণ যা আল্লাহ তায়ালা দান করেছেন। এই যন্ত্র স্বাভাবিক আওয়াজ বা স্বরকে উচ্চতর করা ছাড়া এমন কিছুই করেনি। যেহেতু আমরা এ যুগে এই যন্ত্রটিকে করায়ত্ব করেছি তাই হাদীস বা ফিকাহ শাস্ত্রে তার বৈধতার প্রশ্ন সন্ধান করা নিরর্থক। কোন জিনিসকে বৈধ বা অবৈধ করার ইসলামী শরীয়ার যে নীতি রয়েছে তার ভিত্তিতে এ যন্ত্রটির ব্যবহার সন্দেহাতীতভাবে বৈধ। দুষ্কৃতি ও অশ্লীলতার সম্প্রসারণে মাইকের ব্যবহার অবৈধ। কিন্তু পূণ্যের কাজে তার ব্যবহার সম্পূর্ণ বৈধ। আল্লাহর আওয়াজ বুলন্দ করার জন্য আল্লাহর দেয়া এ উপাদান ব্যবহার করা নিরংকুশভাবে বৈধ। ইহা আশ্চর্যের ব্যাপার যে, অবিশ্বাসীরা এই প্রযুক্তিকে শয়তানী কণ্ঠস্বর বৃদ্ধি করার কাজে লাগাচ্ছে। অথচ বিশ্বাসীরা পূন্যের কণ্ঠ তীব্র করার জন্য তার ব্যবহার করতে সংকোচবোধ করছে।

www.pathagar.com

আমার যুক্তি প্রদর্শনের কারণ এ নয় যে, আমি মাইকের ব্যবহারে খুবই উৎসাহী। আধুনিক প্রযুক্তি যার উৎসমূল বিশুদ্ধ তার প্রতি মুসলমানদের যে দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে তা পাল্টানোর জন্যই আমি পক্ষাবলম্বন করছি। কিন্তু আল্লাহদ্রোহী পশ্চিমা সভ্যতা অপবিত্র কাজে এসব ব্যবহার করছে। আল্লাহ যে সব জিনিস আমাদের অধীন করে দিয়েছেন তা নিশ্চিতভাবে বিশুদ্ধ। তাদের ব্যবহার আল্লাহর আইন অনুসারেই হওয়ার কথা। কিন্তু এখানে আধুনিক প্রযুক্তির সাথে দ্বিগুণ অবিচার করা হচ্ছে। যাদের কাছে আল্লাহর আইন রয়েছে তারা প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জন করা থেকে দূরে রয়েছে। আর যারা প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জন করেছে তারা শয়তানের অনুসারী।"

এই বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৩৭ সালে। অধিকাংশ প্রসিদ্ধ ওলামা মাইক ব্যবহারের বিরুদ্ধে তাঁদের রায় প্রদান করেন। কিন্তু মাওলানা মওদূদী বিস্তারিত যুক্তির মাধ্যমে মাইক ব্যবহারের বৈধতার পক্ষে ফতোয়া দেন। তখন থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এখন এমন কোন মসজিদ নেই যেখানে মাইক ব্যবহার করা হয় না এবং প্রত্যেক ধর্মীয় সভায়ও তা ব্যবহার করা হয়। এটা মাওলানা মওদূদীর গভীর ইসলামী চিন্তা-জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।[৭]

মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে তাঁর ইতিহাস দর্শন। ইসলাম এবং তাগুতের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিরামহীন সংঘাত-সংগ্রামের চিরন্তন যুদ্ধ ক্ষেত্র হিসেবেই তিনি অবলোকন করেছেন ইতিহাসকে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা), হযরত ওসমান (রা) ও হযরত আলী (রা) এর খেলাফতে রাশিদার অবসান এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর দ্বারা উমাইয়া. বংশের শাসন প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই সত্যিকার ইসলামের ইতিহাস শেষ হয়ে গেছে। 'খিলাফত ও রাজতন্ত্র" (১৯৬৬) গ্রন্থে তিনি মুলমানদের অধপতনের এবং তার মূল কারণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন। মাওলানার ধারণা ইসলামের ইতিহাসের আদর্শ যুগ বলতে যা বুঝায় তা স্থায়ী হয়েছে রসূলুল্লাহর (স) ইন্তিকালের পর মাত্র কয়েক বছর। আসলে অধপতনের ধারা শুরু হয়েছে রসূল (সঃ) এর ইন্তিকালের মাত্র পনের বছরের মধ্যেই হযরত ওসমান (রা)-এর খিলাফত থেকেই। রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যদিও শাসকরা মুসলমান ছিলেন কিন্তু রাষ্ট্রটি কোন অবস্থায়ই ইসলামিক ছিল না। তাই বইটির

৭. Moudoodi : Thought and Movement; Sayed Asad Gilani, Monsora, Lahore, 1978, p-191-195

www.pathagar.com

উপসংহারে বলা হয়েছে ইসলামের ইতিহাসের বারশ বছরের অধিক কাল ধরে যে সব মুসলমান রাজা–বাদশাহ রাজ্য শাসন করেছেন তারা ছিলেন অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী, তাদের শাসন ছিল অবৈধ এবং পুরাপুরি অনৈসলামিক।

মুসলমানদের ইতিহাসের সকল দুর্যোগের জন্য রাজতন্ত্রই দায়ী। অনেক প্রাচ্যবিদ এবং দেশীয় আধুনিকদের মত মাওলানাও মনে করেন যে, ওলামা এবং সুফীরাও মুসলমান সমাজের অধপতন ও স্থবিরতার জন্য অনেকটা দায়ী। তাই "খিলাফত ও রাজতন্ত্র" বই পাকিস্তানে প্রায় সকল সূন্নী ওলামার নিন্দা কুড়িয়েছে। যদিও কিছু শিয়া নেতা একে স্বাগতম জানিয়েছেন। এই গ্রন্থে মাওলানা চিত্রিত করেছেন, বারশত বছরের নিকষকাল মুসলিম ইতিহাস যার মাত্র ছিটেফোটা আলোকচ্ছটা রয়েছে। তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে কি করে এ অধপতন মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিপন্ন করল এবং তার ফলে পাশ্চাত্যের ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো।

মরিয়ম জামিলার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী

এ প্রবন্ধের লেখিকা মাওলানার বিশ্লেষণের সাথে বিষয়ভিত্তিক কতিপয় জিনিস উপস্থাপন করতে চান। যদিও তিনি মাওলানার সাথে একমত যে, খোলাফায়ে রাশেদূন পরিপূর্ণভাবে ইসলামকে বাস্তবায়িত করেছেন এবং হাদীস থেকেও এটা প্রমাণিত যে, রসূলের (সঃ) সাহাবাগণ মুসলমান হিসেবে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। রাজা বাদশাহগণ তাঁদের চাইতে ঈমান ও আমলে নিকৃষ্ট থাকলেও এ কথা কোনভাবে প্রমাণ করে না যে, তারা কোন গুণের অধিকারী ছিলেন না। বরং এই অধপতনের যুগেই ইসলামী রাষ্ট্রের সীমারেখা পশ্চিমে স্পেন এবং পূর্বে চীন পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে এবং ইসলামী ঐতিহ্য বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত হয়। এই সকল সদয় রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া দর্শনে, বিজ্ঞানে ও কলায় মুলমানদের সাফল্য দেখা যেত না। এ সকল নিন্দিত রাজারাই তাঁদের নিজস্ব আর্থিক উৎস থেকে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করেছেন, মাদ্রাসা বা ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। এ সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করা সকলের জন্য অবৈতনিক ছিল। তাঁরা দাতব্য চিকিৎসালয়, ছাত্রাবাস ও সরাইখানা নির্মাণ করেছেন, তাঁরা শরিয়াকে সম্মান করতেন এবং ইসলামী আইন জারি করেন। যখনই তাঁরা কোন ধর্মীয় বিধান অমান্য করতেন, সাহসী ওলামাগণ তার প্রতিবাদ করতেন এবং তাঁদের অপকর্মের জন্য কৈফিয়ত তলব করতেন। তাঁরাও বিনা দ্বিধায় অনুতপ্ত হতেন এবং শরীয়াকে মান্য করতেন।

www.pathagar.com

(লেখিকা মাওলানা মওদূদীর চিন্তার মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে দুটা ভুল করেছেন। এক–ইসলামের ইতিহাস ও মুসলিম নামধারী রাজা বাদশাহদের ইতিহাসের মধ্যে কোন পার্থক্য তিনি করেননি। দুই–সকল শাসক শরিয়াকে সম্মান করেছেন, ইসলামী আইন চালু করেছেন এবং তাদের ভুল ভ্রান্তি ওলামারা সমালোচনা করলে অনুতপ্ত হৃদয়ে তা মেনে নিয়েছেন এ বক্তব্য ইতিহাসের ধোপে মোটেই টিকে না। বরং সত্য তার সম্পূর্ণ বিপরীত, এখানে সেখানে ছিটেফোটা দু'একজন রাজা বাদশাহ ছাড়া বাদবাকী সকল রাজা বাদশাই আল্লাহর আইনের বিপরীত রাজ্য শাসন করেছেন। ওলামায়ে কেরাম প্রতিবাদ করে নির্যাতিত হয়েছেন। এ ধরনের শাসকরাই ইমাম মালেককে বেত্রাঘাত করেছে, ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে এমনভাবে মারধোর করেছে যে, তার দেহ থেকে তার হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে এবং ইমাম আবু হানিফাকেত বিষপানে হত্যা করেছে। এঁদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আলেম কে হতে পারে? এসব রাজা–বাদশাহ নিজেদের সাম্রাজ্যের সীমান্ত সম্প্রসারিত করলেও কুরআন হাদীসের বিপরীত শাসনকার্য পরিচালনা করার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারবেন না। –সম্পাদক)

খেলাফতে রাশেদার রাজতন্ত্রে রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য। লেখিকা কুরআন–হাদীস অনুসন্ধান করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বংশানুক্রমিক শাসন ব্যবস্থা সর্বাবস্থায় এবং নিজে থেকে অবৈধ নয়। দাউদ (আ) এবং সুলায়মান (আ) আল্লাহর খাটি নবী ছিলেন। বাদশাহ হওয়ার কারণে কুরআন কখনও তাদের নিন্দা করেনি। এমনকি নবুওয়াতের পরও তারা তাদের রাজত্ব রক্ষা করেছেন।

(যে সব রাজা বাদশাহকে আল্লাহ নবুওয়াত প্রদান করেছেন তারা নবুওয়াতের পদ্ধতিতে তাদের শাসন পরিচালনা করেছেন। তাই দাউদ–সুলায়মানের উদাহরণ সাধারণ রাজা–বাদশাহদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। –সম্পাদক)

অধিকন্তু বর্তমান যুগ ছাড়া প্রত্যেক যুগে দুনিয়াব্যাপী পূর্ব পশ্চিম নির্বিশেষে সমগ্র ইতিহাসে সর্বদা রাজতন্ত্রই ছিল পরম্পরাগত শাসন ব্যবস্থা।

সুতরাং উমাইয়া, আব্বাসীয়, ফাতেমী, সেলজুকী, মামলুকী, সাফাবিদী, মোঘলী এবং তুরস্কের উসমানীয় খিলাফত সবকয়টিই পরিপূর্ণ বৈধ। রসূলুল্লাহর (সঃ) পরে মাত্র তিন দশক খোলাফায়ে রাশেদূন অতিক্রান্ত হওয়ার পর ইসলামের ইতিহাস বিনা বাধায় ১৯২৪ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। কেবল ১৯২৪

www.pathagar.com

সালে কামাল আতাতুর্ক খিলাফতের অবসান ঘটান। এমনকি উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসন শুরু না হওয়া পর্যন্ত উসমানীয় খেলাফতের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত মুসলিম বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ইসলামের ইতিহাসের অবসান ঘটেনি। এমনকি রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পরও উপনিবেশিক শাসনোত্তর কালের পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার দেশসমূহের সমসাময়িক ইতিহাস মূলত পাশ্চাত্যের উপনিবেশেরই বর্ধিত ইতিহাস যার সাথে ইসলাম ও মুসলমানগণ কোনভাবেই সম্পৃক্ত নয়।

(কুরআন–হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে যা বৈধ ও গ্রহণযোগ্য ইতিহাসের দৃষ্টান্তের দ্বারা তা নাকচ করা যায় না। –সম্পাদক)

কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার স্থান ও কাল থেকে ক্রমবর্ধমান দূরত্বের কারণে বার্ধক্যের প্রাকৃতিক নিয়মেই মুসলমানদের যে ক্রমাবনতি ঘটেছে তা এক অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। মুসলমানগণ তাদের 'নিন্দনীয় অবনতি' 'স্থবিরতা' বা আভ্যন্তরিণ সংঘাতের কারণে ইউরোপের শিকারে পরিণত হয়নি এবং তারা যে স্বাভাবিক পরম্পরাগত সভ্যতা দাঁড় করিয়েছিল তাকে গ্রাস করে নিয়েছে পাশ্চাত্যের অনিয়ন্ত্রিত দূষণীয় বর্ধন যা একটা সুস্থ দেহকেও বিনষ্ট করতে সক্ষম।

পাশ্চাত্যের দানবের নিকট মুসলমানদের এ ধ্বংস কোন বিরল ঘটনা নয়। অস্ট্রেলিয়ার জঙ্গলের আদি বাসিন্দা থেকে শুরু করে চীনের অত্যন্ত সুসভ্য জাতি পর্যন্ত ইউরোপের বাইরের মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকল অশেতাঙ্গ জাতির ভাগ্যে একই জিনিস জুটেছে। পাশ্চাত্যের কল্যাণের জন্য সমগ্র বিশ্ব ধর্ষিত, লুণ্ঠিত ও শোষিত হয়েছে। কোন গতানুগতিক আদি জনগোষ্ঠী পৃথিবীর কোথাও সাফল্যের সাথে একে ঠেকাতে পারেনি।

মাওলানা মওদূদী অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করতেন যে, তাঁর স্বদেশ পাকিস্তানের সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উপরই ইসলামী সরকারের পুনরুজ্জীবন নির্ভরশীল। তিনি তাঁর শেষ দিনগুলোতেও বিশ্বাস করতেন যে, পাশ্চাত্য পদ্ধতির গণতন্ত্রের পুনপ্রতিষ্ঠিত হলে পাকিস্তান ইসলামী পুনর্জাগরণ ও খাটি ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত হবে।একটি একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থার অত্যাচার নিপীড়নের চাইতে গণতন্ত্রের স্বাধীনতাই একজন বিবেকবান সুস্থ মুসলমান পছন্দ করবে সন্দেহ নেই। তথাপি এটা অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে, গণতন্ত্র যা একজন মুসলমানকে অনেক অনেক স্বাধীনতা দিয়ে থাকে সাথে সাথে তা প্রত্যেক খারাপ জিনিসও বিনা বাধায় লালিত হতে দেয়।

www.pathagar.com

একনায়কতন্ত্রের উপর গণতন্ত্রের প্রাধান্য আমাদেরকে যেন এ বিষয়ে অন্ধ করে না তোলে যে, "ইসলামী গণতন্ত্র" "ইসলামী প্রজাতন্ত্র" "ইসলামী শাসনতন্ত্র" ইত্যাদি তথাকথিত ইসলামী সমাজতন্ত্রের চাইতে কম বিভ্রান্তিকর নয়। ভুট্টোর শাসনামলে মাওলানা মওদূদী তা সঠিকভাবেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। গণতন্ত্র যা প্রাচীন গ্রীসে শুরু হয়েছিল দুই হাজার বছর পর তা ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকায় চালু হয়। উহার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। কোন মুসলমান জাতির নিকট তাঁদের সমগ্র ইতিহাস জুড়ে ঔপনিবেশিক আমল পর্যন্ত তা অপরিচিত ছিল।

যদিও ইসলামী রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থা স্বীকৃতি প্রদান করেছে যে, আইনের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ সমান এবং গোত্র, জাতীয়তা এবং সামাজিক মর্যাদা নির্বিশেষে মসজিদের মধ্যে সকল বিশ্বাসী একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ তথাপি আজকের গণতন্ত্র বলতে যা বুঝায় তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার ছিল খোলাফায়ে রাশেদা।

প্রখ্যাত মিসরীয় পণ্ডিত ডাঃ তাহা হোসাইন (১৮৮৯-১৯৭৩) তাঁর আরবী গ্রন্থ "আলফাতনাতুল কোবরায়" যথাযথভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, খোলাফায়ে রাশেদা বিশ্বের সমগ্র ইতিহাসে অনন্য সাধারণ এবং অতীত ও বর্তমানের কোন ধরনের সরকারের সাথেই তা তুলনীয় নয়। নৈতিকতার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিই হলো আধুনিক পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য ত্রুটি। মানবাধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা কাগজে কলমে বর্ণিত হলেও ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সৌন্দর্য-কদর্যতা প্রভৃতির নিরূপণের কোন আদর্শ মাপকাঠি নেই। সমালোচক বলতে পারেন, কোন্ ধরনের লোক নির্বাচিত হওয়া দরকার? নিশ্চিতভাবে সবাই মনে করে তারা নির্বাচিত হতে সক্ষম। কিন্তু নৈতিক দিক থেকেও কি তারা উপযুক্ত? আবার যারা তাদেরকে রাজনৈতিক প্রতিনিধি নির্বাচন করতে চায় তারাই বা কেমন লোক? তাদের কি সেই নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ আছে যার দ্বারা তারা এমন লোকদের নির্বাচন করতে পারে যারা জনগণের কল্যাণের জন্য নিজেদের ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকার করতে পারেন?

সচরাচর দুষ্টপ্রকৃতির লোকই নির্বাচিত হয় যারা নির্বাচনী প্রচারণার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে সক্ষম বা এমন বক্তৃতা-পটু রাজনীতিক যারা প্রতিপক্ষকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে পারেন। অথবা জনগণের নিকট লোভনীয় প্রতিশ্রুতি প্রদানে সক্ষম যা কোন দিন পূরণ করতে তিনি ইচ্ছাও করেন না। তা কি কখনও দুর্বল দুর্ভাগাদের জন্য কোন করুণা ও

www.pathagar.com

সহানুভূতি সৃষ্টি করতে পারে? নিশ্চয়ই তা নয় এবং কখনও হতে পারে না। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র সংখ্যাধিক্যের স্বৈরশাসন ছাড়া আর কিছুই নয়-তা একজনের সংখ্যাধিক্যও হতে পারে। বর্তমানকালে নির্বাচনী অভিযান থেকে অশ্লীলতা এবং ভাড়ামীকে পৃথক করা যায় না। এ ধরনের অভিযানে সবসময়ই গুণাগুণের উপর সংখ্যার বিজয় সূচীত হয়। এভাবে নিম্নতম স্তরের লোকেরও ক্ষমতা দখল করার সম্ভাবনা রয়েছে। এটা বিস্মৃত হলে চলবে না যে, জার্মানীতে এডলফ হিটলার ১৯৩৩ সালে তথাকথিত অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছেন। তথাপি মাওলানা মওদূদী সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করতেন যে, নির্বাচনপদ্ধতি সংস্কার ও দোষমুক্ত করার জন্য পাকিস্তানী জনগণকে সুশিক্ষিত করে তুলতে হবে যাতে তারা পরিচ্ছন্ন, ন্যায়নীতি পরায়ণ, নিরপেক্ষ ও বিবেকবান হতে পারে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, যদি জামায়াতে ইসলামীর সৎ প্রার্থীরা সাধারণ রাজনীতিবিদদের মত জোরেসোরে নির্বাচনী প্রচারণায় নামতে পারেন তা হলে জনগণ তাদের নির্বাচিত করবে এবং এইভাবে খোলাফায়ে রাশেদূনের মডেলে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে।

যখন শতকরা একান্ন ভাগের সংখ্যাধিক্য শতকরা একশ ভাগের সমতুল্য এবং ভোটারের যোগ্যতার চেয়ে ভোটারের সংখ্যা চূড়ান্ত বিবেচিত হয় তখন কি করে সংখ্যধিক্যের শাসনকে ইসলামের সাথে সমন্বয় সাধন করা যায়? এ ধরনের নির্বাচিত একটি পার্লামেন্ট ভোটের দ্বারা যে কোন জিনিসকে হালাল বা হারাম ঘোষণা করতে পারে প্রকৃতপক্ষে এ ব্যবস্থায় কোন বিধি নিষেধ কোন ঐতিহ্য বা ধর্মীয় বিধিই পবিত্র গণ্য করা হয় না। সবকিছুই লংঘন বা বাতিল করা যায়। যেখানে সংখ্যাধিক্যের শাসন চলে এবং জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক সেখানে পাপ কোন পাপ নয় এবং অপরাধ কোন অপরাধ নয় এবং এমনকি আসমানী কিতাবও গণতান্ত্রিক ভোটের জোরে বাতিল বলে গণ্য হতে পারে।

এভাবেই পশ্চিমা গণতন্ত্রে ব্যভিচার, জ্বেনা, সমকামিতা, মদ্যপান, জুয়া, নগ্নতা, যৌন আবেদনমূলক সাহিত্য ও ছায়াছবি এবং চাওয়া মাত্র গর্ভপাত ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে বৈধ কাজে পরিণত হয়েছে। আগামীতে এ ধরনের পশ্চিমা গণতন্ত্র পার্লামেন্টের সাহায্যে নিষিদ্ধ নিকট আত্মীয়দের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করাকে বৈধ নিষ্কলুষ আচরণ ঘোষণা যে করতে পারে তার আশংকা রয়েছে। মাওলানা তাঁর "তানকীহাত" (১৯৩৯) নামক উর্দু গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, কিভাবে আমেরিকার ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রে কোন ধর্মীয়

www.pathagar.com

কর্তৃত্বের অনুপস্থিতির কারণে মদ্যপান সংক্রান্ত 'নিষিদ্ধ ঘোষণা' (১৯২০-৩৩) কার্যকরী করতে পারেনি যদিও তা আমেরিকার শাসনতন্ত্রের একটি সংশোধনী হিসেবেই অনুমোদিত ছিল।

মার্কিনীদের বেআইনী মদ্যপানের গণনেশার কাছে শেষ পর্যন্ত পরাজিত এবং বাতিল ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত 'নিষিদ্ধ ঘোষণা'কে জনগণ আনন্দদায়ক একটি ঠাট্টা মনে করত। পশ্চিমা গণতন্ত্রের এই অন্ধকার দিকগুলো মাওলানা মওদূদীর দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। তিনি তাঁর তাফহীমুল কুরআনে এর বিশদ বিশ্লেষণ করেছেন। তথাপি মাওলানা মওদূদী তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোতে সময় ও শক্তি পাকিস্তানে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্যই ব্যয় করে গেছেন। ইসলামী শাসনতন্ত্র জারি করে শরীয়াকে দেশের সর্বোচ্চ আইন ঘোষণা দেয়ার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে পুরাপুরি ইসলামীকরণ করা সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন।

আল্লামা মওদূদী যে দুঃখজনক দিকটি এড়িয়ে গিয়েছেন তাহলো কোন গণতান্ত্রিক দেশের জনগণ যদি ইসলামী শাসন না চায় তাহলে সেখানে কি করে শরিয়ার শাসন কায়েম করা যাবে। (মুহতারাম মাওলানা মওদূদী গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মুসলিম জনপদে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা কিভাবে কায়েম করা যায় তা তাঁর প্রখ্যাত পুস্তক 'ইসলামী বিপ্লবের পথ'-এ খুব ভালভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, জনগণ তথা ভোটারদের মন-মানসিকতা, ধ্যান-ধারণা এবং আচার-আচরণের আমূল পরির্তন না করে ইসলামী বিপ্লব সংঘটন করা যাবে না। বলপূর্বক কোন জনপদে ইসলামী শাসনব্যবস্থা চালু করা যায় না। -সম্পাদক)

আধুনিক বিশ্বে একটি ইসলামী রাষ্ট্র কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তা মাওলানা মওদূদীকে অন্য যে কোন জিনিসের চাইতে বেশী আগ্রহী করে তুলেছিল। রাজনীতি ছিল তাঁর চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু। বিভিন্ন রকমের ইবাদাতসহ ইসলামের প্রতিটি দিককেই তিনি কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। রাজনীতি ইসলামের বিধি নিষেধের সাথে সামঞ্জস্যশীল হলে তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণকে তিনি নির্ভেজাল ইবাদাত মনে করতেন। তিনি তাঁর "খুতবাতে" (১৯৩৯) উল্লেখ করেন যে, খারাপ সরকারই দুনিয়াতে সমস্ত খারাপীর জন্য দায়ী। খারাপ সরকারগুলোকে ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমে আল্লাহভীরু ন্যায়পরায়ণ ও বিজ্ঞ শাসক দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত করতে পারলে মানবতা একটি ন্যায় সমাজের সুফল ভোগ করতে পারত।

www.pathagar.com

এক সাধারণ আকিদা-বিশ্বাসের প্রতি সর্বোচ্চ আনুগত্যের ভিত্তিতে রচিত ইসলামী রাষ্ট্র কাঠামো আধুনিক জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের সাথে কখনও আপোস রফা করতে পারে না। যার নিকট ভাষা, গোত্র ও স্বদেশের প্রশ্ন সর্বোচ্চ। ইসলামী সরকার খিলাফত পুনরুদ্ধার ছাড়া অকল্পনীয়, তা উপনিবেশোত্তর জাতীয় রাষ্ট্রে বৃহত্তর শক্তির খেলাফত পুনপ্রতিষ্ঠা করা ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের কথা চিন্তাই করা যায় না। কিন্তু বৃহত শক্তির অনুগ্রহ ভাজন উপনিবেশ উত্তর জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রে তা পুনপ্রতিষ্ঠা করা কি সম্ভব? যতদিন এ পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকবে ততদিন এ প্রবন্ধকার ইসলামী রাজনৈতিক পুনর্জাগরণের ব্যাপারে আশাবাদী নন।

এ সত্ত্বেও মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারার উত্তরাধিকারী জামায়াতে ইসলামী এ ব্যাপারে আশাবাদী। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানের নিকটতম প্রতিবেশী রাষ্ট্র শিয়া মতাবলম্বী হলেও ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে মাওলানা মওদূদী ও হাসান আল বান্নার ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণার প্রায় পূর্ণ বাস্তবায়ন করেছেন।

মাওলানা মওদূদী তাঁর ইসলামী চিন্তাধারার প্রতি আধুনিক পাকিস্তানী বুদ্ধিজীবীদের আকৃষ্ট করার জন্য খুব মুক্তভাবে আধুনিক পাশ্চাত্য পরিভাষা এবং বাগধারা ব্যবহার করতে দ্বিধাবোধ করেননি। তাঁর দৃষ্টিতে ইসলাম "একটি বিপ্লবী আদর্শ" "একটি গতিশীল আন্দোলন" জামায়াতে ইসলামী "একটি দল" এবং ইসলামের গোটা জীবন ব্যবস্থায় শরীয়া "একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান" তাই তাঁর এ অনুপ্রেরণা তাদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে যারা পাকিস্তানে খাঁটি ইসলামী রেনেসাঁর অভ্যুদয়ের জন্য তাঁর পূর্ণাঙ্গ মেনিফেস্টো কর্মসূচী ও পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে তাঁকে উৎসাহিত করেছেন। ইসলাম একটি সর্বোচ্চ আসমানী মতাদর্শ, ইসলাম অন্য যে কোন মানব রচিত মতাদর্শ থেকে উৎকৃষ্ট তা তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তরুণ বুদ্ধিজীবীদের নিকট উপস্থাপিত করাকে তিনি পবিত্র দায়িত্ব মনে করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ইসলামের সাথে পুঁজিবাদ, ফ্যাসিজম, সমাজতন্ত্র ও কম্যুনিজমের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন।

মাওলানা মওদূদী কখনও বস্তুবাদী ছিলেন না। তাঁর ঈমান ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। তাঁর আত্মপ্রত্যয় কঠিনতম হয়রানি ও নির্যাতনের মধ্যেও ছিল অনড়। তিনি শুধু প্রচারই করেননি বরং ইসলামের বাধ্যতামূলক ইবাদাত ছাড়াও খুঁটিনাটি বিষয়ও অত্যন্ত যত্নসহকারে আমল করতেন। এমনকি কঠিন পীড়ার সময়ও তিনি কোন ফরয নামায বা রোযা ছেড়ে দেননি। তিনি বেশ কয়েকবারই হজ্জ

www.pathagar.com

ও ওমরা পালন করেন। ওয়াদা পালনের ক্ষেত্রে এমন কি শত্রুরাও তাঁর বিরুদ্ধে বিশ্বাস ভংগের অভিযোগ আনতে পারেনি। আর্থিক বা অন্য যে কোন ব্যক্তিগত ব্যবহারে মাওলানা ছিলেন নির্ভেজাল সৎ এবং সারা জীবন তিনি নিজের আর্থিক সংগতির মধ্যে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করে গেছেন। তাঁর চরিত্র ছিল প্রশ্নাতীতভাবে সাধু। তাঁর জীবনের মিশন হিসেবে তিনি যা বেছে নিয়েছেন তার প্রতি এত নিরংকুশভাবে একনিষ্ঠ ছিলেন যে, নিজের স্বাস্থ্য বিনষ্ট করে এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তিনি তাঁর সকল সময়, শক্তি এবং উপকরণ ব্যয় করেছেন। মানুষের জীবনকে একটা পরীক্ষার সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং শেষ বিচারের দিন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা তাঁর স্বর্গীয় আদালতে প্রত্যেক মানুষের বিচার করবেন। মহিলাদের পর্দা বা হিজাব নিকাবসহ পালনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন। যদিও তিনি অনেক ক্ষেত্রেই উদার ছিলেন কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোর ও গোঁড়া ছিলেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের চরম বিরোধিতার মুখেও মাওলানা জন্মনিয়ন্ত্রণ ও জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা অভিযানের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ চালিয়ে যান। তিনি ও জামায়াত ১৯৬১ সালে সামরিক সরকারের প্রবর্তিত আধুনিক পাকিস্তান পরিবার আইন অধ্যাদেশের বিরোধিতা করেন। এ আইন বিবাহ, তালাক ও উত্তরাধিকার ছাড়াও আরও অনেক ক্ষেত্রেই ইসলামের পরিপন্থী। ঐ আইনের বিরোধিতা করতে যেয়ে জামায়াতের একজন সার্বক্ষণিক কর্মী আমার স্বামীও প্রায় এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। তবে মাওলানা মওদূদী ঠিকই ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে, এই আইন প্রবর্তনের ফলে ভারতের মুসলমানরাও তাঁদের ব্যক্তিগত আইনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার হুমকির সম্মুখীন হবেন।

কাদিয়ানী ফেরকার মোকাবিলা করতে মাওলানা মওদূদীর চাইতে অধিকতর সাহসের পরিচয় এদেশে আর কেউ দেননি। যার ফলে ১৯৫৩ সালে তিনি গ্রেফতার হন। কারাবরণ করেন এবং মৃত্যুদণ্ডের আদেশ তাঁর বিরুদ্ধে প্রদান করা হয়।

আইয়ুব খান ও ভুট্টোর পতনের ক্ষেত্রে মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ইহা অনস্বীকার্য যে, জামায়াত ও মাওলানা মওদূদীর তৎপরতার ফলেই পাকিস্তানে সুদূর সফলতার সাথে ধর্মনিরপেক্ষতা, পশ্চিমাকরণ ও একনায়কতন্ত্রের বাড়াবাড়ির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়। যদি তাঁদের এই তৎপরতা না থাকতো তাহলে পাকিস্তানী সমাজ আজ কামাল আতাতুর্কের তুরস্কের চাইতে কোন অবস্থায়ই ভাল হতো না।

www.pathagar.com

এই পর্যায়ে পাঠকের নিকট এটা পরিষ্কার হওয়া উচিত যে যারা মাওলানা মওদূদীকে "কাঠমোল্লা" বলে পশ্চাদপদ মধ্যযুগে পাকিস্তানকে ফিরিয়ে নিতে চান বলে আক্রমণ করেন তারা প্রকৃত সত্য থেকে অনেক দূরে।

১৯৬৯ সালে আমেরিকার বিশিষ্ট পণ্ডিত অধ্যাপক পি, মিচেল, শেখ হাসান আল বান্নার আন্দোলনের উপর তার "সোসাইটি অব মুসলিম ব্রাদার্স" নামক গ্রন্থে মিসরের "ইখওয়ানুল মুসলিমূন"-কে আধুনিক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বলাবাহুল্য মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর ক্ষেত্রে একই জিনিস প্রযোজ্য।

অনুবাদ–খন্দকার মুঃ শওকত আলী, এম এ এল এল বি।

www.pathagar.com

আমাদের অর্থ ব্যবস্থা ও মওদূদী

—মুহাম্মদ নূরুয্যামান

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী সমকালীন ইতিহাসের শুধু একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মীয় নেতাই নন, তিনি শুধু দুর্লভ প্রজ্ঞা ও সংযমের অধিকারী একজন বিশিষ্ট রাজনীতিকই নন, তিনি একজন মানব দরদী মনীষীও। রাজনৈতিক গলদ দেখে তাঁর মন যেরূপ বিদ্রোহ করে উঠে, মানুষের অর্থনৈতিক দুঃখ দৈন্যও সেরূপ তাঁর প্রাণ বরদাশত করতে চায় না। তিনি সুখী সুন্দর মানুষের সমাজ, অভাব অনটনের নিপীড়ন মুক্ত সমৃদ্ধশালী জনপদ গঠন করার অভিলাষী। সাধারণ মানুষ দু'বেলা পেট পুরে ভাত খাবে, একখানা মোটা কাপড় দিয়ে লজ্জা নিবারণ করবে, রোগের সময়ে এক ফোটা ঔষুধ সেবন করবে, কঠিন পরিশ্রমের পর দিনান্তে মাথা গুজবার মত একটু আশ্রয় লাভ করবে এবং সন্তান সন্ততির হাতে জ্ঞানের মশাল তুলে দেয়ার মত আর্থিক সঙ্গতি ও সুযোগ লাভ করবে-এ হলো মানুষের বুনিয়াদী হক-মওদূদীর দৃষ্টিতে। তিনি মনে করেন সমাজ ও সভ্যতার যাত্রাপথকে কাঁটামুক্ত করতে হলে মানুষের বুনিয়াদী অর্থনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি একান্ত আবশ্যক। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মাওলানা মওদূদী সাধারণ মানুষের যে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা কামনা করেন, সে স্বচ্ছলতার মুখ আমাদের সমাজের মানুষ কখনো দেখেনি কেন? এ প্রশ্নের জবাব তিনি তাঁর 'ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ' গ্রন্থে বিস্তারিত দিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন অর্থ ব্যবস্থার আপেক্ষিক আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়েছেন যে, আমাদের দেশে যে আংশিক জায়গীরদারী ব্যবস্থা এবং আধুনিক পুঁজিবাদ বর্তমান রয়েছে তা কোনকালেই কোন দেশে মানুষের কল্যাণ এনে দিতে পারেনি। তিনি মনে করেন পুঁজিবাদ ধন বন্টনের স্বাভাবিক ভারসাম্য বিনষ্ট করে মানুষের সমাজে ডেকে আনে অশান্তি ও বিপর্যয়। পুঁজিবাদের আশীর্বাদপুষ্ট মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানের দল গোটা সমাজ ও জাতির যাবতীয় ধন-সম্পদ ও উপায়-উপাদনকে গ্রাস করে লক্ষপতি ও কোটিপতির মর্যাদায় উন্নীত হয় এবং এর পরও সর্বগ্রাসী লুণ্ঠন চালিয়ে যায়। অপরদিকে কোটি কোটি মানুষের আর্থিক অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে এবং সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে তাদের অংশ হ্রাস পেয়ে একেবারে শূন্যের কোঠায় পৌছে। মাওলানা মওদূদীর ধারণা পুঁজিবাদের

www.pathagar.com

প্রাথমিক স্তরে সাধারণ মানুষ এর গলদ ধরতে পারে না, পুজি মালিকদের বিপুল সঞ্চিত সম্পদ সীমাহীন আড়ম্বরের মাধ্যমে সমাজে এক চোখ ঝলসানো চাকচিক্যের সৃষ্টি করে। কিন্তু এই ধন সম্পদের অসম বন্টনের শেষ পরিণতি যে কত মারাত্মক ও ভয়াবহ তার চিত্র তিনি এভাবে পেশ করেছেন। আর্থিক দুনিয়ার দেহে রক্তের চলাচল একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়, দেহের প্রায় অঙ্গ রক্তের অভাবে শুকিয়ে ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হয় এবং দেহের প্রধান অঙ্গকে অস্বাভাবিক রক্তের চাপ বরবাদ করে দেয়।

আধুনিক পুজিবাদ–যা আমাদের দেশে চালু করার অন্তহীন কোশেশ শাসক শ্রেণী করছেন, কি করে সমাজ দেহের রক্ত শোষণ করে মুষ্টিমেয় লোককে বিত্তের পাহাড় তৈরী করতে সাহায্য করে তার এক জীবন্ত চিত্র মাওলানা মওদূদী পেশ করেছেন।

এক ঃ অবাধ ও নিরপেক্ষ অর্থনীতির ছদ্মাবরণে পুজিপতিগণ অধিক মুনাফা লুন্ঠনের জঘন্য লালসা চরিতার্থ করার জন্য সাধারণ খরিদ্দার, শ্রমজীবী এবং শান্তি নিরাপত্তা স্থাপক সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

দুই ঃ শিল্পোৎপাদনে যন্ত্রশক্তির ব্যবহারের যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য হলেও পুজির মালিকগণ সচরাচর নিতান্ত অন্ধভাবে যন্ত্র শক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে কিছু সংখ্যক লোককে চাকুরির ব্যবস্থা করে দিয়ে সমাজের এক বিরাট অংশকে বেকার সমস্যার মুখে ঠেলে দেয়। মাওলানা মওদূদীর প্রশ্ন হলোঃ এক ব্যক্তি কিংবা মুষ্টিমেয় লোক নিজস্ব মালিকানার ক্ষেত্রে এমন কর্ম তৎপরতা গ্রহণের কি অধিকার পেতে পারে যার জন্য সমাজ জীবনে এতবড় মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে?

তিন ঃ হাজার মানুষের 'রুটি রুজি' এক বা মুষ্টিমেয় লোকের করায়ত্ব বলে শ্রমজীবীরা নিজেদের ইচ্ছানুরূপ শর্তে পারিশ্রমিক দাবী করতে পারে না। অতি নগণ্য পরিমাণ মজুরির বিনিময়ে তারা শ্রম ও সময় বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেহনতী মানুষকে জন্তু জানোয়ারের মত খাটিয়ে নেয়া হয়, সংকীর্ণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন পায়রার খোপে তাদের বসবাস করতে দেয়া হয়। পুজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার বিষক্রিয়া শ্রমিকদের জীবনকে মারাত্মকরূপে জর্জরিত ও বিপর্যস্ত করে দেয়।

চার ঃ পুজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় কার্যরত শ্রমিক বৃদ্ধ, রুগ্ন বা অকর্মন্য হয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে তাকে রিক্ত হাতে বিদায় করে দিতে চায়।

www.pathagar.com

অকর্মন্য শ্রমিকের আকুল আহবান-আপনাদের ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্য, শক্তি ও যৌবন নিঃশেষ করে আজ অসহায় মানুষ কোথায় যাব, জঠরের জ্বালা কি দিয়ে নিবৃত্ত করব-পুঁজিপতির করুণা উদ্রেক করতে ব্যর্থ হয়। তারা বেমালুম ভুলে গেল যে, 'যাদের বর্তমান বিপর্যয় এবং ভবিষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন' তারা প্রাণ দিয়ে কাজ করবে কেন?

পাঁচ ঃ অধিক মুনাফা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষ গুদাম জাত করে, অধিক উৎপাদন না করে বা উৎপাদিত পণ্যের কিছু অংশ বিনষ্ট করে পুঁজিপতিরা দ্রব্য মূল্য কৃত্রিমভাবে বাড়াতে চায়।

শুধু তাই নয়, অপ্রয়োজনীয় বিলাশ দ্রব্য বা সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিনাশ করার মত পণ্যও একই দৃষ্টিকোণ থেকে উৎপাদিত করা হয়। মাওলানা মওদূদী প্রসঙ্গত আদাম স্মীথের মশহুর উক্তির উল্লেখ করেছেন ঃ

ব্যবসায়ী লোকদের কোথাও একত্রিত হওয়া এবং তাদের এই বৈঠক জনগণের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র ও দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির অনুকূলে কোন প্রস্তাব পাস না করে সমাপ্ত হওয়া অত্যন্ত বিরল ঘটনা। এমন কি বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে মিলিত হয়ে বসার সুযোগকেও তারা এই অপরাধমূলক কাজে না লাগিয়ে ছাড়ে না।

ছয় ঃ পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার সঞ্জীবনী সুধা হল সূদ। সূদের মাধ্যমেই দেশের গোটা সম্পদ অতি সহজে গোটা কয়েক বিত্তবান ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। বস্তুত সূদ সম্পদ বন্টন ব্যবস্থার ভারসাম্য চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত করে দেয়। মাওলানা মনে করেন, এই ঘৃণ্য পাপ প্রথা মানুষের সমাজের জন্য ডেকে নিয়ে এসেছে এক অসহনীয় নির্যাতন। এই প্রথার মূল উপড়িয়ে না ফেলা পর্যন্ত মানবতার মুক্তি নেই। আত্মঘাতী দ্বন্দ্ব ও কলহ থেকে মানব সমাজকে মুক্ত রাখতে হলে এই বিষ বৃক্ষ অবশ্যই উপড়ে ফেলতে হবে। তিনি বলেন ঃ প্রাচীন আরব জাহেলিয়াতের পর আধুনিক পাশ্চাত্য জাহেলিয়াতের বুর্জোয়া চিন্তাবিদগণই এই প্রথাকে ব্যবসায়ের একমাত্র বুদ্ধিসম্মত পন্থা ও গোটা অর্থ ব্যবস্থার একমাত্র সুষ্ঠু ভিত্তি হওয়ার মর্যাদা দিয়ে ছেড়েছে।

পুঁজিবাদের ভারসাম্যহীন অর্থ ব্যবস্থা, সম্পদের এক কেন্দ্রীকরণ এবং সাধারণ মানুষের জীবন ধারণের উপযোগী উপকরণ হাসিলের ব্যর্থতা দূর করার জন্য যে নতুন ব্যবস্থা কমিউনিস্ট দেশসমূহে প্রচলিত হলো তা খাদ্যের বিনিময়ে মানুষের আজাদী হরণ করে নেয় বলে মাওলানা মওদূদী এই নতুন

www.pathagar.com

ব্যবস্থাকে পুঁজিবাদ থেকেও মারাত্মক ও বিপজ্জনক মনে করেন। কমিউনিস্ট অর্থ ব্যবস্থা অসংখ্য পুঁজি মালিককে খতম করে একজন বিবেকহীন নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী পুঁজি মালিক সৃষ্টি করার ফলে লাখ লাখ মানুষের জিন্দেগীতে নেমে আসে অকথ্য নির্যাতন।

দু'বেলা আহার এবং এক টুকরো পরিধেয় কাপড়ের জন্য কমিউনিস্ট দেশগুলোর জনসাধারণের তাদের চিন্তার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, দুর্নীতিপরায়ণ এবং জালিম শাসক পরিবর্তনের বুনিয়াদী অধিকার হারাতে হয়েছে। মাওলানা মওদূদী রাশিয়ার কমিউনিস্ট অর্থ ব্যবস্থা চালু করার জন্য সোভিয়েত সরকার সাধারণ মানুষের উপর যে নির্যাতন করেছিল তার ফিরিস্তি প্রদান করে বলেন যে, মানব ইতিহাসের কোন স্তরেও এরূপ অধিক ক্ষমতা কোন সরকারের করায়ত্ব হয়নি। তিনি বলেন ঃ কোন চেংগীজ খাঁ, জার ও কাইজারের হাতেও এতদূর ক্ষমতা কখনো একত্রিত হয়নি। বস্তুত যে দল একবার এরূপ ক্ষমতা দখল করে বসতে পারে তার সামনে দেশের কোটি কোটি মানুষও অত্যন্ত অসহায় হয়ে যায়। দুনিয়ার যে কোন খারাপ সরকারের পরিবর্তন এত কঠিন ও দুঃসাধ্য নয় যতদূর দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায় একটা কমিউনিস্ট সরকার পরিবর্তন করা। কমিউনিস্ট ব্যবস্থা মানুষের আযাদী কতটুকু খর্ব করে তার নিদর্শন পাওয়া যাবে সোভিয়েট রাশিয়ায়। শুধু মাত্র সমালোচনার অপরাধে 'স্বয়ং কম্যুনিষ্ট পার্টির বড় বড় নেতৃস্থানীয় কর্মী ও কর্মকর্তাকেও মৃত্যু দণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। এবং সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার এই যে, যাদের চেষ্টা সাধনা ও প্রচেষ্টার ফলে ইট ইট করে কমিউনিস্ট স্বর্গ সৌধ নির্মিত হয়েছে তাদেরকেই 'মস্ত বড় দেশদ্রোহী' 'পুঁজিবাদীদের এজেন্ট বিষধর সাপ' প্রভৃতি বিশেষণে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কমিউনিস্ট দেশসমূহে শতকরা পাঁচ ভাগের অধিক লোক কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য নয় বলে কমিউনিস্ট দেশের শাসনব্যাবস্থাকে শ্রমিক মজুরের ডিক্টেটরশীপ (Dictatorship of the Prolatariat) আখ্যায়িত করতে মাওলানা মওদূদী রাজী নন। তিনি একে "শ্রমিক মজুরদের উপর চাপিয়ে দেয়া "কমিউনিস্ট পার্টির ডিক্টেটরশীপ" হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

মাওলানা মওদূদী শুধু রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে কমিউনিস্ট অর্থ ব্যবস্থার মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে সমকালীন চিন্তাবিদদের হুশিয়ার করেননি তিনি খাটি অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এই নতুন অর্থ ব্যবস্থার গলদ দেখিয়েছেন। পণ্যের উৎপাদন মূল্য এবং তার বিক্রয় মূল্যের যে

www.pathagar.com

মধ্যবর্তী মুনাফা (Surplas Value) পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় জমিদার, কারখানা মালিক এবং ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকেরা লুটে খায় এবং যার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ শ্রেণী সংগ্রামের অগ্নিসিড়ি বেয়ে বেয়ে কমিউনিজমের অবতরণ হয়েছে। বিভিন্ন দেশে সেই মধ্যবর্তী মুনাফার ইনসাফপূর্ণ বন্টনে কমিউনিস্ট অর্থ ব্যবস্থা এক মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। মাওলানা মওদূদী সোভিয়েট রাশিয়ায় শ্রমের তারতম্য সম্পর্কে বলেন, যে কোন বুর্জোয়া সমাজের মতই বেতনের আসমান যমীন পার্থক্য বিদ্যমান। শ্রমিকদের বেতন ও জীবন যাত্রা পুঁজিবাদী দেশসমূহের তুলনায় অবাঞ্চণীয় রূপে নিম্নস্তরের। ভারত ও পাকিস্তানের মজুরদের তুলনায় তাদের অবস্থা কিঞ্চিত উন্নত হলেও অধিক মুনাফা তাদের মধ্যে ঠিক সেভাবে বন্টিত হচ্ছে যেভাবে বন্টিত হত শ্রমজীবী, মজুর এবং বুর্জোয়াদের মধ্যে প্রাকবিপ্লব যুগে। আর সে জন্যই কমিউনিস্টদের বেহেশত সোভিয়েট রাশিয়ার শ্রমিকদের রক্তের বিনিময়ে উৎপাদিত পণ্যের মুনাফা এক নতুন শ্রেণীর ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়ানোর কাজে সহায়তা করছে। বলাবাহুল্য, এই নতুন শ্রেণী কলকারখানার মালিক না হয়েও পুঁজিপতি এবং তাদের বিলাসী জীবন যাত্রা বুর্জোয়াদেরই অনুরূপ। মাওলানা মওদূদীর দৃষ্টিতে এই নতুন শ্রেণীর উদ্ভবের ফলে কমিউনিস্টগণ রক্তপাতের মাধ্যমে যে মালিকানা ব্যবস্থার খতম করে তা বস্তুত অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। পুঁজিবাদের ভাজা কড়াই থেকে সাধারণ মানুষকে টেনে এনে কমিউনিস্ট অর্থ ব্যবস্থা তথাকথিত প্রোলেটারিয়েট ডিক্টেটরশীপের জলন্ত আগুনে ঠেলে দিয়েছে।

মাওলানা মওদূদীর প্রশ্ন হলো ঃ আহার ও বস্ত্রের বিনিময়ে এই যে, 'সওদা' তা কি খুব সস্তা বলা যেতে পারে? তিনি বলেন, কোন ক্ষুধাতুর লোক জীবন যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আহার বাসস্থান ও পরিধেয় কাপড় লাভের আশায় কারাজীবনকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিতে পারে। কিন্তু এখন কি গোটা মানব জাতির সম্মুখে এই সমস্যাই দেখা দিয়েছে যে, খাদ্য ও আযাদী এক সঙ্গে লাভ করা যাবে না? তামাম দুনিয়াকে জেল খানায় পরিণত করা এবং গোটা কয়েক কমরেডকে তার জেলার ও দ্বাররক্ষী নিযুক্ত করাই কি বর্তমানকালে খাদ্যলাভের একমাত্র ও সর্বশেষ উপায়?

মাওলানা মওদূদী বর্তমান দুনিয়ার এই জরুরী সওয়ালের জবাব দিয়েছেন। তিনি এমন এক ইনসাফপূর্ণ অর্থ ব্যবস্থার রূপায়ণের পক্ষপাতি যাতে পুঁজিবাদের বল্গাহীন আযাদী এবং কমিউনিজমের কঠোর নিষ্পেষণ মুক্ত থাকবে।

www.pathagar.com

সাধারণ মানুষ ক্ষুধা নিবারনের জন্য খাদ্য পাবে না, লজ্জা নিবারণের জন্য একটুকরো মামুলী কাপড়ও যোগাড় করতে পারবে না, বাসস্থানের অভাবে তারা গাছের নীচে পশুর জীবন যাপন করবে এবং তাদেরই পাশে বুর্জোয়া মানুষের আসমান ভেদী ইমারত তৈরী হবে লাখ লাখ টাকা ব্যয় করে, তা আল্লাহ ও তার রসূল মুহাম্মাদ মুস্তফার (সঃ) বাণীতে বিশ্বাসী মাওলানা মওদূদী কখনো বরদাস্ত করতে রাজী নন। তিনি ভালভাবে জানেন, রসূলের যুগান্তরকারী উক্তি ঃ 'প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে আহার্য গ্রহণ করলে সে মুসলমান নয়।' ইসলামের নামে অর্জিত দেশ পাকিস্তানের আর্থিক বুনিয়াদ বুর্জোয়া পুঁজি মালিকদের আক্রমণে স্থিতিহীন হবে, সাধারণ মানুষ খাদ্য 'বস্ত্র' বাসস্থান এবং ওষুধের অভাবে এক অভিশপ্ত জীবন যাপনে বাধ্য হবে তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন না। কারণ ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য থাকবে এমন এক সুস্থ ও সুন্দর অর্থনৈতিক জীবনের যা মহানবী মুহাম্মাদ মুস্তফা (সঃ) প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের প্রাক্কালে ঘোষণা করেছিলেন ঃ আরবের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মানুষ সোনা হাতে ঘুরে বেড়াবে কিন্তু বিতরণ করার লোক খুঁজে পাবে না। ইসলামী ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে, রসূলে করীমের (সঃ) ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। অধিক বিত্তবানের সংখ্যা না বাড়লেও সম্পদের প্রচুর আবর্তনের জন্য জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়েছিল আশাতীতভাবে। বুনিয়াদী প্রয়োজন পূরণের জন্য নাগরিক সাধারণকে সৌভাগ্যবান শ্রেণীর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়নি।

মাওলানা মওদূদী এই যুগান্তরকারী অর্থ ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন তার ধারক ও বাহকদের মানসিকতা হবে হযরত ওমরের অনুরূপ। মানুষত দূরের কথা একটা পশুও যদি খাদ্যের অভাবে না খেয়ে মেঘনা ও সিন্ধুর উপকূলে মারা যায় তা হলে রাষ্ট্রের কর্ণধারদের ভীত ও সংকিত হতে হবে এই ভেবে যে, সর্ব শক্তিমান আল্লাহর কাছে তাদের অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। হযরত ওমর বলতেন, "দূর ফোরাতের উপকূলে যদি একটা কুকুরও না খেয়ে মরে যায় তা হলে কিয়ামতের দিন ওমরকে জবাব দিহি করতে হবে।"*

---

* হযরত ওমর বলতেন, "দূর ফোরাতের উপকূলে যদি একটা কুকুরও না খেয়ে মারা যায় তা হলে কিয়ামতের দিন ওমরকে জবাবদিহি করতে হবে।"

www.pathagar.com

যে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার রূপায়ণের জন্য মাওলানা মওদূদীর অন্তহীন প্রচেষ্টা রয়েছে সে ব্যবস্থা যদি রূপায়িত হয় পাকিস্তানের সরেযমীনে তা হলে অধিক উৎপাদন, যথাসম্ভব বেশী সংখ্যক চাকুরির সংস্থান, সম্পদের পর্যাপ্ত আবর্তন, দ্রব্য মূল্য হ্রাসের মাধ্যমে জনগণের জিন্দেগীতে ফিরে আসবে স্বাভাবিক প্রাণ চাঞ্চল্য। ইসলামী অর্থনীতির মনোরম ইমারত যে সব বুনিয়াদের উপর কায়েম হবে সে সব আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে।

এক ঃ অর্থ সম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে জায়েয নাজায়েযের সীমারেখা টেনে ইসলাম অপ্রয়োজনীয় বিলাস দ্রব্যের উৎপাদনের মারাত্মক পরিণতি থেকে সমাজ জীবনকে মুক্ত রাখতে চায়। অধিকন্তু এই সীমা রেখার জন্যই প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন বেড়ে যায়।

দুই ঃ উপার্জিত সম্পদ পুঞ্জিকৃত করে রাখাকে ইসলাম এক নৈতিক ব্যাধি এবং নিখিল মানুষের বিরুদ্ধে এক বড় সামাজিক অপরাধ মনে করে। আর এ জন্যই ইসলাম সম্পদের আবর্তনের ব্যবস্থা করে পুঁজিবাদের মূলে কঠিন আঘাত হানে।

তিন ঃ প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ সঞ্চিত করে রাখার পরিবর্তে বা ব্যক্তিগত আরাম আয়েশ ও বিলাস ব্যসনে ব্যয় করার পরিবর্তে জাতি ও সমষ্টির কল্যাণের কাজে ব্যয় ও বিনিয়োগ করবে। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ মনে করে সম্পদ ব্যয় করলে দারিদ্র্য অনিবার্য এবং সঞ্চিত করে রাখাটাই সম্পদশালী হওয়ার লক্ষণ। কিন্তু ইসলাম ঘোষণা করে, "ব্যয় করলেই বরকত হবে, স্বচ্ছলতা বাড়বে, সম্পদ ক্ষয় ও হ্রাস প্রাপ্ত না হয়ে উত্তরোত্তর বাড়বে।"

চার ঃ সূদ ভিত্তিক লেনদেন এবং ব্যবসার সম্পূর্ণ নির্মূল সাধনের মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষের জিন্দেগীতে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে আনতে চায় ইসলাম। মাওলানা মওদূদী মনে করেন, আমাদের সমাজের ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বিদ্যমান তার প্রধান উৎস হলো সূদ ভিত্তিক লেন দেন। তিনি বলেন, ধন সম্পদ সঞ্চয় করে তাকে সূদী কাজে বিনিয়োগ করার ফলে ধন সম্পদ বিন্দু বিন্দু করে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে গিয়ে পুঞ্জিভূত হয়, অধিক সংখ্যক লোকের ক্রয় ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস প্রাপ্ত হয়, শিল্প বাণিজ্য ও কৃষির ক্ষেত্রে মন্দাভাব দেখা দেয়।

পাঁচ ঃ সূদ ভিত্তিক লেন দেন পরিহার, প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ সামাজিক প্রয়োজন পূরণের জন্য বিনিয়োগ করার পরও যদি কোন সম্পদ ব্যক্তি মানুষের

www.pathagar.com

হাতে সঞ্চিত হয়ে পড়ে তা হলে ইসলাম যাকাতের মাধ্যমে সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে। যাকাত শুধু সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণের হাতিয়ারই নয়, তা ইসলামী সমাজের সহযোগিতা সংস্থাও বটে। কুরআন ইসলামী সমাজের এই যুগান্তরকারী পারস্পরিক সাহায্য সংস্থার ঘোষণা এভাবে করেছে ঃ ছাদকা যাকাত মূলত ফকীর মিসকীনদের জন্যে, ছাদকা যাকাত আদায় কার্যে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্যে, তাদের জন্যে যাদের মন আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য হবে, ঋণ গ্রস্তদের জন্যে, আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্যে এবং মুসাফির ও বিপদগ্রস্ত পথিকদের জন্যে। মাওলানা মওদূদী ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় যাকাতের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, যাকাত মুসলমান সমাজে পারস্পরিক সমবায় সংস্থা, জীবন বীমা, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং বেকার, উপার্জনহীন, অক্ষম, রুগ্ন, ইয়াতীম, বিধবাদের লালন পালনের সাহায্য তহবিলের কাজ করে থাকে।

মাওলানা মওদূদী বলেন ঃ সর্বোপরি যাকাত এমন এক ব্যবস্থা যা মুসলমানকে ভবিষ্যতের চিন্তা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত করে .... গরীব হয়ে গেলে যে কি অবস্থা হবে, মরে গেলে স্ত্রী-পুত্রের কি দশা হবে, আকস্মিক কোন বিপদ আসলে, রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে, আগুনে ঘরবাড়ী জ্বলে পুড়ে গেলে বন্যায় ভেসে গেলে, কিম্বা দেউলিয়া হয়ে গেলে যে কি অবস্থা হবে, কিভাবে এ কঠিন বিপদ সমূহের মোকাবেলা করা যাবে, বিদেশে পাথেয়হীন হয়ে পড়লেই বা কি অবস্থা দেখা দিবে, কিভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহ করা সম্ভব হবে সে সম্পর্কে কারো চিন্তাভাবনা করার কোন প্রয়োজন নেই।

অনেক লোক যাকাতকে সমাজের ভাগ্যহীন ব্যক্তিদের প্রতি ধনী শ্রেণীর করুণা বিতরণ মনে করে থাকেন। কিন্তু তাদের এ ধারণা ভিত্তিহীন। যাকাত ইসলামী সমাজে এক অবশ্য কর্তব্যকাজ। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে মুসলমান তার ঈমান পুক্ত করেন, সম্পদ করেন হালাল। বস্তুত এটি তার কাছে এক ধরনের এবাদত। মওদূদী বলেন ঃ মানুষের কাজ হলো নিজেদের সঞ্চিত ধন সম্পদ হতে শতকরা আড়াই টাকা দান করে আল্লাহর জীবন বীমা কোম্পানীতে নিজেদের জন্যে বীমা করে নিবে।

পুঁজিবাদী সমাজে অভাব গ্রস্ত মানুষকে ঋণ দিয়ে তার কাছ থেকে সূদ আদায় করা হয়। কিন্তু ইসলামী সমাজে অভাব অনটন গ্রস্ত ব্যক্তিকে বিনা সূদে শুধু ঋণ দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, ঋণ পরিশোধের সামর্থ না থাকলে রাষ্ট্র তার জিম্মাদারী নিজ কাঁধে গ্রহণ করে নেয়, কোন ঋণ গ্রস্ত মানুষ ঋণ আদায় না

www.pathagar.com

করে মরে গেলে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য হবে পাই কড়া পর্যন্ত তা পরিশোধ করে দেয়া।

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট সম্পর্কে সারগর্ভ ও তথ্য সমৃদ্ধ পুস্তক প্রনয়ণ করেই মওদূদী ক্ষান্ত হননি। তিনি ধন বন্টনের এই ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থা পাকিস্তানের রূপায়ন করার জন্যেও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের দাবী জানিয়ে আসছেন অনবরত। আযাদী হাসিলের পরবর্তী মুহূর্তে যখন আমাদের রাজনীতিকদের কাছে শাসনতন্ত্রের বাস্তবরূপ এবং ভবিষ্যত অর্থনীতির কাঠামো সম্পর্কে কোন স্বচ্ছ ধারণা ছিল না ঠিক সে মুহূর্তে মাওলানা মওদূদী শাসনতন্ত্রের যে ৯ দফা মূলনীতি পেশ করেছিলেন তার অন্যতম নীতি ছিল অর্থনীতি সম্পর্কিত। তিনি দাবী জানিয়েছিলেন, শাসনতন্ত্রে এর স্বীকৃতি থাকতে হবে যে, রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের আহার বাসস্থান, আচ্ছাদন, চিকিৎসা এবং শিক্ষার জিম্মাদার। তিনি তাঁর দাবীর সমর্থনে জনমত গঠন করার জন্যে পাকিস্তানের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সফর করলেন। দেশের হাট ঘাট বন্দরে সভা অনুষ্ঠান করে শাসনতন্ত্রে নাগরিকদের বুনিয়াদি প্রয়োজনের স্বীকৃতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করলেন। কিন্তু দীর্ঘ দিন আন্দোলন করার পরও যখন পাকিস্তানের পুঁজিবাদী অর্থনীতির পৃষ্টপোষক শাসকবর্গ ইসলামী অর্থনীতির রূপায়ণের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন না তখন মওদূদী তার নেতৃত্বে পরিচালিত জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী ইশতেহারে (১৯৫৮) ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার রূপায়ণের জন্যে বিস্তারিত কার্যক্রম পেশ করেন।

গোটা অর্থ ব্যবস্থা সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে উক্ত ইশতেহারে বলা হয় ঃ

পাকিস্তান যদিও একটি কৃষিপ্রধান দেশ, কিন্তু তবুও এটি উত্তরোত্তর শিল্পোন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অথচ কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য সমান গুরত্ব প্রদান করা আবশ্যক। সরকার আজ পর্যন্ত কৃষি উন্নয়নের উপর যথাযথ গুরুত্ব না দিয়ে মারাত্মক ভূল করেছে। ফলে সারা দেশে প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছে এবং বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী করতে প্রত্যেক বছরে প্রায় ৮০ কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। আমরা দেশকে এ চোরাবালি হতে মুক্তি দিতে চাই।

আমাদের অর্থনৈতিক কর্মধারা আর্থিক জীবনের সমগ্র বিভাগে এবং দেশের সমস্ত অংশের সামঞ্জস্য ও ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নের ভিত্তিতে সুসম্পন্ন হবে। কৃষি ও শিল্পে, ক্ষুদ্র ও বৃহদাকার শিল্পে, দেশের জনসংখ্যার ব্যাপারে ও

www.pathagar.com

চাকুরি সংস্থানের ক্ষেত্রে দেশের বিভিন্ন অংশ ও অঞ্চলের উন্নয়নে পূর্ণ সামঞ্জস্য বিধান করাই আমাদের সংকল্প।

আমরা অনুভব করছি আমাদের দেশ অর্ধোন্নত অর্থ ব্যবস্থার সমস্ত দুর্বলতায় নিমজ্জিত, এখানে মূলধনের অভাব রয়েছে। বলিষ্ঠ পদক্ষেপ কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। কারিগরী অভিজ্ঞতারও অপ্রতুলতা রয়েছে। আর সবচেয়ে বেশী অভাব দেখা যায় দূরদর্শী, উদার দৃষ্টি সম্পন্ন এবং বাস্তববাদী অর্থনীতি বিশেষজ্ঞের। আমরা এ সবের প্রতিবিধান করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

আমাদের অর্থনৈতিক কর্মধারার মূল কথা এই যে, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার সমস্ত জিনিসই মানুষের জন্য তৈরী করেছেন। আমাদের দৃষ্টিতে প্রকৃত মূল্য ও গুরুত্ব হচ্ছে মানুষের। আর মানুষের কল্যাণ করাই হচ্ছে উন্নতির মাপকাঠি, পুঁজি আহরণ করা উন্নতির লক্ষণ নয়। কাজেই মানুষ মূলধনের গোলাম হবে না, মূল ধনই মানুষের খাদেম। আমাদের মতাদর্শ এই যে, প্রাকৃতিক শক্তি আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য বন্দোবস্ত করেছেন এবং তা মানুষের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত ও ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক। পুঁজি ও ভূমিকে মানব জাতির উন্নতির জন্য ব্যবহার করাই এদের সঠিক ব্যবহার।

যে সমাজ মুষ্টিমেয় লোককে যাবতীয় সম্পদ কুক্ষিগত করার সুযোগ দেয় এবং অসংখ্য মানব বংশকে বুনিয়াদী মানবীয় প্রয়োজন হতে বঞ্চিত করে, আমরা তা আদৌ বরদাশত করতে প্রস্তুত নই।

ইসলামী আদর্শ, দেশের অবস্থা ও প্রয়োজনের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রেখে গোটা অর্থ ব্যবস্থাকে নতুন ছাঁচে ঢালাই করে গঠন করার জন্য আমরা পূর্ণ শক্তি দিয়ে চেষ্টা করব। আমরা এমন এক ইনসাফপূর্ণ অর্থব্যবস্থা এবং স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী সমাজ গঠন করতে চাই, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিই জীবনের সুখ সুবিধা যথাযথভাবে লাভ করতে পারে। এই উদ্দেশ্যে যে সব পদক্ষেপ গ্রহণের সংকল্প আমাদের রয়েছে তার উল্লেখ নীচে করলাম ঃ

এক ঃ ট্যাক্স ধার্য করার ব্যাপারে এমন সংশোধনী প্রয়োগ করা, যাতে জাতীয় সম্পদ সমাজের সকল ব্যক্তির মধ্যে ইনসাফ সহকারে বাটোয়ারা হতে পারে এবং দেশের সম্পদ ও স্বাচ্ছন্দ্য গোটা কয়েক ভাগ্যবানের এক-চেটিয়া ভোগবস্তু না হয়ে পড়ে।

দুই ঃ সরকারী ব্যবস্থাপনায় যাকাত, ছাদকা ও সাধারণ জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য আল্লাহর ওয়াস্তে সাহায্য আদায়ের ব্যবস্থা করা। শরিয়তের বিধান অনুযায়ী এই ফাণ্ড ব্যবহার করা হবে ঃ

www.pathagar.com

(ক) এতীম ও গরীবদের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা।

(খ) বেকার লোকদের রোজগারের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য করা।

(গ) যে সব লোক স্বল্প মূলধনের দ্বারা স্বাবলম্বী হতে পারে তাদের সাহায্য করা।

(ঘ) গরীব, অভাবী, দুর্বল, অক্ষম ও পঙ্গু লোকদের আর্থিক সাহায্য ও পেনশন দান করা।

(ঙ) অভাবী লোকদেরকে ঋণ দান করা।

(চ) গরীবদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা।

(ছ) মসজিদ, স্কুল, মাদ্রাসা এবং অন্যান্য দীনী প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার সাধন।

(জ) জ্ঞান সাধনা ও গবেষণা কার্যে লিপ্ত ব্যক্তিদের বৃত্তি দান।

তিন : মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা, দ্রব্য মূল্যে স্থিতিশীলতা বিধান এবং এই ব্যাপারে স্বল্প আয় সম্পন্ন লোকদেরকে এমনভাবে সাহায্য দান করা যাতে তারা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সস্তা মূল্যে পেতে পারে।

চার : নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস যথা-লবণ, কেরোসিন, ঔষুধপত্র ও খাদ্যে ব্যবহার্য তেলের উপর হতে করভার হ্রাস করে দেয়া।

পাঁচ : স্বল্প জমি বিশিষ্ট লোকের খাজনা কমিয়ে দেয়া।

ছয় : স্বল্প বেতন ভোগী সরকারী কর্মচারীদের বেতন ও পেনসনের হার আবার বিবেচনা করা। এই ব্যাপারে কর্মচারীগণ যাতে কমপক্ষে এত পরিমাণ বেতন পেতে পারে যা দিয়ে গড়ে প্রত্যেক পাঁচজন সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের মৌলিক (খাদ্য, পোষাক, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা) প্রয়োজন পূরণ হতে পারে। সামরিক ও বেসামরিক সকল কর্মচারীর উপরই এই নীতি সমানভাবে প্রযোজ্য।

সাত : উচ্চতর বেতনের হার এমনভাবে হ্রাস করা যাতে নিম্ন ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যস্থিত বেতনের সীমাহীন পার্থক্য হ্রাস পেয়ে একটা যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে আসে। আমাদের মতে ইনসাফের শেষ সীমা এই যে, সকল শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতনে ১ ও ৩০ এর অধিক ব্যবধান যেন থাকতে না পারে। এ জন্য আমরা এ দেশে ৩ হাজার টাকার অধিক ও এক শত টাকার কম বেতন যাতে না হয় তার চেষ্টা করব।

www.pathagar.com

আট ঃ গৃহ নির্মাণের জন্য একটা প্রতিষ্ঠান কায়েম করা। তা গরীব, মুহাজির, শ্রমিক, মজুর ও স্বল্প বেতন ভোগী কর্মচারীদের জন্য বিনা ভাড়ায় অল্প ভাড়ায় বাসগৃহ নির্মাণ করবে এবং ভাড়া বাবৎ আদায়কৃত অর্থে গৃহ নির্মাণের খরচ উসূল হয়ে গেলে তা দখলকারীর মালিকানায় ছেড়ে দিবে।

নয় ঃ জুনিয়ার স্কুল পর্যন্ত বিনা খরচে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার ব্যয় সম্ভাব্য পরিমাণে কম করা এবং শ্রমজীবিদের বৈষয়িক ও কারিগরী শিক্ষা ও ট্রেনিং দানের জন্য আর্থিক সাহায্য দান করা।

নির্বাচনী ইশতেহার গভীরভাবে পাঠ করলে খুব সহজভাবে একটা জিনিস বুঝা যায় যে, মাওলানা মওদূদী এবং তার দলীয় লোকদের ধারণা হলো গোটা অর্থ ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে হলে যুগপৎ রাজস্ব, শিল্প ও কৃষি ব্যবস্থা সংস্কার করতে হবে।

রাজস্বের ক্ষেত্রে অন্যায় করধার্য বন্ধ করা, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচন, সূদ নিষিদ্ধকরণ, দেশের খাজাঞ্চী খানাকে হারাম সম্পদ থেকে সম্পূর্ণ পাক রাখা প্রভৃতির জন্য কার্যক্রম পেশ করা হয়েছে।

কৃষির উন্নতি বিধানের জন্য দু'শ থেকে চার শ' একর পর্যন্ত ব্যক্তি মানুষের জমির মালিকানা স্থির করে দেয়া, অনাবাদী জমির চাষাবাদ, অর্থকরী ফসল ও খাদ্য শস্য উৎপাদনের মধ্যে পূর্ণ সাহায্য বিধান করা হবে। কৃষি সংস্কারের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে যে, মাওলানা মাওদূদী জমির মালিক ও চাষীদের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করতে চান।

(ক) চাষীদের কমপক্ষে এত পরিমাণ জমি ও এত পরিমাণ ফসল দেয়ার ব্যবস্থা অবশ্য করতে হবে যা দিয়ে তার মৌলিক প্রয়োজন মধ্যম মান অনুযায়ী পূরণ হতে পারে।

(খ) ফসলের নির্দিষ্ট অংশ বা খাজনা ছাড়া অন্য কোন ট্যাক্স চাষীদের নিকট হতে আদায় করা বা বিনা পয়সায় শ্রম গ্রহণ করার অধিকার জমি মালিকদের দেয়া হবে না।

(গ) দখল বঞ্চিত চাষীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা বেকার থাকতে বাধ্য না হয়।

(ঘ) চাষীদের আধুনিক কৃষি পদ্ধতি শিক্ষাদানের ব্যাপক ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষা পদ্ধতিতেও কৃষি সম্পর্কীয় প্রবণতা সৃষ্টি করবে।

www.pathagar.com

(ঙ) চাষীদের জন্য চাষাবাদ ছাড়াও রোজগারের আরো সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা হবে।

(চ) চাষী ও অল্প স্বল্প জমির যে সব মালিক নিজেদের জমি নিজেরাই চাষ করে তাদের ঋণ মুক্ত করার জন্য নিম্নে উল্লেখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। ঃ

* ঋণ বাবৎ যত সূদ ধার্য হয়েছে তা বাতিল করা।

* ঋণের আসল মূলধনের উপর সরকারের তরফ হতে ঋণদাতাদের নামে দীর্ঘ মেয়াদী বণ্ড জারি করে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে ঋণের আসল টাকা তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করা হবে।

* যে সব বন্ধক রাখা জমি বন্ধক গ্রহিতা শরিয়তের খেলাপ ভোগ দখল করছে চাষী সাহায্য পরিকল্পনা অনুযায়ী তা ছাড়ানোর ব্যবস্থা করা হবে।

* সমবায় কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন, জমির ছোট ছোট মালিকানাসমূহ একত্রিভূত করা, আধুনিক কৃষি পদ্ধতির সম্পূর্ণ ব্যবহার, সামঞ্জস্যপূর্ণ খাজনার হার চালু, ভূমিহীন চাষীদেরকে ভূমি এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য কোশেশ করা হবে।

শিল্পনীতি

পাকিস্তানের বিশেষ চাহিদা, জনসংখ্যা, সম্পদ প্রভৃতির পটভূমিতে কোন্ ধরনের শিল্প ব্যবস্থা এখানে চালু করা দরকার সে সম্পর্কেও মাওলানা মওদূদী তাঁর প্রতিষ্ঠানের মারফত এক কার্যক্রম পেশ করেছেন।

আমরা দেশের শিল্প শক্তিকে অবিলম্বে উন্নতশীল করতে চাই, কিন্তু আমাদের মতে মৌলিক ও বৃহদায়তন শিল্প এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য শিল্পের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা অপরিহার্য। ভারী শিল্পকে সুসংবদ্ধরূপে গড়ে তোলাও যে, একটা বিশেষ জরুরী কাজ তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু সে সংগে দেশের সকল অংশে অবস্থা ও প্রয়োজন অনুপাতে সাধারণ ব্যবহার্য পণ্যদ্রব্য উৎপাদক ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সৃষ্টি একান্ত আবশ্যক। আমাদের মতে বিদ্যুৎ চালিত কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সবের সাহায্যে দেশের সাধারণ অর্থব্যবস্থাকে প্রভাবান্বিত না করেই বেকার সমস্যার অনেকখানি সমাধান করা সম্ভব এবং আকস্মিক সামাজিক পরিবর্তন জনিত তামাদ্দুনিক বিপর্যয়ও প্রতিরোধ করা যাবে।

www.pathagar.com

সরকার নিজে কারখানার মালিক ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হওয়া আমরা নীতিগতভাবে সমর্থন করি না এবং এটাকে সঠিক নীতি বলেও মনে করি না। কিন্তু আমাদের দেশ বর্তমানে যে পর্যায়ে রয়েছে তাতে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থার পুনর্গঠনের জন্য একদিকে নতুন শিল্প সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং অপরদিকে দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত করা সরকারের দায়িত্ব হওয়া উচিত। যে সব শিল্প সরকারী ব্যবস্থাপনায় শুরু করা হবে তা ক্রমশ ব্যক্তিগত ব্যবসায় রূপান্তরিত করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু তা যাতে একচেটিয়াভাবে গোটা কয়েক বড় ব্যবসায়ীর কুক্ষিগত হতে না পারে তার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং সাধারণ মানুষকে মূলধনের অংশীদার করার জন্য অবাধ সুযোগ থাকতে হবে।

শিল্পোন্নয়নের জন্য দেশ থেকেই মূলধন সংগ্রহের পক্ষপাতি এবং আমরা সে জন্য সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করব। তা সত্ত্বেও বৈদেশিক মূলধন নিয়োগ করতে আমরা প্রস্তুত থাকব। অবশ্য তার জন্য কোন রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তারের ফাঁদ এবং বিদেশী পুঁজিপতিদের অবৈধ শোষণ কখনো বরদাশত করা হবে না।

শ্রমিকদের অধিক সুযোগ-সুবিধা দেয়ার জন্য সপ্তাহে বেশীর পক্ষে ৪২ ঘন্টা কাজ, দেড় দিনের ছুটি, প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট মজুরী নির্ধারণ, ১২ বছরের কম বয়স্ক ছেলেদের কাজে নিয়োগ করা নিষিদ্ধ, সুষ্ঠু ট্রেড ইউনিয়ন নীতি, স্বাস্থ্যকর বাসস্থান, শ্রমিকদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষাদান প্রভৃতির দাবী করা হয়েছে।

মাওলানা মওদূদী মনে করেন, শ্রমিক মালিকদের অবস্থার উন্নতি বিধান সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ, সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য শ্রমিকদেরকে কলকারখানার অংশীদার বানাবার ব্যবস্থা করতেই হবে। পাকিস্তানের উভয়াংশের শিল্পোন্নয়নে পূর্ণ ভারসাম্য স্থাপনের জন্য আমরা সমগ্র শক্তিতে ও দৃঢ়তা সহকারে ব্যবস্থা গ্রহণ করব যাতে দেশের সকল অংশ ও অঞ্চল শিল্পজাত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যলাভে সমান সুযোগ পেতে পারে।

মাওলানা মওদূদী পাকিস্তানে এমন এক সবল ও সুন্দর অর্থ ব্যবস্থার রূপায়ণ কায়েম করতে চান যা দেশের শ্রমজীবী, কৃষক এবং সাধারণ মানুষের জিন্দেগীতে প্রাচুর্যের প্রাণস্পন্দন সৃষ্টি না করলেও তাদের জিন্দেগীকে দারিদ্র রাক্ষসীর অভিশাপমুক্ত করবে। মাওলানা মওদূদীর

www.pathagar.com

প্রস্তাবিত অর্থ ব্যবস্থায় সূদের বিষদাঁত ভেংগে দিয়ে মানুষের সমাজকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী করবে। ব্যাংক ও মহাজনদের সূদ যোগান দিতে গিয়ে সাধারণ মানুষ নাস্তানাবুদ হয়ে যাবে না এবং মাথাভারী শাসন ব্যবস্থার ব্যয় নির্বাহ করতে গিয়ে কোটি কোটি মানুষ ত্রাহি ত্রাহি রব করবে না।

কিন্তু প্রশ্ন হলো–এই সুখী ও সমৃদ্ধশালী অর্থনৈতিক জিন্দেগীর মুখ কি আমরা কখনো দেখব? পুঁজিপতি গোষ্ঠী এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন স্তরে তাদের যে অর্থভোগ বাহিনী রয়েছে তারা কি মাওলানা মওদূদীর প্রস্তাবিত অর্থ ব্যবস্থার সহজ রূপায়ণ করতে দিবেন? বুর্জোয়া শ্রেণী কি নিজের হাতে নিজের মৃত্যুপরোয়ানা সহি করবে? হয়ত না। এবং এর জন্যই মওদূদী এবং তাঁর আদর্শবাদে বিশ্বাসী মানুষের জিন্দেগীতে নেমে এসেছে নির্যাতন। কিন্তু আদর্শবাদী মানুষের সম্মিলিত সংগ্রামই বুর্জোয়া শ্রেণীর চক্রান্ত ব্যর্থ করে প্রাচুর্যের পৃথিবী সৃষ্টি করবে।

প্রথম সংস্করণ ঃ রচনাকাল–১৯৬৪

www.pathagar.com

মধ্যপ্রাচ্যে মওদূদী

—আবদুল মান্নান তালিব

"আমাদের মত সেনাবাহিনীতে আরো বহু নওজোয়ান আছে, তারা আপনার বই পড়েছে এবং আপনার চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়েছে।"

মওলানা মওদূদীকে অবাক হতে হলো।

সামরিক পোশাক পরিহিত সিরীয় সেনাবাহিনীর নওজোয়ানরা মাওলানাকে সেদিন কম আশান্বিত করেনি।

জুমার নামায শেষে মাওলানা তখন দামেস্কের মসজিদে উখবী থেকে বের হচ্ছেন। হঠাৎ দূর থেকে বিদেশী পোশাক সজ্জিত এক ব্যক্তিকে দেখে সেনাবাহিনীর একটি যুবকদলের মনে কৌতূহল জাগে। জিজ্ঞেস করায় জানতে পারেন, ইনি পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর 'আল-উস্তাযুল মওদূদী'। মনে হলো এ নামটির সংগে তাঁরা শুধু বহুদিন থেকে পরিচিতই নন, এর সংগে বুঝি তাঁদের আত্মিক সংযোগও আছে, সাগ্রহে এগিয়ে এলেন তাঁরা। মোসাফাহ করলেন মাওলানা মওদূদীর সাথে।

এ ঘটনাটি ১৯৫৬ সালের।

সেনাবাহিনীর মধ্যে যেখানে মাওলানা এত ব্যাপক পরিচিত সেখানে শিক্ষিত সমাজ ও সাধারণ্যে তাঁর পরিচয় কতখানি তা এই বিচ্ছিন্ন ঘটনাটি থেকে সহজেই আন্দাজ করা যায়।

ছাপ্পান্ন সালের পর এখন চৌষট্টি সাল। মাঝখানে আটটি বছর। এই আট বছরে পরিচয়ের পরিধি আরো বিস্তৃত হয়েছে। এখন সউদী আরব, সিরিয়া, ইরাক, জর্দান, লেবানন, মিসর, সুদান, লিবিয়া, তিউনিসিয়া, মরক্কো, আলজিরিয়া তথা প্রত্যেকটি আরব দেশে শুধু শহরের নয়, বহু দূরবর্তী গ্রামীণ এলাকার জনসাধারণও মাওলানা মওদূদীর নামের সংগে ব্যাপকভাবে পরিচিত।

পাক-ভারতের আলেম ও ইসলামী চিন্তানায়কগণের মধ্যে মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন আরব জাহানে ব্যাপকভাবে পরিচিত হতে পেরেছেন। কিন্তু এদের

www.pathagar.com

মধ্যে মাওলানা মওদূদীর পরিচয় যেমন অতি অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষিত সমাজের স্তর থেকে গণপর্যায়েও পৌঁছে গেছে, তেমনিটি আর কারুর ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি।

আসলে মাওলানা মওদূদী একদিনে হঠাৎ কোন বিশেষ ঘটনার মাধ্যমে আরব জাহানে পরিচিত হয়ে ওঠেননি। তিনি তাঁর বই, চিন্তাধারা ও কার্যাবলীর মাধ্যমে ধীরে ধীরে আরব মানসে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। যে পটভূমিকায় মাওলানা মওদূদী পাক-ভারতে ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন শুরু করেছেন, দেড়শ বছর ইংরেজের গোলামীর অভিশাপ বহন করে পাক-ভারতের মুসলিমদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব, অর্থনৈতিক জীবন দর্শন ও চিন্তাধারা যেভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে, অতপর পাশ্চাত্য সমাজ-সংস্কৃতি ও চিন্তার সংস্পর্শে এসে তারা যেসব নতুন সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে, বৃটিশ ফরাসীর দাসত্ব নিগড়ে আবদ্ধ সমগ্র আরব জাহানের পরিস্থিতিও এথেকে মোটেই ভিন্নতর নয়। শরীয়তের আইন সংকুচিত হয়ে সেখানেও ব্যক্তিগত পর্যায়ে এসে ঠেকেছে এবং বিভিন্ন দেশে ঐ সামান্যটুকুর মধ্যেও অদ্ভুত রকমের সংস্কার শুরু হয়েছে। যেমন ১৯৬০ সালে মিসর ও সিরিয়ায় বিবাহ ও তালাক আইন সংস্কার করে একমাত্র আদালতের সম্মুখে তালাক দানের বৈধতা স্বীকার করা হয় এবং স্বামী যদি দ্বিতীয় বিবাহ করে, তাহলে প্রথমা স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদের দাবীকে আইনসঙ্গত বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

পাশ্চাত্য সমাজের উৎকট বেহায়াপনা, অনৈতিকতা ও চরিত্র বিধ্বংসী কার্যকলাপ পাক-ভারতের মুসলিম সমাজের তুলনায় আরব দেশসমূহে অত্যন্ত ব্যাপক হারে বিস্তার লাভ করেছে। মহিলা সমাজের পর্দার ঐতিহ্য অস্বাভাবিক দ্রুততার সংগে বিলুপ্ত হতে চলেছে। এমন কি কোন কোন শহরে পদার্পণ করে মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদ এবং চলাফেরা দেখে মনে হবে যেন ইউরোপের কোন শহরে এসেছি। পাক-ভারতের তুলনায় আরব জাহান অনেক অল্প সময়ে ইউরোপীয় জাতিদের অধীন থাকলেও অনেক দ্রুত তারা পাশ্চাত্য সভ্যতায় আত্মলীন হয়ে যাচ্ছে।

একটি বইর দৃষ্টান্ত

এহেন পরিস্থিতিতে আরব দেশসমূহে মাওলানা মওদূদীর চিন্তার প্রসার ঘটতে থাকে। মাওলানা মওদূদীর রচনাবলী আরব নওযোয়ানদের সম্মুখে

www.pathagar.com

চিন্তার নতুন দিগন্ত উদ্ভাসিত করে। নিরাশার নিকষ অন্ধকারে দেখে তারা আশার সুতীব্র আলোক বিচ্ছুরণ।

অবশ্যি মিসরের শায়খ হাসানুল বান্না শহীদ (র) পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার সয়লাব থেকে মুসলিম জাতিকে রক্ষা করার এবং ইসলামী আদর্শের পুনরুজ্জীবনের জন্য ১৯২৮ সাল থেকে মিসরে ব্যাপক আন্দোলন শুরু করেন। ইখওয়ানুল মুসলিমূন (মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ) নামে তিনি একটি দল গঠন করেন। পঁচিশ তিরিশ বছরের মধ্যে তাঁর এ আন্দোলন মিসরের সীমানা পেরিয়ে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য পরিব্যাপ্ত হয়। আরব জাহানকে চিন্তার জড়তামুক্ত করার জন্য হাসানুল বান্না শহীদের প্রচেষ্টাবলীর গুরুত্ব, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। তাঁর কার্যাবলী মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারাকে আরব জাহানে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করলেও বস্তুত মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারা, প্রকাশ ভংগী, যুক্তি প্রদর্শন এবং বক্তব্য সপ্রমাণের পদ্ধতি তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, এদিক দিয়ে হাসানুল বান্না শহীদের তুলনায় আরো গভীরভাবে মাওলানা মওদূদী আরব জাহানকে প্রভাবিত করতে পেরেছেন। এ পর্যন্ত মাওলানা মওদূদীর যেসব বই আববীতে অনূদিত হয়েছে, তার মধ্যে পর্দা (আল-হিজাব) বইটি সব চাইতে বেশী আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। মরক্কো থেকে নিয়ে ইরাক পর্যন্ত সমগ্র আরব মানসকে বিপুলভাবে নাড়া দিয়েছে। আরববাসীগণ বুঝতে সক্ষম হয়েছেন যে, মাওলানা মওদূদীর দাওয়াত ইসলামের মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহর দিকে এবং কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শ ও ঐতিহ্যচ্যুত মুসলমান দুনিয়ায় ও আখেরাতে মর্যাদালাভের অধিকারী হতে পারে না। মাওলানার 'আল-হিজাব' আরব চিন্তায় কেমন অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তাঁর কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিচে উদ্ধৃত করছি।

তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট হাবীব বু-রকীবা সম্প্রতি এক প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে তিউনিসিয়ার নারী সমাজকে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে পর্দা ত্যাগ করার এবং অফিস-আদালতে মেয়েদেরকে বিনা পর্দায় কাজ করার নির্দেশ দেন।

প্রেসিডেন্টের এই অপরিণামদর্শী নির্দেশে সমগ্র দেশ বিক্ষোভমুখর হয়ে ওঠে। জনৈকা মহিলা ডাক্তার ফওজিয়া আল-ফরাসী বিক্ষুব্ধ মহিলাদের এক বিরাট সভায় প্রেসিডেন্টের এই নির্দেশের কঠোর সমালোচনা করেন এবং বলেন ঃ তিউনিসিয়ার মুসলমান মেয়েরা এখনো প্রেসিডেন্ট বু-রকীবার ন্যায় নির্লজ্জ ও আত্মমর্যাদাহীন হয়নি। অতপর এই সভায় মাওলানা মওদূদীর 'আল

www.pathagar.com

হিজাব' পুস্তক থেকে বিভিন্ন অংশ পড়ে শুনানো হয়। এরপর থেকে বিভিন্ন স্থানে 'আল হিজাব' থেকে দরস দেবার সিলসিলাও জারি হয়েছে।'

আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপত্র 'মুজিল্লাতুল আজহার' এর সাবেক প্রধান সম্পাদক ডক্টর হাসান আয যাইয়াত বলেন ঃ 'আমি পর্দার সমর্থক ছিলাম না কিন্তু মাওলানা মওদূদীর 'আল হিজাব' আমার মনের অন্ধকার দূর করে দিয়েছে।'

মাওলানা মওদূদীর 'আল হিজাব' পুস্তকটি তিউনিসিয়া, মিসর, সুদান, সিরিয়া প্রভৃতি দেশের পাশ্চাত্যবাদী মহলে এটম বোমার ন্যায় কাজ করেছে। কয়েক বছর আগে দামেস্কের একটি পত্রিকায় যখন ধারাবাহিকভাবে 'আল হিজাব' প্রকাশিত হতে থাকে, তখনই পুস্তকটি বিভিন্ন আরব দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে। একদল লোক এর বিরুদ্ধে সমালোচনা মুখর হয়ে ওঠেন। পুস্তকটির প্রথম সংস্করণে তাদের এই সমালোচনাগুলো স্থান পায় কিন্তু এর দ্বিতীয় সংস্করণে মাওলানা মওদূদী কর্তৃক লিখিত তাদের সমালোচনার পূর্ণাঙ্গ জবাব প্রকাশিত হবার পর এর গুরুত্ব দ্বিগুণ বেড়ে যায়।

শুধু আল হিজাবই বা কেন, আরবীতে মাওলানার এ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রত্যেকটি বই কোন না কোন দিক দিয়ে আধুনিক আরব চিন্তার বিভ্রান্তি ও অপরিপক্কতা দূর করেছে। তাই এগুলো আরব জাহানে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

১৯৫৬ সালে মাওলানা মওদূদী 'মুতামারে আলমে আল-ইসলামী' এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত দামেশকের সম্মেলনে যোগদান করেন। এ সম্মেলনে দুনিয়ার প্রায় প্রত্যেকটি মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্র হতে প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। মাওলানা মুতামারের গভার্নিং বডির স্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হন। এই মুতামারের মাধ্যমেই ৬ বছর পর ১৯৬২ সালে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি করবার এবং ইসলাম নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাদেরকে নিজেদের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য 'রাবেতা আলমে আল-ইসলামী' নামে একটি শক্তিশালী সংস্থার ভিত্তি স্থাপিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে মাওলানা মওদূদী অন্যতম। মাওলানা মওদূদী এর প্রতিষ্ঠাতা পরিষদের সদস্যও নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর মক্কায় রাবেতার প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা বৃদ্ধি করার জন্য মাওলানা মওদূদী একটি প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবে বলা হয় যে, বিশ্বের মুসলিম দেশগুলো যদি ৬ দফা মুলনীতি

www.pathagar.com

সম্বলিত একটি চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করে তাহলে তাদের মধ্যে এক জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠতে পারে। মাওলানার ৬ দফা নিচে উদ্ধৃত করা হলো

(১) মুসলিম দেশগুলো নিজেদের দেশে ইসলামী মূল্যমান সংরক্ষণ করবে। ইসলাম বিরোধী যাবতীয় বাতিল আদর্শ ও চিন্তাধারার গতিরোধ করবে। এবং মুসলিম জাহানের নির্ভুল প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মুসলমানদেরকে গড়ে তুলবে।

(২) পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে পরামর্শের ভিত্তিতে মুসলিম দেশগুলোর শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন সংস্কার সাধন করতে হবে, যাতে করে আধুনিক শিক্ষিত সমাজ ইসলামী নীতির ভিত্তিতে একটি উন্নতিশীল তামাদ্দুন ও রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

(৩) জীবন ধারণ ও রাষ্ট্র সংরক্ষণের যাবতীয় উপায় উপকরণের উন্নয়নের ব্যাপারে মুসলিম দেশগুলোকে পরস্পরের সংগে সহযোগিতা করতে হবে। এর ফলে মুসলিম দেশগুলোকে অন্যের সাহায্যের উপর বেশীদিন নির্ভর করতে হবে না।

(৪) মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে কখনো ঝগড়া-বিবাদ হলে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা অথবা অন্য মুসলমান রাষ্ট্রের সালিশীর মাধ্যমে তার মীমাংসা করতে হবে।

(৫) মুসলিম দেশগুলোর বস্তুগত ও নৈতিক শক্তি কখনো পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পারবে না। নিজেদের বিশেষ কারণে অবশ্যি অন্যান্য অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সংগে তারা নিজেদের ইচ্ছামত সম্পর্ক কায়েম করতে পারে।

(৬) মুসলিম দেশগুলো যে কোন মুসলমানের অবাধ চলাফেরার যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে। কোন মুসলমানকে যে কোন মুসলিম রাষ্ট্রে যেতে, সেখানে অবস্থান করতে, ব্যবসায় করতে, শিক্ষা গ্রহণ অথবা প্রদান করতে এবং অন্যান্য যাবতীয় কাজ করার সুযোগ দান করতে হবে।

এই ৬ দফা প্রস্তাবকে রাবেতা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে এবং এর মাধ্যমে একটি স্বাধীন শক্তিশালী মুসলিম ব্লক কায়েম করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

মরক্কো থেকে নিয়ে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম বিশ্ব বর্তমানে যে ব্যাধিতে আক্রান্ত তার মধ্যে সবচাইতে মারাত্মক হলো শিক্ষা ব্যবস্থার গলদ। মুসলিম দেশগুলোয় বর্তমানে যে দুই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে,

www.pathagar.com

তার মধ্যে একটির মাধ্যমে এমন লোক তৈরী হচ্ছে, যারা জীবন সম্পর্কে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভংগী সম্পন্ন এবং জীবনের পার্থিব চাহিদা পূরণ করার যোগ্যতা রাখে। কিন্তু জীবনের আত্মিক প্রয়োজন পূরণের কোন শিক্ষাই তারা পায় না। অন্য দিকে দ্বিতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা এমন মানুষ গড়ে তুলছে যারা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের আত্মিক প্রয়োজান পূর্ণ করতে সক্ষম হলেও জীবনের পার্থিব প্রয়োজন পূরণ করার এবং জীবনের গাড়িকে ইসলামের সুষ্ঠু ও সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করার যোগ্যতা রাখে না। এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী শিক্ষা–ব্যবস্থা মুসলিম চিন্তার অন্তর্বিরোধকে প্রতিদিন অধিকতর জটিল করে তুলছে।

মুসলিম চিন্তার এই অন্তর্বিরোধ বিদূরীত করে সমগ্র মুসলিম জাহানে এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করা মাওলানা মওদূদীর বহু দিনের আকাংখা ছিল, যার মাধ্যমে পার্থিব ও আত্মিক উভয় দিক দিয়ে ইসলামের সত্যিকার নিশান বরদার সৃষ্টি হতে পারে।

এ ব্যাপারে ১৯৬০ সালে তিনি একটি সুযোগ লাভ করলেন। বাদশাহ সউদ একটি আদর্শ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য মাওলানা মওদূদীর পরামর্শ আহবান করলেন। দীন ও নৈতিক বৃত্তির পরিপূর্ণ ধ্বংস থেকে মুসলিম জাতিকে রক্ষা করার জন্য মাওলানা মওদূদী মুসলিম জাহানের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ও শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের নিকট ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা পেশ করেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়টি মদীনায় স্থাপিত হয় এবং মাওলানা মওদূদী এর উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত মাওলানা মওদূদীর পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত সার নিচে দেয়া হলো।

(১) এর উদ্দেশ্য হবে এমন ওলামা তৈরী করা, যারা আধুনিক যুগে ইসলামী আদর্শ অনুসারে দুনিয়াকে নেতৃত্ব দান করতে সক্ষম হবে।

(২) এখানে শুধু ইসলামী এলেম শিক্ষা দেয়া হবে এবং অন্যান্য এলেম কেবলমাত্র ইসলামী এলেমের সাহায্যকারী হিসেবে শিক্ষা দেয়া হবে।

(৩) এখানে ছাত্রদেরকে অবশ্যি সর্বক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্বাবধানে থাকতে হবে এবং শিক্ষকদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থান করতে হবে।

(৪) সমগ্র দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য এর দুয়ার সমানভাবে উন্মুক্ত থাকতে হবে।

www.pathagar.com

(৫) এর সমগ্র পরিবেশটি এমন হওয়া উচিত, যার ফলে ছাত্রদের মধ্যে আল্লাহভীতি ও ইসলামী নৈতিক বৃত্তি পরিপুষ্ট লাভ করতে এবং ইসলামী ঐতিহ্য শক্তিশালী রূপ পরিগ্রহ করতে সক্ষম হয়। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও পোশাক এর ত্রীসীমানায় নিষিদ্ধ হতে হবে। পাশ্চাত্য ধরনের খেলাধূলার পরিবর্তে এখানে ঘোড়সওয়ারী, তীরন্দাজ, যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার এবং এই ধরনের যাবতীয় খেলার প্রচলন এবং কিছুটা সামরিক শিক্ষাও প্রদান করতে হবে।

(৬) সমগ্র মুসলিম জাহান থেকে এমন শিক্ষক বাছাই করতে হবে যারা শিক্ষাগত যোগ্যতার সংগে সংগে আকীদা বিশ্বাস, চিন্তা ও কার্যক্ষেত্রে পূর্ণ মুসলমান।

(৭) ছাত্রদেরকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যে, তাদের মধ্যে ইসলামী সংস্কৃতিকে দুনিয়ায় বিজয়ী করার, ইসলামী অনুশাসনের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য, দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও ইজতিহাদ করার এবং জাতিকে নেতৃত্ব দান করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়।

(৮) তিন পর্যায়ে এর মোট শিক্ষা বছর হবে ন' বছর।

(৯) এতে শিক্ষা দেয়া হবে প্রথম পর্যায়ে চার বছর ইসলামী আকায়েদ শাস্ত্র, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা, কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, ইসলামী ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান, দুনিয়ার বিভিন্ন ধর্ম, আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তাধারাসমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ইংরেজী, জার্মানী ও ফরাসীর মধ্যে কোন একটি ভাষা।

(১) (ক) দ্বিতীয় পর্যায়ে তিন বছরে তাফসীর সম্পর্কে ব্যাপক অধ্যায়ন। যেমন কুরআনের ইতিহাস, কুরআন মজীদ বিস্তারিত ও গভীরভাবে অধ্যয়ন, বিরোধীগণ আজ পর্যন্ত কুরআন সম্পর্কে যতগুলো প্রশ্নের অবতারণা করেছেন সবগুলোর পর্যালোচনা ও জবাব, কুরআনের নির্দেশাবলী প্রভৃতি।

(খ) হাদীস সম্পর্কে ব্যাপক অধ্যায়ন। যেমন হাদীস গ্রন্থাবদ্ধকরণের ইতিহাস, হাদীস শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখাসমূহ, হাদীস যাচাই করার ক্ষমতা সৃষ্টি, হাদীস সম্পর্কে অদ্যাবধি বিরোধীদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত যাবতীয় প্রশ্নের বিস্তারিত পর্যালোচনা ও জবাব।

(গ) ফিকাহ সম্পর্কে ব্যাপক অধ্যয়ন। যেমন উসূলে ফিকাহ, ফিকাহর ইতিহাস, আধুনিক আইন দর্শন, রোমান ও ইরানী আইন, ইহুদী শরিয়ত, আধুনিক পাশ্চাত্য আইন ও ইসলামী আইনের তুলনামূলক অধ্যয়ন, ফকীহবিদগণের বিভিন্ন মাযহাব ও তার মূলনীতি, কুরআন ও সুন্নাহ

www.pathagar.com

থেকে সরাসরি মাসায়েল উদ্ভাবনের চেষ্টা, আহলে সুন্নাতের চারটি ফিকাহ ভিত্তিক মাযহাব এবং এই সঙ্গে ফিকাহে যাহিরী, ফিকাহে জায়দী ও ফিকাহে জাফরী।

(ঘ) কালাম শাস্ত্র সম্পর্কে ব্যাপক অধ্যয়ন। যেমন মৌলিক ন্যায় শাস্ত্র, প্রাচীন ও আধুনিক দর্শন শাস্ত্র, মুসলমানদের মধ্যে এলমে কালামের সূচনাকাল থেকে নিয়ে এ পর্যন্তকার ইতিহাস এবং এর মাধ্যমে যে আভ্যন্তরীণ ও বহিপ্রভাব মুসলমানদের উপর পড়েছে তাঁর বিস্তারিত পর্যালোচনা। বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক অধ্যয়ন, বিশেষ করে খৃষ্ট ধর্মের ইতিহাস, তার সম্প্রদায়সমূহ এবং তাদের কালাম শাস্ত্রের বিস্তারিত পর্যালোচনা, খৃস্টান মিশনারীদের কার্যাবলী ও তাদের পদ্ধতি।

(ঙ) ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে ব্যাপক অধ্যয়ন। যেমন কুরআনের দৃষ্টিতে ইতিহাস দর্শন, ইতিহাস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ও ইতিহাস অধ্যয়নের পদ্ধতি। ইবনে খালদুন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত ইতিহাস দর্শনের বিভিন্ন মাযহাব, আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের প্রাক ইসলামী ইতিহাস, চিন্তা, নৈতিকতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনীতির দিক দিয়ে নবী করীমের (সঃ) সময় থেকে নিয়ে এ পর্যন্তকার ইসলামী ইতিহাস। ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনসমূহ, মুসলিম দেশসমূহে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের বিজয়ের ইতিহাস এবং তার প্রভাব ও ফলাফল।

(১১) শেষ পর্যায়ে দু'বছরে উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে যে কোন একটি সম্পর্কে দু'বছর কাল তত্ত্বমূলক গবেষণার পর কোন প্রবন্ধ পেশ করতে হবে, শিক্ষা বিশেষজ্ঞগণ সেটা যাচাই করার পর ডিগ্রী দান করবেন।

(১২) বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি উন্নত ধরনের লাইব্রেরী থাকবে, এতে উপরোক্ত প্রয়োজন অনুসারে পুস্তকাবলী সংগৃহীত থাকবে।

(১৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায় ও শাখাসমূহের উপযোগী পুস্তকাবলী নির্বাচন করার জন্য একটি কমিটি গঠন করতে হবে।

(১৪) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী কিতাব তৈরী করার জন্য একটি একাডেমী কায়েম করতে হবে।

মাওলানা মওদূদীর এ পরিকল্পনাকে সম্মুখে রেখে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রসর হচ্ছে। যদিও মাওলানার সমগ্র পরিকল্পনাটি এখনো কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি, তবুও গত তিন বছরে এদিকে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

www.pathagar.com

হজ্জ অনুষ্ঠানের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য

১৯৬৩ সালে মক্কায় রাবেতা আলমে আল-ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মজলিসের অধিবেশনে মাওলানা মওদূদী হজ্জ অনুষ্ঠানকে আরো সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১৪ দফা সম্বলিত প্রস্তাব পেশ করেন। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল হজ্জের সময় কুরবানীর গোশত সংরক্ষণ সম্পর্কে। প্রতি বছর মিনায় বিপুল পরিমাণ গোশত নষ্ট হয় এবং এ কারণে বিরোধীরা ইসলামী ঐতিহ্যের প্রতি বিদ্রূপ বাণ নিক্ষেপ করার সুযোগ পায়। তাই মাওলানা মিনায় প্রত্যেক কুরবানগাহের সংগে একটি কোল্ড ষ্টোরেজ কায়েম করার প্রস্তাব দেন। অতিরিক্ত গোশত এখানে সংরক্ষণ করা হবে এবং পরে ডিবায় বন্ধকরে বিক্রি করা যাবে। এছাড়া চামড়াও বিক্রি করা হবে। এথেকে যে অর্থ পাওয়া যাবে, তা গরীব হাজীদের সাহায্য ও কল্যাণার্থে ব্যয়িত হবে।

দাস প্রথা উচ্ছেদের পরামর্শ

ইতিপূর্বে সউদী আরবে দাস প্রথার প্রচলন ছিল। ইসলামের কেন্দ্র স্থলে আজকের যুগে এহেন একটি অনৈসলামী প্রথা জারি থাকার কারণে সমগ্র বিশ্বে ইসলাম সম্পর্কে যথেষ্ট বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল এবং এ জন্য ইসলাম সমর্থকদেরকে বহু স্থানে অপদস্থও হতে হয়েছে। কিন্তু মাওলানা মওদূদীর পরামর্শক্রমে বাদশাহ সউদ গত বছর স্বাধীন মানুষ কেনা-বেচাকে সম্পূর্ণ রহিত করে দিয়েছেন।

এ ছাড়াও সউদী আরবের শাসন ও শৃংখলার ব্যাপারে মাওলানা মওদূদী আরো অনেক পরামর্শ দেন। মাওলানা মওদূদীর আন্তরিক ইচ্ছা হলো এই যে, ইসলামের উৎস ও কেন্দ্রভূমি সউদী আরবে এসে কোন মুসলমান যেন ইসলাম বিরোধী কোন শিক্ষা নিয়ে প্রত্যবর্তন না করে। এখানে এমন একটি আদর্শ রাষ্ট্র কায়েম হবার আকাংখা তিনি পোষণ করেন, যা সম্পূর্ণ কুরআন ও সুন্নাহর অনুশাসনের অধীন। এ জন্য তিনি বাদশাহ সউদকে ধীরে ধীরে ইসলামী গণতান্ত্রিক পদ্ধতি জারি করারও পরামর্শ দেন।

প্রথম সংস্করণ ঃ রচনাকাল-১৯৬৪

www.pathagar.com

চিন্তার পুনর্গঠনে মওদূদী (র) রচনাবলী

—তমসুর হোসেন

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বিংশ শতাব্দীর ইসলামী পুনর্জাগরণের অগ্রপথিক, ইসলামী আন্দোলনের বীর সৈনিক, বিশ্বনন্দিত প্রতিভাধর আলেমে দীন, অনন্য সাংগঠনিক যোগ্যতার অধিকারী প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব বাতিল মতাদর্শসমূহের আভ্যন্তরিণ রোগাক্রান্ত অংগসমূহের ব্যবচ্ছেদকারী সুচিকিৎসক, ইসলাম ও যুগান্তকারী ইসলামী আদর্শের অনুসারী ব্যক্তিত্বসমূহের উপর আরোপিত অপবাদসমূহের তাত্ত্বিক খণ্ডনকারী এবং বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার লাভের সৌভাগ্যের অধিকারী।

বৃটিশ আধিপত্যবাদের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত মুসলমানগণ সমাজের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র হতে বিতাড়িত হয়ে মসজিদ এবং খানকায় আশ্রয় গ্রহণ করে এবং শুধুমাত্র নামায, রোযা, যিকির, তেলাওয়াত ইত্যাদি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হয়। ক্রমান্বয়ে ইসলামের মধ্যে ব্যাপকহারে অনৈসলামী চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে যার ফলশ্রুতিতে ধর্ম সম্পর্কে মুসলমানদের অন্তরে এক সংকীর্ণ ধারণার সৃষ্টি হয়। মুসলমানদের এ অবস্থা শুধুমাত্র এই উপমহাদেশে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং সারা বিশ্বের মুসলমান এই হীনমন্যতার ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিল। যদিও তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের কিছু সংখ্যক ইসলামী চিন্তাবিদ অক্লান্ত পরিশ্রম এবং আপোসহীন সংগ্রামের মাধ্যমে ইসলামী পুনর্জাগরণের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন কিন্তু মাওলানা মওদূদীই পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ উপমহাদেশের ঘুমন্ত মুসলমানদের শ্রবণে অনুরণিত করছিলেন ইসলামের নির্ভেজাল মূলমন্ত্র। তিনি কুরআন-হাদীসের আলোকে ইসলামের সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, এবং ইসলামী কৃষ্টি সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে অকাট্য যুক্তি প্রমাণের দ্বারা যুক্তিবাদী বিবেকের কাছে তুলে ধরেন। মওদূদী (র)-এর রচিত বইগুলো বিশ্বের চল্লিশেরও অধিক ভাষায় অনুবাদ হয়েছে এবং ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এশিয়ার মুসলমানদের চিন্তার জগতে অপরিসীম আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। মাওলানার রচিত বইগুলো ইসলামী চিন্তার পুনর্গঠনে কি ধরনের ভূমিকা পালন করেছে তা একটু আলোচনা করলেই আমরা বুঝতে সক্ষম হব। তিনি একাধারে ছিলেন একজন যুক্তিবাদী

www.pathagar.com

দার্শনিক, সুসাহিত্যিক, কুরআন হাদীসের উদারনৈতিক গবেষক, মননশীল প্রাবন্ধিক, আরবী সাহিত্যের নিখুঁত সমঝদার, অলংকার শাস্ত্রবিদ, আইনবিদ, ঐতিহাসিক এবং নিরলস জ্ঞানসাধক। তাঁর অন্তকরণ ছিল আল্লাহপাকের নূরের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত এবং রসূল (সঃ)-এর পরিপূর্ণ মোহাব্বতে প্লাবিত। তাঁর মধ্যে অকল্পনীয় ধারণাশক্তি, মজবুত ঈমানী প্রত্যয় এবং অসাধারণ দূরদৃষ্টি ছিল। মাওলানার সৃষ্টিকর্মই তার প্রমাণ বহন করে।

তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত

আল্লাহ পাকের একত্ব ও অখণ্ডতা, সমগ্র বিশ্ব পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর নিরংকুশ আধিপত্য, সৃষ্টির সমস্ত বস্তুসামগ্রীর একটি বিশেষ শৃংখলা ও কানুনের অধীন হওয়ার দ্বারা যুক্তি ও বিবেকের নিকট এ কথাই প্রকাশ করে যে, একজন অনাদি ও অনন্ত সৃষ্টিকর্তা থাকাই যুক্তিসঙ্গত। এই বিশাল জগত এবং তার মধ্যে অস্তিত্বশীল প্রতিটি বস্তু একটি চিরন্তন নিয়মের অধীন থেকে একটি প্রচ্ছন্ন শক্তির ইশারা ইঙ্গিতে চলমান থাকার যৌক্তিকতা স্বীকার করে। তেমনি মানুষের চলার জন্য সঠিক পথ এবং পদ্ধতি কখনো মানুষ নিজেই বের করতে পারে না। মানুষকে চিন্তা ও গবেষণা করার মত বুদ্ধি ও মগজ দান করা হয়েছে সত্য কিন্তু তা ব্যক্তির আবেগ, উচ্ছ্বাস এবং দৃষ্টিভংগির উর্ধে নয়। কোন মানুষের চিন্তার উপর তার যুগ, শিক্ষা, পরিবেশ এবং নিজস্বতা অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করে। তাই চিন্তার ক্ষেত্রে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অবশ্যই বিভিন্নতা দেখা দেয়, যা মানুষের জন্য সঠিক পথ নির্দেশনার মানদণ্ড কখনই নির্ধারণ করতে সক্ষম হয় না। সে জন্য আল্লাহ পাক রসূল প্রেরণ করে এ অভাব মোচন করেছেন। মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নিষ্কলুষ জীবন, নির্মল ব্যক্তিচরিত্র, সত্যবাদিতা এবং সত্য প্রকাশের ব্যাপারে তাঁর অতুলনীয় ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা ও অনমনীয় মনোভাব যুক্তিবাদী মানুষের নিকট একটি বিরল সুন্দর উদাহরণ। একটি আদর্শিক সংগ্রামের মাধ্যমে তিনি আল্লাহপ্রদত্ত জীবন ব্যবস্থাকে মানব জাতির নিকট গ্রহণীয় করে তুললেন এবং আসমানী বিধানের কল্যাণকারিতা সম্পর্কে পথহারা বিবেকের সংশয়-সন্দেহকে বিদূরিত করলেন। এ মহান পথে অগ্রসর হয়ে তিনি সারাজীবন যে কষ্টক্লেশ ভোগ করলেন তার বিনিময়ে বিজয়ের যুগে কণা পরিমাণ বস্তুও গ্রহণ করেন নাই বরং ত্যাগের নজিরবিহীন উদাহরণ সৃষ্টি করেন। মুহাম্মাদ (সঃ)-এর কর্ম এবং তাঁর পথ নির্দেশনার মৌলিকত্ব ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত জীবন ব্যবস্থার অভিনবত্বই তাঁর নবী হওয়ার সঠিক প্রমাণ বহন করে। আখিরাতের

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয়তা এবং বিবেকের দাবী অনুযায়ী তার অস্তিত্ব লাভের সম্ভাবনা তিনি পেশ করেন। প্রতিটি কষ্ট, পরিশ্রম ও ত্যাগের বিনিময় যেমন স্বাভাবিক তেমনি অন্যায়, যুলুম এবং পৈশাচিকতার পরিণামের ভয়াবহতা বিচারেরই দাবী। কিন্তু এই নশ্বর পৃথিবীতে সংকীর্ণ পরিমণ্ডলে সঠিক ও যথার্থ বিচার এবং উপযুক্ত বিনিময় সম্ভব নয় তাই আখিরাতে বিশ্বাস কোন আবেগ প্রসূত দাবী নয় বরং তা হওয়াই স্বাভাবিক। এই বই খানায় মাওলানা সন্দেহাবর্তে নিমজ্জিত বিশ্ববাসীর এবং জড়বাদী সংকীর্ণ দর্শন পূজারীদের কাছে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের দার্শনিক ও বুদ্ধিভিত্তিক যুক্তি তুলে ধরেন।

রেসালায়ে দীনিয়াত/খুতুবাত

রেসালায়ে দীনিয়াত বইয়ে মাওলানা ইসলামের সার্বজনীনতাকে তুলে ধরার প্রয়াস পান। ইসলাম কোন একজন প্রচারক নির্ভর ধর্ম নয় এবং কোন বিশেষ প্রচারক এর নামানুসারে তার নামকরণ করা হয় নাই। হযরত আদম (আ) থেকে আল্লাহর বিধানের প্রতি মানব সন্তানের যে আনুগত্যের ধারা সৃষ্টি হয় তা অব্যাহত রাখার জন্য আল্লাহ প্রেরিত বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন নবী ও রসূলদের একটি বিশেষ আন্দোলনের সমগ্রতাই এর নামকরণের উৎসমূল। মানব জাতির জন্য ইহা একটি অফুরন্ত শান্তিদানকারী বিধান ও কর্মপন্থা। এই বইখানায় মাওলানা বন্দেগীর স্বরূপ উন্মোচন করেন এবং দীর্ঘদিনের প্রচলিত পশ্চাৎপদ চিন্তাধারার জীর্ণ আচ্ছাদনে আবৃত ইসলামের মৌলিক অনুষ্ঠানসমূহের ব্যাপকতা ও এর আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য ক্ষুরধার লেখনীর অভিনবত্বে প্রকাশ করেন। ইবাদাতের প্রচলিত ভাবধারার আড়ষ্টতাকে দীর্ণ করে এর পরিধি সমাজের দ্বন্দ্বমুখর পরিবেশ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন। ইসলাম মানুষকে সংসারত্যাগী বৈরাগী বানাতে আসেনি এবং সঠিকভাবে পার্থিব জীবনের প্রতিটি কাজে কুরআন ও হাদীসের পায়রুবি করাই ইসলামের দাবী। সংসার বিচ্ছিন্ন, অলস, কর্মবিমুখ এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনে অপটু ব্যক্তি কখনই ইসলামের পূর্ণ অনুসারী হতে পারে না। মাওলানা তার বিখ্যাত "খুতুবাত" গ্রন্থে কলেমা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি অত্যাবশকীয় বিষয়সমূহের অন্তর্নিহিত সৌকর্য তুলে ধরার প্রয়াস পান। তাঁর চিন্তাধারা অনুসারে এ সমস্ত বিষয় বাস্তব জীবন থেকে বিচ্যুত কোন ইবাদাত নয় বরং মানুষের বাস্তব জীবনকে সুন্দর, সুশৃংখল ও আল্লাহর আনুগত্যের ছাঁচে প্রস্তুত করবার আল্লাহ প্রদত্ত পলিসি। বান্দাহকে আল্লাহর খাঁটি গোলাম বানানোই এসব ইবাদাতের আসল উদ্দেশ্য।

www.pathagar.com

খেলাফত ও মুলুকিয়াত

মাওলানার একটি অনবদ্য সৃষ্টি। পবিত্র কুরআনে ইসলামী রাষ্ট্র সংগঠনের যে রূপরেখা আছে তা বিভাগভিত্তিক চয়ন করে তিনি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, জনগণের অধিকার, সরকারের ক্ষমতার সীমা, অর্থনীতি, বিচার ব্যবস্থা, আইনের উৎস, নেতৃত্ব সৃষ্টির প্রক্রিয়া, জনগণের রায় বা নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের ঈমান আকীদা ও অধিকারের পরিপন্থী শাসক শ্রেণীর উৎখাতের উপায় সম্পর্কে নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি এভাবে 'তানকীদের' (সমালোচনার) একটি চিরস্থায়ী মানদণ্ড খাড়া করেছেন। এই অবিনশ্বর এবং চিরস্থায়ী মানদণ্ডের কষ্টিপাথরে খোলাফায়ে রাশেদার সময়কাল ও কার্যধারা বিচার বিশ্লেষণ করেন এবং তাদের উপর আনিত অভিযোগ, বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের দ্বারা আরোপিত ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করেছেন। তিনি অনাগত মানুষের জন্য যারা ইসলামের মুলনীতিসমূহ সমাজে বাস্তবায়ন করার সংগ্রাম করবে, তাদের জন্য খোলাফায়ে রাশেদার এই সময়কালকে ইসলামের অনুসৃত নীতির পূর্ণ আনুগত্য এবং বাস্তবায়নকারী যুগ হিসেবে সাব্যস্ত করেন এবং ঐতিহাসিক প্রমাণ ও অভ্রান্ত দলীলের মাধ্যমে তার সত্যাসত্য নিরূপণ করেন। অপরদিকে মুয়াবিয়া (রা) এর সময় থেকে শাসন ব্যবস্থা কিভাবে একক ব্যক্তির তথা বংশীয় খেয়াল খুশির অধীনে চলে গেল এবং যার অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে জনগণের ঈমান-আকীদা বাক স্বাধীনতা ও জানমালের নিরাপত্তা বিনষ্ট হয়ে গেল, এমনকি বংশীয় গর্ব-অহমিকার অনুসারী রাজা বাদশাহদের শাসনামলে নারীর ইজ্জত হরণ, হুযুর পাক (সঃ)-এর পবিত্র আসহাবদের মরদেহ কবর থেকে উত্তোলন করে বেত্রাঘাত ও জ্বালিয়ে দেয়ার মত নির্লজ্জ মনোভাবের যথেচ্ছা প্রদর্শন করা হয়। খোলাফায়ে রাশেদার সময় ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব একই স্থানে কেন্দ্রীভূত ছিল। ধর্মীয় বিধানের লালনই ছিল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য। কিন্তু পরবর্তী শাসকদের দুরাচার ও অশালীন কার্যকলাপ এবং ক্ষমতা দখলের দূরভিসন্ধিমূলক অনৈতিক প্রক্রিয়া তাদেরকে সে মর্যাদা থেকে নীচে নামিয়ে দেয়। এখান থেকেই ধর্ম এবং রাজনীতি দুটো আলাদা পথে গতিশীল হয় যা দু'একটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কোন সন্ধিস্থল বা মিলন-মোহনায় একত্রিত হয়নি। ইমাম আজম আবু হানিফা (র), ইমাম মালেক (র), ইমাম গাযযালী (র), ইমাম ইউসুফ (র) প্রমুখ ওলামা ধর্মীয় বিধিবিধান সংরক্ষণের জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেন। ধর্মীয় চিন্তা গবেষণার এই ধারা রাজনৈতিক নেতৃবর্গের কার্যকলাপ থেকে গা বাঁচিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে

www.pathagar.com

অস্তিত্ব লাভ করলেও রাজনৈতিক ময়দানে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। ক্রমশ গণমানুষের অন্তরে এই ধারণা বলবৎ হতে থাকে যে, ইসলাম একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান সর্বস্ব বিধিব্যবস্থা ছাড়া কিছু নয়। সমাজ জীবনে এর প্রতিপালনীয় নিয়মনীতি, দৈনন্দিন জীবনের আলোচনা, এমন কি ধারণা কল্পনার বাইরে অবস্থান করে।

সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং

আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্রুত প্রসার, ইউরোপের যান্ত্রিকতার বিকাশ এবং সারা বিশ্বে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী বিস্তার বিশ্বকে পুঁজিবাদী শোষণমূলক অর্থ ব্যবস্থার দিকে পরিচালিত করে। এ অর্থ ব্যবস্থার বৈষম্যমূলক নীতি ও আচরণে মানুষ "শোষক ও বঞ্চিত" এই দুই কাতারে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং শ্রেণী সংগ্রামের ধ্বজাধারীরা কাল্পনিক সাম্যতার শ্লোগান তুলে শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের স্কন্ধে গোলামীর চিরস্থায়ী শিকল পরিয়ে দেয়। ক্ষুদ্র পুঁজিপতিদের উৎখাত করে রাষ্ট্র একটি বৃহৎ পুঁজিপতি ও শোষকরূপে জনগণের বুকে চেপে বসে। কমিউনিজম যদিও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান দিতে পারেনি বরং খামাখা অনঢ় এবং একগুঁয়েমি মনোভাব প্রদর্শন করে আভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সংকটপূর্ণ করে তুলেছে তবুও কিছু মুসলিম নামধারী অর্থনীতিবিদ পুজিবাদী ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে এর গুণকীর্তন করতে কার্পণ্য করেনি। এ ক্ষেত্রে মাওলানা মওদূদীই পুঁজিবাদের মৃত লাশের পচন সম্পর্কে সমাজকে প্রথম অবহিত করেন এবং দ্রুত বর্ধনশীল সমাজতান্ত্রিক দানব শিশুর পৈশাচিক চরিত্র সম্পর্কে বিশ্বকে আগাম হুশিয়ারী প্রদান করেন। তিনি ইসলামী অর্থব্যবস্থার কল্যাণকর নীতি বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেন এবং সমাজ ব্যবস্থার এই জটিল সংকটাবর্তে এর পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগের পথ বাতলিয়ে দেন। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বাস্তব জ্ঞান এবং অন্তর্ভেদী দৃষ্টিকোন ছাড়া তার পক্ষে এই মহান খেদমত আঞ্জাম দেয়া কোনক্রমেই সম্ভব হতো না। আধুনিক সুদভিত্তিক ব্যাংকিং সিস্টেম এর পাশাপাশি তিনি ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মূলনীতি তুলে ধরেন।

ইসলামী শাসনতন্ত্র ও আইন

পাকিস্তান কায়েম হবার পর ১৯৪৮ সালে মাওলানা যখন ইসলামী সংবিধান প্রণয়নের দাবী করলেন তখন বিভিন্ন মহল পত্র-পত্রিকার পাতায়

www.pathagar.com

তাঁর বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগলো। করাচী ও লাহোরের আইনজ্ঞরা তাঁকে বার লাইব্রেরীতে বক্তৃতা করার জন্য দাওয়াত করলেন। এ ছাড়াও পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান যখন ইসলামী শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে ওলামাদেরকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করলেন তখন ১৯৫১ সালে শিয়া আলেমসহ ৩১ জন বড় বড় আলেমের এক সম্মেলনে তিনি ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা মূলনীতি প্রণয়ন করেন এবং শাসনতন্ত্রের পণ্ডিত ও প্রথিতযশা আইনজীবীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব কুরআন-হাদীসের অকাট্য যুক্তি সহকারে পেশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের একটি ধারাবাহিক ও মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। এই গ্রন্থটি ইসলামী শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত শিক্ষিত সমাজের অমূলক ধারণা ও ভয়ভীতির অবসান করে।

মাসয়ালায়ে কওমিয়াত

উপমহাদেশে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন যখন তুংগে তখন গান্ধী নেহরুর সর্বভারতীয় একজাতিত্বের মুখরোচক শ্লোগানে মুসলমানদের মধ্যে এক দুঃখজনক ভাংগন সৃষ্টি হয়। সাধারণ জনগণ তো দূরের কথা মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীর মত দেশবরেণ্য আলেম "মুত্তাহিদা কওমিয়াত" রচনা করেন যার ফলশ্রুতিতে তার সাগরেদগণসহ মুসলিম জনতার এক বিরাট অংশ এক জাতিত্বের ভ্রান্ত মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। মুসলমানদের এই দুর্দিনে মাওলানা মওদূদী তাঁর প্রতিবাদী গ্রন্থ "মাসয়ালায়ে কওমিয়াত" রচনা করেন এবং জাতীয়তার ইসলামী সংজ্ঞা তুলে ধরেন। ইসলাম কখনো ভৌগলিক সীমারেখার ভিত্তিতে জাতীয়তা রচনা করে না বরং সারা বিশ্বব্যাপী তা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের ভিত্তিতেই জাতীয়তা সৃষ্টি করে যা বর্ণ, গোত্র, দূরত্ব নির্বিশেষে এক সুদৃঢ় বুনিয়াদ এর উপর অবস্থান করে। একটি মুশরিক এবং শ্রেণীপ্রথার ধারক জাতির সহিত শুধুমাত্র সীমারেখার কারণে জাতীয়তার বন্ধন সৃষ্টির অপচেষ্টা সত্যিকার অর্থে একটি ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়। পাশাপাশি মুসলিম লীগের প্রচেষ্টায় মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যদিও সোচ্চার ছিল কিন্তু তারা জাতীয়তার ইসলামী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রদানে অক্ষম ছিল। মাওলানা মওদূদীর লেখনীই পাকিস্তানের আদর্শের ভিত্তিকে মজবুত করে। মুসলিম লীগ নেতৃবর্গের ইসলামী জ্ঞানের অভাব এবং বাস্তব জীবনে ইসলামী অনুশাসন মেনে না চলার জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেও তাকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারেনি।

www.pathagar.com

ইসলামী হুকুমাত কিস্ তারাহ কায়েম হোতি হ্যায়

মুসলিম জাতীয়তার চেতনায় যে নতুন রাষ্ট্র জন্ম নিতে যাচ্ছে একমাত্র ইসলামী বিধান কায়েম হওয়ার মাধ্যমেই তার স্বার্থকতা খুজে পাওয়া যেতে পারে। ১৯৪০ সালে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে "ইসলামী হুকুমাত কিস্ তারাহ কায়েম হোতি হ্যায়" নামক প্রদত্ত বক্তৃতায় তিনি বলেন-"মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের খপ্পর থেকে মুসলিম জাতিকে উদ্ধারের লক্ষ্যে তাদের জন্য আলাদা ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু রসূল (সঃ)-এর কর্মনীতি অবলম্বন না করা হলে একটি মুসলিম জাতীয়তাবাদী দেশ সৃষ্টি হলেও ইসলামী রাষ্ট্র কিছুতেই কায়েম হবে না।" এই গ্রন্থের মধ্যে মাওলানা একটি ইসলামী রাষ্ট্রের নকশা, তা অর্জনের উপায় হিসেবে একটি নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা এবং সংগঠনের মাধ্যমে সমাজের মধ্যে একটি ব্যাপক ইসলামী জাগরণের কর্মপন্থা বাতলিয়ে দেন।

তরজুমানুল কুরআন/রাসায়েল মাসায়েল/তানকীহাত/ ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা

১৯৩২ সাল থেকে মাসিক তরজুমানুল কুরআনের মাধ্যমে তিনি শিক্ষিত সমাজের সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগি এবং হীনমন্যতা পরিহার করার প্রচেষ্টা চালান। পাশ্চাত্য দর্শনের অবাধ ও দুর্নিবার গতির প্রতিরোধ, ইসলামী সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের কাজে তরজুমানুল কুরআন এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষিত সমাজের সন্দেহমূলক, আক্রমণাত্মক এবং চিন্তামূলক প্রশ্নের জ্ঞানগর্ভ জবাব 'রাসায়েল ও মাসায়েল' কিতাবে প্রদান করেন যা বর্তমানে ৭ খণ্ড গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। তার "তানকীহাত" এবং "ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা" নামক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থদ্বয় পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাব থেকে মুসলিম সমাজকে রক্ষা করে।

কাদিয়ানী সমস্যা

১৯৫৩ সালে পাঞ্জাবে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আলেমদের কয়েকটি সংগঠন মুসলিম জনগণকে ক্ষেপিয়ে দাংগা পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক স্বার্থে সরকারও এ পরিস্থিতিকে ব্যবহার করেন এবং মাওলানাকে না হক ফাঁসীর

www.pathagar.com

হুকুম প্রদান করেন। মাওলানা "কাদিয়ানী সমস্যা" বই রচনা করে কাদিয়ানী সমস্যার হাকীকত জাতির সামনে তুলে ধরেন। তাতে কোন কিছুই আপত্তিকর বা উত্তেজনামূলক ছিল না।

সুন্নাত কী আইনী হাইসিয়াত

গোলাম মুহাম্মদ গভর্নর জেনারেল থাকা কালেই সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় গোলাম আহম্মদ পারভেজ নামক এক আইসিএস অফিসারের নেতৃত্বে "তুলুয়ে' ইসলাম" নামক এক সংঘের মাধ্যমে হাদীস অমান্য করার আন্দোলন দানা বাঁধে। ইতিমধ্যে দেশের উচ্চতর পর্যায়ে এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। মাওলানা তাঁর পত্রিকা তর্জুমানুল কুরআনে "সুন্নাত কী আইনী হাইসিয়াত" (হাদিসের আইনগত মর্যাদা) সম্পর্কে এক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন। মাওলানার এই নিবন্ধ প্রকাশ হবার পর অল্প দিনের মধ্যেই তুলুয়ে' ইসলামের অপমৃত্যু ঘটে। গ্রন্থাকারে সংখ্যাটি প্রকাশিত হলে তাঁর বিরোধী মহলের মধ্যেও বইটি সমাদৃত হয় এমনকি তা পাঠ্যপুস্তকে পরিণত

ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ

পাশ্চাত্য দেশসমূহে বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভংগির প্রসারতা এবং বৈষয়িক উপায়-উপকরণের লভ্যতার সাথে মানুষের জীবনের অনেক দিক এবং বিভাগকে এক করে দেখা হয়েছে যার পরিণামে সম্পদের অপ্রতুলতা তাদের মনে টিকে থাকার ব্যাপারে অনিশ্চয়তার জন্ম দিয়েছে। সে সব দেশে মানুষের মনে দুনিয়ার ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যসমূহ এমন একটা প্রভাব বিস্তার করেছে যে, মানব সমাজে উদ্ভূত সমস্ত সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তারা এ সকল বস্তুর উপস্থিতি একান্ত অপরিহার্য মনে করেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের ব্যর্থতার কারণ তালাশ করতে গিয়ে এসব নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রীর স্বল্পতাকে দায়ী করেছে। এসব জড় দৃষ্টিভংগি সম্পন্ন মানুষ নিখিল বিশ্বের অপরিসীম কলা-কৌশলের মধ্যে লুক্কায়িত বেশুমার নিয়ামতের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে শুধুমাত্র আহরিত মাল সম্পদের মূল্যে সবকিছুকে যাচাই করার নীতি গ্রহণ করেছে। মাওলানা তাঁর তত্ত্বমূলক গবেষণা গ্রন্থে বহু পাশ্চাত্য মনীষীর দৃষ্টিভংগি পেশ করেছেন। PAUL BUREAN নামক একজন ফরাসী লেখক এর উদ্ধৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, তিনি

www.pathagar.com

বলেন, "অধিক সন্তান ও অধিক অস্বচ্ছলতার দরুন যারা জন্মনিরোধ করে তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। অধিক সংখ্যক লোক যে কারণে জন্মনিরোধ করে তা হচ্ছে ঃ নিজেদের আর্থিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান উন্নতকরণ, নিজেদের সম্পত্তি অধিক সংখ্যক ওয়ারিশের মধ্যে বন্টন রোধ, প্রিয় সন্তানদের উচ্চশিক্ষা দিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য তৈরীকরণ, স্ত্রীর সৌন্দর্য ও কমনীয়তাকে গর্ভধারণ ও সন্তান পালনের ঝামেলা থেকে হেফাজত করা, নিজেদের ভ্রমণ ও চলাফেরার আজাদী বহাল রাখা যেন অনেক সন্তানের দরুন স্ত্রী শুধু শিশুদের দখলে না যায় এবং স্বামীর আনন্দ অতৃপ্ত থাকতে বাধ্য না হয়।" "ইসলামের দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ" গ্রন্থে মাওলানা কুরআন হাদীস এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াও এমন সব পরিসংখ্যান পেশ করেন যার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার প্রচারিত পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের অসারতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের ছদ্ম নামে বিশ্ব রাজনীতির সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্রের স্বরূপ তিনি উদঘাটন করেন।

আল জিহাদু ফিল ইসলাম

মাওলানার বয়স যখন মাত্র ২৪ বৎসর তখন তাঁর প্রথম গবেষণা গ্রন্থ "আল জিহাদু ফিল ইসলাম" প্রকাশিত হয়। জিহাদের উপর গবেষণা করতে গিয়ে তিনি কুরআনকে সংগ্রামী ভূমিকায় দেখতে পেলেন। অনেক খ্যাতনামা কুরআন ব্যাখ্যাতা তাদের গ্রন্থে শুধুমাত্র ইসলামের প্রতিরক্ষার খাতিরে জেহাদ শব্দটি প্রয়োগ করেছেন যার ফলে এর চিরন্তন ও ব্যাপক আন্দোলনী দিকটি চাপা পড়ে যায়। কিন্তু মাওলানা এর ইতিবাচক দিকটি তুলে ধরেন। মানুষের দাসত্ব থেকে মানুষকে আজাদ করে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও সার্বভৌমত্বের অধীন করার জন্য জেহাদের প্রয়োজন। এটা একটি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা যার লক্ষ্য হলো সমাজ থেকে অন্যায়, যুলুম এবং মানুষের মনগড়া আদর্শের সমস্ত বন্ধন নষ্ট করা। এই মহান আন্দোলনের পথে যারা বাধা প্রদান করে তাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়। কুরআনের পরিভাষায় এটাকে কিতাল বলা হয়েছে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনই জিহাদ এবং এর চূড়ান্ত পর্যায়ই কিতাল।

তাফহীমুল কুরআন

কুরআনের তাফসীর রচনার জন্য মাওলানা দীর্ঘ ৩০ বছর কঠিন সাধনা করেন। পবিত্র কুরআনের স্বার্থক বিশ্লেষণ করার জন্য তিনি সারা বিশ্বের

www.pathagar.com

জ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ গ্রন্থ সমবেত করেন। মাওলানা মওদূদী (র) ছিলেন কুরআনের যুগ বিশ্লেষক। কুরআনকে তিনি ইসলামী আন্দোলনের নির্দেশক গ্রন্থ হিসেবে পেশ করেন। হুযুর পাক (সঃ) এর তেইশ বছরের ইসলামী আন্দোলনের সংগ্রামী জীবনই পবিত্র কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা। আধুনিক যামানার মন-মানসিকতা, যুক্তি-বিশ্লেষণ, জ্ঞানের পরিধি, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জটিলতার প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে তিনি কুরআনকে ব্যাখ্যা করেন। তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, যেহেতু পবিত্র কুরআন নাজিল হয়েছিল একটি সর্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলন পরিচালনার লক্ষ্যে তাই এ যুগেও যারা কুরআন বুঝতে চান তাদেরও উচিত ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা। মাওলানা মওদূদী (র) কুরআনের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে ইসলামী চিন্তার ক্ষেত্রকে সঠিক ভিত্তির উপর পুনর্নির্মাণ করেন এবং কুরআনের মেজায অনুযায়ী এর শিক্ষাকে সমাজ জীবনে বাস্তবায়িত করার জন্য একটি ইসলামী আন্দোলনের রূপরেখা প্রণয়ন করেন।

সামাজিক জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না থাকায় ইসলামের ধারণা মানুষের নিকট অস্পষ্ট। এমনকি আলেম সমাজের চিন্তার সংকীর্ণতা মুসলিম জাতির দ্রুততর পতনের জন্য দায়ী। মাওলানা ইসলামী বিধিব্যবস্থার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেই ক্ষান্ত হননি। ইসলামী সমাজব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে দুর্বার আন্দোলন সৃষ্টি করেন। বর্তমানে জামায়াতে ইসলামী কোন এলাকা বা দেশের আন্দোলন নয় বরং এর নেটওয়ার্ক সারা বিশ্বে বিস্তৃতি লাভ করেছে। তিনি পবিত্র কুরআন এবং হাদীস থেকে সূত্র ও দলীল সংগ্রহ করে বাস্তব জ্ঞান ও গভীর মননশীলতার দ্বারা সংগঠনের কাঠামো নির্মাণ করেন। সাংগঠনিক বিভিন্ন সমস্যা নিরসন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি, বিভিন্ন জটিলতা লাঘব ইত্যাদি বিষয়ে তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করেন এবং জোরালো বক্তব্যের মাধ্যমে দিক নির্দেশনা দান করেন। পারস্পরিক সমালোচনা এবং কোন জটিল অবস্থায় ঐকমত্যে পৌছার সুন্দর ও বাস্তবানুগ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

www.pathagar.com

দুর্লভ অভিজ্ঞতা

অন্ধকার থেকে আলোর দিকে

—এম, জিয়াউর রহমান

১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে সবে মাত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে ফিরেছি। ভালোভাবে আরাম করে বসতেও পারিনি। বেকার আছি জেনে জনৈক বন্ধু আমাকে একটি লাইব্রেরীতে নিয়ে গেলো। আমিও এ নিঃসঙ্গ দিনগুলো কাটাবার জন্য কিছু বই-পত্রের তালাশে ছিলাম। এর মাধ্যমে কিছু মানসিক আরাম লাভের আকাংখাও ছিল। যদিও পিতা আমাদের বাড়ীতে অসংখ্য ধর্মীয় পুস্তক রেখেছিলেন তবুও হিন্দু ধর্মের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা জন্মে গিয়েছিল। তাই আমি এক রকম নাস্তিকতার জীবন যাপন করছিলাম। এর বৃহত্তম কারণ ছিল হিন্দু ধর্মের আকীদা-বিশ্বাস, যা হামেশা আমার মনে সন্দেহের সৃষ্টি করতো। আমার মন এ ব্যাপারে একেবারেই নিশ্চিত ছিল না যে, পাথরের বুতও আবার কোন দিন মানুষের লাভ-ক্ষতির কারণ হতে পারে? কিন্তু বাড়ীর সবার ভক্তি দেখে আমাকেও সময় সময় পাথরের মূর্তির সামনে মাথা নত করতে হতো। এর সবচেয়ে বড় কারণ হলো এই যে, তারা বিভিন্ন দেব দেবীর কাহিনী বর্ণনা করে ভক্তি সঞ্চার করার চেষ্টা করতো। কাজেই অনেক সময় এসব কারণে বাধ্য হয়ে আমি বিষ্ণু, ভগবানের ধ্যানে ঘন্টার পর ঘন্টা মগ্ন থাকতাম। এ সময় জীবন সম্পর্কে আমি চিন্তা করতাম। অধিকাংশ সময় মনে হতো কোন জংগল অথবা পাহাড়ে গিয়ে মানব সমাজ থেকে পৃথক হয়ে সন্যাসীর জীবনযাপন করি। কিন্তু যখনই এ খেয়াল আসতো এবং তারপর চোখ খুলতাম, তখনই এর গুরুত্ব একটি স্বপ্নের চাইতে বেশী মনে হতো না। জীবনের এই দ্বন্দ্বমুখর মুহূর্তে অধিকাংশ সময় পরমেশ্বরকে অস্বীকার করে বসতাম। আমার ঐ অবস্থা বাড়ীর লোকদের জন্য আরো বেশী উদ্বেগের কারণ হতো এবং তারা পূজায় আরো বেশী দৃঢ়তা দেখাতো।

ইসলামকে ঘৃণা করতাম

অবশ্যি প্রয়োজনবোধে ইসলামের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আমি কখনো দ্বিধা করিনি। এর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল এই যে, আমরা

www.pathagar.com

স্কুলে যে ইতিহাস পড়েছিলাম তাতে ইসলামকে বড়ই জঘন্যভাবে বিকৃত করা হয়েছিল এবং মুসলমানদের জুলুম ও দস্যুতা প্রমাণ করার জন্য যাবতীয় সম্ভাব্য প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। আওরঙ্গজেবের মত ন্যায়পরায়ণ ও আল্লাহভীরু বাদশাহ সম্পর্কেও অত্যন্ত অবাঞ্ছিত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সারকথা হলো এই যে, এ ধরনের মিথ্যা বর্ণনার মাধ্যমে ছাত্রদেরকে পুরাপুরি উত্তেজিত করা হতো। এর ফলে ছাত্রদের মধ্যে প্রায়ই হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হতো। এভাবে আমিও মুসলিম ইতিহাসকে অত্যন্ত ঘৃণা করতে লাগলাম। প্রতিশোধ নেবার জন্য মনের মধ্যে নানান চিন্তা জট পাকাতো। হিন্দু ধর্মের ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ ছিল না। কিন্তু ইসলামের সংগে শত্রুতা ছিল।

সত্য ধর্ম

যাহোক আমরা দু'বন্ধু লাইব্রেরীতে গেলাম। সেখান থেকে একটি হিন্দী বই নিলাম। এটি ছিল হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী সাহেবের একটি বক্তৃতার অনুবাদ। উর্দূতে এর নাম ছিল 'দীনে হক'–এক মাত্র ধর্ম। আর হিন্দীতে এর নাম রাখা হয়েছিল। "সত্য ধর্ম"। আমার বন্ধুটি সংক্ষেপে মাওলানা মওদূদীর পরিচয় দান করলেন। বিশেষ করে সেদিনের ঘটনা–যেদিন পাকিস্তান সরকার তাঁর ফাঁসির হুকুম জারি করেছিলেন এবং তিনি নিজের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য এতেও প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন –মাওলানার এ ঘটনাটি আমার নিকট তাঁকে বিরাট করে উদ্ভাসিত করেছিল। অতপর জামায়াতে ইসলামীর কাফেলা মঞ্জিলের পর মঞ্জিল যেভাবে অতিক্রম করে অগ্রসর হচ্ছিল বন্ধুটি তারও উল্লেখ করলেন। এ পরিস্থিতিতে মাওলানা যে বিরাট কার্য সম্পাদন করে যাচ্ছেন তা অবশ্যি এমন যে তাঁর উপর শুধু মুসলমানই নয় বরং সমগ্র মানব জাতি গর্ব করতে পারে। বিশেষ করে তিনি সৎ কাজের আদেশ দান, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা এবং আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরা এবং বিভেদ সৃষ্টি না করার যে সক্রিয় নমুনা পেশ করেছেন তা ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সংযোজন করেছে। তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে মস্তক উত্তোলনকারী আন্দোলনগুলোর উপর যে মরণ আঘাত হেনেছেন তা মুসলমান কোন দিন বিস্মৃত হতে পারবে না।

বইটি আমার হাতে ছিল। এর প্রথম পাতায় কুরআনের একটি আয়াত লিখিত ছিল ঃ "ইন্নাদ্দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম"–আল্লার নিকট ইসলামই এক মাত্র ধর্ম। এখন আমার মনের মধ্যে বিরাট তোলপাড় শুরু হয়ে গেলো।

www.pathagar.com

বার বার মনে উদিত হচ্ছিল যে, এ কেমন করে সম্ভব যে, ইসলামই আল্লাহ প্রেরিত এক মাত্র সত্য ধর্ম। যদিও হিন্দু ধর্মের উপর আমার কোন ভক্তি শ্রদ্ধা নেই তবুও এ কথা মেনে নেয়া সহজ ছিল না যে, ইসলামই একমাত্র সত্য এবং আল্লাহর প্রেরিত ধর্ম। কাজেই এ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাবার জন্য আমি বড়ই পরিশ্রম করলাম। দু'মাস তখনো শেষ হয়নি আমি হিন্দী ভাষায় অনুদিত মাওলানা মওদূদীর সমস্ত বই পড়ে নিলাম। উর্দু লেখাপড়া আমি আদৌ জানতাম না, এ জন্য বড়ই মুশকিল হচ্ছিল। মাওলানার আরো বই পড়ার কোন পথ দেখছিলাম না। তাই এ বইগুলো বার বার করে পড়ছিলাম। সমস্ত বইর মধ্যে 'রিসালায়ে দীনিয়াত এর (ইসলাম পরিচিতি) হিন্দী তরজমাই সবচাইতে প্রভাবশালী প্রমাণিত হলো। কেননা, এটি এমন স্বয়ং সম্পূর্ণ বই যে, এর মধ্যে ইসলামের প্রায় সব দিকগুলোই আলোচিত হয়েছে।

ছুটির পর

এতদিনে আমার ছুটি শেষ হয়ে এসেছিল। লাইব্রেরীর হিন্দী বইগুলোও পড়ে নিয়েছিলাম। অধিকাংশ সন্দেহ দূর হয়ে গিয়েছিল এবং ইসলামের সত্যিকার চেহারা প্রকাশিত হয়েছিল। তবুও কোন কোন সময় বেদ প্রভৃতির অনেক বিষয়বস্তুর মাধ্যমে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস সম্পর্কে মতভেদ হচ্ছিল এবং আমি নিজে ফয়সালা করতে পারছিলাম না যে, কোনটা গ্রহণ করবো। এ জন্য যে, সংস্কৃত ভাষার প্রতি আমার তেমন কোন আগ্রহ ছিল না। অধিকাংশ সময় সংস্কৃতির ক্লাশে অনুপস্থিত থাকতাম। কিন্তু আল্লাহর রহমত হলো। জনৈক সংস্কৃত ভাষার বিশেষ পারদর্শী ব্যক্তি–যিনি আরবী এবং ফারসীও বেশ জানতেন–তাঁর সংগে সম্পর্ক স্থাপিত হলো। তিনি আমার হিন্দীর শিক্ষকও ছিলেন। এখন তাঁর কাছে প্রতিদিন যেতে লাগলাম। তাঁর নিকট সমস্ত সন্দেহ পেশ করতাম এবং তিনি অত্যন্ত স্নেহের সংগে তা সমাধান করে দিতেন। এভাবে আমার জ্ঞানের বহর কিছুটা বৃদ্ধি হলো। এছাড়া মরহুম খাজা হাসান নিজামীর একটি তাফসীরও পড়ার সুযোগ হলো। পণ্ডিত কিশোর রাম এটি অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর ইসলামী নাম ভুলে গেছি এবং প্রকাশনীর নামটিও। এতটুকু মনে আছে যে, অনুবাদকারীর ইসলামী নামের সংগে পণ্ডিত কিশোর রামও লেখা ছিল।

www.pathagar.com

সন্দেহ দূর হলো

আবার জামে মসজিদে প্রতিদিন 'তাফহীমুল কুরআন' এর দরস হতো, এতে নিয়মিত শরীক হতাম। এভাবে আমার দিন রাত্রির কাজের মধ্যে শুধু রয়ে গেল এগুলো। দিনের ১২ ঘন্টার মধ্যে কলেজের সময় ছাড়া বাকি সমস্ত সময়টা ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়নে কাটাতাম। কলেজেও অবসর সময়ে "ইসলাম পরিচিতি" পড়তাম। কলেজের অন্যদিকে একটি সুদৃশ্য লাইব্রেরী, একটি মসজিদ এবং সুগন্ধি ফুলের কেয়ারী ছিল। এখানে বেশীর ভাগ ছেলে বসে অধ্যয়ন করতো। আমিও বন্ধু বান্ধবের সংগে একদিকে বসে যেতাম এবং পড়ে শুনাতাম। শ্রোতাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সবাই থাকতো।

এভাবে অনবরত ৮ মাস অধ্যয়নের পর আমার নিকট এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, দুনিয়ায় একমাত্র ইসলামই একটি সত্য ধর্ম এবং কুরআনের সেই আয়াতটি যেটিকে প্রথম দিন আমি সন্দেহের চোখে দেখেছিলাম সেটি আজ আমার মনের স্বাভাবিক আওয়াজে পরিণত হলো এবং বার বার এ ধারণা আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুললো যে, আজ যদি আমি মুসলমান না হয়ে থেকে যাই তাহলে কাল না জানি কি হয়ে যাবে।

সত্য ধর্মের ক্রোড়ে

এমনিভাবে এ কথা দিলের মধ্যে বসে গেলো যে, "লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমূন-তোমরা মুসলমান না হয়ে অবশ্যি মরো না।" সার কথা হলো এই যে, কুফরীর অবস্থায় একটি দিন অতিবাহিত আমার নিষ্পাপ হৃদয়াবেগকে নিষ্পেষিত করার নামান্তর মনে হচ্ছিল। শেষে হিন্দী বর্ণমালায় লিখিত একটি নামাযের বই জোগাড় করলাম। নদীর কিনারে গিয়ে ভালো করে সেটিকে পড়ে নিলাম এবং সেইদিন থেকেই নামায পড়তে শুরু করলাম। কেননা, এখন আমি কালেমা পড়ে দস্তুর মত মুসলমান হয়ে গিয়েছিলাম।

এ সব কিছুই হযরত আল্লামা মোহতারাম মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর কারণেই সম্ভব হয়েছে-যিনি এখন লৌহ কবাটের অন্তরালে জীবন কাটাচ্ছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর ধৈর্যকে আরো শক্তিশালী করুন। আমীন।

অনুবাদ ঃ আবদুল মান্নান তালিব
প্রথম সংস্করণ ঃ রচনাকাল-১৯৬৪ ইং

www.pathagar.com

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

'ইয়ে ত ইবনে তাইমিয়া কা রং হ্যায়'

—ডাঃ মুহাম্মদ আতাউর রহমান

পনের বছর আগে এক সম্মানিত ব্যক্তির মুখ থেকে শব্দগুলো শুনেছিলাম। যে গভীর তন্ময়তা ভেদ করে শব্দগুলো উচ্চারিত হয়েছিল তা আজও আমার স্মৃতিপটে অক্ষয় হয়ে রয়েছে এবং চোখের মধ্যে লেগে রয়েছে। মনে হয় আজো যেন সেই স্মরণীয় মুখখানা দেখছি এবং গভীর তন্ময়তায় বুক চিরে আসা আওয়াজ শুনছি।

ঘটনাটা পুরাপুরি খুলে বলাই ভালো

আমি ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় লেখাপড়া করি। ১৯৩৫ সনে লাক্ষ্ণৌর প্রখ্যাত জ্ঞানকেন্দ্র দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় যোগদান করি। এখানেই তরজুমানুল কুরআন (মওদূদী সম্পাদিত মাসিক উর্দু পত্রিকা–অনুবাদক) পহেলা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়। এটা আমার বুদ্ধি বৃত্তির কাছে–এখানে আমি মন ও বুদ্ধির কথাই বলছি–এত আবেদনশীল ছিল যে, তরজুমানুল কুরআন পড়া আমার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেল কিছু দিনের মধ্যে।

গরমের ছুটিতে কয়েক সংখ্যা তরজুমানুল কুরআন বাড়ী নিয়ে গেলাম (পাহাড়পুর বাজার, পোঃ বড় হারিয়া জিঃ সারান) গভীর আগ্রহ নিয়ে আমার সংগৃহীত সংখ্যাগুলো আব্বার কাছে পেশ করলাম। আমি মনে করি তিনি সম্ভবতঃ ভেবেছিলেন যে, আমি যুগের সাধারণ রুচি এবং নওজোয়ানদের শখের পরিপন্থী এমন কোন সাময়িকীর প্রতি আকর্ষিত হয়েছি, যার নাম তরজুমানুল কুরআন। তিনি আমাকে সাবাস দিলেন এবং দেখবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

আমার জান্নাতবাসী আব্বা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ জামিল আনসারী একজন খাঁটি সত্যবাদী দীনী আলেম ছিলেন। তাঁর জিন্দেগী অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার কাজে ব্যয়িত হয়েছিল। শুধু তিনি অধ্যাপকই ছিলেন না, ফতোয়া দেয়ার মালিকও ছিলেন। তিনি ১৯১৭ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত তেইশ বছর কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক এবং দারুল এফতার মুফতী ছিলেন।

www.pathagar.com

'তরজুমান'–এর যাবতীয় সংখ্যা যা আমার কাছে ছিল সবই তাঁর খেদমতে পেশ করলাম। তিনি এগুলো দেখে পহেলা যে রায় দিলেন তা হলো ঃ এ সব কুরআন ও হাদীসে মওজুদ রয়েছে। প্রয়োজন হচ্ছে শুধু আমলের। প্রায়ই ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিরা এ জাতীয় কথা তাদের পত্র–পত্রিকা এবং সাময়িকীতে প্রকাশ করে থাকেন কিন্তু তাতে কোন আমল করা হয় না।

১৯৩৬ সাল। গরমের ছুটি। বাড়ী এলাম। তরজুমানুল কুরআনের নতুন সংখ্যা আমার কাছে ছিল। পিতার খেদমতে পেশ করলাম। তিনি গোটা সাময়িকীটা ভালভাবে পড়লেন। আমাকে ডেকে খুব ব্যথিত মনে তিনি বললেন ঃ আমার বড় ভুল হয়েছে। এ ব্যক্তি তো (মওদূদী) শুধু ইংরেজী শিক্ষিত নন, আরবীর একজন পণ্ডিতও। তাঁর বয়স কত হবে?

আমি আরয করলাম, সম্ভবত তাঁর বয়স ত্রিশ বত্রিশ বছর হবে।

বিস্মিত হয়ে তিনি বলতে লাগলেন, এত অল্প বয়সে তিনি এত যোগ্যতা হাসিল করেছেন যে, তাঁর সাময়িকী পড়লে অবাক হতে হয়।

আমি এ সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর কাছে বিষদভাবে লিখলাম। মাওলানা পাঠানকোট চলে আসার পরই এটা ঘটেছিল। মাওলানা আমার চিঠির জবাব দিলেন এবং তাঁর সঙ্গে পাঠালেন সিয়াসী কাশমাকাশ, রেসালায়ে দীনিয়াত, দস্তুরুল আমল ও দারুল ইসলাম।

আব্বা কিতাবগুলো পুরাপুরি পড়লেন খুব মনোযোগ দিয়ে এবং ব্যথিত মনে বলতে লাগলেন বারবার ঃ আমি এ লোক সম্পর্কে ভুল করেছি। আল্লাহ আমাকে মাফ করুন। এত আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার রং। প্রতিভাদীপ্ত মানুষের অভাবের যুগে হিন্দুস্থানের মত দেশে এ লোকের কি করে জন্ম হলো। তিনি যখন এ কাজগুলো করার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন তখন তাঁর কঠোর বিরোধিতা করা হবে। পৃথিবীতে আহলে হকদের সাথে হামেশা এরূপ আচরণ করা হয়েছে। লোকে তাঁকে হত্যা করে ফেলারও সম্ভাবনা রয়েছে।

বস্তুত পাকিস্তানের শাসকগণ তাঁর ফাঁসির হুকুম দিয়ে এ কথাটাই বাস্তবায়িত করে দিলেন। অবশ্য এ কথা বলা যায় যে, আল্লাহ তাঁর বিশেষ ফজলে তাঁকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু মাওলানার মহান নির্ভীক দৃঢ়তা শাহাদতের উচ্চ মর্যাদা তাঁকে প্রদান করেছে।

পাঠান কোর্ট থেকে সরাসরি পাহাড়পুর কুতুব খানা আনসারিয়ার ঠিকানায় তরজুমানুল কুরআন পাঠান হতো। আব্বা কলিকাতা থেকে ছুটির সময় বাড়ী

www.pathagar.com

এলে খুব মনযোগ সহকারে 'তরজুমান' পড়তেন। অবশেষে 'তরজুমান' এ একটা সৎ ও নিষ্ঠাবান জামায়াতের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ইশারা করা হলে আব্বা দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন : এ জামায়াত যদি কায়েম হয় তাহলে আমি তার প্রথম সদস্য হবো। কিন্তু আফসোসের বিষয় জামায়াত গঠনের ১০ দিন আগে (১০ই আগস্ট ১৯৪১ ইসায়ী সন) তিনি পরপারে চলে গেলেন।

সে সময় মাওলানা মওদূদীর বিরাট ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নাদভী এক বিরাট জনসভায়।

১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষাশেষি দারুল উলুমের প্রাক্তন ছাত্রদের 'নাদভী সম্মেলন' ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আমি ১৯৩৯ সালে দারুল উলুম নদওয়া থেকে সনদ হাসিল করেছিলাম। তাই আমিও সম্মেলনে শরীক হবার জন্য লক্ষ্মৌ গিয়েছিলাম। উক্ত সম্মেলনে হাযির হওয়ার এক বিশেষ আকর্ষণ এই ছিল যে, সে সময় মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী লক্ষ্মৌ আসার কথা ছিল। নদোয়ার আমার মত অসংখ্য প্রাক্তন ছাত্র মাওলানার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পারস্পরিক মত বিনিময়ের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেছিল। সম্মেলন সমাপ্ত হলে মাওলানা নদোয়ার মেহমানখানায় এলেন। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ এবং সকল বিদায়ী ছাত্র তাঁর সঙ্গে চিন্তার আদান-প্রদান করলেন। মসজিদ এবং মেহমানখানায় বিভিন্ন অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কোন কোন অধিবেশনে আমিও যোগদান করার সুযোগ পেয়েছিলাম। নদোয়া কর্তৃপক্ষ শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্বোধন করার জন্য মাওলানাকে অনুরোধ করলেন। নদোয়া ও লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান 'আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুততালাবা' সভার আয়োজন করলেন। মাওলানা মওদূদী নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ভাষণ দান করলেন এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে। সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন জনাব আবদুল মজিদ দরিয়াবাদী। সাইয়েদ সুলায়মান নাদভী মাওলানা মওদূদীর পরিচয় করালেন। যে শব্দগুলো দিয়ে মাওলানার পরিচয় দেয়া হলো তার প্রতিধ্বনি যেন আজো আমি শুনছি এবং যে নকশা আঁকা হয়েছিল তা আজো চোখে ভেসে রয়েছে।

আল্লামা সুলায়মান নাদভী বলেন :

জ্ঞানের গভীন সাগর এক নওজোয়ানকে আপনাদের সামনে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য দাঁড়িয়েছি। মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে বিদগ্ধ সমাজ পুরাপুরি ওয়াকেফহাল। বস্তুত তিনি বর্তমান যুগের ইসলামের প্রতিনিধি এবং উন্নত চিন্তার অধিকারী একজন আলেমে দীন। ইউরোপের ধর্মদ্রোহীতা এবং

www.pathagar.com

উচ্ছৃংখলতার যে সয়লাব স্রোত ভারতে এসে ধাক্কা দিয়েছে তা প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা প্রকৃতি এমন এক পবিত্র হাতে ন্যস্ত করেছেন। যিনি ইউরোপের প্রাচীন ও আধুনিক মতবাদ ও দর্শনের সঙ্গে বিশেষভাবে ওয়াকেফহাল রয়েছেন। শুধু তাই নয় কুরআন ও হাদীসের গভীর জ্ঞানের তিনি অধিকারী এবং এর আলোতে তিনি তামাম সমস্যা সম্পর্কে সন্তোষজনকভাবে আলোচনা করতে সক্ষম। এ জন্যই কট্টর নাস্তিক এবং আল্লাহদ্রোহী তাঁর দলীলের কাছে খড়কুটার মত ভেসে গিয়েছে। এ কথা স্পষ্ট করে বলা যেতে পারে যে, হিন্দুস্থান এবং মুসলিম বিশ্বের অনেক আশা-ভরসা মাওলানার প্রতি নিবদ্ধ রয়েছে।

দীনী বিশ্বাস, অহী, কুরআন প্রভৃতি সম্পর্কে নিয়াজ ফতেহপুরী যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিলেন এবং যুবক শ্রেণী যে স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল সাইয়েদ সুলায়মান নাদভী সেই ফেতনার দিকেই ইশারা করেছিলেন। মাওলানা মওদূদী এ সম্পর্কে তথ্যমূলক বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখেন।

কিন্তু দুনিয়ার সবচেয়ে বড় আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো, যখন দীনের কাজ করার জন্য কিছুসংখ্যক লোক সংঘবদ্ধ হয় এবং বাতিল শক্তিকে পরাস্ত করার জন্য সম্ভাব্য সকল উপায় উপাদান হাসিল এবং প্রয়োগ করার কোশেশ করে তখন সেই মহল থেকেই তাদেরকে 'খারিজিয়াত' এর অপবাদ দেয়া হয়, নানা রকমের ফতোয়া দেয়া হয় এবং আল্লাহর দেয়া জীবন-বিধান কায়েম করার আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং এমন কি মিটিয়ে দেয়ার জন্য জঘন্য প্রচেষ্টা করা হয়। আল্লাহ আমাদের ও তাদেরকে সদাচরণের শক্তি দান করুন। আমিন।

অনুবাদ ঃ মিয়া মফিজুল হক

প্রথম সংস্করণ ঃ রচনাকাল ১৯৬৪ ইং

www.pathagar.com

মান হুয়াল মওদূদী

—আল্লামা শেখ আল বশীর আল ইবরাহীম (আলজিরিয়া)

পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি এবং দেখেছিও। মওদূদীর মতো দুর্লভ ব্যক্তিত্বের অধিকারী মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের জন্যে সমকালীন ইসলাম জগতের আলেম সমাজের শীর্ষস্থান লাভ করেছেন। মওদূদী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হলোঃ তিনি সত্যের পথে সর্বদা অটল ও অনড় বিপদের দিনে পরম ধৈর্যশীল এবং শাসকদের স্বাগতম জানানো তো দূরের কথা তাদের কাছ ঘেঁসতেও তিনি নারাজ।

পাক ভারতের যে সব ব্যক্তিবর্গকে আমি দেখেছি বা যাঁদের সম্পর্কে আমি শুনেছি তাঁদের মধ্যে মওলানা মওদূদী ইসলামের প্রচার, প্রসার ও ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিক দিয়ে সবচেয়ে বিজ্ঞ। তাঁর অধ্যয়ন অতি ব্যপক। তীক্ষ্ণ মেধা, উচ্চ দিমাগ, সুস্থ চিন্তা ও প্রচুর জ্ঞানের অধিকারী তিনি। তাঁর ওপর বাহ্যিক নির্যাতন সত্ত্বেও হৃদয়ের উজ্জ্বলতা খুবই সুস্পষ্ট। তিনি অসাধারণ সৃজনী প্রতিভার অধিকারী এবং কোনো জিনিসের ভালো মন্দ যাচাইর ক্ষেত্রে অপরূপ দক্ষতা সম্পন্ন। যুক্তি ও প্রমাণ পেশ করার ব্যাপারেও তিনি অদ্বিতীয়। শরীয়তের সাধারণ উদ্দেশ্য রূপায়ণের ক্ষেত্রে তিনি প্রশাখাগুলোর ওপর ততটুকু গুরুত্ব দিয়ে থাকেন যাতে তা মৌলিক বিধানের চেয়ে বেশী বিবেচিত না হয়। সুক্ষ্মানুসুক্ষ্ম তথ্যানুসন্ধানের ব্যাপারে তিনি গভীর চিন্তাশীল।

যেমনি ভালো খাদ্যের আসর শরীরের কর্ম তৎপরতা ও নিত্য নতুন স্পন্দনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় ঠিক তেমনি মওদূদীর বিপুল কর্মধারা থেকে এ কথা খুব পরিষ্কার হয়ে পড়ে যে, তিনি অত্যন্ত পোক্তা আকায়েদের অধিকারী। তিনি একজন দার্শনিক কিন্তু তাঁর দর্শন অযথা পান্ডিত্যে ভরপুর নয় বরং এর লক্ষ্য শিক্ষামূলক। বাস্তবধর্মী এবং সত্যানুসন্ধিৎসাই তাঁর পন্ডিত-দার্শনিক হওয়ায় বাধা সৃষ্টি করেছে। তাঁর দর্শনে ঘটনার বাস্তবরূপ অবিকৃতই থাকে। চিন্তা গবেষণা করে নতুন পন্থা উদ্ভাবনেরও তিনি পক্ষপাতি।

তিনি যে ৪০/৫০ খানা বই (বর্তমানে অনেক বেশী-অনুবাদক) লিখেছেন তা সবই উর্দূ ভাষায়। বইগুলো সবই ইসলামী বিষয় নিয়ে লিখিত এবং নং

www.pathagar.com

জাগরণের বার্তাবাহী। প্রত্যেকটা পুস্তকেই পাশ্চাত্য দর্শনের সমালোচনা রয়েছে। আধুনিক জ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে মওলানার এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তিনি তা বিচারের মানদন্ডে যাচাই করেন। এগুলোকে তিনি সরাসরি অস্বীকারও করেন না, স্বীকারও করেন না বরং এগুলো গ্রহণ ও বর্জন করতে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করে থাকেন। জামায়াতে ইসলামীর যে সদস্য মওলানার কিছু সংখ্যক বই আরবী অনুবাদ করে আরবের চিন্তার রাজ্যে এক নব দিগন্তের সূচনা করেছেন তিনি হলেন আমাদের এক বিশ্বস্ত বন্ধু মাসঊদ আলম নদভী। সম্প্রতি আলজিরিয়ায় তিনি এই বইগুলি আমাকে উপঢৌকন পাঠিয়েছেন। এই বইগুলোর মধ্যে আমি নতুন চিন্তা ও নতুন জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছি। শব্দ এবং অনুবাদের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে যদিও তা ভাষান্তরীত করা হয়েছে।

আল্লামা মওদূদী "আল বাসায়ের" পত্রিকার মারফত আলজিরিয়ার জমিয়তে ওলামার সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত রয়েছেন। এ জন্যে তাঁর পরিচালিত আন্দোলন ও আলজিরিয় জমিয়তের কার্যসূচী প্রায় কাছাকাছি।

তিনি এমনি এক সমবেদনশীল মনের অধিকারী যা মুসলমানদের বর্তমান অধঃপতিত অবস্থায় মর্মাহত হয় এবং গৌরবময় ঐতিহ্যে হয় আনন্দিত। তাঁর দৃষ্টিতে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা সকল মানব রচিত মতবাদের চেয়ে বেশী ইনসাফ-ভিত্তিক। মানবিক ইচ্ছা ও প্রবণতার জন্যে এটি অত্যন্ত শক্তিশালী বিধান। এটা মানুষের পারস্পকি সম্পর্ক ও চাহিদার একটি উপযুক্ত বিধান। এরি ওপর ভিত্তি করে মওলানার ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের চিন্তার বিকাশ।

আমার ইসলামী রাষ্ট্র সফরের উদ্দেশ্য জেনে তিনি অত্যন্ত খুশী হলেন। তিনি মনে করেন, পারস্পরিক জানাজানি ও নৈকট্যের মধ্যেই মুসলমানদের পারস্পরিক সহযোগিতার সুযোগ হবে। সাথে সাথেই তিনি আমার যে ত্রুটি ধরেছেন তা হলো, যেভাবে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি এভাবে আমি লেখায় মনোযোগ দেইনি। আমার জবাব শুনে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তাঁর মতে দৈনন্দিনের কথাগুলোই এক একটি পুস্তিকা। যদি কোনো জিনিসের অভাব থাকে তা হলো বই লিখার। বই লিখার ব্যাপারেও তাঁর মত হলো, বই ছোট হতে হবে যেন মূল্যও স্বল্প হয়, পড়তেও সময় কম ব্যয় হয়। তিনি নিজেও এই পথের অনুসারী। তাঁর প্রায় বই যদিও ছোট আকারে লিখেছেন কিন্তু তিনি তথ্য ও অর্থের দিক থেকে এক একটি ছোট পুস্তিকায় এক একটি সাগরকে বেঁধে রেখেছেন।

www.pathagar.com

আমি লাহোর পৌঁছবার পূর্বে মওলানাকে লিখেছিলাম লাহোর ষ্টেশনে আমার সঙ্গে মোলাকাত করার জন্যে, কিন্তু দুঃখের বিষয় সরকার তাঁর প্রতি এতো শ্যানদৃষ্টি নিক্ষেপ করে রেখেছেন যে, তাঁর প্রত্যেকটা চিঠিই 'সেন্সার' করা হয়। কাজেই তিনি ঠিক সময় আমার চিঠি পাননি। পরে অবশ্য মওলানার সঙ্গে মোলাকাত হয়েছে।

মওলানা মওদূদী এবং সরকারের মধ্যে বিরোধের কারণ কি? বিরোধের আসল কারণ হলো তিনি হচ্ছেন পাকিস্তানে ইসলামী জীবন-বিধানের পূর্ণ রূপায়ণের প্রয়াসী। এ ব্যাপারে তিনি আপোসহীন এবং নিরলস। তাঁর দাবী হলোঃ পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র এই সব মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে রচিত হবে যা আল্লাহ তায়ালা পারস্পরিক লেন দেন ও হক ইনসাফ করার উদ্দেশ্যে মানুষের জন্যে নাজিল করেছেন। এ ব্যাপারে মওলানার চিন্তাধারা ও কার্যক্রম এত সুস্পষ্ট যে, এতে কোনো প্রকার ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ নেই। তিনি ইসলামী শাসনতন্ত্রের পূর্ণ কাঠামোও তৈরি করেছেন। যার অংশ বিশেষ মিশরের "আল মুসলিমুন" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

জামায়াতে ইসলামীর দৃষ্টিভঙ্গি হলোঃ ভারত বিভক্তির জন্যে মুসলমানগণ নিজেদের জানমাল এ জন্যে কুরবান করেছিল যে, এ দেশে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হবে। যদি এখনো পূর্ব অবস্থাই বর্তমান থাকে তবে এতো সমস্ত কুরবানীর কোনো অর্থই হতে পারে না। পাকিস্তান সরকার যদিও দেশকে ইসলামী গণতান্ত্রিক বলে প্রচার করছেন বস্তুতপক্ষে আভ্যন্তরিণ অবস্থা তাই চলছে যা ইংরেজরা প্রবর্তন করে গিয়েছে।

জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানে ইসলামী শাসনতন্ত্র এ জন্যেও চায় যে, এটি দেশের জনসাধারণের দাবী অথবা অধিকাংশে জনসাধারণের দাবী। অবশ্য কিছু সংখ্যক এরূপও আছে যারা পাশ্চাত্য শাসনতন্ত্রের আশাবাদী। কিন্তু তারা জনতার মোকাবেলায় সামান্যই। চিন্তাশীল লোকদের অভিমত হলোঃ এ ধরনের লোকগুলো বাহিরের সাহায্যে পরিপুষ্ট।.....

অবশ্যি এখানে আমার একটি ব্যক্তিগত মত রয়েছে যা আমি তথাকার দায়িত্বশীল লোকদের নিকট বলে এসেছি। উপরোল্লেখিত কারণেই সরকার মওলানার সংগে নির্দয় ও তিক্ততামূলক আচরণ করে যাচ্ছেন। যখনই কোনো ব্যাপারে মওলানা স্পষ্ট মনোভাব প্রদর্শন করেছেন বা কোনো বিষয়ে ফতোয়া প্রদান করেছেন তখন সরকার পক্ষ তাকে জেলে প্রেরণ করেছেন এবং সর্বদাই তাকে ভীতি প্রদর্শন করে থাকেন। কাশ্মীর সমস্যা যখন চরম আকার ধারণ করেছিল তখন মওলানার নামে একটি ফতোয়া প্রচার করা হয় যার মর্ম

www.pathagar.com

হলোঃ কাশ্মীরের পক্ষে জেহাদ করা হারাম। ফতোয়াটি আমার নিকট বড়ই আশ্চার্য ধরনের মনে হয়েছিল। আমার ইচ্ছা ছিল মওলানার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই এটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবো এবং যদি তা ঠিক হয় তা হলে আমিই এর প্রথম বিরোধী ব্যক্তি হবো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মওলানার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে অন্যান্য আলোচনার মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা করতে ভুলে যাই।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে সরকারের সঙ্গে মওলানা মওদূদীর বিরোধীতার কথা উল্লেখ না-ই করলাম। তবুও সত্যের খাতিরে একটি কথা স্পষ্ট করে বলতে চাচ্ছি যে, আল্লামা মওদূদীই একমাত্র ব্যক্তি যিনি পাকিস্তানে ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অত্যন্ত শক্তিশালী ও আলেমদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী যোগ্য ব্যক্তি। এখানে একথা বলে দিচ্ছি যে, মওলানার পরিকল্পিত পথে শুধু সরকারই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছেন না, এক শ্রেণীর ধর্মান্ধ লোকও বাঁধা সৃষ্টি করে রেখেছে। তারা ফেকাহর মার পেঁচে সাধারণ লোকদেরও বিপদে ফেলতে চান।

গত মাসে পাকিস্তানে বিরাট রকমের গন্ডগোল সংগঠিত হয়ে গেল। (লেখক এখানে কাদিয়ানী দাঙ্গার কথা উল্লেখ করছেন-অনুবাদক) রক্তা রক্তিও হয়েছে। এর কারণ ও বিবরণ সম্পর্কে অধিকাংশ আরবী পত্রিকাই নীরব ভূমিকা গ্রহণ করার ফলে আমরা ভালোভাবে এ সম্পর্কে কিছুই জানতে পারিনি। ধারণা করেছি, হয়তো ইসলামী শাসন-ব্যবস্থার দাবী করায় এবং মওলানা মওদূদী ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের প্রভাব দেশে বেড়ে যেতে দেখে সরকার মওলানা এবং তাঁর সংগীদের অধিকাংশকে কারাগারে পুরেছেন। আর ব্যাপারটি সামরিক আদালতের কাছে সোপর্দ করে তাঁর ফাঁসির হুকুম দেয়া হয়েছে। পরবর্তী খবরে জানা যায়, ফাঁসির হুকুমকে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদন্ডে পরিবর্তিত করা হয়েছে। পাকিস্তানের জনসাধারণের মধ্যে এ নিষ্ঠুর আচরণ অত্যন্ত ক্ষোভের সঞ্চার করে এবং জনসাধারণের তরফ থেকে সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ ও শোভাযাত্রার শ্রোত প্রবাহিত হতে থাকে। আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত যে, পরে দন্ডাদেশ পরিবর্তনের মূল কারণও তাই ছিল।

অপরদিকে মিশর, সিরিয়া, ইরাক এবং কুয়েতের সুসংগঠিত ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলোর তরফ থেকেও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

আমার নিকট ব্যাপারটা তখন স্পষ্ট হয়েছে যখন আমি কুয়েতে ছিলাম। আমার সঙ্গে ও জমিয়তে উলামার সঙ্গে মওলানার গভীর সম্পর্ক থাকার কারণে আমি তাঁর ফাঁসির হুকুম শুনে মর্মাহত হয়েছি।

www.pathagar.com

তিনি কোনো নির্দিষ্ট এলাকার ব্যক্তিত্ব নন বরং তিনি নিখিল জগতের একটি অমূল্য সম্পদ। যখন তার ফাঁসির হুকুম মওকুফ করা হয়েছে তখন তার মুক্তির জন্যে কোশেশ করা আমাদের অন্যতম জিম্মাদারী। এ জন্যে আলজিরিয়ার নাগরিক সাধারণের তরফ থেকে–যার নেতৃত্ব করছিলাম আমি এবং এ দেশের কৃতী সন্তান ফলিওর তালানী–এবং সমগ্র পশ্চিম আরবের সাধারণ মানুষের তরফ থেকে পাকিস্তানের উজিরে আজম এবং প্রেসিডেন্টের কাছে আলাদা তারবার্তা পাঠানো হয়েছে যে, মওলানা মওদূদী নিজে একজন ইসলামের খাদেম এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠাকারীদের তিনি সাধ্য অনুযায়ী সাহায্য সহযোগিতা করে নিজের দায়িত্ব যথাসম্ভব পালন করেছেন। আশা করি পাকিস্তানের জনসাধারণ ইসলামী প্রবণতাকে বাঁচিয়ে রাখবে–যা তারা পাকিস্তান লাভের আনন্দে ভুলে গেছে এবং যা আগামী দিনে তাদের জন্যে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনসাধারণ যেন এ কথাও বুঝে যে, মওলানা মওদূদী যে আওয়াজ উঠিয়েছেন তা সরকারের দৃষ্টিতে এতোই দোষণীয় যে, যার শাস্তি প্রাণদন্ড। এ দেশের জনগণের দাবি হলো, পাকিস্তান একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠুক, মুসলমানদের জন্যে পাকিস্তান হোক আশ্রয়স্থল.ও গৌরবের নিদর্শন।

আমার প্রিয় বন্ধুর জন্যে এ সামান্য কাজের পর আমার ওপর দায়িত্ব হলো এ দেশের জনসাধারণ বিশেষ করে 'আল বাসায়েরের' পাঠকদের সাথে আল্লামা মওদূদীকে বিশেষভাবে পরিচিত করে তোলা। যাতে এ দেশের লোক জানতে পারে এ লোকটি কে যার ওপর এতো কঠোরতা অবলম্বন করা হচ্ছে এবং এ কঠোরতার কারণই বা কি?

আমরা আশা করি অতি অল্প দিনের মধ্যে মওলানার মুক্তির খবর পাবো–যা আমাদের অসন্তোষকে সন্তোষে পরিণত করে দিবে। মওলানা মওদূদী ইসলামী আন্দোলনের বুনিয়াদ স্থাপন করেছেন বলেই সারা মুসলিম জাহান তাঁর সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এসেছে এবং তাঁর কারামুক্তির জন্যে তুলেছে ঐক্যবদ্ধ আওয়াজ। এতো হলো আমাদের পার্থীব জীবনের প্রচেষ্টা। তাছাড়া পরকালে তিনি যে পুরস্কার লাভ করবেন তা এরচেয়ে অনেক বেশি এবং অনেক স্থায়ী।

মওদূদী কারাগারের লৌহ কবাটের অন্তরালেই থাকুন আর বাইরের মুক্ত পরিবেশেই থাকুন সর্বাবস্থায় তাঁর প্রতি আদের সশ্রদ্ধ সালাম।

।। অনুবাদঃ কাজী শামসুল হক ।।

www.pathagar.com

[ষাট দশকে মওলানা মহতরমের যে পরিচিতি আরব বিশ্বে ছিল তা উপরের নিবন্ধে প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে তা আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়। তিনি গোটা আরব বিশ্বের যুব সমাজের চিন্তাধারা পাল্টে দিয়েছেন। তাঁর লেখনীই তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ার জন্যে। সত্যই তিনি মুসলিম বিশ্বের অমূল্য সম্পদ।–সম্পাদক]

www.pathagar.com

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

* **তাফহীমুল কুরআন (১-১৯ খণ্ড)** – সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
* **তাফহীমুল কুরআন বিষয় নির্দেশিকা** – সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
* **তাফহীমুল কুরআন জেলদ (১-৬ খণ্ড)** – সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
* **তরজমায়ে কুরআন মজীদ (এক খণ্ডে)** – সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
* **আল কুরআনের সহজ অনুবাদ** – অধ্যাপক গোলাম আযম
* **তাফসীরে সাঈদী** – মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী
* **তাদাব্বুরে কুরআন (১-২ খণ্ড)** – মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী
* **শব্দে শব্দে আল কুরআন (১-১৪ খণ্ড)** – মাওঃ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
* **শব্দার্থে আল কুরআনুল মজীদ (১-১০ খণ্ড)** – মতিউর রহমান খান
* **আল কুরআনের সারসংক্ষেপ** – মাওঃ মোঃ তৈয়ব আলী
* **সহীহ আল বুখারী (১-৬ খণ্ড)** – আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী র.
* **সুনান ইবনে মাজা (১-৪ খণ্ড)** – আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা র.
* **রাহে আমল (১-২ খণ্ড)** – আল্লামা জলিল আহসান নদভী
* **এন্তেখাবে হাদীস (১ - ২)** – আবদুল গাফফার নদভী
* **মিশকাতুল মাসাবীহ (১-৫ খণ্ড)** – আল্লামা ওলীউদ্দীন আবু আবদুল্লাহ
* **ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা** – সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
* **ইসলাম পরিচিতি** – সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
* **মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম** – মোঃ সিরাজুল ইসলাম
* **ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ** – সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
* **কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা** – সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
* **আসমাউল হুসনা** – সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
* **কুরআনের মহত্ব ও মর্যাদা** – সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
* **ইসলামী অনুষ্ঠানের তাৎপর্য** – সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
* **দাওয়াতে দ্বীন ও তার কর্মপন্থা** – আমীন আহসান ইসলাহী
* **ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা** – সাইয়েদ কুতুব
* **ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম** – মুহাম্মদ কুতুব
* **ঈমানের পরিচয়** – মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম
* **চাই প্রিয় ব্যক্তিত্ব চাই প্রিয় নেতৃত্ব** – মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম
* **ইসলাম প্রচারের হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতি** – আল্লামা আল বাহী আল খাওলী
* **ইসলাম পরিচয়** – ডঃ মোঃ হামিদুল্লাহ

www.pathagar.com